বৈশাখ—১৩৪২

আর্থিক উন্নতি

২০শ বর্ষ—১ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

শ্রেষ্ঠত্বের মূর্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—ভয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

ARTHIK UNNATI
(Economic Progress)
Established April, 1926
Edited by Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar, *Vidya-vaibhava*
Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).
Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta
Director
DR. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE APRIL-MAY NUMBER, 1945.

Section 1. Wealth of Bengal : Re-construction Works in Midnapur. (p. 2)

Section 2. Economic India: American Wheat in India. Construction of Government Godowns in Different Centres. New Insurance Business. (p. 2)

Section 3. World Economy: Production of Tobacco in America. Sheep-breeding in America. (p. 3)

Section 4. Men, Institutions and Movements: Trade Union Movement in Nigeria. (p. 3)

Section 5. Interview: Some Great Bengali Thinkers and Workers of the *Swadeshi* Age (Conversation between Prof Benoy Kumar Sarkar & Shib Chandra Dutt, M.A., B.L.) (p. 3)

Section 6. World of Journals: *International Affairs* (Oct., 1944). (p. 5)

Section 7. Reviews: The British Commonwealth : Its place in the Service of the World. (p. 5)

Section 8. Bibliography: 6 books announced.

Articles: Keynes and Old Economics.
By Prof Kastur Chand Lalwani, M.A., College of Commerce, Poona, Hony. Research Fellow, Bengal Institute of Economics. (p.p. 6-9)

P 24,078

বাংলার সম্পদ্

মেদিনীপুরে পুনর্গঠন-প্রচেষ্টা

উপর্যুপরি সামুদ্রিক বাত্যাবর্ত্ত, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী আদি দৈব-দুর্ব্বিপাকে বিধ্বস্ত সর্ব্বহারা জনসাধারণের অঞ্চলের পুনর্গঠনকল্পে বর্ত্তমানে সরকারী ও বে-সরকারী নানারূপ চেষ্টা চলিয়াছে। সরকারী কার্য্য সম্পাদনের জন্য উৎসাহী মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত হিমাদ্রিনারায়ণ রায় মহাশয় বিধ্বস্ত অঞ্চলের পুনর্গঠন-কার্য্যে যেরূপ আন্তরিকতার সহিত পন্থা নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মিগণের দ্বারা উহা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা প্রকৃতই আশার বিষয়। সাধারণ দরিদ্রনিবাসকে সর্ব্ব-সুখর আদর্শ কর্ম্মশালায় পরিণত করিতে তিনি যে প্রেরণা যোগাইতেছেন, তাহা একে একে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিতেছে। অন্যদিকে সর্ব্বহারা বিধ্বস্ত অঞ্চলের নিরাশ্রয়, অক্ষম ব্যক্তিদের সরকার হইতে বিনাব্যয়ে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দেওয়ার চেষ্টার বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে "নীহারে" কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি এ সম্বন্ধে আমরা যে বিবরণ পাইয়াছি, তাহাতে দেখা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত বিধ্বস্ত পল্লী ছাড়া আরও অনেক স্থলে নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণের জন্য আরও অনেকগুলি গৃহ সরকারী ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে। সাধারণতঃ ঐ ঘরগুলির আয়তন ১২ × ৮ ফুট নির্দ্ধারিত হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে স্থানে স্থানে এই গৃহের আয়তন কিছু বড় দেখা যাইতেছে এবং প্রত্যেক গৃহের জন্য এক শত টাকার অধিক ব্যয় প্রদত্ত হইতেছে না। আর ঠিকাদারগণ এই ঘর নির্ম্মাণের জন্য যাহাতে উহার একটা অংশ লইতে না পারে, তজ্জন্য গৃহকর্ত্তা এবং প্রতিবেশী প্রমজীবিগণের দ্বারা উপযুক্ত কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে ঐগুলি বড়বৃষ্টি-সহনশীল-ভাবে ও সুদৃঢ়রূপে তৈরী করা হইতেছে। অবশ্য দাতব্যরূপেই গবর্ণমেণ্ট এই ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া নিঃস্ব অক্ষম ব্যক্তিদের সাহায্য করিতেছেন; এজন্য অতঃপর কাহাকেও আর কোনরূপ ব্যয় প্রদান করিতে হইবে না।

(নীহার)

আর্থিক ভারত

ভারতে মার্কিণ গম

এ পর্য্যন্ত প্রায় দুই লক্ষ টন আমেরিকান গম ভারতে আমদানি হইয়াছে। দিল্লীর বর্ত্তমান বাজার দর অপেক্ষা সস্তা দরে উক্ত গম পাওয়া গিয়াছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে উক্ত গম ভারতে প্রাপ্ত গম হইতে অধিক পুষ্টিকর।

বিভিন্ন কেন্দ্রে সরকারী গুদাম নির্ম্মাণ

কেন্দ্রীয় সরকার এ পর্য্যন্ত নিজ ব্যয়ে বোম্বাই, কলিকাতা, কোয়েম্বাটোর এবং ভিজাগাপট্টমে মোটামুটি একলক্ষ কুড়ি হাজার টন মাল রাখার উপযুক্ত গুদাম প্রস্তুত করিয়াছেন। পূর্ব্ব-ভারতীয় রেলীয় রাজ্যেও সাত হাজার টনএর উপযুক্ত গুদাম তৈরী করা হইয়াছে।

করাচীতে দুইলক্ষ টন মাল রাখার জন্য গুদাম পূর্ব্বেই প্রস্তুত করা হইয়াছে। উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, সিন্ধু এবং পাঞ্জাবে একলক্ষ সাতাশ হাজার টনের উপযুক্ত গুদাম প্রস্তুত করার জন্য যাহা ব্যয় হইয়াছে তাহার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ভারত সরকার বহন করিয়াছেন।

নূতন বীমা ব্যবসায়

নিম্নে কয়েকটী ভারতীয় কোম্পানীর ১৯৪৬ সনের বীমা ব্যবসায়ের পরিচয় দেওয়া হইল :—

কোম্পানীর নাম	টাকা
জেনারেল অ্যাসিওরান্স	২,৬৩,৫৪,৭০০
বোম্বে লাইফ	২,৫১০,০০০
নেপচুন অ্যাসিওরান্স	৬৫,০০,০০০
দীপক জেনারেল	৩২,০০,০০০

সন্ধ্যাদ্রি টীনপ্লেটওয়ার্কস	২৪,১৪,৯২৩	ষ্ট্যাণ্ডার্ড মার্কান্টাইল	৯,৫২,০০০
নাগপুর পাইরোনিয়ার	১৮,৯০,০০০	পিয়ারলেস লাইফ	৪,৫০,০০০

দুনিয়ার ধনদৌলত

মার্কিণ মুল্লুকে তামাক উৎপাদন

১৯৪৪ সনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মোট ১,৮০৪,৮৭১,০০০ পাঃ তামাক উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৪৩ সনে উৎপন্ন হইয়াছিল ১,৩৯৯,৯০৫,০০০ পাউণ্ড। ১৯৩৯-৪২ দশ বৎসরের গড় উৎপাদনের হার ১,৩৮৮,৯৬৭,০০০ পাউণ্ড। ১৯৩৯ সনে মার্কিণ মুল্লুকে সবচেয়ে বেশী তামাক উৎপন্ন হয়। এই সনে উৎপাদন দাঁড়ায় ১,৮৮০,৭২৩,০০০ পাউণ্ড। ইহার তুলনায় ১৯৪৪ সনে উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র ৪% কমিয়াছে।

আমেরিকায় মেষপালন

১৯৪৪ সনে যুক্তরাষ্ট্রে ভেড়ার সংখ্যা ২২,৬০৩,০০০টা; ১৯৪৩ সনের তুলনায় এই সংখ্যা ১,৭০০,০০০, অর্থাৎ ৪½% এবং ১৯৩৩-৪২ দশ বৎসরের গড়ের তুলনায় ৩% কম। ১৯৩৪ এবং ১৯৩৬ সনের অনাবৃষ্টির জন্য ১৯৩৫ ও ১৯৩৭ সনে ভেড়ার সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া যায়; ১৯৩০ সনের পর আর কোন বৎসর এত কম ভেড়া দেখা যায় নাই।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

নাইজিরিয়ায় ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন

নাইজিরিয়ায় ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন সঙ্ঘবদ্ধ আকার ধারণ করিয়াছে। ১৯৩৪ সনে প্রথম ট্রেড্ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনের পর সংপ্রতি কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের খবর পাওয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় অধিবেশনের বৈঠক বসে লাগোস সহরে (১৯৪৩ সনের ৪ই হইতে ৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত)। ৬৪টা ট্রেড ইউনিয়নের ৩০০ প্রতিনিধি অধিবেশনে যোগদান করে। ইউনিয়নগুলির সদস্যসংখ্যা প্রায় ৫০০,০০০। ১৯৪৩ সনের কংগ্রেসে প্রায় ১০০,০০ সদস্য-বিশিষ্ট ৫৩টী ইউনিয়নের ২০০ প্রতিনিধি যোগদান করে। শ্রমিক তথা যুদ্ধ-ফেরৎ সৈনিকদের যুদ্ধোত্তর অবস্থা, যুদ্ধোত্তর প্ল্যানিং কমিটীসমূহে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব, বাসগৃহ, শিক্ষা, নারী-শ্রমিকদের মজুরী, শিল্প-ব্যবসায় পারিবারিক ভাতা, পাবলিক সার্ভিস, তথা বড় বড় শিল্পের জাতীয়তা-সাধন ইত্যাদি নানাবিষয় কংগ্রেসে আলোচনা চলে।

মোলাকাৎ

স্বদেশী-যুগের চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীর

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত শিবচন্দ্র দত্তের কথোপকথন]

প্রঃ—এইবার তাহ'লে আর এক গণ্ডা বঙ্গবীরের ব্যাখ্যান স্তৈরী করুন।

উঃ—সতীশ মুখোপাধ্যায়, অম্বিকা উকিল, অশ্বিনী দত্ত ও দীনেশ সেন। এই চারজনের নাম করছি। এঁরা আলাদা আলাদা মেজাজের লোক। সতীশ-বাবু ছাড়া আর তিন জনই বাঙাল,—পূর্ব্ববঙ্গের মানুষ। এঁরা সকলেই পয়লা নম্বরের বঙ্গবীর। জগদ্বিখ্যাত বা ভারত-বিখ্যাত কে কতটা সে-কথা

পাড়্‌ছি না। এঁরা বাঙলা দেশেই বাঙালী সমাজেও সার্ব্বজনিক বঙ্গনেতা বা বঙ্গবীরত্বরূপে ইজ্জৎ পেয়েছেন কিনা সে-বিষয়েও সন্দেহ করা চলে।

প্রঃ—সতীশবাবুর "জন সোসাইটি" সম্বন্ধে ও আপনার কাছে অনেক-কিছু শুনেছি। অম্বিকা উকিলের ব্যাঙ্ক-বীমা-প্রতিষ্ঠান আর পুঁজি-নিষ্ঠা ও সমবায়-নিষ্ঠা সম্বন্ধে বঙ্গীয় ধন-বিজ্ঞান পরিষদের মারফৎ আপনি অনেকবারই আমাদেরকে বলেছেন। গোটা বাঙালী জাতের পক্ষে এঁরা দুজনেই সার্ব্বজনিক কর্ম্মবীর ও বঙ্গ-নায়ক সন্দেহ নাই। মনে হয়েছে যে,—এই দুই জনকে একমাত্র পেশা হিসাবে বা কর্ম্মক্ষেত্রের তরফ থেকে প্রশিস্ত বিবেচনা করা ঠিক নয়। সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে বাংলার নরনারীর পক্ষে সতীশ মুখোপাধ্যায় ও অম্বিকা উকিলকে সোজাসুজি "বাঙালী" বলে চিনে রাখা উচিত। আজকাল আমরা যে বাংলা দেশে রয়েছি তার অন্যতম গঠন-কর্ত্তাদের ভেতর এই দুইজন কৃতী বাঙালীর দান অবশ্য-স্বীকার্য্য। স্বীকার না করলে দেশের বর্ত্তমান উন্নতির অবস্থা বুঝ্‌তে পারা যাবে না। কিন্তু অম্বিনী দত্ত আর দীনেশ সেন সম্বন্ধে আপনার অভিমতটা মানান-সই কি? এঁদের কাজে গোটা বাঙালী জাত্‌ প্রেরণা পেয়েছে কতটা?

উঃ—লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেও ঠিক জবাব দিতে পারবে কিনা সন্দেহ। আগেই বলেছি যে,—যে-চার জনের নাম করছি তাঁরা বাংলা দেশেই বঙ্গোন্নতির প্রবর্ত্তক বা কর্ম্মকর্ত্তা-রূপে পরিচিত কিনা সন্দেহ। অম্বিনী দত্তকে লোকেরা বরিশালের নেতা ব'লে জান্‌তো। প্রশ্ন উঠে,—তাতে বঙ্গনেতা হওয়া যায় কি? অনেক জেলায়ই কোনো-কোনো যুগে এক-একজন মুকুটহীন রাজা থাকে,—ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই ধরণের মুকুটহীন নেতায় আর অম্বিনী দত্ত'র মতন মুকুটহীন নেতায় কারাক বিস্তর। বরিশালের এমন কোনো উকিল, ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, সরকারী চাকুরে, ইস্কুলমাষ্টার, ব্যবসাদার বা সাংবাদিক দেখিনি যে নিজেকে অম্বিনী দত্ত'র চেলা বলে পরিচয় দেয় নি।

প্রঃ—তারা সকলেই বরিশালে কাজ করছে বোধ হয়?

উঃ—না। অম্বিনী দত্ত'র বরিশালইয়া চেলারা গোটা বাংলা দেশে ছড়িয়ে প'ড়েছে। এই একটা বড় কথা। বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়ই অম্বিনী দত্ত'র আত্মিক সন্তানেরা স্বদেশ সেবায় আর সমাজ-সেবার কাজে বাহাল আছে।

স্বদেশী যুগে ত এই অবস্থা দেখেছিই। এমন কি আজও দেখ্‌ছি। অম্বিনী দত্ত'র নেতৃত্বকে এই জন্য বিশেষ অর্থে বঙ্গ-নেতৃত্ব বলা চলে। বরিশালের লোকেরা সমাজ-সেবক হ'য়েছে, স্বদেশ-সেবক হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যে চুকেছে। কিন্তু তাদের অনেকেই বাংলা দেশের জেলায়-জেলায় মোতায়েন র'য়েছে। অম্বিনী দত্ত'র চেলা বরিশালবাসী কর্ম্মিকর্ম্মা লোকদের নেতৃত্বে ও সহযোগিতায় বাঙালী জাত্‌ বাড়্‌তির পথে এগিয়েছে। জেলায়-জেলায় এই ধরের বঙ্গনেতা অম্বিনী দত্ত'র মতন আর কয়জন ছিলেন বা আছেন খোঁজ নিয়ে রাখা ভাল।

পত্রিকা-জগৎ

"ইণ্টার-ন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স"

(অক্টোবর, ১৯৪৪)

"দি রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউট্‌-অব ইণ্টার ন্যাশনাল আফেয়ার্স" কর্তৃক প্রকাশিত এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ১৯২০ সনে প্রতিষ্ঠিত এই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটীর নিয়ম-কানুন অনুসারে আন্তর্জাতিক রাজনীতি-ক্ষেত্র সম্পর্কে নিজস্ব কোন মতামত প্রকাশ করা এই পত্রিকার উদ্দেশ্য নয়। অনুসন্ধান ও গবেষণা পরিচালনাই ইহার একমাত্র ধান্ধা। কাজেই পত্রিকায় যে-সমস্ত মতামত প্রকাশিত হয় তাহা লেখকদের নিজস্বমতামত।

আলোচ্য সংখ্যায় "পৃথিবীর লোকবল সমস্যা", "সমস্যা-বহুল মধ্যপ্রাচ্য", "বর্ত্তমান ইথিয়োপিয়া" ইত্যাদি কয়েকটী মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ডাঃ আর কুজিন্‌স্কী-লিখিত 'পৃথিবীর লোকবল সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধটী বিশেষভাবে প্রণিধানের যোগ্য-লেখক ১৯২৬ সন হইতে ১৯৩২ সন পর্য্যন্ত ব্রুকিংস ইন্‌স্টিটিউসনের সদস্য ছিলেন, তারপর ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৮ সন পর্য্যন্ত লণ্ডন স্কুল অব্‌ ইকনমিকসের সামাজিক জৈব-বিজ্ঞান বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন। বর্ত্তমানে তিনি ঔপনিবেশিক দফ্‌তরের চাকুরী লইয়া রাজকীয় লোকবল কমিসনের সদস্য পদে নিযুক্ত আছেন।

প্রবন্ধ-লেখকের মতে, দুই শতাব্দী ধরিয়া ইয়োরোপীয় লোকবল বাড়িয়া চলিলেও বাকী দুনিয়ার লোকসংখ্যা প্রায় একই কোঠায় রহিয়াছে। কাজেই পৃথিবীর লোকবল আরও বর্দ্ধিত হইবে—এই চলতি মতবাদটা সত্য নয়। ইয়োরোপের দুনিয়ার লোকসংখ্যা ঠিক একই কোঠায় দাঁড়াইয়া নাই, এসিয়ার লোকসংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গদের বাড়তির হার বেশী দাঁড়াইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও বাকী দুনিয়ার অতিমাত্রায় জনবল বাড়তির কোন লক্ষণ দেখা যায় না। আগামী দুই শতাব্দীতে যদি পৃথিবীর লোকসংখ্যা ৬ মিলিয়ার্ড দাঁড়ায় তবেও ভীত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। কারণ পৃথিবীতে স্থলভাগের আয়তন ৩৩।৩৪ মিলিয়ার্ড একর; তন্মধ্যে আবাদের যোগ্য জমির পরিমাণ যদি ১৫ মিলিয়ার্ড একর হয় তাহা হইলে মাথা-পিছু জমির হিস্যা দাঁড়াইবে ২·৫ একর। একজন লোকের ভরণ-পোষণের জন্য এর অর্দ্ধেক জমিই যথেষ্ট।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে দারিদ্র্যের পরিমাণই বর্দ্ধিত হইবে, লেখকের মতে, এই ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠা নিষ্প্রয়োজন। পৃথিবীবাসীর দারিদ্র্য উৎপন্ন দ্রব্যের ঘাটতির অভাব বশতঃ নয়; বণ্টনের গলদই ইহার জন্য দায়ী। পৃথিবীর-বিরল-লোকবসতি সম্পন্ন অঞ্চলসমূহে ঘন লোক-বসতি এলাকাগুলা হইতে লোক অপসারণের ব্যবস্থা করিলে লোকবলের চাপট থেকে অনায়াসেই রক্ষা পাওয়া যাইবে।

সমালোচনা

দি বৃটিশ কমনওয়েল্থ: ইটস্‌ গ্রেস্‌ ইন্‌ দি সার্ভিস অব্‌ দি ওয়ার্ল্ড; স্যার এডোয়ার্ড গ্রিগ; লণ্ডন: হাচিন্‌সন্‌; ১৯৪৩; ১৭৪ পৃঃ; ৫ শিঃ।

বৃটিশ সাম্রাজ্য সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা; সাম্রাজ্যের গুণ, দোষ-ত্রুটি আর এর বিরুদ্ধে যেসমস্ত সমালোচনার কশাঘাত দিকে দিকে উত্থিত হইয়াছে আলোচ্যগ্রন্থে তৎসমস্ত নিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। স্যার এডোয়ার্ড গ্রীগের মতে, কেবলমাত্র অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশের মঙ্গলের জন্য নয়, বিশ্বের শান্তিরক্ষার জন্যও বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করার দরকার। এক অখণ্ড দেশ-সমাবেশের অংশীদার হিসাবেই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি দেশ আমেরিকা ও রুশিয়া এবং অদূর ভবিষ্যতে চীনের সমকক্ষ হওয়ার মত শক্তি অর্জ্জনে সমর্থ। জরুরী অবস্থায় সদ্যবদ্ধ সহযোগিতার স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ লাভই বাঞ্ছনীয়। শান্তির সময়ে এদিক্‌ দিয়া চেষ্টা-চরিত্র করার দরকার। অন্যথা

সাম্রাজ্য গোপে টিঁকিবে না। গ্রন্থকার এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সম্পর্কসমূহ, বহির্জগতের সহিত সাম্রাজ্যের সম্পর্ক ও শান্তি স্থাপনের উপায়—আলোচ্য গ্রন্থ এই কয়টী অংশে বিভক্ত।

গ্রন্থপঞ্জী

১। 'দি থিয়োরী অব্ ইকনমিক প্রোগ্রেস'; সি, ই, আইরেস্; চ্যাপেল হিল; ইউনিভার্সিটী অব্ নর্থ ক্যারোলিনা প্রেস; ১৯৪৪; ৩১৭ পৃঃ; ৩ ডলার।

২। 'ট্রান্সেন্স্ ইন্ ইউরোপ' ডি, এইচ, বোন; লণ্ডন, জর্জ অ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইন, লিমিটেড্; ১৯৪৪; ১৪৪ পৃঃ; ৫ শিঃ।

৩। 'অকুপেসনাল প্ল্যানিং ফর টুমরো'; এন, এফ, ডাউসহার্ট; নিউইয়র্ক; রিচার্ড অ্যাণ্ড স্মিথ; ১৯৪৪; ১৫৫ পৃঃ।

৪। 'দি সিনিউর অব্ পিস'; কেইল হার্কার্ট; নিউইয়র্ক; হার্পার অ্যাণ্ড ব্রাদার্স; ১৯৪৪; ২৭১ পৃঃ।

৫। 'অ্যান্ ইকনমিক প্রোগ্রাম্ ফর এ লিভিং ডেমোক্রেসী'; আরভিং এইচ, প্রাম্; নিউইয়র্ক; লিভ্রাইট্ পাবলিশিং কর্পোরেশন; ১৯৪৪; ৩৪২ পৃঃ।

৬। 'মরাল এডুকেশান ইন্ আমেরিকান আর্মী; ফিলিপ এস, ফোনার; নিউইয়র্ক; ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৪৪; ৬৪ পৃঃ।

কেইন্‌স্ ও সেকেলে অর্থশাস্ত্র

কস্তুরচাঁদ লালুয়ানী, এম এ
অধ্যাপক, কলেজ অব কমার্স, পুণা, অতিরিক্ত গবেষক, বঙ্গীয় বনবিজ্ঞান পরিষৎ, কলিকাতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কোলের সংগৃহীত সংখ্যা নিম্নে দিলাম। উহা কোল: 'বৃটিশ সামাজিক ও আর্থিক নীতির পরবর্ত্তী দশ বৎসর' গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিশিষ্ট থেকে গৃহীত।

ষ্টেটবুটেনও উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের বীমাকৃত বেকার শ্রমিকদের সংখ্যা ও শতকরা পরিমাণ—১৯২১-১৯২৮

বৎসর	সংখ্যা	শতকরা
১৯২১	'০০০	
ডিসেম্বর	২০৩৮	
১৯২২		
মার্চ্চ	১৮২৭	
জুন	১৪৮০	
সেপ্টেম্বর	১৪৪৯	
ডিসেম্বর	১৪৮৪	
১৯২৩		
মার্চ্চ	১৩৩৬	
জুন		১১'৩
সেপ্টেম্বর		১১'৭
ডিসেম্বর		১০'৬
১৯২৪		
মার্চ্চ	১১৪১	
জুন	১০৮৭	
সেপ্টেম্বর	১২৪২	
ডিসেম্বর	১২৬৩	
১৯২৫		
মার্চ্চ		
জুন		
সেপ্টেম্বর		
ডিসেম্বর		

বৎসর	সংখ্যা	শতকরা
১৯২৬		
মার্চ্চ		
জুন		
সেপ্টেম্বর		
ডিসেম্বর		
১৯২৭		
মার্চ্চ	১১৮৮	
জুন	১০৬৯	
সেপ্টেম্বর	১১২৬	
ডিসেম্বর	১১৯৪	
১৯২৮		
মার্চ্চ	১০৭১	
জুন	১২০৯	
সেপ্টেম্বর	১৩৮৪	
ডিসেম্বর	১৩১২	

উপরে যে সংখ্যা দেওয়া হলো এতে শুধু বীমাকৃত বেকার শ্রমিকদের কথাই ধরা হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়া আরও অনেক লোক বেকার থাকে যারা বীমাকৃত বেকার নয় অথবা যারা বীমার আওতার বাইরে। এই প্রকার লোকদের বিষয় শ্রীযুক্ত কলিন্ ক্লার্ক বিলেতের যে সংখ্যা তাঁর "জাতীয় আয় ও ব্যয়" গ্রন্থে দিয়েছেন তা নীচে দিলাম :—

গ্রেটবৃটেনে বেকারত্ব—১৯৩১ (সংখ্যা '০০০)

	পুরুষ	স্ত্রী
বীমাকৃত বেকার	১৯১৮	৫৯৮
চাকর ১৬-৬৪ বৎসরবয়স্ক	২২	২৫
কৃষিশ্রমিক ১৬-৬৪ বৎসরবয়স্ক	৬২	৩
৬৫ বৎসরের অধিকবয়স্ক লোক	১৬৫	২৯
১৬ বৎসরের নিম্নবয়স্ক লোক	২৩	১৮
বীমার বাহিরের বেকার	৩১৮	৩৮
	২৫০৮	৭৮১

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৩১ সনে বিলেতে মোট ৩২,৮৯,০০০ লোক বেকার ছিল।

এত হলো শুধু বিলেতের কথা। এইভাবে প্রত্যেকটি দেশেই কতকগুলো লোক সর্ব্বদাই বেকার থাকে। কেউ কেউ হয়ত মনে করতে পারেন যে, শুধু মন্দার সময়ই বেকারত্ব দেখা দেয়; আবার তেজির আবির্ভাবে এই বেকারত্ব কেটে যায়। আসলে কিন্তু তা হয় না। তেজির সময়ও একদল লোক অনিচ্ছাকৃত বেকার থাকেই। ১৯৩৭ সনে যখন মন্দা কেটে গিয়ে শিল্প-প্রধান দেশে তেজি চলছে এবং যুদ্ধের আশঙ্কায় কোন কোন দেশ উৎপাদনের উপর জোর দিয়েছে তখনও কিন্তু একদল লোক বেকারই আছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় হলো এই যে, মন্দার অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং মন্দার সময় যেপরিমাণ লোক গড়ে বেকার ছিল তার সঙ্গে ১৯৩৭ সনের বেকার শ্রমিকের পরিমাণের খুব বেশী পার্থক্য হচ্ছে না। অধুনা প্রকাশিত "আর্থিক প্রগতির অবস্থা" গ্রন্থে কলিন্ ক্লার্ক এবিষয়ে বিভিন্ন দেশের যে সংখ্যা সংগ্রহ করেছেন তাহা উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত লোকের তুলনায় বেকারদের শতকরা পরিমাণ

	১৯২৫-৩৪ গড়	১৯৩৭		১৯২৫-৩৪ গড়	১৯৩৭
স্কান্ডিনেভিয়া	১৪·৭	২১·৪	অষ্ট্রিয়া	১৪·৩	১৭·৩
গ্রেট বৃটেন	১২·৬	১০·৪	নরওয়ে	১২·৬	১০·৩
জার্ম্মানি	১৮·৮	১১·৯	হাঙ্গারী	১৬·৭	১০·০
ফ্রান্স (প্রায়)	৪·০	প্রায় ২৪,০	চেকো-স্লোভাকিয়া	৬·১	৯·৩
কানাডা	১১·৮	১৩·২	গ্রীস	১১·০	—
অষ্ট্রেলিয়া	১২·৪	৭·০	নিউজিল্যাণ্ড	৮·১	৬·৩
সুইডেন	৮·৬	৬·৮	ইতালী	৪·৪	—

আমাদের দেশ এখনও কৃষিপ্রধান। ফলে ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে কৃষকদের মধ্যে সাময়িক বেকারত্ব দেখা দেয়। এবিষয়ে অবশ্য ঠিক সংখ্যার সংগ্রহ-ব্যবস্থা

আমাদের দেশে হয়নি। তবে এই প্রকার বেকারত্ব যে হয় তার প্রধান কারণই হলো এই যে, ভারতের বহু স্থানেই জমি একফসলা; তাছাড়া কৃষির-শিল্পের অবনতির ফলে বৎসরের বাকি সময় এরা বেকার থাকে। এই বেকারত্বের সূচক হলো দাঙ্গা এবং অন্যান্য দুষ্কার্যের বৃদ্ধি, যার ফলে ঐ সময়ে মামলা-মোকদ্দমা বাড়তে দেখা যায়। নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও যে সামান্য শিল্প এদেশে গড়ে উঠেছে তাতে অন্যান্য দেশের অনুপাতে কম হলেও সংঘর্ষ-জনিত বেকারত্ব থাকবেই। আর স্বেচ্ছাকৃত বেকার যে আমাদের দেশে নেই তা নয়। কিন্তু সবচেয়ে আমাদেরও প্রধান সমস্যা হলো অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বের নিয়ে। কাজ চাই অথচ কাজেরই অভাব। টাকা পারিশ্রমিক ও জীবনযাত্রার মান এদেশে যারপরনাই ভাবে নেমে গেছে; অথচ কাজের অভাব ত ঘুচলো না।

সেকেলে অর্থশাস্ত্রীরা এই সমস্যার কথা লক্ষ্যই করেন নি। তাঁদের মতে, বর্তমান পারিশ্রমিকের হারে কাজ করবার জন্যে যে পরিমাণ লোক উদ্‌গ্রীব, তাদের সবার নিয়োগের আগেই যখন তাদের শ্রমের জন্য চাহিদা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, তখন এই পরিস্থিতির জন্যে সেই পারিশ্রমিকের কমে কাজ করবার বিপক্ষে শ্রমিকদের একটা প্রকাশ্য অথবা গোপন ষড়যন্ত্রই হলো দায়ী এবং শ্রমিক সমষ্টি যদি একযোগে কম টাকা-পারিশ্রমিকে কাজ করতে স্বীকৃত হয় তাহলেই বেশী বেশী নিয়োগ হতে পারবে। এই প্রকার যুক্তি দিয়ে আলোচনার ক্ষেত্র থেকে সমস্যা-টিকে বাদ দিয়ে রাখা চলতে পারে; কিন্তু সমাধানের কোন উপায় এতে পাওয়া যাবে না।

সেকেলে মতবাদীদের এই যুক্তির বিরুদ্ধে কেইন্‌স্ দু'দিক থেকে আপত্তি তুলেছেন। এদের প্রথমটি অবশ্য মনস্তত্ত্বের ব্যাপার। আগেই আমরা দেখেছি, পারিশ্রমিক দুই প্রকার—টাকা পারিশ্রমিক ও সামগ্রী পারিশ্রমিক। টাকা পারিশ্রমিকের হ্রাস বা বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ ভাবেই হয়। কিন্তু সামগ্রী পারিশ্রমিকের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় সামগ্রী মূল্যের মারফতে। যখন সামগ্রী-মূল্যের বৃদ্ধি হচ্ছে, তখন একই টাকা পারিশ্রমিকে কম পরিমাণ সামগ্রী কেনা যেতে পারবে। অর্থাৎ সামগ্রী-মূল্যের বৃদ্ধিতে টাকা-পারিশ্রমিক অপরিবর্তিত থাকলেও সামগ্রী-পারিশ্রমিকের হচ্ছে হ্রাস। ঠিক বিপরীত হবে যদি সামগ্রী-মূল্যের হ্রাস হয়। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় হলো এই যে, টাকা-পারিশ্রমিক ও সামগ্রী-পারিশ্রমিক এ দু'য়ের সমপরিমাণ হ্রাসে শ্রমিকদের উপর প্রতিক্রিয়া একপ্রকার হবে না। কেইন্‌সের ভাষায়, "যদিও বর্তমান টাকা-পারিশ্রমিক হ্রাসকরার ফলে শ্রমিকেরা কাজ থেকে সরে দাঁড়াবে, কিন্তু তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, শ্রমিকদের ব্যবহার্য্য সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির ফলে বর্তমান টাকা-পারিশ্রমিকের ক্রয়শক্তির যে হ্রাস হচ্ছে সে ক্ষেত্রেও এক কথাই প্রযোজ্য হবে। অন্যভাবে বলতে গেলে একথা বলতে হয় যে, একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে শ্রমিক চায় একটি নির্দিষ্ট নিয়তন হারে টাকা-পারিশ্রমিক, সামগ্রী-পারিশ্রমিক নয়।" অবশ্য এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, যদি সামগ্রী-মূল্য ভয়ানক রকমে বৃদ্ধি পাবার ফলে, টাকা-পারিশ্রমিক অপরিবর্তিত থাকলেও, সামগ্রী-পারিশ্রমিক ভয়ানক রকমে হ্রাস পেয়ে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানের উপর বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হয়, তাহলে অবিচ্ছি প্রগতিশীল দেশের শ্রমিকেরা তা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। প্রগতিশীল দেশের শ্রমিকদের কথাই শুধু বলবার; অন্য দেশের শ্রমিকদের কথা নয়। এর সত্যতা আমাদের দেশের দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। ভয়ানক রকম অতিমূল্যের ফলে টাকার মূল্য যখন প্রায় দশ ভাগের একভাগে দাঁড়িয়েছে, তখনও এদেশের সর্বসাধারণ কিভাবে ধীরে ধীরে উচ্ছন্ন হয়েছে সে কথা আজ কারও অবিদিত নেই। অন্যদেশের শ্রমিকেরা সামগ্রী-পারিশ্রমিকের এই অধঃপতন বরদাস্ত করতো না এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। তবে বর্তমান আলোচনায় আমরা এ প্রকার চরম অবস্থার কথা বিবেচনা করছি না। সাধারণ অবস্থায় সামগ্রীমূল্যের যে উত্থানপতন, এই উত্থানপতন নির্দিষ্ট সীমারেখা লঙ্ঘন করে না। এ অবস্থায় নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে পারিশ্রমিকের যে হ্রাসবৃদ্ধি এতে

শ্রমিকেরা বড় একটা বিচলিত হয় না। একে সাময়িক অবস্থা বলে তারা উপেক্ষা করতে পারে। টাকা-পারিশ্রমিকের হ্রাসকে ত তারা এভাবে উপেক্ষা করতে পারে না। সামগ্রী-পারিশ্রমিকের হ্রাসবৃদ্ধি বাজারের কতকগুলি শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের ফল এবং এইসব শক্তির তিরোভাবের সঙ্গে সামগ্রী-পারিশ্রমিকের এই হ্রাসবৃদ্ধিরও তিরোভাব ঘটবে। কিন্তু টাকা-পারিশ্রমিকের বেলায় ত তা নয়। টাকা-পারিশ্রমিকের হ্রাসবৃদ্ধি নিয়োগকারীর স্বেচ্ছাকৃত; অতএব শ্রমিকদের আশঙ্কা হলো এই যে, টাকা-পারিশ্রমিক একবার যদি হ্রাস করা হয়, তাহলে আবার তার বৃদ্ধি সহজসাধ্য নয়। এই কারণে টাকা-পারিশ্রমিকের হ্রাসের সম্ভাবনা মাত্রেই শ্রমিক গোষ্ঠী বিচলিত হয়ে ওঠে।

একথা অবিসম্বাদিত ঠিক যে, মন্দার সময় বেকারত্ব অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু শ্রমিকেরা কম টাকা পারিশ্রমিকে কাজ করতে রাজী হলে এই বেকারত্ব ঘটবে না এ প্রকার যুক্তির কোন তাৎপর্য হয় না। শ্রমিকেরা কম টাকা পারিশ্রমিকে কাজ করতে রাজী থাক বা না থাক, মন্দার আবির্ভাবের কারণ হিসাবে টাকা-পারিশ্রমিকের হ্রাসে শ্রমিকদের আপত্তিকে নির্দেশ করা নিরর্থক। অথচ সেকেলে অর্থশাস্ত্রে যেন এই প্রকার একটা নির্দেশ রয়েছে। এই অর্থশাস্ত্রীরা যেন বলতে চান যে, শ্রমিকেরা কম টাকা পারিশ্রমিকে কাজ করতে রাজী হলেই সব গোল চুকে যাবে। ব্যবসায় জগতের চক্রাবর্তের ব্যাপারটি যদি এতই সহজ হতো, তাহলে শুধু টাকা পারিশ্রমিকের নিয়ন্ত্রণে সমস্ত অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারত। কিন্তু তা ত নয়। ১৯৩২ সনের মার্কিণ দেশের অভিজ্ঞতা থেকে কেইন্‌স বলছেন, "একথা বলাটা খুব সঙ্গত হয় না যে, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ দেশে যে বেকারত্ব দেখা দিয়েছিল, তার কারণ হলো শ্রমিকদের তরফ থেকে টাকা পারিশ্রমিক হ্রাসে একগুঁয়েমিপূর্ণ অস্বীকৃতি অথবা তৎকালিন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে পরিমাণ উৎপাদিকা শক্তি ছিল তার চাইতে বেশী সামগ্রী-পারিশ্রমিকের জন্যে তাদের কোন জোরদার দাবী। শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রিত সামগ্রীর দাবীতে অথবা তাদের উৎপাদিকা শক্তিতে কোন পরিবর্তনই আপাতভাবে লক্ষিত হয়নি; অথচ নিয়োগের পরিমাণে ভয়ানক রকমের উত্থান-পতন দেখা দিয়েছিল। তেজির চাইতে মন্দার সময় শ্রমিকেরা বেশী ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে তা'ও নয়; এসময়ে তাদের উৎপাদিকা শক্তিও কম হয়ে পড়ে না।" এখানে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, সেকেলে অর্থশাস্ত্রীরা যদি এবিষয়ে আমাদের নিশ্চয়তা দিতে পারেন যে, শ্রমিকদের টাকা পারিশ্রমিকের হ্রাস করলেই বেকার সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হবে তাহ'লে শ্রমিকদের এবিষয়ে বুঝিয়ে তাদের স্বীকার করান যেতে পারে; কিন্তু এমন কোন নিশ্চয়তা ত এঁদের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমরা আর একটি বিষয়ের এখানে উল্লেখ করতে পারি। সেকেলে অর্থশাস্ত্রীদের মতে, পারিশ্রমিক হলো শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান। তাই যদি হয়, তাহলে মন্দার সময় টাকা-পারিশ্রমিকের হ্রাস করতে হবে কেন? শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন তেজির সময় একপ্রকার এবং মন্দার সময় অন্য প্রকার হতে দেখা যায় না। উৎপাদনের অন্যান্য অবস্থা যখন অপরিবর্তিত থাকছে, তখন শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনও অপরিবর্তিত থাকবে। অতএব এ ক্ষেত্রে টাকা পারিশ্রমিকের হ্রাস করার অর্থ হবে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের চাইতে টাকা পারিশ্রমিককে কম করা। এই যুক্তিতে শ্রমিক নির্দ্ধারণ বিষয়ক মতবাদের বিরুদ্ধতাই হয়, সমর্থন নয়।

Registered No. C-1414.

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—মেদিনীপুরে পুনর্গঠন প্রচেষ্টা। (২)

আর্থিক ভারত ঃ—ভারতে মার্কিণ পণ্য। বিভিন্ন কেন্দ্রে সরকারী গুদাম নির্মাণ। নূতন বীমা ব্যবসায়। (২)

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—মার্কিণ মুল্লুকে তামার উৎপাদন। আমেরিকায় মেষ পালন। (৩)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—নাইজিরিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। (৩)

মোলাকাৎ ঃ—স্বদেশী যুগের চিন্তাবীর ও কর্মবীর।

পত্রিকা-জগৎ

সমালোচনা

গ্রন্থপঞ্জী

প্রবন্ধ ঃ

কেইনস ও কেইনসে অর্থশাস্ত্র

অধ্যাপক কস্তুরচাঁদ লালুয়ানী, এম.এ

জয়যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবন-বীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটি গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৪৩ সালে যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের সঙ্কটময় পরিস্থিতিতেও উহার প্রকৃত সাফল্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সচ্ছলতার দায়বদ্ধতা, বীমাপত্রের নিরাপত্তা, পরিচালন-পদ্ধতির নৈপুণ্য এবং সর্ব্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহানুভূতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের প্রধান পাথেয়।

সাফল্যের পরিচয়

মোট চলতি বীমা	২৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল—	৫ ৪২
বার্ষিক আয়—	১ ১২ " "
মোট সংস্থান—	প্রায় ৬ কোটি টাকা
দাবী শোধ (১৯০৭-৪৩)	তিন কোটি টাকার উপর
নূতন বীমা (১৯৪৩)	৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হেড্ অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫২

আর্থিক উন্নতি

২০শ বর্ষ—২য় সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

ARTHIK UNNATI

(Economic Progress)

Established April, 1926

Edited by Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar, *Vidya-vaibhava*

Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).

Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta.

Director

Dr. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE MAY-JUNE NUMBER, 1945.

Section 1. Wealth of Bengal : Scarcity of Cloth Everywhere. Cloth Situation in Dacca. Cloth for Lesaraganj. Arrangement for Industrial Education. Agricultural Education in Bengal. (p. 12)

Section 2. Economic India: Enormous Production of Wheat in the Punjab. American Supply of War Materials for India and China. (p. 13).

Section 3. World Economy: Industrial Progress in Wartime Russia. Ration of Potatoes in U. S. A. (p. 13).

Section 4. Men, Institutions and Movements: Universities in U. S. S. R. Grant of *Jaigirs* to Hindu Temples by Mahomedan Sovereigns. (p. 14.)

Section 5. Interview: Some Great Bengali Thinkers & Workers of the *Swadeshi* Days. (p. 15).

Section 6. World of Journals: *Journal of the Indian Institute of International* Affairs (June 1945). (p. 16).

Section 7. Reviews: Unemployment Can be Cured. (p. 16).

Section 8. Bibliography: 5 books announced. (p. 17).

Articles: Keynes and Old Economics.
By Prof Kastur Chand Lalwani, M.A., College of Commerce, Poona, Hony. Research Fellow, Bengal Institute of Economics. (pp. 17-19).

বাংলার সম্পদ্

সর্ব্বত্র বস্ত্রাভাব

স্থানীয় (মুন্সীগঞ্জ) বাজারে কাপড় পাওয়া যায় না। গ্রামাঞ্চলে বহুক্ষেত্রে কাপড় বাতীতই মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে।

মুন্সীগঞ্জে 'বস্ত্রসঙ্কট' বিশেষভাবে দেখা দিয়াছে। স্থানীয় মহিলা সমিতির পক্ষ হইতে আন্দোলনের সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহারা সহরের জনসাধারণের নিকট হইতে দস্তখত লইয়া এস, ডি, ও, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, গভর্ণর, কনট্রোলার অব্ টেক্সটাইল প্রভৃতির নিকট আবেদন পাঠাইয়াছে। (পঞ্চায়েৎ)

ঢাকার বস্ত্র-পরিস্থিতি

ঢাকা সহর ও জেলায় বস্ত্র-পরিস্থিতি চরম সঙ্কটে উপনীত হইয়াছে। ভদ্র ও সম্পন্ন গৃহের লোকজন পর্য্যন্ত ধুতি ও শাড়ীর তীব্র অভাব অনুভব করিতেছেন। ঢাকা সিপলস্ এসোসিয়েসনের গত ১৫ই তারিখে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিষয়টি বিশদভাবে বিবেচিত হয় এবং সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

"বস্ত্র-সমস্যার কথা বিবেচনা করিয়া এই সমিতি গত ৩১া মার্চ্চ তারিখে গৃহীত প্রস্তাবের মর্ম্ম পুনরায় উল্লেখ করিতেছে এবং উক্ত প্রস্তাবে উল্লিখিত পন্থায় অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানাইতেছে এবং আরও প্রস্তাব জানাইতেছে যে, সহরের অনুমোদিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ লইয়া একটি সিটি টেক্সটাইল বোর্ড গঠন করা হউক।"

"এই সমিতি আরও প্রস্তাব জানাইতেছে যে, অন্ততঃ পক্ষে ৫ বৎসর ধরিয়া যে ব্যক্তি বস্ত্র ব্যবসায়ে লিপ্ত নহে, পাইকারী বা খুচরা বিক্রেতারূপে সে বস্ত্র বিক্রয় করিতে পারিবে না এবং এই রকম কাহাকেও লাইসেন্স দেওয়া হইয়া থাকিলে তাহা প্রত্যাহারের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানান হইতেছে।"

লেছরাগঞ্জের জন্য বস্ত্র

লেছরাগঞ্জের সংবাদে প্রকাশ, বস্ত্রাভাবের জন্য প্রায় প্রত্যেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ দুর্ভোগ পুষিতেছে। অনেক গৃহস্থ বাড়ীর মেয়েরা বস্ত্রাভাবে ঘরের বাহির হইতে পারিতেছে না। সম্প্রতি কর্তৃপক্ষ ১২ হাজার অধিবাসিবারা অধ্যুষিত লেছরাগঞ্জ ইউনিয়নে বিলি করিবার জন্য মাত্র ৭২ খানা কাপড় ও ১০ খান মাকিণ কাপড় মঞ্জুর করিয়াছেন।

শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা

শিল্প বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এক বৎসরের জন্য শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের শিল্পবিভাগ ৩৮জন শিক্ষার্থীকে বর্ত্তমান বৎসরের জন্য মাসিক ১৫৲ টাকা হইতে ৩৫৲ টাকা পর্য্যন্ত বৃত্তিদান করিয়াছেন। এই ৩৮ জনের মধ্যে ৪ জন রং ও বার্ণিশের কার্য্য, ৬ জন মৃৎ-শিল্প, ৬ জন হতে প্রস্তুত কাগজ উৎপাদন ও ৪ জন কালি ও আঠা তৈরীর কার্য্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের গবেষণাগারে শিক্ষালাভ করিতেছে। ইহাদের ৪ জন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোডস্থিত ক্যালকাটা টেক্নিক্যাল স্কুলে চামড়ার দ্রব্য উৎপাদন, ৮ জন শ্রীরামপুরস্থিত বেঙ্গল টেক্সটাইল ইন্‌ষ্টিটিউটে রঞ্জন ও ৬ জন বেলেঘাটাস্থিত সেরামিক ইন্‌ষ্টিটিউটে চিনামাটির বাসন তৈরীর কার্য্য শিক্ষা করিতেছে।

এগ্রিকালচার শিক্ষার ব্যবস্থা

এগ্রিকালচারাল গ্রাজুয়েটদের সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মিলিত ভাবে এক নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই ব্যবস্থায় পূর্ব্বাপেক্ষা কম সময়ে বি, এস ডিগ্রী লাভ করিতে পারা যাইবে। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় ছাত্রগণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার চার বৎসর পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস, সি (এগ্রিকালচার) ডিগ্রী লাভ করে। বি, এস ডিগ্রীর জন্য তাহাদিগকে আরও দুই

বৎসর বেঙ্গল এগ্রিকালচার‍্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে অধ্যয়ন করিতে হয়। নূতন ব্যবস্থানুযায়ী আই, এস, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ছাত্রগণকে বি, এগ কোর্সে ভর্তি করা হইবে। বি, এগ, ডিগ্রীর জন্য তাহাদিগকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বেঙ্গল এগ্রিকালচার‍্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে মোট তিন বৎসর কাল শিক্ষালাভ করিতে হইবে। শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার অনুরূপ করা হইয়াছে। এই নূতন পরিকল্পনানুসারে প্রতি বৎসর অন্ততঃ ৪০ জন শিক্ষার্থী বি, এগ ডিগ্রী লাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

আর্থিক ভারত

পাঞ্জাবে প্রচুর গম উৎপাদন

পাঞ্জাবের বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টার জানাইতেছেন যে, এ বৎসর পাঞ্জাবে প্রচুর এবং গত বৎসর অপেক্ষা বেশী গম উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি আশা করিয়াছেন যে, দুই এক মাসের মধ্যেই রেশন এলাকায় গমের মূল্য কমাইয়া অন্যান্য স্থানের অনুরূপ করা হইবে। তিনি জানাইয়াছেন যে, গত বৎসর উৎপন্ন গমের মোট পরিমাণ ছিল পঁয়ত্রিশ লক্ষ টন। "অধিক খাদ্য ফলাও" আন্দোলনের ফলে এ বৎসরের উৎপন্ন গমের পরিমাণ গত বৎসরের পরিমাণ অপেক্ষা প্রায় চার লক্ষ টন বেশী হইতে পারে। তিনি জানাইয়াছেন যে, কয়েকটী অঞ্চলে ক্ষতি হওয়ার ফলে এ বৎসর ছোলা জাতীয় শস্য ভাল হয় নাই।

ভারত ও চীনে মার্কিণ রণ-সম্ভার

ভারত ও চীন সরকারের নিকট ১৯৪১ সনের ১১ই মার্চ্চ হইতে ১৯৪৪ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত মোট ২০২ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার মূল্যের রণসম্ভার যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রেরিত হইয়াছে। চীন-ভারত রণক্ষেত্রে ৪৬ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার মূল্যের সমর-সম্ভার যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রেরিত হইয়াছে। ভারতের সমর শিল্প হইতে প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক ও ক্ষুদ্র অস্ত্র-শস্ত্র উৎপাদিত হইয়াছে। ভারতের রেলওয়ে কারখানাগুলিকে যুদ্ধশিল্প কারখানায় পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে এবং জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা হইতে অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় বজরা, মাইন-উত্তোলনকারী জাহাজ এবং লাইটারগুলি যথেষ্ট সংখ্যায় উৎপন্ন হইয়াছে। ভারতের গরম আবহাওয়ায় মার্কিণ সৈন্যদের ব্যবহারোপযোগী মিহি ইউনিফর্ম ঐ দেশের বয়ন কারখানায় উৎপাদিত হইয়াছে।

দুনিয়ার ধনদৌলত

রুশিয়ার শ্রমশিল্প

যুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও রুশিয়ার উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে-১৯৪৪ সনে কার্য্যরত বৈদ্যুতিক পাওয়ার ষ্টেশনগুলির বিদ্যুৎ শক্তি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠিত ষ্টেশনগুলির মোট শক্তির সমান।

কাঁচা মালের জন্য সন্ধান করিবার কাজও খুব অগ্রসর হইয়াছে। রুশিয়ার সাম্প্রতিক ভৌগোলিক মানচিত্রে ১৮শত জায়গায় কয়লা দেখানো হইয়াছে; ১৯৩৭ সনে কয়লা ছিল ৩০১ জায়গায়। সীমান্ত অঞ্চলে যুদ্ধের সময় ২০০ নূতন কয়লার খনিতে কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

মার্কিণ কর্ম্মচারীরা মনে করেন যে, পূর্ব্ব অঞ্চলকে বিশাল উৎপাদন-ক্ষেত্রে পরিণত করাই রুশিয়ার নীতি। পুনর্গঠিত দক্ষিণ অঞ্চলের উৎপাদনশক্তি প্রাগযুদ্ধকালের সমান করা হইবে। এই কৌশল অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলে জগতের শ্রমশিল্পক্ষেত্রে রুশিয়ার কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পাইবে।

রুশিয়ার শ্রমশিল্পকে যুদ্ধের সময়ের উপযোগিতা হইতে শান্তির সময়ের উপযোগী করার শ্রমশিল্প সম্পর্কে রুশিয়ার পরিকল্পনার ফল প্রকাশ পাইতেছে।

হিসাব করা হইয়াছে যে, এই বৎসর রুশিয়ার সমবায় শ্রমশিল্পে ৮ হাজার ৬শত ৫০ কোটী রুবল মূল্যের ব্যবহার-যোগ্য পণ্য উৎপন্ন হইবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আলু উৎপাদন

১৯৪৪ সনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৩৮১ মিলিয়ন বুশেল আলু উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৩৪ সনের পর আর কোন বৎসর এত আলু উৎপন্ন হয় নাই। ১৯৪৫ সনে মার্কিণ মুলুকে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন বুশেল আলু উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯৪৪ সনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৭৩'৪ মিলিয়ন বুশেল মিষ্টি আলু উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৩৫ সন হইতে ১৯৩৯ সন পর্যন্ত ৫ বৎসরের গড় উৎপাদনের তুলনায় এই উৎপাদন ৯% বেশী।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

রুশিয়ায় বিচিত্র বিশ্ববিদ্যালয়

সুদূর সাইবেরিয়ার কুরগানের রবিবাসরের "বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি" পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বিচিত্র ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়।

গত বৎসর প্রথম এই পরিকল্পনা করা হয়। ঐ সময় কৃষিপ্রধান কুরগান জেলার কিরভ গ্রামের কৃষকরা কৃষিকার্য্য পরিচালকদের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে রবিবারের বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত করে। সমবায় কৃষি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্রিগেড নেতা, প্রধান প্রধান কৃষক এবং গবাদি পশুপালকরা শীতকালে প্রতি রবিবারে একত্র হইতে আরম্ভ করে; গত নবেম্বর মাস হইতে গত মে মাস পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা চলে।

কুরগান অঞ্চলের প্রধান কেন্দ্র হইতে বিশেষজ্ঞরা আসিয়া কৃষিকার্য্য ও পশুপালন সম্বন্ধে ৫৩টি বক্তৃতা করেন। এই পরীক্ষা বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়। এখন কুরগানে কৃষকদের ৭টি "রবিবারের বিশ্ববিদ্যালয়" স্থাপিত হইয়াছে; এই গুলিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ হাজার।

টিমরিয়াজেভ কৃষি বিদ্যালয়ের সাহায্যে মস্কোতে পাঠ্যতালিকা নির্ব্বাচিত হয়। এই বিদ্যালয়টি সোভিয়েট রুশিয়ার কৃষকদের শিক্ষালাভের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। এই বিদ্যালয়ের সাহায্যে পাঠ্যতালিকা নির্ব্বাচনের সময় শিক্ষার্থীরা যেখানে বাস করে ও কাজ করে, সেখানকার স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করা হয়।

মন্দিরে জায়গীর

হিন্দুস্থানী সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের সংপ্রতি-প্রকাশিত এক-খানি পুস্তিকা ভারতের মোগল যুগের ইতিহাসের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছে। উক্ত পুস্তিকায় প্রকাশিত মোগলযুগের কয়েকটি "ফরমানের" (বা আদেশ-পত্র) নকল হইতে জানা গিয়াছে যে, বর্ত্তমান ভারতের ঐতিহাসিকগণ সম্রাট আওরঙ্গজেবকে গোড়া এবং হিন্দুদের উপর অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর বলিয়া চিত্রিত করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তিনি তাহা ছিলেন না। উজ্জয়িনীর ৪টি হিন্দু মন্দিরে তিনি জায়গীর দান করিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তিকায় প্রকাশিত ফরমানগুলির মধ্যে আকবর হইতে বাহাদুর শাহ পর্য্যন্ত প্রত্যেক মোগল সম্রাটের স্বাক্ষরিত ফরমানই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। উক্ত ফরমানগুলিতে মোগলযুগের ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের একটি প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায়। মোগলযুগের ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিচায়ক বহু বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত ইহাতে আছে। এইরূপ প্রায় ১০০টি ফরমান বর্ত্তমানে উজ্জয়িনীতে শ্রীঃ লক্ষ্মীনারায়ণ নামে ৯৪টি মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত অনেক মোহান্তের নিকট রহিয়াছে।

ডাঃ বাণারসীপ্রসাদ, ডাঃ তারাচাঁদ ও অধ্যাপক নাজমুর রহিম ফরমানগুলি ফার্সী হইতে অনুবাদ করিয়া সাংস্কৃতিক সঙ্ঘকে সাহায্য করিতেছেন।

মোলাকাৎ

স্বদেশী যুগের চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীর

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত শিবচন্দ্র দত্তের কথোপকথন]

প্রঃ—দীনেশ সেনকে বঙ্গবীর বল্‌ছেন কোন্ হিসাবে ?

উঃ—লোকেরা দীনেশ সেনকে জানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার মাষ্টার হিসাবে। মাষ্টারের ইজ্জৎ কীই বা ? তাও আবার বাংলা-মাষ্টারের। কাজেই দীনেশ সেনের দর-কষা অতিমাত্রায় কঠিন। কিন্তু জানোইতো আমি কট্টর বঙ্গনিষ্ঠ জরীপের পেশাদার। লোকটা মাষ্টার এ কথাটা ভুলে যাও। দীনেশ সেনকে বোধ হয় জীবনে কখনো স্বদেশীসভায় গলাবাজি কর্‌তে হয়নি। "দেশকে বড় করো", "দেশটাকে ঠেলে তোলা" ইত্যাদি বুখনি ঝাড়্‌বার কাজও হয়ত তাঁর ছিল না। কিন্তু লোকটার আসল পেশা—আত্মিক পেশা—ছিল বাংলাভাষা আর বাংলা সাহিত্য। মাষ্টারিটা ছিল গৌণ কাজ—আনুষঙ্গিক মাত্র, ঘটনাচক্রের ফল। ভাত-কাপড়ের উপায় মাত্র। ১৯০৫ সনের সৌরবময় বঙ্গ-বিপ্লব যখন আমরা কায়েম করি, তখন আমাদের প্রাণের কথাই ছিল "বাঙালী"। বাংলা ছিল আমাদের "দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ"। বঙ্গ ছিল আমাদের একমাত্র ব্রহ্ম। আমরা একমাত্র উপনিষদ্' বেদান্ত ও গীতার পাঠক-শ্রোতা-কথক ছিলাম। সেই উপনিষদ্-বেদান্ত-গীতার একমাত্র মূদ্রা ছিল বাংলা ভাষা, বাঙালী জাত, বাংলা দেশ। "অথাতো" বঙ্গ-"জিজ্ঞাসা"—এই বচনে নিয়ে সুরু ক'রেছিলাম আমরা জীবনযাত্রা। সেই বঙ্গোপনিষদেরই আজ বঙ্গনিষ্ঠ সরস প্রতিনিধি পেয়েছিলাম দীনেশ সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" (১৮৯৭) কে। কাজেই দীনেশ সেন বঙ্গ-বিপ্লবের অন্যতম ঋষি, স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম ঋষি, যুবক-বাংলার অন্যতম ঋষি।

প্রঃ—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-বিষয়ক বইকে আপনি এত উঁচু ঠাঁই দিচ্ছেন ?

উঃ—দীনেশ সেনের সাহিত্য-ব্যাখ্যার ভেতর ধর্ম্ম, দেব-দেবী, পূজা-পার্ব্বণ, হাঁচি-টিকটিকি ইত্যাদি অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের প্রভাব খুব বেশী। কিন্তু সাহিত্যের উপর ধর্ম্মের একচাটিয়া প্রভাব দেখানো সাহিত্য-সমালোচকের পক্ষে মস্ত দোষ। ঐতিহাসিক ও সাহিত্য-সমজদার দীনেশ সেনের অসম্পূর্ণতা আমি সেকালেও দেখেছি, এখনেও দেখে থাকি। তবুও দীনেশ সেনকে তখনকার মতন এখনও বঙ্গবীর, বঙ্গনায়ক, সার্ব্বজনিক বাঙালী ছাড়া আর কিছু ভাবি না।

প্রঃ—কেন ? আরও কিছু বলুন। কথাটা নতুন মনে হ'চ্ছে। ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-বিষয়ক বই আপনার এত প্রিয় ?

উঃ—দীনেশ সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" বইটা যে আমি কতবার প'ড়েছি তার হিসাব নাই। এই বইটার প্রভাব মালদহ হ'তে চাট্‌গাঁ পর্য্যন্ত আর জলপাইগুড়ি হ'তে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত হাজার-হাজার লিখিয়ে-পড়িয়ে লোককে সজ্ঞানে "বাঙালী" ক'রে তুলেছে। আমরা এত বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন আবহাওয়ার নর-নারী যে সকলেই বাঙালী এই চেতনাটা জোরের সহিত আমাদের মগজে ব'স্‌তে পেরেছিল "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" বইয়ের দৌলতে। বঙ্গিমের "বঙ্গ-দর্শন" পত্রিকায় যার অন্যতম সূত্রপাত তার ক্রমবিকাশ ও পরিপুষ্টি এই গ্রন্থে। বইটা ১৯০৫ সনের পূর্ব্বে প্রকাশিত। আজ-কাল আমরা হাটে-মাঠে বাজারে যত ছিঁচ্‌কা বোঁটমদল ক'রে "বাঙালী", "বাঙালী" কপ্‌চাই, তাদের প্রত্যেকেরই অন্যতম জন্মদাতা "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" বইয়ের লেখক দীনেশচন্দ্র সেন।

প্রঃ—আপনি চরম কথা বল্‌ছেন। সাধারণতঃ লিখিয়ে-পড়িয়ে মহলে দীনেশ সেন সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা কল্পনা করা অসম্ভব।

উঃ—আরও শুন্‌বে? বল্‌ছি। রবীন্দ্রনাথের—

"আজি বাংলা দেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি
এ অপরূপ-রূপে বাহির হ'লে জননি?"

এই প্রশ্নটার ভেতরকার বঙ্গোপনিষদ্ সম্বন্ধে সকলেই ওয়াকিবহাল। দ্বিজেন্দ্রলালের "বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ" সেই বঙ্গোপনিষদেরই অন্যতম নিশানা। রবি-দ্বিজেন্দ্রের মতনই দীনেশ সেনও সেই বঙ্গোপনিষদেরই অন্যতম স্রষ্টা।

পত্রিকা-জগৎ

"জার্ণাল অব্ দি ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স"

(জানুয়ারী, ১৯৪০)

এই নব প্রকাশিত পত্রিকার প্রথমবর্ষের প্রথম সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ভারতবর্ষে আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে খুব বেশী সাময়িক পত্রিকা প্রচলিত আছে বলিয়া মনে হয় না। আলোচ্য ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানি দেশের একটী বড় রকমের অভাব পূরণ করিল নিশ্চয়ই।

আলোচ্য সংখ্যায় প্রশান্ত মহাসাগরের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, বাশার ভবিষ্যৎ, পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ওলন্দাজ-ঔপনিবেশিক নীতি, চীনের যুদ্ধকালীন অর্থনীতি ইত্যাদি মূল্যবান প্রবন্ধ স্থানলাভ করিয়াছে।

আলোচ্য-প্রবন্ধে প্রশান্ত মহাসাগরীয় পরিস্থিতিকে তিনটী যুগে ভাগ করা হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে, যুদ্ধের মধ্যে এবং পরে, প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখকের মতে যুদ্ধোত্তর যুগে অষ্ট্রেলিয়ান গবর্ণমেণ্ট বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিবে। অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী এ-সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত মূল্যবান। তাঁহার মতে আভ্যন্তরীণ অবস্থা খুব শান্তিপূর্ণ করিতে হইবে; অধিবাসীরা যাহাতে আর্থিক অসুবিধা ভোগ না করে, তাহার ব্যবস্থাই আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার অমোঘ উপায়।

আলোচ্য প্রবন্ধে একটী বিষয় যথেষ্ট ঘাটতি দেখা যায়। প্রশান্ত মহাসাগর সম্বন্ধে আলোচনার বেলায় সোভিয়েট রুশিয়ার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। রুশিয়াও প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্ত্তী দেশ। কাজেই যুদ্ধোত্তর যুগে রুশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের রাজনীতি ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই প্রভাব বিস্তার করিবে। আর রুশিয়ার কার্য্যকরী প্রভাব যে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের যুদ্ধ-বিভীষিকা দূর করিতে অনেকখানি সাহায্য করিবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ইহাতে নেতা বা নেতৃবর্গের পক্ষে যুদ্ধ-হাঙ্গামা বা দেশজয়ের দিকে দেশবাসীকে প্রলুব্ধ করা সম্ভব হইবে না।

সমালোচনা

"আন্-এম্‌প্লয়মেণ্ট ক্যান্ বি কিওর্ড"—কে, ই, এল্‌ওয়ার্থ; ডাবলিন্; ইবসন অ্যাণ্ড্ সন লিমিটেড; ১৯৪৪; ১৪৭ পৃঃ; ১০ শিঃ ৬ সে।

কিভাবে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোককে কাজে নিযুক্ত রাখা যায়—বর্ত্তমান যুগের এই সবচেয়ে বড় সমস্যা সম্বন্ধে এই ছোট বইখানায় সাধারণ পাঠকের পক্ষে

অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য ও হদিস মিলিবে। লেখকের মতে, অতিদাত্রার সঞ্চয় বেকার-ব্যাধির অন্যতম কারণ। কাজেই তিনি টাকের সাহায্যে মানুষের সঞ্চয় তথা সঞ্চয়প্রবৃত্তিকে দমন রাখার পক্ষে সুপারিশ করিয়াছেন। জিনিষপত্রের দর কম রাখিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলার লক্ষ বা মুনাফাও যথেষ্ট কম রাখা সম্ভব। এজন্য তিনি পরিচালনা বোর্ডে শ্রমিক ও খাদকদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা কায়েম করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বেকার সমস্যা তথা লোক-জনকে কাজে নিয়োগ সংক্রান্ত আরও অনেক বিষয় গ্রন্থখানায় আলোচিত হইয়াছে।

"ক্যানাডিয়ান রেক্টোরেশন্"—ই. নিউটন-হোয়াইট; টোরোণ্টো রায়ার্সন প্রেস; ১৯৪৪; ২২৭ পৃঃ; ২৫০ ডলার।

ক্যানাডার যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্পর্কে লিখিত এই গ্রন্থে গ্রন্থকার দেশের বড় আধিক প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

আলোচ্য গ্রন্থে লোকাভাব, প্রাকৃতিক সম্পদ্ আহরণ, কুটীর শিল্প, বনভূমিজাত সম্পদ্ ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ক্যানাডার শতকরা ৮৫ ভাগ জমি বন-জঙ্গল। ক্যানাডার অর্থনীতি বন-জঙ্গলেই দীমাবদ্ধ। গ্রন্থকার কৃষিকার্যের স্থান অনেক নীচে নির্দেশ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী

ওয়ার্কস্ ইন মিল ইন্ নিউজিল্যাণ্ড; এ, ই, সি, হেয়ার; ওয়েলিংটন; ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটী কলেজ; ১৯৪৩; ১৪৪ পৃঃ; ৩ শিঃ ৬ পেঃ।

২। ফিউচার এডুকেশন অ্যাণ্ড ট্রেনিং ফর বৃটিশ ইন্ডাষ্ট্রী; টি, ডে, জেম্‌স; লণ্ডন; জর্জ হারাপ; ১৯৪৩; ৯৪ পৃঃ; ৫ শিঃ।

৩। হ্যাণ্ডিজ ইন্ ইকনমিক ডিনামিক্স; এন, কালেকী; লণ্ডন; অ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইন; ১৯৪৩; ৯৭ পৃঃ; ৫ শিঃ।

৪। 'পিস্ থ্রু' হ্যান্স কেন্ সেন; চ্যাপেল হিল, ইউনিভার্সিটী অব্ নর্থ ক্যারোলিনা প্রেস; ১৯৪৪; ১৪৫ পৃঃ।

৫। দি রোড টু সার্ফডম; এফ, এ, হায়েক্; লণ্ডন; রাউটলেজ্; ১৯৪৪; ১৮৪ পৃঃ; ১০ শিঃ ৬ পেঃ।

কেইন্‌স্ ও সেকেলে অর্থশাস্ত্র

কস্তুরচাঁদ লালুয়ানী, এম এ,
অধ্যাপক, কলেজ অব কমার্স, পুণা, অতিরিক্ত গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ, কলিকাতা

(পূর্বানুবৃত্তি)

সেকেলে মতবাদের বিরুদ্ধে কেইনসের দ্বিতীয় আপত্তিটি অধিকতর মৌলিক। বিষয়টি একটু বুঝিয়ে বলাই দরকার। সেকেলে অর্থশাস্ত্রীদের দ্বিতীয় ধারণা-হলো এই যে, একটি নির্দিষ্টসংখ্যক শ্রমিকের যখন নিয়োগ হচ্ছে সেই অবস্থায় পারিশ্রমিক থেকে লব্ধ উপকার হলো সেই মোট নিয়োগের পরিমাণ থেকে যে প্রান্তিক অনুপকার ঘটছে তারই সমান। অর্থাৎ নিযুক্ত হবার আগে শ্রমিক যখন পারিশ্রমিক নিয়ে নিয়োগকারীর সঙ্গে দর-কষাকষি করছে তখন সব সময়ই সে মনে করে নিচ্ছে সেই নিয়োগের ভিতর সে কতখানি অনুপকার পাবে। সেই অনুপকার পূরণ করবার জন্যে তার যে পরিমাণ সামগ্রী প্রয়োজন সেই পরিমাণ সামগ্রী ক্রয় করতে যে পরিমাণ টাকা লাগবে তার চাইতে কম পারিশ্রমিক সে কিছুতেই গ্রহণ করবে না। এই হলো দ্বিতীয় ধারণার তাৎপর্য। কেননা, শ্রমিক যদি

তার চাইতে কম টাকা পারিশ্রমিক গ্রহণ করে তাহলে তার যেহ বা মনের যেটুকু ক্ষয় হচ্ছে তার পূরণের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ সামগ্রী সে কিছুতেই পাবে না ; এবং তাহলেই পারিশ্রমিক থেকে লব্ধ উপকার মোট নিয়োগের প্রান্তিক অনুপকারের চাইতে হয়ে পড়বে কম। অতএব এই ধারণা থেকে একথা স্বাপনাথেকেই বেরিয়ে আসছে যে, শ্রমিক-যখন পারিশ্রমিক বিষয়ে নিয়োগকারীর সঙ্গে দর-কষাকষি করছে তখন তার এক চোখ রয়েছে শ্রমের প্রান্তিক অনুপ-কারের উপর এবং অন্য চোখ রয়েছে সামগ্রী-পারিশ্রমিকের উপর। অর্থাৎ এঁদের মতে, সামগ্রী-পারিশ্রমিকের সাধারণ হার প্রত্যক্ষভাবে নির্দ্ধারিত হয় পারিশ্রমিক বিষয়ে দর-কষাকষি দিয়ে। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। সেকেলে মতবাদেই বলা হয়েছে যে, সামগ্রীমূল্য নির্দ্ধারিত হয় প্রান্তিক প্রত্যক্ষ খরচা দিয়ে এবং প্রান্তিক প্রত্যক্ষ খরচা অনেকখানি নির্ভর করে টাকা-পারিশ্রমিকের উপর। অথচ উপরিউক্ত দ্বিতীয় ধারণায় বলা হয়েছে যে, সামগ্রী পারি-শ্রমিকের সাধারণ হার নির্দ্ধারিত হয় পারিশ্রমিক বিষয়ে দর-কষাকষি দিয়ে, অর্থাৎ টাকা-পারিশ্রমিক দিয়ে। তাহলে, সামগ্রী পারিশ্রমিক এবং প্রান্তিক প্রত্যক্ষ খরচা উভয়ই নির্ভর করছে টাকা-পারিশ্রমিকের উপর। কিন্তু তা'ত হতে পারে না। অতএব মোট যুক্তিটাই হয়ে-পড়েছে পরস্পর-বিরোধী। সামগ্রী-পারিশ্রমিকের হার শুধু একটি মাত্র শক্তির বলেই নির্দ্ধারিত হয় না ; এবং একবার নির্দ্ধারিত হলে যে এটি টাকা পারিশ্রমিকের মত অপরিবর্ত্তিত থাকবে তাও নয়। সামগ্রী-মূল্যের প্রত্যেকটি হ্রাসবৃদ্ধিতেই সামগ্রী-পারিশ্রমিকের হ্রাসবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। অথচ সামগ্রী-পারিশ্রমিকের এই প্রত্যেকটি হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে ত টাকা-পারিশ্রমিকের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। সামগ্রী-পারিশ্রমিক যদি টাকা-পারিশ্রমিকের উপর নির্ভর-শীল হতো তাহলে টাকা-পারিশ্রমিক যখন অপরিবর্ত্তিত থাকছে তখন সামগ্রী-পারিশ্রমিকের হ্রাসবৃদ্ধির কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে ? অথচ বাস্তব-ক্ষেত্রে সামগ্রী পারি-শ্রমিকের হ্রাসবৃদ্ধি প্রতিনিয়তই ঘটছে। তাছাড়া আমরা যদি একথা স্বীকারও করে নেই যে, পারিশ্রমিক নির্দ্ধারণ ফলে সামগ্রী পারিশ্রমিকের সাধারণ হার নির্দ্ধারিত হচ্ছে টাকা-পারিশ্রমিক দিয়ে, তাহলে সামগ্রী-পারিশ্রমিকের পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তনের কোন ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়না। অথচ একথা সর্ব্বজন-বিদিত যে, "শ্রমিক-শ্রেণীর হাতে এমন কোন উপায়ই না থাকতে পারে যা দিয়ে তারা তাদের টাকা-পারিশ্রমিকের সাধারণ হারে যে পরিমাণ ব্যবহার্য্য সামগ্রী পেতে পারে তাকে বর্ত্তমান নিয়োগের প্রান্তিক অনুপকারিতার সমান করে। অথবা তাদের হাতে এমন কোন উপায়ও না থাকতে পারে যা দিয়ে তারা নিয়োগকারীদের সঙ্গে টাকাবিষয়ে নূতন ভাবে দর-কষাকষি করে তাদের সামগ্রী-পারিশ্রমিককে একটি নির্দ্দিষ্ট হারে এনে ফেলতে পারে।"

আমরা আগেই বলেছি যে, সেকেলে মতবাদে কেবল দুই প্রকার বেকারত্বের কথা স্বীকার করা হয়েছে ; এদের একটি হলো সংঘর্ষজনিত বেকারত্ব এবং অপরটি স্বেচ্ছাকৃত বেকারত্ব ; এবং একথাও বলা হয়েছে যে, এই দুই প্রকার বেকারত্ব ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশেষত্ব নয়। এগুলো যে-কোন উৎপাদন-ব্যবস্থাতেই থাকবে। ধন-তান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রধান সমস্যাই হলো অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব। কিন্তু অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব বললে বিষয়টি যত সহজে বোঝা যাচ্ছে, বিষয়টি আসলে তত সহজ নয়। এই বিষয়ের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করতে গিয়ে কেইনস যে ভাষার প্রয়োগ করেছেন তাতে বিষয়টি যে পরিমাণ শক্ত তার চেয়ে আরও বেশী শক্ত হয়ে পড়েছে। এটি অবিশ্যি কেমব্রিজ অর্থশাস্ত্রীদের স্বভাবদোষ এবং কেইনস এ দোষ থেকে মুক্ত নন। প্রথমে তাঁর ভাষায় অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা যাক। তাঁর ভাষায়—

"স্পষ্টত, অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব বলতে আমরা শুধু কাজ করবার অনুরূপ ক্ষমতার অস্তিত্ব মাত্রই বুঝি না। দৈনিক দশ ঘণ্টা কাজ করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে নয় বলেই আট ঘণ্টার শ্রম-দিনকে বেকারত্বের সূচক বলা হবে না। কোন নির্দ্দিষ্ট সামগ্রী-পারিশ্রমিকের বদলে কাজ করতে রাজী নয় বলে যদি এক দল শ্রমিক তাদের শ্রমশক্তিকে

অপসারিত করে থাকে তাকেও আমরা অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব আখ্যা দিব না। আর, আমাদের অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বের সংজ্ঞা থেকে সংঘর্ষজনিত বেকারত্বকেও বাদ দেওয়াটাই সুবিধাজনক হবে। সুতরাং আমার সংজ্ঞাটি দাঁড়াচ্ছে এই প্রকার—মানুষ তখনই অনিচ্ছাকৃত বেকার হয়ে পড়বে, যখন টাকা-পারিশ্রমিকের চাইতে শ্রমিক-ব্যবহার্য সামগ্রীমূল্যের কিঞ্চিৎমাত্র বৃদ্ধি হলেই তৎকালিন টাকা-পারিশ্রমিকে কাজ করতে ইচ্ছুক শ্রমিকদের মোট সরবরাহ এবং পারিশ্রমিকের সেই হারে তাদের জন্যে মোট চাহিদা, এই দুই-ই বর্তমান নিয়োগপরিমাণের চাইতে বেশী।"

এই বারে কেইনসের সংজ্ঞাটিকে একটু ছেঁকে-চুরেই বলি। শ্রমিক-ব্যবহার্য সামগ্রীমূল্যের যদি কিছু মাত্র বৃদ্ধি হয় তাহলে তার ফলে বেশী লাভের আশায় নিয়োগকারীরা নিয়োগের পরিমাণ বাড়াবে। এখানে একটি প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। শ্রমিক-ব্যবহার্য সামগ্রীটির চাহিদা যদি সঙ্কোচন-প্রসারণ-সাপেক্ষ হয়, তাহলে ঐ সামগ্রীর মূল্যের সামান্য বৃদ্ধিতেও চাহিদার হ্রাস হতে পারে। তাই যদি হয়, তাহলে সামগ্রীটির অধিকতর উৎপাদনে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। একথা মেনে নিলাম। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, শ্রমিকদের টাকা-পারিশ্রমিকের প্রায় পুরোপুরিটাই অপরিহার্য ভোগব্যবহারে ব্যয়িত হয়, ভোগবিলাসে নয়। শ্রমিক-ব্যবহার্য, সামগ্রীমূল্যের যদি খুব বেশী রকম বৃদ্ধি হতো তাহলে তার ফলে নিশ্চয়ই চাহিদারও হ্রাস হত; কিন্তু এই মূল্যের বৃদ্ধি যখন সামান্য তখন শ্রমিকেরা সহসা তাদের জীবন-যাত্রার মানে পরিবর্তন আনতে চাইবে না। ফলে, এই মূল্যবৃদ্ধিতে নিয়োগকারী নিয়োগের প্রসার করবে। এই নিয়োগের প্রসারে কিন্তু টাকা-পারিশ্রমিকের বৃদ্ধি হচ্ছে না; কেননা, নিয়োগের প্রসারে উৎপন্ন সামগ্রীর বৃদ্ধি হলেই সামগ্রী মূল্য পুনরায় পূর্বতন স্তরে নেমে আসবে। সুতরাং টাকা-পারিশ্রমিক ঠিকই থাকছে। এ অবস্থায় নিয়োগকারীর তরফ থেকে শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি হবার ফলে একই টাকা-পারিশ্রমিকে শ্রমের সরবরাহ যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে বুঝতে হবে এই অধিকন্তু শ্রম এতদিন অনিচ্ছাকৃতভাবে বেকার হয়ে ছিল। কিন্তু নিয়োগকারীর তরফ থেকে শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি হবার ফলে একই টাকা-পারিশ্রমিকে শ্রমের সরবরাহের বৃদ্ধি হয় না? বরং এর ফলে টাকা-পারিশ্রমিকের বৃদ্ধি হতে শুরু করে, তাহলেই বুঝতে হবে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পূর্ণ নিয়োগের অবস্থা এসে পৌঁচেছে।

এখানে আমি কেইন্‌সের মতবাদ থেকে একটু সরে পড়লাম। কেইন্‌স যে পূর্ণ নিয়োগের কথা বলেছেন তাতে শুধু বিভিন্ন উৎপাদন-সহযোগীদের মধ্যে একটির কথাই ধরা হয়েছে। সেটি হলো শ্রমিকের শ্রম। কিন্তু শ্রমিকের পূর্ণ নিয়োগ হলেই যে সমস্ত উৎপাদন সহযোগীদের পূর্ণ নিয়োগ হবে তার কোন অর্থ নেই। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রমিকের যখন পূর্ণ নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে তখন অন্যান্য উৎপাদন সহযোগী বা উৎপাদন উপকরণের অপচয় বিচিত্র কিছু নয়। কেননা এই উৎপাদন-ব্যবস্থায় উৎপাদনের মাপকাঠিই হলো লাভ-লোকসান। লাভ হলেই উৎপাদনের প্রসার করতে হবে এবং ক্ষতি হলেই উৎপাদনের প্রসার বন্ধ করতে হবে অথবা এর সঙ্কোচন করতে হবে। অথচ সেসময় হয়ত প্রয়োজনের দিক্ থেকে কোন বিশেষ সামগ্রীর উৎপাদন হওয়া দরকার। কিন্তু যেহেতু টাকার পরিমাপে এর উৎপাদন ক্ষতিজনক সামাজিক দিক্ থেকে প্রয়োজনীয় হলেও, স্বতন্ত্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এর উৎপাদনে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা আসছে। ভারতীয় সঙ্কটকালে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বা "যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ" এর সঙ্গে কম-বেশী আমাদের পরিচয় হয়েছে। কিন্তু এ সমস্যা শুধু যুদ্ধকালিনই নয়, স্বাভাবিক সময়েও ঠিক একই প্রকার সমস্যা রয়েছে, যদিও এই সমস্যা সহজে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কেইন্‌স্ অবিশ্যি অধিকতর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পক্ষে ওকালতি করেছেন। কিন্তু আগেই বলেছি, তিনি সমাজতন্ত্রী নন। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার হস্তক্ষেপের মধ্যেও ধনতান্ত্রিকব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্য থাকবেই। সমাজতান্ত্রিক পূর্ণনিয়োগের লক্ষ্য শুধু শ্রমিকদের পূর্ণ নিয়োগই নয়, অথবা লাভ-লোকসানের মাপকাঠিতে নিয়োগের বিচারও নয়। এটি হলো প্রয়োজনের মাপকাঠিতে সমাজের সর্ববিধ সম্পদের পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ণ ব্যবহার। (ক্রমশঃ)

Registered No. C-1414.

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—সর্ব্বত্র বন্যাভাব। চাকার বস্ত্র-পরিস্থিতি। লেদকারখানার জন্য বস্ত্র। শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা। এগ্রিকালচার শিক্ষার ব্যবস্থা। (১২)

আর্থিক ভারত ঃ—পাঞ্জাবে প্রচুর গম উৎপাদন। ভারত ও চীনের দ্বাদশ বৎসর। (১৩)

রুশিয়ার ধনদৌলত ঃ—রুশিয়ার শ্রমশিল্প। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আলু উৎপাদন। (১৩)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—রুশিয়ার বিদ্যালয়। মন্দিরে জাতীয়। (১৪)

সোলাকাৎ ঃ—স্বদেশী যুগের চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীর।

পত্রিকা-জগৎ

সমালোচনা

গ্রন্থপঞ্জী

প্রবন্ধ ঃ

ষ্টেটস্‌ম্যান ও সেকেলে অর্থশাস্ত্র ৫

অধ্যাপক কস্তুরচাঁদ লালুয়ানী, এম.এ ১৭-১৯

জয়যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবন-বীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটি গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৪৩ সালে যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের সঙ্কটময় পরিস্থিতিতেও ইহার প্রকৃত সাফল্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সংস্থানের সারবত্তা, বীমাপত্রের নিরাপত্তা, পরিচালন-পদ্ধতির নৈপুণ্য এবং সর্ব্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহানুভূতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের প্রধান পাথেয়।

সাফল্যের পরিচয়

মোট চলতি বীমা	২৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল—	৫ ৪২
	১২
বোনাস সংস্থান—	প্রায় ৬ কোটি টাকা
বিগত বোনাস (১৯৪১-৪৩)	তিন কোটি টাকার উপর
দাবী বাবদ (১৯৪৩)	৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার উপর

SAVINGS CERTIFICATE
27 JUL 45
BARA-BAZAR

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্‌

হেড্‌ অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্‌, কলিকাতা

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

P 24,078

আষাঢ়—১৩৫২

আর্থিক উন্নতি

২০শ বর্ষ—৩য় সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাডস্মি বিশ্বাষাডাশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পৃথিবীর মূর্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠোত্তর' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

ARTHIK UNNATI
(Economic Progress)
Established April, 1926
Edited by Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar, *Vidya-vaibhava*
Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).
Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta.
Director
DR. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE JUNE-JULY NUMBER, 1945.

Section 1. Wealth of Bengal : Yarn for Bengali Weavers & Fishermen. Problem in Calcutta. p. 22.

Section 2. Economic India: Fore-Cast of Cotton Cultivation. Revenue Collected in 1944-45. Indo-British Trade Relation. *Tungabhadra* Embankment. Construction of Engines & Boilers in India. p. 22.

Section 3. World Economy: Sterling Balance of Egypt. Post-war Export Trade of China: Import of cotton & piece goods in China. p. 23.

Section 4. Men, Institutions and Movements: Labour-welfare Movement in Bolivia. Free Nursing in Newzenland. Technical Personnel Protection. p. 24.

Section 5. Interview: Is Humanity Progressing? p. 25.

Section 6. World of Journals: *International Labour Review*. p. 26.

Section 7. Reviews: The Economic Journal of World Population. The History of Rubber Regulation. p. 27.

Section 8. Bibliography: 5 books announced.

Articles: The Categories of Keynes.
By Prof. Kastur Chand Lalwani, M.A., College of Commerce, Poona, Hony. Research Fellow, Bengal Institute of Economics. p. 28.

বাংলার সম্পদ্

বাংলার তাঁতী ও ধীবরদের জন্য সূতা

বাংলার তন্তুবায় ও ধীবরদের জন্য অধিক পরিমাণে সূতা পাওয়া যাইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। বাংলার গভর্ণমেণ্ট এই সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের সহিত অনেক-দিন ধরিয়া কথাবার্ত্তা চালাইতেছিলেন। অনেক আলোচনার পর স্থির হইয়াছে যে, বাংলায় অধিক পরিমাণে সূতা সরবরাহ করা হইবে। সূতা সরবরাহের ফলে তাঁতীদের দুর্দ্দশার অনেকটা লাঘব হইবে বলিয়া মনে হয়। সূতার অভাবে তাঁতীদের শিল্প প্রায় অচল হইয়াছিল এবং জেলেদেরও জাল তৈয়ার হইতেছিল না।

কলিকাতায় দুগ্ধসমস্যা

রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির এক সভায় বাংলা সরকারের কৃষি-বিভাগের স্পেশ্যাল অফিসার ডাঃ এল, সি, সিকা কলিকাতার দুগ্ধসমস্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

ডাঃ সিকা বলেন যে, রোজ ২২ হাজার ২ শত মণ দুগ্ধ কলিকাতার জন্য প্রয়োজন। তন্মধ্যে মাত্র ৩ হাজার ৭ শত মণ সরবরাহ হয়, অর্থাৎ প্রয়োজনের ৬ ভাগের ১ ভাগ মাত্র দুগ্ধ পাওয়া যায়।

গত সেন্সাস্ রিপোর্ট অনুসারে কলিকাতার লোক-সংখ্যা ২৭ লক্ষ। রেশন কার্ডের হিসাব অনুসারে এখান-কার লোকসংখ্যা ২৭·৭ লক্ষ। কিন্তু শেষোক্ত হিসাবের মধ্যে ক্যাম্প, বোর্ডিং ও যাহাদের রেশন কার্ড নাই তাহা-দিগকে ধরা হয় নাই। সেন্সাস গ্রহণের পর হইতে কলিকাতার লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে। এক্ষণে কমপক্ষে ইহার লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ ধরা যাইতে পারে। প্রসূতি ও শিশুর জন্য আধ সের এবং প্রাপ্তবয়স্কের জন্য ১ পোয়া হিসাবে ধরিলে ২০ হাজার মণ দুগ্ধের প্রয়োজন। ইহার উপর মিলিটারী, হাসপাতালের রোগী ও বোর্ডিং-এর জন্য এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্যও দুধের দরকার। তাহা হইলে রোজ মোট ২২ হাজার ২ শত মণ দুগ্ধের প্রয়োজন। এই পরিমাণকে খুব বেশী কমাইলেও রোজ ১১ হাজার মণের কম কিছুতেই করা যায় না।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ১৯৩৬ সনে রোজ ৩ হাজার ৭ শত মণ দুগ্ধ সহরে সরবরাহ হইয়াছে, অর্থাৎ প্রয়োজনের মাত্র ৬ ভাগের এক ভাগ ও নিতান্ত প্রয়ো-জনের ৩ ভাগের ১ ভাগ মাত্র সরবরাহ হইয়াছে। এই হিসাবের মধ্যে মহিষের দুগ্ধও ধরা হইয়াছে।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, সহরে যে দুগ্ধ সরবরাহ হয় তাহার শতকরা ৭৯ ভাগ ভেজাল। তাহা ছাড়া জলমিশ্রিত দুগ্ধ ত আছেই। সহরে যে দুগ্ধ সরবরাহ হয় তাহার শতকরা ৭২ ভাগ মহিষের দুগ্ধ। মহিষের দুগ্ধ খুব জোরে সরবরাহ হয়। সে জন্য গরুর দুগ্ধের মত উচ্চ মূল্যে ইহা বিক্রয় হয়। দুগ্ধের দাম প্রতি সের ১০ আনা হইতে ১২ আনা। মূল্যের বাড়তির ফলে ভেজালও বাড়িয়াছে।

আর্থিক ভারত

তুলা চাষের পূর্ব্বাভাষ

ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ আগামী ১৯৪৪-৪৫ সনের তুলা উৎপাদনের আনুমানিক হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত হিসাবে দেখা যায় যে, সমগ্র ভারত-বর্ষে ১৪৭৪৪০০০ একর জমিতে ৩৪৬৮০০০ গাঁইট তুলা উৎপাদিত হইবে। উক্ত হিসাবে দেখা যায় যে, গত বৎসরের তুলনায় এবৎসর আনুমানিক ২৮ ভাগ কম জমিতে চাষ করা হইবে এবং উৎপন্ন তুলার পরিমাণ শত-করা ৩১ ভাগ কম হইবে।

১৯৪৩-৪৪ সনের রাজস্ব

আশাতীত হিসাবে জানা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৩-৪৪ সনে মোট যে রাজস্ব পাইয়াছেন তাহার

পরিমাণ প্রায় ২৫০ কোটি টাকা। এই হিসাবের মধ্যে রেলওয়ের দেওয়া ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং পোষ্ট ও টেলিগ্রাফের অতিরিক্ত ৯ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। ইহা ছাড়া উনিশ কোটি টাকা আয়করের বিভিন্ন প্রদেশের প্রাপ্য বাবদে বাদ দেওয়া হইয়াছে। মোটমাট ব্যয় প্রায় ৪৪০ কোটি টাকা। ইহা হইতে ৩৫৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দেশরক্ষা ব্যাপারে ব্যয়িত হইয়াছে। এইরূপে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯৮ কোটি টাকা।

ইঙ্গ-ভারত শিল্প-সম্পর্ক

ব্রাস ইলেকট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী এবং বৃটিশ অয়েল ইঞ্জিন এক্সপোর্ট কোম্পানী জানাইয়াছে যে, তাহারা ভারতের সর্ব্বজনবিদিত পাইথোমিথার ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্কসের মেসার্স কিরলস্কর ব্রাদার্সের সহিত উৎপাদন ও মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছে। শিল্পগত তথ্যের আদান-প্রদান এবং ইংলণ্ডে ভারতীয় কর্ম্মচারীদের শিক্ষা ব্যবস্থা উক্ত ব্যবস্থার অন্তর্গত করা হইয়াছে। কিরলস্কর বিভিন্ন ধরণের তৈলকল উৎপাদন করিবে জানা গিয়াছে।

তুঙ্গভদ্রা-বাঁধ পরিকল্পনা

জুলাই মাসে "তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনার" কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য নিজাম সরকার ৫০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, পরিকল্পনাটি নিজাম সরকার ও মাদ্রাজ সরকারের সেচ বিভাগদ্বয়ের চীফ ইঞ্জিনীয়ার দ্বারা গঠিত একটি বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে। এই বোর্ডের অন্যতম সদস্যহিসাবে ভারত সরকারের সেচ বিভাগের ইঞ্জিনীয়ারকে গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় আলোচনা চলিতেছে। এই আলোচনা সফল হইলে খুব সম্ভব তিনি উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইবেন।

ভারতে ইঞ্জিন ও বয়লার নির্ম্মাণ

ই, আই, রেলের সিংভূমস্থ কারখানাগুলি টাটা কোম্পানীর নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে। এই সমস্ত কারখানায় ভারতীয় দ্বারা প্রথমতঃ বয়লার নির্ম্মিত হইবে, পরে রেলওয়ে ইঞ্জিনসমূহও প্রস্তুত হইবে, প্রথম বৎসর ৫০ খানি বয়লার তৈরী করা হইবে; তাহার পর প্রত্যেক বৎসর একশত খানা হিসাবে বয়লার নির্ম্মিত হইবে।

দুনিয়ার ধনদৌলত

মিসরের ষ্টার্লিং ব্যালান্স

মিসরের বাজারে বৃটেনের যে একচেটিয়া অধিকার রহিয়াছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ওয়াফদ্‌দলের মুখপত্র "আল-ওয়া-আল্ মিছর" একটী সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বৃটেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া, ফ্রান্স এবং মিসরের প্রতিনিধিগণকে তৎসম্পর্কে তদন্ত করিতে বলেন। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয় যে, যুদ্ধারম্ভের পর হইতে মিসরের নিকট বৃটেনের যে ৩৫০,০০০০০ পাউণ্ড ধার হয়; তাহা হইতেই এই একচেটিয়া অধিকারের সৃষ্টি হইয়াছে।

পত্রিকাখানি মিসরের তন্তে হুরেজ খালের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ক্ষমতাও অর্পণ করিতে বলে।

মিসরের প্রতিনিধি সভার ফিনান্স কমিটীর সভাপতি আবদুল রহমান বিয়ালী যে বলেন যে, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময় সম্পর্কে ইংলণ্ড ও মিসরের মধ্যে যে চুক্তি রহিয়াছে বর্ত্তমান বৎসরের শেষে তাহার মেয়াদ বর্দ্ধিত করা উচিত নহে, কারণ বর্ত্তমান মুদ্রানীতি এবং আমদানি নীতির জন্যই মিসরে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছে।

ষ্টার্লিংএর পাওনা যাহাতে আর বৃদ্ধি না পায় তজ্জন্য তিনি বৃটিশ আমদানি দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করার সুপারিশ করিয়াছেন।

চীনে তূলা ও বস্ত্র আমদানি

১৯৪০ সনে ৩৪০,৩৪৭,২৮০ চীনা ডলার মূল্যের বস্ত্রজাত বস্ত্র আমদানি হইয়াছে। তূলা ও সূতা আমদানির পরিমাণ ২৪৪,৩৬৭,৪৮০ চীনা ডলার। নানা ধরণের সূতী

কাপড় ১২৮,৭১৪,৯৬৯ চীনা ডলার। রপ্তানি বাণিজ্যের অর্দ্ধেক নানা ধরণের বস্ত্র, মূল্য ৭৩,০৪৮,২৮৪ চীনা ডলার।

চীনের যুদ্ধোত্তর রপ্তানি বাণিজ্য

চীন-মার্কিণ শিল্প-বাণিজ্য পরিষদের প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি যে হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, চীনের প্রাক্‌যুদ্ধ রপ্তানি বাণিজ্যের তুলনায় যুদ্ধোত্তর রপ্তানি বাণিজ্য বহুগুণে বর্দ্ধিত হইতে পারে। চীনের প্রাক্‌যুদ্ধ রপ্তানির বার্ষিক পরিমাণ ছিল ২০ কোটী ডলারের উপর। চীনের শিল্পোন্নতির জন্য যে বিরাট বিদেশী মালের প্রয়োজন, একমাত্র রপ্তানি-বাণিজ্যের বিরাট বাড়তি দ্বারা তাহার সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

বলিভিয়ায় শ্রমিক-মঙ্গল

বলিভিয়ায় সম্প্রতি যে নূতন শ্রমিক আইন জারি করা হইয়াছে, তদনুসারে ১৯৪২ সনের ৮ই ডিসেম্বর হইতে নারী ও তরুণবয়স্ক শ্রমিকদের পক্ষে সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টার অতিরিক্ত সময়ের জন্য সমস্ত খাটুনীর বেলায় পারিশ্রমিক পরিশোধের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। নূতন আইনটী ১৯৪২ সনের ৮ই ডিসেম্বর হইতে বলবৎ করা হইয়াছে।

নূতন আইনে নারী ও ১৮ বৎসরের কম বয়স্কদের পক্ষে সাপ্তাহিক খাটুনীর সময় ধরা হইয়াছে ৪০ ঘণ্টা। বাড়্‌তি সময়ের খাটুনীর জন্য ইহাদিগকে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিতে হইবে। বলিভিয়ার জাতীয় বণিক-সভা এসম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছিল; কিন্তু অগ্রাহ্য হইয়াছে।

নিউজিল্যাণ্ডে বিনা পয়সায় শুশ্রূষার ব্যবস্থা

নিউজিল্যাণ্ড সরকার জেলায় জেলায় বিনা পয়সায় নার্সিং সার্ভিস সমূহ স্থাপনে উদ্যত হইয়াছেন। সামাজিক নিরাপত্তা আইন অনুসারে যেসমস্ত রোগী এই ধরণের সুযোগসুবিধা লাভের যোগ্য বিবেচিত হইবে, তাহারা বিনা পয়সায় সেবা-শুশ্রূষা ও ঔষধপত্র দুই-ই ভোগ করিবে। স্বাস্থ্য-সচিব সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল হইতে আবশ্যক খরচপত্রের ব্যবস্থা করিবেন।

শিল্পীদের স্বার্থ-সংরক্ষণ ব্যবস্থা

বিগত এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে নিযুক্ত শিল্পবিদ্‌গণের স্বার্থ রক্ষাকল্পে "টেক্‌নিক্যাল পার্সোনেল প্রটেক্‌শন বিল" উপস্থিত করা হয়। এই বিল অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার এইসকল কর্ম্মচারীর বেতন, অতিরিক্ত সময়ে কাজ করার পাওনা, চাকুরীর স্থায়িত্ব, উদ্ভাবিত শিল্প-কৌশলের মূল্য নিরূপণ, প্রতিভাবান ও উৎসাহী শিল্পবিদ্‌গণের উৎসাহবর্দ্ধন এবং উহাদের স্বার্থ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে বিধান জারি করিতে পারিবেন। এই সমস্ত বিধান যাহাতে কার্য্যকর হয় তজ্জন্য আইন-অমান্যকারিগণকে দণ্ডনীয় করিবারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, এই ব্যবস্থার ফলে কারিগর ও শিল্পীদের স্বার্থ রক্ষিত হইবে।

এই বিলের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া বলা হইয়াছে যে, যাহাতে দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ একটী সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, শিল্পের দিক্ দিয়া দেশ ক্রমে ক্রমে ও সুনিশ্চিতভাবে উন্নত হইয়া উঠে, দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধিত হয় এবং শিল্পের প্রতি জনসাধারণ আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্যই এই বিল রচিত হইয়াছে। শিল্পবিদ্‌গণের মধ্যে রাসায়নিক, পদার্থ শাস্ত্রবিদ্, ধাতুবিদ্যাবিদ্, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি রহিয়াছেন। ইহাদের কার্য্যের গুরুত্ব মূলধন ও কাঁচা মাল অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। ইহাদিগকে যদি যথোপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা না দেওয়া হয় এবং ইহাদের উদ্ভাবনী প্রতিভা ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত ফল কার্য্যে নিয়োজিত করা না হয়, তবে যুদ্ধত দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাবলম্বী হইতে পারিবে না এবং যুদ্ধের পরেও রক্ষাকবচের সাহায্যে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে।

মোলাকাৎ

মানুষ কি উন্নতির পথে ?

(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত শ্রীশিবচন্দ্র দত্তের কথোপকথন)

প্রঃ—মানুষ হাজার পাঁচ-সাত বছর আগে যেমন ছিল, এখনও কি তেমন আছে ? না তার চেয়ে উন্নত বা অবনত হ'য়েছে ?

উঃ—মানুষের নৈতিক জীবন-বিষয়ক ধারণা ব'দ্‌লে গেছে। অর্থাৎ এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের কিরূপ সম্বন্ধ থাকা উচিত, সে বিষয়ে একালে নূতন খেয়াল জন্মেছে। আগেকার সঙ্গে মিল নাই। ধরা যাক্, পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ। সাবেক কালে পিতাই ছিল সংসারের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। বাপের শাসন ছিল টঙ্করবিহীন। একালে বাপ-ছেলের পরস্পর-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য আইন কায়েম হ'য়েছে। বাপের অত্যাচার থেকে ছেলেকে বাঁচাবার জন্য নানা আইন-কানুন আছে। এ এক নৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব !

প্রঃ—এই নৈতিক বা সামাজিক বিপ্লবের হু-হু বিশ্লেষণ সম্ভব কি ?

উঃ—আগেকার বাপের উপর আইন-কানুনের শাসন ছিল না ; এখনকার বাপের উপর আছে। তার মানে কি তখনকার বাবাদের এমন সব সদ্‌গুণ বা দুর্গুণ ছিল যা আজ-কালকার বাবাদের নাই ? আমার তা মনে হয় না। ব্যক্তিগত চরিত্রের পরিবর্ত্তন অতি কঠিন চিজ্। মানুষের স্বভাব বদ্‌লায় নি। আর একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এখনকার হিন্দুদের সাধারণতঃ একের অধিক স্ত্রী থাকে না। সাবেক কালে এক একজন হিন্দুর অনেক স্ত্রী থাক্‌তো। জিজ্ঞাস্য,—এখনকার হিন্দু স্ত্রীদের মধ্যে যে সব সদ্‌গুণ বা দুর্গুণ দেখা যায়, বহুস্ত্রীক হিন্দুর স্ত্রীদের তার চেয়ে কম সদ্‌গুণ বা দুর্গুণ ছিল কি ? আমি তা স্বীকার করি না। ঝোটের উপর বল্‌বো, এ-পীঠ ও-পীঠ মাত্র। সাধারণতঃ চরিত্রের পরিবর্ত্তনে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। এই কোঠেরই আর একটা দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ। এক নারীর অনেক স্বামী থাকা একালের লোকেরা নিন্দনীয় মনে করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু পতিব্রতা নারীরও কোন সদ্‌গুণ নাই কি ? শুধু পারিবারিক জীবনের দু-একটা তথ্য ঘাঁটা গেল। এই সব কথা আলোচনা কর্‌লে মনে হবে যে, মানুষের সদ্‌গুণ বাড়্‌ছে কি কম্‌ছে তা বলা শক্ত। তবে কাঠাম বদ্‌লাচ্ছে, গড়ন বদ্‌লাচ্ছে, মতিগতি বদ্‌লাচ্ছে।

প্রঃ—মানুষের স্বভাব-চরিত্রে উন্নতি-অবনতি মাপা সম্ভব কি ?

উঃ—জবাব থেকেই বুঝতে পার্‌বে যে,—বিশ্লেষণটা জটিলতাপূর্ণ। এ কথাটা আর একদিক্ থেকে পরিষ্কার হবে। টাকা-পয়সার উপর লোভ, লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করার লোভ, পদবী উপাধি ইত্যাদি চিজ্ পাবার লোভ, মানব-চরিত্রে দু-দশ শ' বা হাজার বছর আগে ছিল অবয়বযুক্ত। এখনও আছে অবয়বযুক্ত। এই সব দেখে-শুনে সক্রেটিস, প্লেটো ইত্যাদি গ্রীক ঋষিরা গণতন্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুগে থেকেও মানব-চরিত্র-সম্বন্ধে অতি নীচু ধারণা পোষণ ক'রে গেছেন। আর ভারতীয় মুনি-ঋষিদের ত কথাই নাই। সেকালের সমাজ-সংস্কারকেরা আদর্শ-রাষ্ট্রের কল্পনায় ডুবতে বাধ্য হ'য়েছিল। মানুষকে অযথা আলোআর বিবেচনা করা ছিল সেকালে দুনিয়ার দস্তুর। আর একালের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আমলে সার্ব্বজনিক লোক-শিক্ষার যুগেই বা কি দেখ্‌তে পাচ্ছ ? সংসারে পয়সার লোভ ক'মেছে ক'জন লোকের ? পদের মোহ ক'মেছে কি ? উপাধি-পদবীর মায়া কাটিয়ে উঠেছে কোন্-কোন্ পুরুষ-নারী ?

প্রঃ—বিবেকানন্দ'র মত অনেকটা ঐ ধরণেরই ছিল। তিনি বলেন যে, দুনিয়ায় ভাল-মন্দ যা আছে,

তা কখনও কম্‌বেও না বাড়বেও না। এক জায়গা থেকে তাড়ালে তা আর এক জায়গায় দেখা দিবে। দুনিয়া কখনও উন্নত হয় না, দুনিয়াকে উন্নত ক'র্‌তে গিয়ে আমরাই উন্নত হই। তাঁর সঙ্গে আপনার মতটা মিল্‌ছে দেখছি।

উঃ—তবে একদিকে মানুষের উন্নতি হ'য়েছে বল্‌তেই হবে। আগে পাড়া-পড়শির মধ্যে লাঠালাঠি চল্‌তো। এক গাঁয়ের সঙ্গে অন্য গাঁয়ের মারামারি, ঝগড়া-চুকলি লেগেই থাক্‌তো। এখন আর গাঁয়ে-গাঁয়ে লড়াই নাই। আজকাল লড়াই করে কতক-গুলা পল্লী মিলে অন্য কতকগুলা পল্লীর সঙ্গে। এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির ঝগড়া-মারামারি। এই হিসাবে মানুষের অহিংসা-প্রবৃত্তি কিছু বেড়েছে বলা যেতে পারে। কম্‌-সে-কম্‌ হিংসার ক্ষেত্র বা বহরটা কিছু বদ্‌লেছে। এই গেল নৈতিক দিক্‌। তাছাড়া মানুষের উন্নতি হ'য়েছে আর এক হিসাবে। মানুষের কর্ম্মশক্তি বেড়েছে। মরণটার বাড়্‌তি সহজেই যখন-তখন মালুম হয়। বলা বাহুল্য, যুদ্ধের ক্ষমতায় মানুষ একটা অতি-মাত্রার যুগান্তরের ভিতর দিয়ে চ'লেছে। নিত্য-নতুন আবিষ্কার আর উদ্ভাবন উন্নতিরই সাক্ষী সন্দেহ নাই।

প্রঃ—রাষ্ট্রিক জীবনে অহিংসা, উদারতা, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি সদ্‌গুণের বাড়্‌তি দেখ্‌তে পাচ্ছেন কি?

উঃ—একদম না। "তুমি যে-তিমিরে তুমি সে-তিমিরে।" কৌটল্য-নীতি ছাড়া সেকালের দুনিয়াও চল্‌তো না। আজও চলে না। কি এশিয়ায়, কি ইয়োরামেরিকায়। পশ্চিমা নজির দিয়ে বল্‌বো যে, রাষ্ট্রিক মানুষের সব-সে সেরা ঋষি হচ্ছে ম্যাকাভেল্লি। লোকটা ইতালিয়ান কৌটল্য। বুদ্ধ-খৃষ্টের পাঁতি রাষ্ট্রিক ও আন্তর্জ্জাতিক কাজ-কর্ম্মে আজ পর্য্যন্ত চালু হয় নি। সেকালের মতন একালেও এই সব কাজ-কর্ম্মের আসল উপদেষ্টা কৌটল্য আর ম্যাকাভেল্লি। আমাদের মহাভারতখানা কৌটল্য-ম্যাক্যাভেল্লি দর্শনের মহা-সাগর। হিংসা, টঙ্কর, ঝগড়া, চুকলি, কৌশল, ছুচ্ছুরি, বাট্‌পাড়ি, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, মিথ্যাপ্রিয়তা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি মনোভাব ছাড়া মানুষে-মানুষে লেন-দেন চালানো অসম্ভব। অতি-নিষ্ঠুর ব'নে চ'লেছি।

প্রঃ—এই অবস্থার পরিবর্ত্তন অসম্ভব কি।

উঃ—অসম্ভব। মানুষের রক্তে কৌটল্য ম্যাকাভেল্লির নীতি ছাড়া আর কোনো নীতি বরদাস্ত কর্‌তে পারে না। এইটেই হ'ল সনাতন নীতি। অন্যান্য যা কিছু সব মাত্র। ভাবুকতায় হিতোপদেশের বোলচালে চিঁড়ে ভেজে না,—মাঝে-মাঝে মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা চলে মাত্র। আমার মতবাটা অতি নির্ম্ম। কি কর্‌বো? ব্যক্তিগত ও পারি-বারিক জীবনে ভাবুকতা, অহিংসা, পরোপকার, দয়া-মায়া ইত্যাদি চিন্তা ও কর্ম্মের ঠাঁই থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু রাষ্ট্রিক ও আন্তর্জ্জাতিক যোগাযোগে এই সবের ঠাঁই এক কাঁচ্চাও নাই। ভবিষ্যতেও কোনো দিন থাক্‌বে না।

পত্রিকা-জগৎ

"ইণ্টার-ন্যাশনাল লেবার রিভিউ"

(ডিসেম্বর, ১৯৪৬)

আলোচ্য সংখ্যায় 'সমবায় আন্দোলন ও যুদ্ধোত্তর বাসগৃহ-সমস্যা', জি, আর, বকস লিখিত, যুদ্ধের আবলে বিলাতে ব্যক্তিগত ম্যানেজমেণ্টের প্রথায়, ভারতে যুদ্ধ-কালীন মুদ্রাস্ফীতি ও সমাজের উপর গঠন প্রভাব, 'হুইটলেনের যুদ্ধোত্তর প্ল্যানিং কার্য্যে নিয়োগ, লগ্নি ও মুদ্রানীতি'—এই কয়টী মূল্যবান প্রবন্ধ এবং 'নিউজিল্যাণ্ডের জাতীয় প্রগতি,' 'বলিভিয়া, মেক্সিকো ও রুশিয়ার সমাজনীতি', 'হাঙ্গেরীর-কলকারখানার মজুর জীবন',

'অষ্ট্রেলিয়ার লোকবল নীতি', আর্জেন্টিনার সমাজ-বীমা, 'ক্যানাডা ও বৃটেনের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসসমূহ—এই কয়টী বিষয়ণী স্থান লাভ করিয়াছে। স্ট্যাটিস্টিক্স্ সেক্সানে বেকারসমস্যা, কাজে নিয়োগ ও কাজের সময় সম্বন্ধে মাপ-জোক প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতে যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধটিতে দেখা যায়, ১৯৩৯ সনের আগষ্ট মাস হইতে ১৯৪৩ সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী দর মোটামুটি দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বস্ত্রের দর বাড়িয়াছে তিন গুণ। কারখানা-জাত শিল্পদ্রব্যের দাম বাড়িয়াছে অত্যন্ত বেশী। অথচ কাঁচা মালের দাম সে তুলনায় অনেক কম বাড়িয়াছে। পাইকারী দরের মোটামুটি আভাস পাওয়া গেলেও খুচরা দরের অবস্থা যে কিরূপ সেসম্বন্ধে ঠিকভাবে কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায় না। কিন্তু মানুষের জীবনযাত্রার মূল্য যে অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

মুদ্রাস্ফীতি, বিশেষতঃ ইহার কুফলগুলি দূর করা সম্পর্কে সরকারী চেষ্টা-চরিত্র চলিতেছে নিশ্চয়ই; তবে এইসমস্ত প্রচেষ্টা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকরই বলিতে হয়।

সমালোচনা

"দি ইকনমিক আর্গান অব্ ওয়ার্লড্ পপুলেশান"; ফে,বি, কণ্ড্লিফ্; ওয়াশিংটন; ডি, সি, ন্যাশনাল প্ল্যানিং অ্যাসোসিয়েশন; ১৯৪৩; ৪৪ পৃঃ; ২৫ সেন্ট্।

মানুষের ধন-সম্পদের রূপম-ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধোত্তর সংগঠনের পরিকল্পনাসমূহ নির্দ্ধারণের প্রয়োজন। দুনিয়ার লোকবলের গতিবিধি অনুসারেই এই সমস্ত রকম-ফেরের পরিচয় মিলে। আলোচ্য গ্রন্থে পৃথিবীর লোকবলের গতিবিধি বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে, পৃথিবীতে যেভাবে লোক-বসতি ঘটিয়াছে এবং বর্ত্তমান লোক বাড়তির যে তারতম্য দেখা যায়, তাহা প্রধানতঃ পশ্চিম ইয়োরোপে দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে যে শিল্প-প্রগতি আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার ফলেই ঘটিয়াছে। যে বিশ্বজোড়া আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও পুঁজিপাটা নিয়োগের ফলে অন্যান্য বিশেষ উৎপাদনের বিশেষত্ব ঘটিয়াছিল এবং লোকবলের কাজের সুরাহা হইয়াছিল, তাহা পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প। গ্রন্থকারের মতে, পৃথিবীর বিভিন্নজাতির মধ্যে সমবায়-মূলক অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত না হইলে, পৃথিবীতে লোকবল সমস্যা সঙ্গীন আকার ধারণ করিবে।

"দি হিষ্ট্রী অব্ রাবার রেগুলেশন" ইণ্টার ন্যাশনাল রাবার রেগুলেশন কমিটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সম্পাদক—স্যার অ্যাণ্ড্রু এম কেডিয়াস; লণ্ডন; জর্জ অ্যালেন অ্যাণ্ড্ আনউইন; ১৯৪৪; ২৩৯ পৃঃ; ১০ শিঃ ৬ পেঃ।

আলোচ্য গ্রন্থে ইণ্টার-ন্যাশনাল রাবার রেগুলেশন কমিটীর ইতিহাস ও সমালোচনা সহ রাবার উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া, রাবার শিল্পের ক্রমোন্নতি এবং প্রাক্তন নিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পনাগুলির বিবরণীও স্থান লাভ করিয়াছে। পরিশিষ্টে স্থান পাইয়াছে আন্তর্জাতিক রাবার আইন চুক্তির বসড়ালিপি, রাবারের মূল্য আমাদের বিবিধ মাপ-জোক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাবলী। গ্রন্থকারের মতে এই আইনে রাবার উৎপাদনের যোগ্যতা বা প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটিলেও অল্প-স্বল্প রাবার উৎপাদক দেশগুলির স্বার্থরক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই; ফলে ব্যবসায়ের কিছু ক্ষতি হইয়াছে বলিতে হয়। উপসংহারে গ্রন্থকার বলেন যে, মোটের উপর, রাবার আইন কার্য্যকরই হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। দি কমন ইন্টারেষ্ট ইন্ ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিক অর্গানিজেশন; বে বিকণ্ড্ লিফ্ ও এ ষ্টিভেন্স্; ইন্টারন্যাশনাল লেবার অফিস, মন্ট্রিয়েল; ১৯৪৪; ১৩৫ পৃঃ; বোর্ড বাঁধাই ৬ শিঃ; কাগজে বাঁধাই ৪ শিঃ।

২। কম্প্যারেটিভ অপারেটিং এক্সপিরিয়ান্স্ অব্ কন্জিউমার ইনষ্টলমেণ্ট ফাইনান্সিং এজেন্সীজ্ অ্যাণ্ড্ কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কস্, ১৯২৯-৪১; আর্থার এ ভাউয়ার; নিউইয়র্ক ক্যাপ্নাল ব্যুরো অব্ ইকনমিক্ রিসার্চ; ১৯৪৪; ২২১ পৃঃ; ৩ ডলার।

৩। পোষ্টওয়ার প্ল্যানিং ফর পিস্ অ্যাণ্ড্ ফুল এম্প্লয়মেণ্ট; হ্যারী ডাব্লিউ লেড্লার; নিউইয়র্ক; লীগ ফর ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেমোক্র্যাসী; ১৯৪৪; ৬৪ পৃঃ; ২৫ সেণ্ট।

৪। দি ইকনমিকস অব্ ফুল এম্প্লয়মেণ্ট; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটী; ইন্ষ্টিটিউট্ অব্ ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্; অক্সফোর্ড; বেসিল ব্ল্যাকওয়েল; ১৯৪৪; ২১৩ পৃঃ; ১২ শিঃ ৬ পেঃ।

৫। হিয়ার কামস্ টুমরো; এ ডাব্লিউ জেলোমেক; শিকাগো; জিফ্-ডেভিস পাবলিশিং; কোং, ১৯৪৪; ১৩১ পৃঃ; ২ ডলার।

কেইন্সের অর্থ নৈতিক পরিভাষা

কল্পরচাঁদ লালুয়ানী, এম এ,
অধ্যাপক, কলেজ অব কমার্স, পুণা, অবৈতনিক গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ, কলিকাতা

অর্থশাস্ত্রী মাত্রেরই ধর্ম হলো গ্রন্থারম্ভে পরিভাষা নিয়ে মাথা ঘামানো। অতএব কেইন্সের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার আগে কেইন্স্ যেসব সংজ্ঞা-নির্দেশ করেছেন তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এবিষয়ে অর্থশাস্ত্রের দুর্বলতার কথা অবিশ্যি আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থে যে বিষয় প্রতিষ্ঠিত করতে চান সেই বিষয়কে দাঁড় করান হয়েছে কতকগুলো সংজ্ঞার উপর। সুতরাং প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে স্বীকার করার আগে পাঠককে লেখকের পরিভাষাগুলো মেনে নিতে হবে। এবিষয়ে পাঠক যদি দ্বিমত করেন তাহলে সেই বিষয়ের সমস্ত আলোচনাই তাঁর কাছে বেহুরো বাপছাড়া গোছের ঠেকবে। অন্যান্য বিজ্ঞানের বেলায় কিন্তু তা নয়। যতদিন পর্য্যন্ত কোনও বিষয়ে একটি মতবাদ গৃহীত রয়েছে এবং নূতন আবিষ্কারের ফলে যতদিন এই গৃহীত মতবাদের পরিবর্ত্তন না হচ্ছে, ততদিন সবাই সেই বিষয়টিকে মেনে নিয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হবে। জল কি কি উপাদানের সমষ্টিগত ফল এবিষয়ে সমস্ত বৈজ্ঞানিকই একমত। কিন্তু 'সঞ্চয়' ও 'পুঁজিনিয়োগ' বলতে এই দুই পরিভাষায় যে ঠিক কোন জিনিষটি বোঝায় এবিষয়ে নানামুনির নানামত। নানামুনির কথা ছেড়ে দিলাম—এক মুনিরই অবস্থাভেদে কার্য্যসিদ্ধির জন্য নানা মত হয়ে গেছে। এই দুই পরিভাষা সম্বন্ধে কেইন্স্ তাঁর টাকা বিষয়ক গ্রন্থে যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেছেন, 'সাধারণ মতবাদ' গ্রন্থে কিন্তু তিনি আগের সে সুরে গাইছেন না। পূর্বোক্ত গ্রন্থে তাঁর প্রতিপাদ্য হলো এই যে 'সঞ্চয়' ও 'পুঁজিনিয়োগের বৈষম্যই হলো অস্থিতির কারণ; অথচ পরবর্ত্তী গ্রন্থে এদের সর্ব্বাবস্থাতেই সমান বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। এটি শুধু যে কেইন্সের রচনার বিশেষত্ব তা নয়; প্রত্যেক অর্থশাস্ত্রীর রচনাতেই এবিষয় কমবেশী পাওয়া যাবে। পরিভাষা হচ্ছে ধনবিজ্ঞানের খুব বড় সমস্যা।

সংজ্ঞা নির্দ্দেশ বিষয়ে এই প্রকার মতভেদের কারণ কি? প্রত্যেকেই যদি আপন আপন সুবিধা অনুসারে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় তাহলে অর্থশাস্ত্র যে তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হারিয়ে ফেলে শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে বাস্তবের সঙ্গেও এর ঘটে বিচ্ছেদ। কেন না, যে শাস্ত্রে বিভিন্ন সংজ্ঞার অবতারণা করা হয়, সেই শাস্ত্রের সমস্ত সংজ্ঞাই যে বাস্তবের নিকষে টিকবে একথা

বলা চলেনা। অথচ মতভেদ যে রয়েছে সে কথা অস্বীকার করবারও উপায় নেই। এই প্রকার মতভেদের দুটি কারণ আমাদের চোখে পড়ে। প্রথম কারণ হলো এই যে, অর্থশাস্ত্রের কারবার হচ্ছে মানুষ এবং তার সমাজকে নিয়ে এবং একথা সর্ববাদিসম্মত যে, যে কোন দু'জন লোকের অর্থনৈতিক আচরণ এক নয়; এমন কি অবস্থা বা কাল-ভেদে একই লোকের অর্থনৈতিক আচরণে প্রার্থক্য দেখা যায়। যে শাস্ত্র বৈষম্যময় জীব মানুষ এবং তার অর্থনৈতিক জীবনের বিশ্লেষণ নিয়ে ব্যস্ত সে শাস্ত্র যে অন্যান্য বিজ্ঞানের মত ষোলআনা বৈজ্ঞানিক হতে পারে না একথা বলাই বাহুল্য। আর দ্বিতীয় কারণ হলো এই যে, অর্থশাস্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক হবার ফলে এর হাতিয়ার-পাতি এখনো সর্বাঙ্গসুন্দর নির্খুঁত হতে পারে নি। একে যথাসম্ভব নির্খুঁত করার চেষ্টা চলেছে। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণই হলো 'অস্থির' জগতের অর্থনীতির বিশ্লেষণ প্রচেষ্টা। এই সেদিন পর্যন্ত অর্থশাস্ত্রীদের আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল দীর্ঘ-কালীন 'স্থিতির' পরিস্থিতির মধ্যে। তার ফলে বাস্তবের সঙ্গে অর্থশাস্ত্রের হয়ে পড়লো মহাব্যবধান। আজও যে এই ব্যবধান একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে একথা আমি বলতে পারি না। তবে একথা বলা চলে যে এই ব্যবধানকে জুড়ে ফেলবার পক্ষে বিগত দুই দশক থেকে বেশ খানিকটা চেষ্টা চলেছে।

যাই হোক, অন্যান্য অর্থশাস্ত্রীর মত কেইন্‌স্‌ও কতকগুলো বিষয়ের সংজ্ঞা নির্দেশ করে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। সেইসব সংজ্ঞার বিশ্লেষণই হলো বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিই হলো উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উৎপাদন ব্যবস্থার লক্ষ্যই হলো লাভ করা। একথা আমরা ধরে নিচ্ছি যে, আলোচ্য ব্যবস্থায় উৎপাদন-প্রণালী, মালীয় সম্পদ্‌ এবং বিভিন্ন খরচা একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় রয়েছে; অর্থাৎ এদের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। এই নির্দিষ্ট অবস্থায় নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমের নিয়োগ করতে গিয়ে নিয়োগকারীর খরচা হয় দুই প্রকার। প্রথমটী হলো 'উৎপাদন সহযোগী বিষয়ক খরচা' এবং দ্বিতীয়টি 'ব্যাবহারিক খরচা।' একথা আমাদের জানা আছে যে, উৎপাদন-ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন উৎপাদন সহযোগীর সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়। এই সহযোগিতার জন্যে তারা নিয়োগকারীর কাছ থেকে যে পারিশ্রমিক পায় সেই পারিশ্রমিক উৎপাদন সহযোগীদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাদের আয় ছাড়া কিছু নয়; কিন্তু নিয়োগকারীর দৃষ্টিভঙ্গীতে এটি হলো খরচ; কেন না, এই টাকাটা তার নিজের হাতে থাকছে না। উৎপন্ন সামগ্রীর বিক্রয়-মূল্য থেকে হিসাবের বেলায় তার এই টাকা বাদ দিয়ে ফেলতে হচ্ছে। এছাড়া আরও একটি খরচা আছে; এটীকে কেইন্‌স্‌ 'ব্যাবহারিক খরচা' এই আখ্যা দিয়েছেন। এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করব। এখানে সংক্ষেপে এইটুকু বলে রাখি যে, উৎপাদন-ক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হবার আগে নিয়োগকারীকে অন্যান্য নিয়োগ-কারীর কাছ থেকে নানা রকমের জিনিষ কিনতে হয়। অবশ্য এইসব জিনিষের সবগুলোই একবার ব্যবহারের ফলে অকেজো হয়ে পড়ে না। এইসব জিনিষ কিনবার সময় একযোগে টাকা দিতে হলেও, যেহেতু এদের কার্যকারিতা অনেকদিন ধরে থাকছে, অতএব প্রত্যেকটি বারের ব্যবহারে এদের যেটুকু ক্ষয় হচ্ছে সেইটেই হলো এদের ব্যাবহারিক খরচা। উৎপন্ন পদার্থের মূল্য থেকে এই দুই প্রকার খরচার যোগফলকে বাদ দিয়ে যা থাকলো সেইটিই হলো নিয়োগকারীর লাভ বা আয়। আর, বিভিন্ন নিয়োগকারীর উৎপাদন সহযোগী বিষয়ক খরচা এবং নিয়োগকারীদের আয়, এ দু'য়ের যোগফলই হলো সমস্ত সমাজের মোট আয়। মোট সমাজের আয় যাই হোক না কেন, নিয়োগকারীর সবসময়ই লক্ষ্য হলো তার নিজের আয়কে যথাসম্ভব বৃদ্ধিকরা এবং এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই সে নিয়োগের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করবে।

(ক্রমশঃ)

Registered No. C-1414.

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—বাংলার তাঁতী ও বীবর-দিগের জন্য সুতা। কলিকাতায় মুদ্রণসভা। (পৃঃ ২২)

আর্থিক ভারত ঃ—তুলাচাষের পূর্ব্বাভাষ। ১৯৪৩-৪৪ সনের রাজস্ব। ইঙ্গ-ভারত শিল্প-সম্পর্ক। তুঙ্গভদ্রা বাঁধ। ভারতে ইঞ্জিন ও বয়লার নির্ম্মাণ। (পৃঃ ২২)

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—মিশরে ষ্ট্যাম্পিং ব্যবসায়। চীনে তুলা ও বস্ত্র আমদানি। চীনের যুদ্ধোত্তর রপ্তানি বাণিজ্য। (পৃঃ ২৩)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—বাণিজ্যে শ্রমিক-মঙ্গল। নিউজিল্যাণ্ডে বিনা পয়সায় ঔষধ। সংরক্ষণ ব্যবস্থা। (পৃঃ ২৩)

সোনাকাৎ ঃ—মানুষ কি উন্নতির পথে?

পত্রিকা-জগৎ

সমালোচনা

গ্রন্থপঞ্জী

প্রবন্ধ ঃ

কেইনসের অর্থনৈতিক পরিভাষা

অধ্যাপক কল্যাণচাঁদ লালুভাই, এম.এ

জয়যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবন-বীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটি গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৪৩ সালে যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের সঙ্কটময় পরিস্থিতিতেও ইহার প্রকৃত সাফল্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সংস্থানের সারবত্তা, বীমাপত্রের নিরাপত্তা, পরিচালন-পদ্ধতির নৈপুণ্য এবং সর্ব্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহানুভূতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের প্রধান পাথেয়।

সাফল্যের পরিচয়

মোট চলতি বীমা	২৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল—	৫ ৪২
প্রিমিয়ামের আয়—	১ ১২ " "
মোট সংস্থান—	প্রায় ৬ কোটি টাকা
দাবী শোধ (১৯০৭-৪৩)	তিন কোটি টাকার উপর
নূতন বীমা (১৯৪৩)	৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হেড্ অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আর্থিক উন্নতি

শ্রাবণ—১৩৫২ ২০শ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহিঃ।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

ARTHIK UNNATI

(Economic Progress)

Established April, 1926

Edited by Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar, *Vidya-vaibhava*

Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).

Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta.

Director

Dr. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE JULY-AUGUST NUMBER, 1945.

Section 1. Wealth of Bengal : Price of Quinine. Effort to Remove the Want of Fruits. Cultivation of Jute. p. 32.

Section 2. Economic India: Canned Food-stuffs. Demand for Indian Goods in U. S. A. Import of Artificial Silk. (p. 32-33).

Section 3. World Economy: Motor Industry in U. S. A. (p. 33-34).

Section 4. Men, Institutions and Movements: Social Policy of Bolivia State. p. 34.

Section 5. Interview: England & U. S. A in Internationalism. (p. 35-36).

Section 6. World of Journals: *The Agricultural Situation* p. 36

Section 7. Reviews: Federalism and the Problem of the Small States. (p. 36-37).

Section 8. Bibliography: 7 books announced. p. 37.

Articles: The Categories of Keynes.
By Prof. Kastur Chand Lalwani, M.A., College of Commerce, Poona, Hony. Research Fellow, Bengal Institute of Economics. (p. 38-39).

বাংলার সম্পদ্

কুইনাইনের মূল্য

বাঙলা সরকার সিঙ্কোনা-জাত দ্রব্যাদির নিম্নলিখিতরূপ সর্ব্বোচ্চ মূল্য ধার্য্য করিয়াছেন:—

কুইনাইন সালফেটের ৫ গ্রেণের প্রতি ট্যাবলেটের মূল্য ⁄০ আনা, ৫টি ট্যাবলেটের মূল্য ।০ আনা এবং ১টি ট্যাবলেটের মূল্য ।৶০ আনা। ৪ গ্রেণের প্রতি ট্যাবলেটের মূল্য ⁄০ আনা, ৬টি ট্যাবলেটের মূল্য ।০ এবং ১২টি ট্যাবলেটের মূল্য ।৶০ আনা। পাউডার অথবা মিক্সচার প্রতি আউন্সে ৪ গ্রেণ আধার ছাড়া প্রতি আউন্সে ⁄০ আনা, কলিকাতা এলাকায় আধারসহ ১ আউন্সের মূল্য ৸০ আনা এবং কলিকাতার বাহিরে আধার সহ ১ আউন্সের মূল্য ।৶০ আনা।

কুইনাইন বাই-হাইড্রোক্লোরাইড এম্পিউল, ২ সি-সিতে ৬ গ্রেণ, প্রত্যেক এম্পিউলের মূল্য ।৶০ আনা।

ফলের অভাব পূরণ

এই প্রদেশের ফলের অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে বাঙলা গবর্ণমেণ্ট এই প্রদেশের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি-সমূহকে ফলমের চারা সরবরাহ করিবার জন্য নার্সারী স্থাপন করিতে চিঠি লিখিয়াছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সমূহের নিকট প্রেরিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গত বৎসর উন্নয়ন বিভাগ পল্লী-অঞ্চলের জনসাধারণকে তাহাদের বাস্তু-জমিতে ফলের বৃক্ষ রোপণ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থায় যে শুধু এই প্রদেশের ফলের অভাব পূরণ হইবে তাহা নহে, আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হইবে এবং জনসাধারণের খাদ্য-সরবরাহও বৃদ্ধি পাইবে। দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকায় উপযুক্ত পরিমাণ ফলের বরাদ্দ করা হইলে তাহাতে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডসমূহ যাহাতে তাহাদের স্থানিটারী ষ্টাফের মধ্যস্থতায় এবং পল্লী অঞ্চলের সমবায়ের সহযোগিতার প্রচার-কার্য্য চালাইয়া বৃক্ষ-রোপণ অভিযানে সহায়তা করেন তজ্জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

পাটের চাষ

বাংলা দেশের কোন্ জেলায় কত একর জমিতে পাট বোনা হইয়াছে এবং আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে, কোচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্যে কি পরিমাণ জমি ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার সাংখ্যিক বিবরণ প্রস্তুত করা হইয়াছে। ৩রা, ৪ঠা, ৫ই ও ৬ই জুলাই এবং ৭ই জুলাই তারিখে রাইটার্স বিল্ডিংসের পশ্চিম পার্শ্বস্থ বারান্দায় ঐ বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশের পাট উৎপাদনকারী জেলার এবং ত্রিপুরা কোচবিহার রাজ্যে পাটের ফলনের পরিমাণ-সম্বন্ধীয় পূর্ব্বাভাষ উপরিউক্ত স্থানে ১৩ই জুলাই তারিখে মধ্যাহ্ন ১২টার সময় প্রকাশিত হইবে।

আর্থিক ভারত

কৌটাজাত ও সংরক্ষিত খাদ্যবস্তু

শিশুদের উপযুক্ত দুগ্ধজাত খাদ্য,পনীর, ঘনীভূত ও চূর্ণ দুগ্ধ, জ্যাম, কৌটাজাত মাছ, মাংস ও অন্যান্য সংরক্ষিত খাদ্যবস্তুর আমদানি বর্ত্তমান বৎসরে আরও বাড়িয়া যাইবে বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে।

যুদ্ধের দরুণ এই সমুদায় বস্তুর আমদানি অনেক কমিয়া গিয়াছিল; তাহা ছাড়া বিদেশ হইতে ভারতের জন্য খাদ্যশস্য (গম প্রভৃতি) আনাইবার কাজেই বাণিজ্য তাহাযগুলিকে নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে ঐসকল খাদ্য বস্তুর প্রচুর আমদানি হইবে। আমদানি, বিতরণ ও মূল্যাদি নিয়ন্ত্রণের সুবন্দোবস্তের উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্টের কেন্দ্রীয় খাদ্যবিভাগ ইতি-

পূর্ব্বেই একটি (আমদানি খাত) পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন।

বিদেশে ভারতীয় মালের চাহিদা

যুদ্ধসরঞ্জাম উৎপাদন সমিতি (ওয়ার প্রোডাক্সন বোর্ড) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগতভাবে পাটের ব্যবসা সুরু করিবার অনুমতি দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এ বৎসরের গোড়ার দিকে যুক্তরাষ্ট্রের কারখানার মালিক-দিগকে পাট হইতে ৯৬ হাজার ৫ লক্ষ গাঁইট বা ১৯ কোটী ৩০ লক্ষ গজ চটের থলিয়া তৈয়ারী করার অনুমতি ঐ পরিষদ দিয়াছেন। পাট ও শণ ব্যবসায়ীদের উপর মজুদ মালের হিসাব দাখিল করার যে আদেশ ছিল তাহাও প্রত্যাহার করা হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে শণসূত্র এবং ৪১ হাজার গাঁইট ভারতীয় তুলা আমদানির করমাস দেওয়া হইয়াছে।

তিব্বত এবং আফগানিস্তানের পশমও ইহার মধ্যে থাকিতে পারিবে। ভারত হইতে ভেড়া ও ছাগলের চামড়া আমদানির বন্দোবস্তও পুনরায় করা হইয়াছে। লাক্ষা-ব্যবসায়ীদেরও লাক্ষা সরবরাহের সমস্ত সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

নিউইয়র্কে ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব এক বিবৃতি-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ভারত হইতে আমেরিকায় শণ চালান দেওয়া ইতিমধ্যেই সুরু হইয়া গিয়াছে। এ জিনিষটির চাহিদা আমেরিকায় খুব বেশী। লাক্ষার চাহিদাও বেশী, তবে এখনও উহার বাণিজ্যের প্রসার তেমন হয় নাই। পশম ও ভারতীয় তুলার চাহিদা খুব বেশী এবং মার্কিণ ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যেই এই সকল দ্রব্যের আমদানি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

বিদেশী কৃত্রিম রেশমের ব্যবসায়

অতি লাভ ও মজুদ নিবারণ আইনানুযায়ী ভারত গবর্ণমেণ্টের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ একটি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ লাভ রাখিয়া বিদেশ হইতে আমদানি কৃত্রিম রেশমের বস্ত্রাদি ব্যবসায়ীরা বিক্রয় করিতে পারিবেন।

আমদানিকারী ব্যবসায়ী সেইসকল কাপড় অন্য ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রয় করিতে গেলে আমদানি খরচের উপরে শতকরা ১০৲ টাকা লাভ রাখিতে পারিবে। দ্বিতীয় ব্যবসায়ী আমদানি খরচের উপরে শতকরা ১৫৲ টাকা লাভ রাখিয়া তৃতীয় ব্যবসায়ীর কাছে এবং পরবর্ত্তী ব্যবসায়ীরা আমদানি খরচের উপরে শতকরা ৩৫৲ লাভ রাখিয়া ঐ সকল কাপড় বিক্রয় করিতে পারিবে।

বন্দর ছাড়া অন্যান্য জায়গায় বিক্রয় কিংবা চালান করিবার সময়ে পণ্যশুল্ক যাহা লাগিবে তাহা ঐ মূল্যের সহিত ধরিয়া দেওয়া চলিবে। রেল ভাড়া ও প্যাকিং খরচ অবশ্য আমদানিকারী ব্যবসায়ীকেই বহন করিতে হইবে।

দুনিয়ার ধনদৌলত

মার্কিণের মোটর-শিল্প

সওয়া চার বিলিয়ন ডলার মূল্যসমন্বিত মার্কিণের বিরাট মোটর-শিল্প তিন বৎসরের অধিক সময় যুদ্ধাবস্থার পর আবার শান্তিকালীন উৎপাদনে মনোনিবেশ করিয়াছে। এজন্য মোটর কোম্পানীগুলা প্রায় এক বিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত পুঁজিও নিয়োগ করিয়াছে। পুঞ্জীভূত চাহিদা মিটাইবার জন্য কোম্পানীগুলাকে অন্ততঃ তিন বৎসর বার্ষিক ৬০ লক্ষ ডলার হিসাবে মোটর উৎপাদন করিতে হইবে, অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় উৎপাদন ৫০% বাড়াইতে হইবে।

মার্কিণ মোটর কোম্পানীগুলা ১লা জুলাইয়ের পর ৯ মাসের মধ্যে ৬৯১,০১৮ খানা নূতন প্যাসেঞ্জার গাড়ী তৈয়ারীর পরিকল্পনা স্থির করিয়াছে। তন্মধ্যে ২৪১,৯১৩

খানা নির্দ্দিষ্ট হইবে ১৯৪৫ সনের শেষের ছয়মাসে এবং অবশিষ্টগুলি ১৯৪৬ সনের প্রথম তিন মাসে।

১৯৪৫ সনের শেষের ছয় মাসে চুক্তিবদ্ধ প্রত্যেক কোম্পানীর জন্য অন্যূন পক্ষে ৮,০০০ খানা প্যাসেঞ্জার গাড়ীর কোটা বা হিস্যা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। নূতন কোন কোম্পানী চুক্তিবদ্ধ হইতে চাহিলে তাহাকেও এই কোটা পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

নিম্নে ১৯৪৫ সনের শেষের ছয়মাসের জন্য বিভিন্ন কোম্পানীর সর্ব্বোচ্চ উৎপাদনের হিস্যা দেওয়া হইল :—জেনারেল মোটর্স কর্পোরেশন ২০,০২৬; ক্রিস্লার কর্পোরেশন ৪১,৮৩৫; ফোর্ড মোটর কোম্পানী ৩১,৯১০; ষ্টুডিবেকার কর্পোরেশন ৯,২৭৫; হাডসন মোটরকার কোম্পানী, প্যাকার্ড মোটরকার কোম্পানী, গ্রেহাম-পেজ্ মোটর কর্পোরেশন, উইলিস ওভারল্যাণ্ড মোটর্স ও কন্সলি কর্পোরেশন, প্রত্যেকটী ৮,০০০ হিসাবে।

নিম্নে ১৯৪৬ সনের প্রথম একমাসে উৎপাদন কোটার পরিচয় দেওয়া হইল :—জেনারেল মোটর্স ১৯০,১৯২; ক্রিস্লার ৯৯,২৯০; ফোর্ড ৭৯,৮২০; ষ্টুডি-বেকার ১৮,৪৫০; প্যাকার্ড ১২,১১৮; উইলিস্, গ্রেহাম-পেজ ও কন্সলী প্রত্যেকে ৮,০০০।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

বলিভিয়া সরকারের সামাজিক নীতি

বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং শ্রম, স্বাস্থ্য ও সমাজ-মঙ্গল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব সম্প্রতি বিবৃতি-প্রসঙ্গে গবর্ণমেণ্টের সামাজিক নীতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বৎসরের প্রারম্ভে যে সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইয়াছে বিবৃতি-প্রসঙ্গে তাঁহারা তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। মোটের উপর, বলিভিয়া সরকার, শিক্ষা, পুষ্টিকর আহার্য্য, শ্রমিকদের অবস্থা, সামাজিক নিরাপত্তা, ভ্রমহার ও শিশু-মৃত্যু বিষয়ক সমস্যাগুলা সম্পর্কে বিরাট পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছে।

১৯৪৪ সনের ৬ই জানুয়ারী তারিখে এক ডিক্রী জারি করিয়া শ্রমিকদের সর্ব্বনিম্ন মজুরির বরাদ্দ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। ট্রেড্-ইউনিয়ন আন্দোলন আইন-সঙ্গত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে আটটা ট্রেড্ ইউনিয়ন ও দুইটী খাদ্য সমবায় সমিতির কাজ চলিতেছে।

১৯৪৩ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের এক ডিক্রির বলে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের প্রথম ধাপ হিসাবে শ্রমিক বীমা ও সেক্সিস তহবিলের ডিরেক্টর সভায় তিন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কল-কারখানার দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস, ব্যক্তিগত ব্যাধির নিবারণের ব্যবস্থা, বার্দ্ধক্য, অক্ষমতা ও ব্যাধির জন্য পেন্সন ও বীমার ব্যবস্থা ইত্যাদি এই ডিক্রির উদ্দেশ্যরূপে গণ্য।

গবর্ণমেণ্ট বড় বড় সহরে শ্রমিকদের জন্য এমন কি পল্লী-অঞ্চলেও দরিদ্রদের জন্য অল্প ভাড়ায় বাসযুক্ত গৃহ-বরাদ্দের পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন।

বলিভিয়া সরকারী শ্রমবিভাগ শ্রমিকদের মঙ্গল সাধনের জন্য এই সমস্ত দূর প্রসারী ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিতে চলিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট প্রসূতীদের মঙ্গল সাধনের জন্য প্রসূতী বীমারও ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে নারীশ্রমিক, বিশেষতঃ গর্ভবতী শ্রমিক-নারীরা বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে। প্রসূতী ও শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হইবে।

মোলাকাৎ

আন্তর্জাতিকতায় মার্কণ ও ইংরেজ

(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত শিবচন্দ্র শর্ম্মার কথোপকথন)

প্রঃ—আজ আমেরিকা থেকে একখানা পুস্তিকা পেলাম। তা থেকে জানা গেল আমেরিকায় একটা নতুন পরিষৎ কায়েম হ'য়েছে। তার নাম "আকাডেমি অব্ ওয়ার্ল্ড ইকনমিক্স্"। এই থেকে আর অন্যান্য কারণেও আমার মনে হয় যে, দুনিয়ার সমস্যাগুলা আন্তর্জাতিক ভাবে বোঝ্বার চেষ্টা আমেরিকায় যতটা আছে, অন্য কোন দেশে ততটা নেই।

উঃ—তোমার একথা বলবার কারণ কি জানো? ইংরেজী ভাষা ছাড়া আর কোনও ভাষায় তোমার দখল নেই। ধনবিজ্ঞানকে সারা দুনিয়ার দিক্ থেকে চর্চ্চা করার কথাটা ধরো। এ বিষয়ে জার্ম্মাণি দুনিয়ার অগ্রণী। ওয়ার্ল্ড-ইকনমি কথাটা জার্ম্মাণি থেকেই আমদানি। "ভেল্ট্-উইর্ট্সাফ্ট্" শব্দ জার্ম্মাণিতে ভাল-ভাতের মতন প্রচলিত। আমি জার্ম্মাণি থেকেই এই বোল ও মাল ভারতে আমদানি ক'রেছি। "আর্থিক উন্নতি" মাসিকের "বিশ্ব দৌলত" জার্ম্মাণ মাল।

প্রঃ—আচ্ছা যদি ধরে নিই যে, জার্ম্মাণি আমেরিকার চেয়ে বেশী আন্তর্জাতিক, তাহ'লে এবিষয়ে জার্ম্মাণির পর আমেরিকাকে স্থান দিতে রাজী আছেন কি?

উঃ—না। কারণ ইংরেজের আন্তর্জাতিকতা বড় কম নয়। আন্তর্জাতিক হিসাবে এমন কি বিলাতকেই সব্-সে-সেরা স্থান দেওয়া চলে। বিলাতী সরকারের ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ দপ্তরে তথ্য ও সংখ্যা-সংগ্রহের ব্যবস্থা বিপুল। তাতেই বোঝা যায় ইংরেজেরা কত বড় আন্তর্জাতিক। বিলাতের "রয়েল আফিস" (পররাষ্ট্র বিভাগ)ও ইংরেজদের আন্তর্জাতিকতার মস্ত প্রমাণ। দুনিয়া, বিশ্ব ইত্যাদি চিজ ইংরেজদের সম্পত্তি। জানই তো বৃটিশ সাম্রাজ্যের বহর আর আকার-প্রকার! দুনিয়া, বিশ্ব, বিশ্বদৌলত ইত্যাদি সম্বন্ধে বকাবকি করে জার্ম্মাণরা বেশী-বেশী। অপর দিকে ইংরেজরা "ওয়ার্ল্ড্-ইকনমি" বোলটা চালায় খুব কম। কিন্তু এর যা-কিছু মাল বা শাঁস তা ভোগ করে খুব বেশী ইংরেজরাই,—জার্ম্মাণরা নয়।

প্রঃ—ইংরেজ খুব বড় আন্তর্জাতিক জাত—শুনে অনেকে আশ্চর্য্য হবে। লোকের সাধারণ ধারণা,—ইংরেজরা নেহাৎ কূপমণ্ডূক। দুনিয়ার নানা জায়গায় ওদের রাজত্ব, এ কথা ঠিক। সেই জন্য ওদের মধ্যে যারা দেশ-শাসক, তাদের দুনিয়ার নানা খবরাখবর রাখ্তে হয়। তার ফলে তাদের মধ্যে একটা আন্তর্জাতিকতা গ'ড়ে ওঠে। কিন্তু এইসব বাদ দিলে ইংরেজকে কি একটা বড় আন্তর্জাতিক ভাবওয়ালা জাত্ বলা যায়? ধরুন, যে-সব পণ্ডিত আন্তর্জাতিক ভাবে চিন্তা করেন, সেই রকম পণ্ডিতের সংখ্যা বিলাতে বেশী না আমেরিকায় বেশী? বিলাতের "ইকনমিক জার্নাল" আর "আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ", এই দুই ধনবিজ্ঞান-পত্রিকার মধ্যে শেষোক্তটীর আন্তর্জাতিক ভাব বেশী নয় কি?

উঃ—দুটা পত্রিকা দেখে দুটা জাতের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ধরা যায় না। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক দেশের লোকই প্রধানতঃ জাতীয়তার ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত। আন্তর্জাতিকতার আদর্শ প্রত্যেক দেশে খুব অল্প-সংখ্যক লোকের মধ্যেই আবদ্ধ। একথাটা প্রথমেই স্বীকার ক'রে নেওয়া ভাল। তারপর বল্ছি যে, বিলাতে অ-বিলাতী বিষয়ের যতটা পঠন-পাঠন ও আলোচনা-বিশ্লেষণ হয়, আমেরিকায় অ-মার্কিণ বিষয়ে ততটা পঠন-পাঠন আলোচনা-

বিশ্লেষণ হয় কিনা সন্দেহ। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ইয়োরোপের বার ভূত গিয়ে বসতি পেতেছে। এই জন্য মার্কিণ দেশটা গোড়ায়ই এক হিসাবে আন্তর্জাতিক। তবুও ইংরেজের মাপে মার্কিণরা বিদেশী খবর বেশী রাখে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গড়নটা আন্তর্জাতিক বটে। কিন্তু এই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক ও আর্থিক যোগাযোগ খুব কম। এই সঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখাও দরকার। দুনিয়ার নানা দেশে যে আন্তর্জাতিকতা দেখা যায়, সেটা ভ্রাতৃভাবের বা বিশ্বপ্রেমের আন্তর্জাতিকতা নয়। তার আকার-প্রকার বিচিত্র। সেটা আর কিছু নয়, নিজের আত্মরক্ষা ও উন্নতির জন্য সমকক্ষ ও শ্রেষ্ঠ দেশগুলার খবর রাখা। কাজেই এই আন্তর্জাতিকতাটুকু জাতীয় স্বার্থবোধ হতেই উদ্ভূত। আমি এক জাতীয়তায়ই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী।

পত্রিকা-জগৎ

"দি এগ্রিকাল্‌চারাল সিচুয়েশন"

(নবেম্বর, ১৯৪৪)

১৯৪৪ সনেও যুদ্ধ মার্কিণ কৃষির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আলোচ্য পত্রিকায় কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য, শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য, জাতীয় আয় গৃহপালিত জীব-জানোয়ার, ভোগ্যপণ্য দ্রব্য ইত্যাদি মার্কিণ কৃষির প্রায় সমস্ত বিষয় লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে।

আমেরিকার বড় বড় সহরে জীবনযাত্রার মূল্য আস্তে আস্তে বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৪৪ সনের প্রথম ৮ মাসে আহার্য্য দ্রব্যের মূল্য ১৯৪৩ সনের একই সময়ের তুলনায় ১·৮% কম হইলেও অন্যান্য জিনিষের দাম ৩·৭% বাড়িয়া গিয়াছে।

১৯৪৪ সনের প্রথম ছয় মাসে আমেরিকার মোট জাতীয় আয় ৭৭·৫ বিলিয়ন ডলার; ১৯৪৩ সনের প্রথম ছয়মাসের তুলনায় এই আয় ৯·৫%বেশী। জাতীয় আয় বাড়তির পরিমাণ কিন্তু বেশী নয়; কারণ, ১৯৪২ সনের প্রথম ছয় মাসের তুলনায় ১৯৪৩ সনের প্রথম ছয় মাসে জাতীয় আয় বৃদ্ধি ছিল ২৮%; ১৯৪১ সনের তুলনায় ১৯৪২ সনে ২৫%।

১৯৪৪ সনে আমেরিকায় মাসে উৎপাদনের পরিমাণ ২ বিলিয়ন পাউণ্ড কম দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪৪ সনে ২৪½ বিলিয়ন পাউণ্ড মাসে উৎপন্ন হইয়াছে।

যুদ্ধের ফলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গমের ব্যবহার বাড়িয়া গিয়াছে যৎপরোনাস্তি। ১৯৩৯-৪১ সনে গমের গড় ব্যবহার দাঁড়ায় ৭৩০ মিলিয়ন বুশেল; ১৯৪৩-৪৪ সনে এই অঙ্ক দাঁড়াইয়াছে ১,৩০০ মিলিয়ন বুশেল।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের তুলনায় এবারকার যুদ্ধে গোটা পৃথিবীর মৌজুদ গমের পরিমাণ অনেক বেশী। পৃথিবীর সেরা গম-রপ্তানিকারক চারটী দেশ ১৯৪৩ সনের ১লা জুলাই তারিখে গম সরবরাহ করিয়াছে ১,৭৫০ মিলিয়ন বুশেল। ১৯৪৪ সনে আর্জেন্টিনা ও অষ্ট্রেলিয়ার গম উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। পক্ষান্তরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গম উৎপন্ন হইয়াছে প্রচুর পরিমাণে।

সমালোচনা

"ফেডারেলিজম্ অ্যাণ্ড দি প্রবলেম অব দি স্মল্ ষ্টেট্‌স"—জার জে, এ, আর, মেরিয়ট। অক্সফোর্ড, অ্যালেন্ অ্যাণ্ড আনউইন; ১৯৪৩। ১২৪ পৃঃ; ৬শিঃ।

বর্ত্তমান যুদ্ধ আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে বড় বড় শক্তিগুলার কিয়ৎ বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। কাজেই যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পুনর্গঠন যে প্রধানতঃ প্রধান

শক্তি চতুষ্টয়ের হাতেই পরিণত হইবে তাহা সংঘেই অনুমেয়। গ্রন্থকার যুদ্ধোত্তর বিশ্বপরিকল্পনার ছোট ছোট জাতিগুলার সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। সমস্যাটী গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়ই।

আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-হাঙ্গামা নিবারণের বিভিন্ন শান্তি পরিকল্পনার বিবরণী এবং ইয়োরোপকে অনেকগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত করার ইতিহাস আলোচ্য গ্রন্থে সর্ব-চেয়ে বেশী স্থান দখল করিয়াছে। এই সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে জাতিসঙ্ঘ সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে সবচেয়ে বেশী। অতঃপর তার অন যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা-গুলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে যে-সমস্ত বাধা-বিঘ্ন আছে এবং ভবিষ্যতে সৃষ্টি হইতে পারে সেগুলারও উল্লেখ করিয়াছেন। মোটের উপর গ্রন্থকার ইয়োরোপের ছোট ছোট জাতিগুলিকে অব্যাহত রাখার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। তাঁহার মতে বড় বড় শক্তিগুলাকে সংযত রাখার জন্য আন্তর্জাতিক নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন।

গ্রন্থখানা মোটের উপর বিশ্লেষণ-মূলক; গ্রন্থকার নিজস্ব কোন প্রস্তাব উত্থাপন করেন নাই। তিনি বিশেষ তাড়াহুড়া না করিয়া ধীরে ও সংযতভাবে চলিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে, শান্তি-স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপ বিভিন্ন জাতির সুখের ঘর-দরজা বা গৃহ-স্থালিতে পরিণত হইবে এরূপ আশা করা অযৌক্তিক। অর্থনীতির দিক্ থেকে আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলা সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর হইলে গ্রন্থকারের পক্ষে অনেক কিছু আশাপ্রদ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হইত নিশ্চয়ই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরিকল্পিত অর্থনীতিকে তিনি যেন অনেকটা অভিশাপ বলিয়াই মনে করেন।

আলোচ্য গ্রন্থে চলতি প্রস্তাবগুলার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শান্তি-পরিকল্পনাগুলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য এবং খোঁজ-খবরও সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। "লেসন্‌স্ অব্ মাই লাইফ্"—লর্ড র‍্যামসিটার্ট; লণ্ডন; হ্যাচিন্সন; ১৯৪৩; ২৩৮ পৃঃ; ৯শিঃ ৬পেঃ।

২। "ন্যাশনালিটী ইন হিষ্টরী অ্যাণ্ড্ পলিটিক্স্; এ ষ্টাডী অব্ দি সাইকোলজী অ্যাণ্ড্ সোসিয়োলজী অব্ ন্যাশনাল সেন্টিমেণ্ট অ্যাণ্ড্ ক্যারেক্টর"—ফ্রেডারিক হার্ট্জ্‌ফেল্ড; ষ্টাবনার অ্যাণ্ড্ কোং; ১৯৪৪; ২৫ শিঃ।

৩। "এডুকেশনাল প্রগ্রেস ইন্ সাউথ ইষ্ট এশিয়া"—জে, এস, কার্নিঙ্যাল; ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ প্যাসিফিক রিলেশন্স; ১২৯ ইষ্ট ৪২ ষ্ট্রীট নিউইয়র্ক; ১৯৪৩; ১৮৩ পৃঃ; ২ ডলার।

৪। "দি আমিরীস্ অব্ ১৯১৮"—ফ্রেডারিক মরিস; দি অক্সফোর্ড প্রেস ফর রয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ ইণ্টার-ন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স; ১৯৪৪; ১০৪ পৃঃ; ৭ শিঃ ৬ পেঃ।

৫। "দি ফাউণ্ডেশন্ অব্ সাইবিরিয়া"—মুরী সেজিয়ো লভ; বর্ডলেজ্ অ্যাণ্ড কোং; ১৯৪৪; ৩৪৩ পৃঃ; ৬ শিঃ।

৬। "মাদার আমেরিকা"—কর্ণেল কার্লস পিরমুলো গার্ডেন সিটি, নিউইয়র্ক; ডাবলডে, ডোরান; ১৯৪৩; ২৩৪ পৃঃ; আড়াই শিঃ।

৭। "দি ফিউচার অব্ ইণ্ডিয়া"—প্রফেসর আর, কুপল্যাণ্ড; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস; ২০৮পৃঃ; ৩।০।

কেইন্‌সের অর্থ নৈতিক পরিভাষা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কস্তুরচাঁদ লালুভাই, এম এ,
অধ্যাপক, ফলেজ অব কমার্স, পুণা, অবৃত্তিক গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ্, কলিকাতা

বর্ত্তমান চাহিদায় কি পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদন করলে খরচের দিক্ থেকে নিয়োগকারীর সুবিধা হবে এবং সেই সঙ্গে সামগ্রীপিছু এবং মোট সামগ্রী থেকে বেশ দু'-পয়সা তার ঘরে উঠে আসবে এইটি হিসাব করে তবেই সে উৎপাদন-ক্ষেত্রে এগিয়ে আসবে। খরচের দিক্‌টাই তার বিশেষ ভাবে হিসাব করতে হবে। কেননা, কল-কব্জা এবং শ্রমের পূর্ণব্যবহার করার উপরই খরচার হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করবে। এদের যদি পূর্ণব্যবহার না হয় তাহলে নিয়োগকারীর পক্ষে সমূহ ক্ষতি। আবার এদের পূর্ণব্যবহার যদি বাজারের চাহিদার দিক্‌থেকে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে অর্থাৎ চাহিদার চাইতে সরবরাহের পরিমাণ বেশী হয়ে পড়ার যদি বাজারে মন্দার আবির্ভাব হয়, তাহাও তার পক্ষে অসুবিধাজনক। এইসব বিষয় বিবেচনা করে এবং তার আসল উদ্দেশ্য—চরম লাভ—ঠিক রেখে সে নিয়োগের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করবে। চরম লাভ যে সব সময়ই ঘটে উঠবে তা নয়। কেননা, এইসব পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার পথে নানা অসুবিধা রয়েছে; এমন কি বাজারের কোন কোন অবস্থার বেশ খানিকটা পরিবর্ত্তনও হয়ে পড়তে পারে। একথা অবিশ্যি বলা দরকার যে, এইসব পরিবর্ত্তন যতটুকু ঘটপূর্ব্ব ততটুকু নিয়োগকারীর পরিকল্পনায় স্থান পাবেই; তবে যে পরিবর্ত্তন অঘটপূর্ব্ব সে বিষয়ে নিয়োগকারীর কোন হাত নেই। তবুও সে যথাসম্ভব এইসব পরিবর্ত্তনের কথা মনে করে নিয়েই তার চরম লাভের আশা করে নিয়োগের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করবে।

কেইন্‌স্ সমস্ত বিষয়টিকে কতকগুলো অক্ষরের সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। যদি এন্ সংখ্যক লোক খাটিয়ে উৎপন্ন পদার্থের মোট বিক্রয় মূল্য হয় জেড্, তাহলে জেড্ এবং এন্ এর সম্পর্ককে লেখা চলতে পারে জেড্ $= \phi$ (এন্); সাধারণ ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, জেড্ যে সামগ্রীর বিক্রয়-মূল্য সেই পরিমাণ সামগ্রীর উৎপাদন নির্ভর করে এন্ সংখ্যক লোকের নিয়োগের উপর। একে বলা হয়েছে 'মোট সরবরাহের নির্ভর'। ঠিক একই ভাবে, এন্ সংখ্যক লোক খাটিয়ে নিয়োগকারীরা ডি প্রাপ্তির আশা করে, তাহলে ডি এবং এন্ এর সম্পর্ককে লেখা চলতে পারে ডি $= f$ (এন্)। অর্থাৎ ডি পরিমাণ প্রাপ্তি নির্ভর করছে এন্ সংখ্যক লোকের নিয়োগের উপর। একে কেইন্‌স্ বলেছেন 'মোট চাহিদার নির্ভর'। এইবারে আর একটু অগ্রসর হওয়া যাক। এন্ সংখ্যক লোক খাটিয়ে যে প্রাপ্তি হচ্ছে সেই প্রাপ্তি যদি নিয়োগ-কারীদের পূর্বপরিকল্পিত প্রাপ্তির চাইতে বেশী হয় তাহলে অধিক লাভের আশায় নিয়োগকারীরা নিয়োগের বিস্তার করার পক্ষে একটা অনুপ্রেরণা পাবে। সমস্ত নিয়োগ-কারীই যখন এই অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিয়োগের প্রসার করতে চলেছে তখন বাজার থেকে সুবিধা হবে অন্যান্য উৎপাদন সহযোগীদের। কেন না, এদের সহযোগিতা বিষয়ে নিয়োগকারীর চাহিদা বৃদ্ধি পাবার ফলে নিয়োগকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার সুরু হবে এবং তাতে উৎপাদন-সহযোগীদের মূল্যের হবে বৃদ্ধি। এইভাবে নিয়োগকারীদের বেশী প্রাপ্তিটুকু যেখানে উবে যাবে, সেখানেই নিয়োগের পরিমাণ হবে স্থির। অর্থাৎ মোট চাহিদার নির্ভর রেখা এবং মোট সরবরাহের নির্ভর-রেখা যে বিন্দুতে পরস্পর কাটাকাটি করবে সেই বিন্দুতেই নির্দ্ধারিত হবে নিয়োগের পরিমাণ; আর এই বিন্দুতেই নিয়োগকারীর আশা হবে উচ্চতম। আর মোট সরবরাহের নির্ভর যে বিন্দুতে মোট চাহিদার নির্ভরের সঙ্গে সম্মিলিত হচ্ছে সেই বিন্দুতে এর মূল্যই হলো 'কার্য্যকরী চাহিদা'। সোজা কথায়, নিয়োগকারীরা যখন দেখতে পাচ্ছে যে, নিয়োগের প্রসার করলে তারা দু'পয়সা পাবে, তখন তারা নিয়োগের বিস্তার করতে থাকবে। এইভাবে

যখন তারা এমন একটা অবস্থায় এসে পড়ছে যেখানে নিয়োগের প্রসার থেকে আর লাভের সম্ভাবনা নেই, সেইটাই হবে তাদের গণ্ডী। এই গণ্ডী অতিক্রম করলে তাদের লাভ উচ্চতম থাকবে না। সুতরাং এর চাইতে বেশী নিয়োগের প্রসার কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত নয়।

সেকেলে অর্থশাস্ত্রীরা এ বিষয়ে ভয়ানক রকমের ভ্রান্ত ধারণার অনুসরণ করে চলেছেন। পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আমরা বলেছি যে, সেকেলে অর্থশাস্ত্রীদের অন্যতম ধারণা হলো এই যে, সরবরাহই তার নিজের চাহিদা সৃষ্টি করে নেয়। এই ধারণার ফলে ভ্রান্তি যে কতখানি বদ্ধমূল হয়েছে তা একটু চিন্তা করে দেখলেই বেশ বুঝা যায়। একটু আগেই আমরা কার্যকরী চাহিদার কথা বলেছি। একথা মনে রাখা দরকার যে, চাহিদামাত্রেই কার্যকরী নয়। ফলে, সমস্ত সমাজের মোট চাহিদা এক বস্তু এবং সমস্ত সমাজের মোট কার্যকরী চাহিদা সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু। মোট চাহিদা যাই হোক না কেন, মোট কার্যকরী চাহিদা হবে নির্দিষ্ট পরিমাণ, এবং এই কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হবে মোট সরবরাহের নির্ভর এবং মোট চাহিদার নির্ভর যে বিন্দুতে পরস্পর সম্মিলিত হচ্ছে সেই বিন্দুতে তি এর মূল্যের সমান। অর্থাৎ, কার্যকরী চাহিদা নির্ভর করবে সরবরাহের কতখানি জনসাধারণ কিনতে পারছে তার উপর এবং এই কিনতে পারার উপরই নির্ভর করবে নিয়োগকারীর প্রাপ্তি। এই প্রাপ্তি যখন আশাতিরিক্ত রকমে হচ্ছে তখনই বুঝতে হবে যে কার্যকরী চাহিদা এখনও অপরিতৃপ্ত রয়েছে। অপর পক্ষে প্রাপ্তি যদি আশানুরূপ না হয় তা হলে বুঝতে হবে যে, নিয়োগের পরিমাণ কার্যকরী চাহিদাকে ছাড়িয়ে গেছে। এইভাবে যখন প্রাপ্তি আশানুরূপ হবে, তখনই আমরা বলবো যে, এই প্রাপ্তিতে যে পরিমাণ চাহিদা পরিতৃপ্ত হচ্ছে সেইটিই হলো কার্যকরী চাহিদা। সেকেলে অর্থশাস্ত্রে কিন্তু কার্যকরী চাহিদা মোটেই সুনির্দিষ্ট নয়। এতে বলা হয়েছে যে, সরবরাহ যাই হোক না কেন, এই সরবরাহ আপনা থেকেই চাহিদার সৃষ্টি করে নেয়। অর্থাৎ এই মতবাদে চাহিদার সঙ্কোচন-প্রসারণ যেন অবান্তর স্থান জুড়ে হতে পারে। সরবরাহের পরিমাণ যেখানেই দাঁড়াক না কেন, চাহিদা আপনা থেকেই তার সমকক্ষ হয়ে পড়বে। কিন্তু কি ভাবে যে চাহিদা সরবরাহের সমকক্ষ হয়ে পড়বে সে বিষয়ে কোন ইঙ্গিত নেই। এই প্রকার অবস্থা কল্পনা করাও অসম্ভব।

এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণার অনুসরণ করার ফলে সেকেলে অর্থশাস্ত্রে আর একটি গলদ প্রবেশ করেছে। এই গলদ হ'লো নিয়োগের দিক্ থেকে। সরবরাহ যখন তার চাহিদা আপনা থেকেই সৃষ্টি করে নেয়, তখন সরবরাহ যাই হোক না কেন তাতে কোন ক্ষতি নেই; কেন না, চাহিদা আপনা থেকেই গজিয়ে উঠবে। এর ফলে সেকেলে অর্থশাস্ত্রীরা নিয়োগের পরিমাণ নিয়ে মাথা ঘামাবারও অবকাশ পাননি। অর্থাৎ সরবরাহ নির্ভর করে নিয়োগের উপর; ফলে, যে কোন পরিমাণ সরবরাহ যখন বাজারে চলতে পারে, তখন নিয়োগের পরিমাণেও কোন বাধা থাকতে পারে না, অধিকন্তু প্রান্তিক অনুপকারিতা-জনিত বাধার কথা বাদ দিয়ে। শ্রমের প্রান্তিক অনুপকারিতাই হলো নিয়োগের পরিমাণের উচ্চতম সীমারেখা; কিন্তু এই সীমা-রেখার মধ্যে যে-কোন পরিমাণ নিয়োগ হতে পারে। এই কারণেই সেকেলে অর্থশাস্ত্রে নিয়োগের পরিমাণ-বিষয়ক আলোচনা বড় একটা পাওয়া যাবে না। এদের সবাই উৎপন্ন সম্পদের বিভাগ নিয়ে ব্যস্ত—ধনতান্ত্রিকেরা এর স্বপক্ষে এবং সমাজ-তান্ত্রিকেরা এর বিপক্ষে। কিন্তু উৎপন্ন সম্পদ্ যে কিভাবে আসছে এবং কম বা বেশী না হয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ কেন উৎপন্ন হচ্ছে এবং এই উৎপাদনে কোন্ কোন্ উৎপাদন-সহযোগী মুখ্য এবং গৌণ অংশ গ্রহণ করছে এবিষয়ে কেউই বড় একটা মাথা ঘামান নি; কেন না, এঁরা মনে করে নিয়েছেন যে, প্রান্তিক অনুপকারিতার সীমারেখার মধ্যে যে পরিমাণ সামগ্রীই উৎপন্ন হোক না কেন, তার জন্যে আপনা থেকেই চাহিদার সৃষ্টি হবে।

(ক্রমশঃ)

Registered No. C-1414.

সূচী

বাংলার সম্পদ :—কুইনাইনের মূল্য। ফলের অভাব। পাট চাষ। (পৃঃ ৩২)

আর্থিক ভারত :—কৌটাজাত ও সংরক্ষিত খাদ্যবস্তু। আমেরিকায় ভারতীয় মালের চাহিদা। বিদেশী কৃত্রিম রেশমের ব্যবসায়। (পৃঃ ৩২)

দুনিয়ার ধনদৌলত :—মার্কিণের মোটর শিল্প। (পৃঃ ৩৩)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ :—বলিভিয়া সরকারের সামাজিক নীতি। (পৃঃ ৩৪)

মোলাকাৎ :—আন্তর্জাতিকতার ইংরেজ। (পৃঃ ৩৫)

পত্রিকা-জগৎ

সমালোচনা ৩৬

গ্রন্থপঞ্জী

প্রবন্ধ :

কেইনসের অর্থনৈতিক পরিভাষা

অধ্যাপক কস্তুরচাঁদ লালুয়ানী, এম এ

আয় ও আয়ু

অথচ আয়ু লইয়া কেহ জন্মায় নাই আয়ের ক্ষমতাও মানুষের চিরদিন থাকে না—আয়ের পরিমাণও চিরস্থায়ী নয়। কাজেই আয় ও আয়ু থাকিতেই ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। জীবনবীমা দ্বারা এই সঞ্চয় করা যেমন সুবিধাজনক তেমনি লাভজনকও বটে।

এই কর্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করিবার জন্য হিন্দুস্থানের কর্মিগণ সর্বদাই আপনার অপেক্ষায় আছেন। হেড্ অফিসে পত্র লিখিলে বা দেখা করিলে আপনার উপযোগী বীমাপত্র নির্বাচনের পরামর্শ পাইবেন।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা ১০ কোটী ১৪ লক্ষ টাকার উপর

মোট চলতি বীমা	৩২ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল	৬ কোটী ২৭ লক্ষ টাকার উপর
প্রিমিয়ামের আয়	১ কোটী ৫১ লক্ষ টাকার উপর
দাবী শোধ (১৯৪৪)	প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

CALCUTTA

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হেড অফিস — হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস — কলিকাতা

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভাদ্র—১৩৫২

আর্থিক উন্নতি

২০শ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা

CALCUTTA

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

সহাকলের মূর্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

ARTHIK UNNATI

(Economic Progress)

Established April 1926

Edited by Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar, *Vidya-vaibhava*

Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).

Office: *9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta.*

Director

DR. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE AUGUST-SEPTEMBER NUMBER, 1945.

Section 1. Wealth of Bengal: Fisheries Training Course. Production of Sesamum in Bengal. p. 42.

Section 2. Economic India: Foreign Trade of India. Income from Customs Duty. p. 42.

Section 3. World Economy: Cotton Production in French Morocco. Import of Piece-goods in Chile. Production of Cotton in Peru. Artificial Silk in Finland. Export of Wheat from Canada. p. 43.

Section 4. Men, Institutions and Movements: The Indian Institute of International Affairs. Trade Union Movement in Italy. p. 44.

Section 5. Interview: Ramsay Macdonald and the Labour Party. p. 44.

Section 6. World of Journals: *International Labour Review*. p. 46.

Section 7. Reviews: Five Points for Africa. India in Outline. p. 46.

Section 8. Bibliography: 6 books announced. p. 48.

Articles: The Categories of Keynes.
By Prof. Kastur Chand Lalwani, M.A., College of Commerce, Poona, Hony. Research Fellow, Bengal Institute of Economics. (p. 48-49).

বাংলার সম্পদ্

মৎস্য-চাষ শিক্ষা

কলিকাতায় আন্তর্দেশিক ফিশারিজ ট্রেনিং স্কীমের দ্বিতীয় কোর্স ১৯৪৫ সনের ১লা আগষ্ট তারিখে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ভারত গভর্ণমেণ্ট বাঙলা গভর্ণমেণ্টের হস্তে ২৮,০০০৲ টাকা অর্পণ করিয়াছেন। এই টাকার মধ্যে ১৪,০০০৲ টাকা ভারত গভর্ণমেণ্ট ট্রেনিং-পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন। অবশিষ্ট টাকা যেসমস্ত প্রদেশ বা দেশ এই পরিকল্পনায় যোগ দিবে তাহাদের নিকট হইতে যথাসময়ে আদায় করা হইবে। পূরাপুরি ছয় মাসের কোর্সের জন্য এই টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। মোট ২৫টি শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঙলা দেশ হইতে ৫ জন শিক্ষার্থী গ্রহণ করিতে ভারত সরকার সম্মত হইয়াছেন। ইহা ছাড়া ভারত সরকার বঙ্গীয় ফিসারীজ ডিপার্টমেণ্টের ৫ জন অফিসারকে বিনা খরচায় শিক্ষাদান করিতে সম্মত হইয়াছেন।

বাঙলার তিল-শস্য

বাঙলা দেশের গ্রীষ্মকালীন তিল-শস্যের পূর্ব্বাভাসে এ বৎসর উৎপন্ন তিলের পরিমাণ স্বাভাবিক ফলনের শতকরা ৭৬ ভাগ হইবে, অনুমান করা যাইতেছে। গত বৎসর ফলনের পরিমাণ স্বাভাবিক ফলনের শতকরা ৮০ ভাগ হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। একর প্রতি উৎপন্ন তিলের পরিমাণ ৭ মণ ধরিয়া গত বৎসর ২৬,৪০০ টন তিল উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। এ বৎসর ২০,৩০০ টন তিল উৎপন্ন হইবে আশা করা যাইতেছে।

এবারকার হিসাবমতে আন্দাজ ১০৪,১০০ একর জমিতে তিলের চাষ করা হইয়াছে। গত বৎসর ১২৮,১০০ একর জমিতে তিলের চাষ করা হইয়াছিল। অধিকতর পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন করার এবং তিল চাষের সময় আবহাওয়া প্রতিকূল হওয়ার পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিমাণ জমিতে তিলের চাষ করা হইয়াছে। পরে আবহাওয়ার কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

আর্থিক ভারত

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

১৯৪৫ সনের জানুয়ারী মাসে ভারতে আমদানির পরিমাণ ২·৪৯ কোটী টাকা বাড়িয়া ১৮·২০ কোটী টাকা দাঁড়াইয়াছে। রপ্তানি বাণিজ্য কিন্তু ২০·৭২ কোটী টাকা হইতে ১৯·৪৭ কোটী টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। কাজেই ভারতের বাণিজ্য-উদ্বর্ত্ত ১৯৪৪ সনের ৫·০১ কোটী টাকা হইতে আলোচ্য মাসে ১·২৭ কোটী টাকায় নামিয়াছে।

জানুয়ারী মাসে "খাদ্য, পানীয় ও তামাক" খাতে আমদানি ১·১৯ কোটী হইতে ২·০২ কোটী টাকায় বাড়িয়াছে; এর মধ্যে খাদ্য-শস্য আমদানি ১৫·৮১ লক্ষ টাকা হইতে ৯৪·১৭ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। কাঁচা তূলা আমদানি বাড়িয়াছে ২৪·২৯ লক্ষ টাকা হইতে ১৭৩·৪৯ লক্ষ টাকা। পশম আমদানি কিন্তু ৫৮·৩৪ লক্ষ টাকা হইতে ১২·৬৭ লক্ষ টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। মিলের সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি আমদানি ১৪৬·৪৭ লক্ষ টাকায় বর্দ্ধিত হইয়াছে।

রপ্তানি বাণিজ্যে পাটজাত দ্রব্যের স্থান সকলের উপরে। জানুয়ারী মাসে এই চিজ রপ্তানি পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের ৪·৪৭ কোটীর তুলনায় ৫·২০ কোটী টাকা দাঁড়াইয়াছে। বস্ত্ররপ্তানি ৩·৩৪ কোটী টাকা হইতে ২·১৫ কোটী টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। কাঁচা তূলা রপ্তানি ২৫·২৭ লক্ষ হইতে ৩৭·১০ লক্ষ এবং কাঁচা পাট রপ্তানি ৫৯·৯০ লক্ষ টাকা হইতে ৮৮·৮৩ লক্ষ টাকায় বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ভারতের শুল্ক-রাজস্ব

১৯৪৫ সনের এপ্রিল মাসে বৃটিশ ভারতে লবণ-কর বাদে স্থলশুল্ক ও সামুদ্রিক শুল্ক বাবদ মোট ৮,৭০ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। ১৯৪৫ সনের মার্চ্চ মাসে আদায়

হইয়াছিল ৮,৭৮ লক্ষ টাকা, ১৯৪৪ সনের এপ্রিল মাসে ৪,৪০ লক্ষ টাকা।

অষ্ট্রেলিয়ার সহিত ভারতের ব্যবসাবাণিজ্য

যুদ্ধের সময় ভারতের সহিত অষ্ট্রেলিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ান-গণ এই বাণিজ্য-বৃদ্ধি রক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টাও করিতেছে। ১৯৩৮-৩৯ সনে ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে উভয় প্রকার বাণিজ্য দাঁড়ায় মোট ৪,৫০০,০০০ অষ্ট্রেলিয়ান পাউণ্ড; ১৯৪৪ সনে দাঁড়াইয়াছে ৩৯,০০০,০০০ অষ্ট্রেলিয়ান পাউণ্ড। গত বৎসর ভারতবর্ষ অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানি করে ১০,০০০,০০০ পাঃ, রপ্তানি করে ২৯,০০০,০০০ পাঃ।

দুনিয়ার ধনদৌলত

ফরাসী মরোক্কোর তুলা

ফরাসী মরোক্কোর তুলা উৎপাদন দ্রুতগতি বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সনে ১,৪৫০ টন তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪৪-৪৫ সনে ৩,৪০০ হেক্টেয়ার জমিতে তুলার আবাদ হয়। উৎপাদন দাঁড়ায় প্রায় ৩,০০০ টন।

মরোক্কোর কারিগরগণ তুলার সাথে পশম মিশাইয়া মাসে প্রায় ৪০,০০০ মিটার বস্ত্র প্রস্তুত করে।

পূর্ব্বে ফরাসী মরোক্কো বৎসরে ৫৭০ টন সুতা, ৫৬ টন তুলা এবং ১৪,০০০ টন বস্ত্র আমদানি করিত মরোক্কো এখন তুলা উৎপাদন ও মিল স্থাপন করিয়া বস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী হইতে চেষ্টা করিতেছে।

চিলি দেশে বস্ত্র আমদানি

১৯৪৪ সনের প্রথম দশ মাসে চিলির মাগালানেস্ প্রদেশে ২,৪৪৪ কিলোগ্রাম তুলা, ১,৬০০ কিলোগ্রাম কোরা কাপড়, ২,৮৮৫ কিলোগ্রাম ধোলাই কাপড়, ১০,৪৯৮ কিলোগ্রাম রঙীন কাপড় ও ৫৫,৭২৬ কিলোগ্রাম পাটের থলিয়া আমদানি হইয়াছে।

পেরু দেশে তুলা উৎপাদন

১৯৪৪ সনের প্রথম ১১ মাসে পেরু-জাত মোট ৪০,৩১৩'৩ মেট্রিক টন তুলা বিক্রয় হয়। পেরু দেশের মোট উৎপন্ন তুলার ইহা ৮৬%।

১৯৪৪ সনের প্রথম ১১ মাসে পেরু দেশ হইতে মোট ২৪,১৭৮'৬ টন তুলা বিদেশে রপ্তানি হয়; পূর্ব্ববর্ত্তী সনের একই সময়ে রপ্তানি হইয়াছিল ৩৪,৩১৪'৬ টন।

ফিনল্যাণ্ডে নকল রেশম উৎপাদন

ফিনল্যাণ্ডের প্রথম নকল রেশমের কারখানা স্থাপিত হয় কারোলিয়ান যোজকে। কিন্তু ইহা রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ফিনল্যাণ্ডকে পৃথক করিয়া এই শিল্পে মনোনিবেশ করিতে হয়। অতঃপর ভান্তিয়া কোণীতে নূতন নকল রেশমের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। সমস্ত যন্ত্রপাতি স্থাপিত হইলে এই কারখানায় প্রত্যহ ২০,০০ কিলোগ্রাম নকল রেশম উৎপন্ন হইবে। কক্কোলাতে আর একটী কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই কারখানা বৎসরে ১,৮২৫,০০০ কিলোগ্রাম নকল রেশম উৎপাদন করিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল, রাসায়নিক দ্রব্য সমস্তই ফিনল্যাণ্ডে উৎপন্ন হইবে।

ক্যানাডা হইতে গোধূম রপ্তানি

১৯৪৩-৪৪ সনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই ক্যানাডা হইতে সব চেয়ে বেশী গম ক্রয় করিয়াছে। বিলাত এই বৎসর প্রথম ক্যানাডাজাত গম ক্রয় করে। আলোচ্য সনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ক্যানাডার ১৫০ মিলিয়ন বুশেল গম ক্রয় করিয়াছে। এই সনে বিলাত ক্যানাডাজাত গম ক্রয় করিয়াছে ১১৫ মিলিয়ন বুশেল, মিসর ১৫ মিলিয়ন বুশেল এবং সোভিয়েট রুশিয়া ১১,২৫০,০০০ বুশেল।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

দি ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ ইণ্টার-ন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স

আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে গবেষণা পরিচালনের উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ সনে নয়াদিল্লী শহরে এই প্রতিষ্ঠানটী স্থাপিত হইয়াছে। ভারতের ঘরোয়া ব্যাপার তথা আন্তর্জাতিক ব্যবসাগুলার সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বা কার্য্যসূচীর অন্তর্গত নয়। কাজেই এর ত্রৈমাসিক মুখপত্রে যেসমস্ত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয় তা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত ব্যাপার।

যুদ্ধোত্তর যুগে আন্তর্জাতিক ক্রিয়াকাণ্ডগুলার সাথে ভারতের আরও বেশী যোগাযোগ ঘটিবে। সেইজন্য প্রতিষ্ঠানটী চালিয়া সাজার দরকার। তদুপযোগী নিম্নরূপ কার্য্যক্রম স্থির হইয়াছে :—

(১) লণ্ডনের রয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ ইণ্টার-ন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের সহিত সম্পর্ক স্থাপন। ইহাকে ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ প্যাসিফিক্ রিলেশন্সেরও অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(২) সদস্য-সংখ্যা বর্দ্ধিত করা হইবে।

(৩) গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্পর্ক থাকিবে ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্য অবশ্যই লওয়া হইবে; কিন্তু তাই বলিয়া ইহা গবর্ণমেণ্টের তাঁবেদারী করিবে না। বিশ্ব-সমস্যাগুলি ভারতের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, বা করিতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অনুসন্ধান গবেষণা পরিচালিত হইবে।

নানাস্থানে প্রতিষ্ঠানটীর শাখা-প্রতিষ্ঠানসমূহ কায়েম করাও যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের অন্যতম ধাপ্পা।

ইতালিতে ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন

১৯৪৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ট্রেড্ ইউনিয়ন সঙ্ঘ, বৃটিশ ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস ও দাক্ষিণ শ্রমিক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে এক প্রতিনিধিদল ইতালিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে উক্ত দেশে গমন করে। বিশ বৎসর-ব্যাপী ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনের ফলে ইতালিতে এই আন্দোলনের শিরদাঁড়া ভাঙিয়া গেলেও অবস্থা একেবারে শোচনীয় আকার ধারণ করে নাই। দক্ষিণ ইতালির তুলনায় উত্তর ইতালিতে এই আন্দোলন অপেক্ষাকৃত শীঘ্র কার্য্যকর হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে।

সোস্যালিষ্ট, কম্যুনিষ্ট ও ক্রিশ্চিয়ান্ ডেমোক্র্যাট্ এই তিন দলে বিভক্ত হওয়ার ফলে ইতালির শ্রমিকগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত প্রতিনিধিদের চেষ্টায় এই তিন দল সম্মিলিত হইয়া ইতালিয়ান জেনারেল কন্‌ফেডারেশন অব্ লেবার নামে জাতীয় ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। রোম শহরে বিগত সেপ্টেম্বর মাসে ট্রেড্ ইউনিয়ন সম্মেলনের প্রাথমিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে প্রতিনিধিগণ রাজনৈতিক প্রভাব হইতে দূরে অবস্থান করিয়া খাঁটি ট্রেড্ ইউনিয়ন পরিচালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

মোলাকাৎ

র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড ও বিলাতী মজুরদল

(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত শিবচন্দ্র দত্তের কথোপকথন)

প্রঃ—র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোনাল্ড সম্বন্ধে ল্যাস্‌কির মতামত পড়্‌ছিলাম। ল্যাস্‌কি বল্‌ছেন—"গত বছর (১৯৩১) বিলাতী বেকার-বীমার সাহায্যের হার কমিয়ে আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা সমস্যা দাঁড়িয়েছিল। তাই নিয়ে মজুরপন্থী মন্ত্রীদের মধ্যে মতভেদ হ'ল। তখন র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডের উচিত ছিল, মন্ত্রীগিরিতে ইস্তফা দেওয়া। তারপর হয় মজুরদলের অন্য কোনো

নেতা (যথা হেণ্ডারসন) অথবা বিপক্ষদলের নেতা (যেমন বভ্‌ইন) ইত্যাদির অধীনে ক্যাবিনেট করবার জন্য রাজাকে পরামর্শ দেওয়া তাঁর পক্ষে শোভন হ'ত। কিন্তু তিনি তা না ক'রে নিজের মজুরদলকে ছেড়ে বিপক্ষদলকে নিয়ে একটা গভর্ণমেণ্ট তৈরী করলেন।" এটা ল্যাস্‌কির মতে বিলাতী শাসন-প্রণালীর নিয়মকানুনের বিরুদ্ধ। এজন্য ল্যাস্‌কি ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডকে আক্রমণ ক'রেছেন। এই বিষয়ে আপনার মত কি ?

উঃ—ধরা যাক্, যেন র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডের কাজটা আইনসঙ্গত হয় নি। কিন্তু তারপরেই ত পার্লামেণ্টের জন্য সভ্য-বাছাইয়ের পালা সুরু হ'ল। তাতে ইংরেজজাত র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডপন্থী দলকেই প্রধান ক'রে পাঠালো কেন ? এ থেকেই বোঝা যায় যে, র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডের কাজ সত্যি-সত্যি বে-আইনি হয় নি। আক্ষরিক হিসাবে হয় তো বা বে-আইনি।

প্রঃ—ইংরেজজাতের অধিকাংশের ভোট র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড দখল করতে পেরেছিলেন। তার কারণ জনসাধারণকে বুঝানো হ'য়েছিল যে, পুরাপুরি মজুরদলের ক্যাবিনেট থাকলে দেশের আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হবে। এইজন্যই লোকেরা সম্পত্তি-নাশের ভয়ে মজুরদলের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল। ম্যাকডোন্যাল্ড ত ছিলেন মজুরদলের নেতা। তিনি কোন্ প্রাণে নিজের দলের লোক ছেড়ে রক্ষণশীল দলে যোগ দিলেন ?

উঃ—তা ছাড়া আর কোনো উপায়ই ছিল না। অন্যান্য দেশের মত বিলাতেও মুদ্রাস্ফীতি হ'য়েছে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি (ইন্‌ফ্লেশন) ক'রেছে। মজুরির হারও ক'রেছে। কাজেই বেকার-বীমা-বিষয়ক সাহায্যের হারও কমানো আবশ্যক হ'য়েছিল। তা না হ'লে বীমা-ভাণ্ডারের আয়-ব্যয়ের সমতা থাকে না। কিন্তু মজুরদল তা ক'রতে সাহস পেতো না। অন্য দিকে রক্ষণশীল দলের পক্ষে র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড নেহাৎ দরকারি ছিল। কারণ তা হ'লে তারা কতকগুলা মজুরের সহানুভূতি পেতে পারে। অন্যান্য কথাও আছে। ভারতবর্ষে র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডের একটু পশার বা সুনাম আছে। র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড প্রধান মন্ত্রী থাকলে ভারতের নয়া শাসনব্যবস্থা সুচারুরূপে কায়েম হবার সম্ভাবনা। এই সব কারণে বিলাতের নতুন গবর্মেণ্ট প্রধানতঃ হ'ল রক্ষণশীল, কিন্তু তার প্রধান মন্ত্রী হ'লেন র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড। নয়া ক্যাবিনেটের অধিকাংশই রক্ষণশীল। তথাপি এর নাম হ'ল ন্যাশন্যাল গবর্মেণ্ট। দুনিয়া বিচিত্র। সোজা সরল পথের পথিক নয় কোনো বিদ্যা কোনো কালে। সবই জটিলতাময়, হ-য-ব-র-ল'র তরা।

প্রঃ—তাহ'লে বলা চলে যে, রক্ষণশীল দল র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডকে যন্ত্র-হিসাবে ব্যবহার ক'রেছে ?

উঃ—হাঁ, তা সত্য বটে। কিন্তু আমার আর একটা মতও আছে। একদিকে র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড মজুরদলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছেন। অপরদিকে দেশভক্তির পরাকাষ্ঠাও দেখিয়েছেন। আবার বলছি,—সংসার বড় জটিল। দেশের বিপদ্ দেখে তিনি তাঁর দল ভুলে দেশকেই বড় ক'রে দেখলেন।

প্রঃ—আপনার সঙ্গে র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডের আলাপ ছিল শুনেছি ?

উঃ—হাঁ, ক'লকাতায় দেখা হ'য়েছিল। বিলাতেও তাঁর সঙ্গে আমার আনাগোনা ছিল। এমন কি বলতে পারি যে, "সোস্যালিজম্" সম্বন্ধে আমার আসল হাতে-খড়ি তাঁর মারফতেই হয়। ১৯১৪ সনের কথা (এপ্রিল—নবেম্বর)। বিদেশে যাবার পূর্ব্বে সোস্যালিজম্ সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানা ছিল ? ইস্কুল-কলেজে ত এক প্রকার কিছুই আলোচিত হ'ত না। আর সার্ব্বজনিক জীবনে কিংবা সংবাদ-পত্রেও তার কোনো দাগ দেখিনি। সুরেন ব্যানার্জ্জি, যতি ঘোষ, বিপিন পাল,

অরবিন্দ, সতীশ মুখোপাধ্যায় (ডন সোসাইটির) ইত্যাদির আবহাওয়ায় সোস্যালিজ্‌মের অ-আ-ক-খও ছিল না। আমরা ভাবতাম যে, সোস্যালিজম্‌ বুঝি মাত্র দারিদ্র্য তাড়াবার একটা উপায়। যাই হোক্‌, র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডই সোস্যালিজম্‌ সম্বন্ধে আমার গুরু। তিনি চিঠি-পত্র দিয়ে বিলাতের নানা স্থানে নানা লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মজুর-নায়কদের সঙ্গে চেনা-শুনা হয়। তাতে আমার যথেষ্ট উপকার পেয়েছে বেশ।

:—এ হেন মজুর-নেতা র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড এতটা পরিবর্ত্তিত হ'য়েছেন কেন ?

উ:—এর উত্তর অতি সোজা। তখনকার দিনে (১৮১৪) র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড ছিলেন সরকারের বিপক্ষে। "অপোজিশন"-দলের নেতা। এখন তিনি শাসন-যন্ত্রের কর্ত্তা। বিপক্ষদলের নেতা থাকার সময় অনেক-কিছু বকা বা ভাবা চলে। কিন্তু শাসনের কায় নিজের হাতে এলে দায়িত্বের চাপ পড়ে খুব বেশী। সেই অবস্থায় নিজ-নিজ দোষগুলগুলা সর্ব্বদাই চোখে পড়ে। তখন আগেকার ভাবুকতা প্রায় লোপ পেয়ে বসে। তা ছাড়া অভিজ্ঞতা ব'লে একটা জিনিষ আছে ত ? অভিজ্ঞতা জিনিষ-টাই একটা বড় শিক্ষক। অভিজ্ঞতা বাড়্‌বার সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যেক জিনিষই তিনি নতুন ভাবে দেখ্‌তে শিখেছেন। কাজেই তাঁর মনোভাব আর চরিত্রও পরিবর্ত্তিত হ'য়েছে।

প্র:—আচ্ছা, ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি আছে মনে হয় ?

উ:—"সহানুভূতি" আছে কিনা সে-প্রশ্নের কোনো মানে হয় না, ভায়া। রাষ্ট্রিক জীবনের সহানুভূতি জিনিষটা প্যাচালো। হাজার হ'লেও ইংরেজ ত ? জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারো,—ভারতবাসীর শাসন-ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস আছে কিনা। প্রত্যেক ইংরেজই স্বাধীনতা ভালবাসে। সেই হিসাবে র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডও বিশ্বাস করেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীন হওয়া উচিত এবং তার যোগ্যতা সে একদিন কালে-ভদ্রে হয়ত অর্জ্জন ক'র্‌বে। কাজেই ভারতীয় স্বরাজ বা স্বায়ত্ত-শাসনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা যেমন-খুসী আন্দাজ ক'র্‌তে পারো। "ভারত-বন্ধু" ইংরেজরা যে-ধরণের লোক র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডকে তা ছাড়া আর কিছু সম্বন্ধে রাখা ঠিক হবে না বল্‌তে পারি। আমি অবশ্য কোনো লোকের সহানুভূতি-ঠহানুভূতি নিয়ে মাথা ঘামাই না। তা ছাড়া, দেখ্‌তেই পাচ্ছো রাষ্ট্রনীতির পর্ব্বে আমি কখনো পড়িনি। কাজেই র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডকে ভারতীয় স্বরাজ-স্বাধীনতা সম্বন্ধে বাজিয়ে দেখ্‌বার খেয়াল চাপে নি। তুমি ইডেন-কলেজে পড়্‌বার সময়ে কখনো রাষ্ট্রিক গলাবাজি করেছো ?

:—না, কোনো দিনই না।

পত্রিকা-জগৎ

"ইণ্টার-ন্যাশনাল লেবার রিভিউ"

(মার্চ্চ, ১৯২৫)

এই সংখ্যায় এইচ, বেলস প্রণীত "পল্লীমঙ্গলের ভিত্তি", এ ফ্রোরেস ও ম্যাডুরেল ডি ভাইভো লিখিত "চীনি দেশে সমবেত চিকিৎসা-ব্যবস্থা", "লাজেবুর্গে পুনর্গঠন প্রভৃতি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। সামাজিক ও আর্থিক নীতি সেকশনে ভারতের কৃষি-উন্নতি ও আহার্য্য পরিস্থিতি, ইহুদীদেশের পূর্ত্তকার্য্য, আর্থিক উন্নতি ও জমি-বন্দোবস্ত—এই দুই মূল্যবান বিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের ট্রেড্‌ ইউনিয়ন আন্দোলন, মজুর-মঙ্গল বিষয়ক ব্যবস্থাদির বিবরণী এবং শ্রমিক-সম্পর্কীয় নানা প্রকার মাপ-জোখ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অধ্যাপক এইচ বেলস "পল্লীমঙ্গলের ভিত্তি" শীর্ষক

প্রবন্ধে বিস্তৃততর দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া পল্লীমঙ্গল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার চোখে সমস্যাটা বস্তুতঃপক্ষে আন্তর্জাতিক সমস্যা। গ্রন্থকারের মতে, পল্লীমঙ্গলের সরাসরি বা প্রত্যক্ষ আইন-কানুনের প্রয়োজন অবশ্যই রহিয়াছে; বিভিন্ন দেশের জাতীয় অর্থনীতি বা আর্থিক বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে এই সমস্ত আইন-কানুন সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। আন্তর্জাতিক আর্থিক নীতি বা কার্য-ক্রমগুলা আবার জাতীয় আর্থিক বিধি-ব্যবস্থাগুলার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান। কাজেই, বৃহত্তর জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক সূ-কূ-গুলার উপর দৃষ্টি না রাখিয়া যদি পল্লী-মঙ্গলের উপযোগী কতকগুলি নিয়ম-কানুন বিধিবদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত সেইগুলি অচল না হইয়াই পারে না।

সত্যিকার পল্লীমঙ্গল বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে বিশেষরূপে অবহিত হওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ, অপেক্ষাকৃত অগাধ ব্যবসাবাণিজ্য প্রবর্তন অবশ্য প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অধিকতর সম্প্রসারণেরও প্রয়োজন আছে।

প্রবন্ধ-লেখক পল্লী-উন্নয়নের একটা মোসাবিদাও স্থির করিয়াছেন। জমির উপর অত্যধিক চাপ আর বাজারের বিস্তৃতি-সাধন পল্লীমঙ্গলের প্রথম ধাপ হইলেও আনুষঙ্গিক আরও অনেক কিছু ব্যবস্থা অবশ্যকরণীয়। প্রবন্ধ-লেখকের মোসাবিদায় এর ছবিস বাৎলাইয়াছেন। নিম্নে মোসাবিদাটার পরিচয় দেওয়া গেল :—

(১) জমি-জমার পুনর্গঠন; টুক্‌রো টুক্‌রো জমি একীভূত করণ; খাজনার চড়া হারের বিলোপসাধন। জমি-জমার জাতীয়তা-সাধন।

(২) মজুর-আইনের সংশোধন, সামাজিক বীমা, সমাজ-সেবা ইত্যাদির ব্যবস্থা।

(৩) হাল হাক্তিয়ারের যান্ত্রিকতা-সাধন।

(৪) সমবায় প্রথায় কৃষি-ঋণ, বীমা, উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় ইত্যাদির ব্যবস্থা।

(৫) শিক্ষা-বিস্তার, কৃষি-গবেষণার ব্যবস্থা।

(৬) পূর্তকার্য, নদী-নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ ইত্যাদির ব্যবস্থা।

এই সমস্ত বিধি-ব্যবস্থার বাস্তব নিয়োগ অবশ্যই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণের হইতে বাধ্য। এজন্য বিশেষজ্ঞদিগকে নিয়োগ করিতে হইবে।

পল্লীমঙ্গলের যে-কোন মোসাবিদার পক্ষে চাষী-মজুরদের সম্বন্ধেও যে অবহিত হওয়ার দরকার, প্রবন্ধ-লেখকের সেদিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে। সহর অঞ্চলের মজুরদের তুলনায় পল্লী অঞ্চলের মজুর অর্থাৎ চাষী-মজুররা অধিকতর অসুবিধা ভোগ করে তাহা সর্বজন-বিদিত সত্য। দুনিয়ার প্রত্যেক দেশেই এই অবস্থা বিদ্যমান। এমন যে নিউজিল্যাণ্ডের মত দেশ, সেখানে রীতিমত আইন করিয়া কৃষি-ক্ষেত্রের মজুরদের কাজের সর্ত, সর্বনিম্ন মজুরির হার ইত্যাদি বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেখানেও অবস্থা একই ধরণের।

সমালোচনা

"কাইণ্ড্ পয়েণ্টস্ ফর আফ্রিকা"—মার্গারেট রং প্রণীত; লণ্ডন; এডিনবুর্গ হাউসপ্রেস; ১৯৪২; ১৫০ পৃঃ।

লেখিকা আফ্রিকার নানাদেশে পর্যটন করিয়া প্রত্যেক দেশের আদিম অধিবাসী তথা ইয়োরোপীয় অফিসার ও মিশনারীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। খৃষ্ট-ধর্ম-সম্মত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য লেখিকার আদর্শে পরিণত। এই দিক্ দিয়া লেখিকা আফ্রিকার পরিবার, অধিবাসী, শিল্প ও শ্রমিক, শিক্ষা ও জাতি এ সম্বন্ধে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন। যুদ্ধের মধ্যে আফ্রিকার যে কিরূপ উন্নতি ঘটিয়াছে, লেখিকার সেদিকেও রীতিমত দৃষ্টি আছে।

লেবার প্রবলেম অব্ আফ্রিকা—জন এ হুন; ফিলাডেল্‌ফিয়া; ইউনিভার্সিটী অব্ পেন্‌সিলভেনিয়া প্রেস্; ১৯৪৪; ১৪৪ পৃঃ।

পেন্‌সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি আফ্রিকা সম্বন্ধে কয়েকখানা প্রয়োজনীয় পুস্তক বাহির করিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানা তাহারই অন্তর্ভুক্ত। বিষয়বস্তুর বিবেচনা করা যাইতে পারে। গ্রন্থকার মোটামুটি লোকবল ও শ্রমিক সরবরাহ সমস্যা নিয়া আলোচনা করিলেও শ্রমিক সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ও ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। ইনি আফ্রিকাকে পশ্চিম, বিষুবীয়, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এই চারটী অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক দেশের মজুরদের অবস্থার হালচালের সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আফ্রিকার মজুর সমস্যা সম্বন্ধে যাহাদের বিশেষ দরকার, বইখানা তাহাদের বিশেষ কাজে লাগিবে।

বইখানার সবচেয়ে মূল্যবান অংশ হইতেছে মুখবন্ধের অধ্যায় আর পরবর্ত্তী "শ্রমিক হিসাবে আফ্রিকান" শীর্ষক অধ্যায়টী। সমগ্র আফ্রিকার তরফ থেকে শ্রমিক সমস্যা সম্বন্ধে এবং আফ্রিকার বিভিন্ন সমাজের উপর ইহার প্রভাব লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। সমাজ-নিষ্ঠ নৃতত্ত্ববিদ হিসেবেই গ্রন্থকার আলোচনা করিয়াছেন। মোটের উপর এই গ্রন্থের সিদ্ধান্তগুলা আফ্রিকার শ্রমিক সমস্যা সংক্রান্ত প্রচলিত ধ্যান-ধারণাগুলাকে বেশছাড়া করার উপক্রম করিয়াছে।

"ইণ্ডিয়া ইন্ আউটলাইন্"; লেডী হার্টগ; লণ্ডন; কেম্‌ব্রিজ ইউনিভার্সিটী প্রেস; ১৯৪৪; ১১০ পৃষ্ঠা।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানাপ্রকার তথ্যযুক্ত মূল্যবান্ পুস্তক। গ্রন্থে ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, দেশবাসীর সভ্যতা ও রীতিনীতি, প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্পোন্নতি, স্বরাজ-সাধনা, যুদ্ধ-প্রচেষ্টা এবং যুদ্ধ-সময়ে রাজনীতিক প্রগতির বিবরণী গ্রন্থে স্থানলাভ করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। ক্রিস্টম্ অ্যস ওয়ার্ল্ড; পল ইন্‌জিগ; লণ্ডন; নিকলসন অ্যাণ্ড ওয়াটসন; ১৯৪৩; ১৬০ পৃঃ; ৯ শিঃ।

২। দি ইকনমিক প্রব্‌লেম অব্‌ দি পিস; ওয়াল্টার প্যাক্‌লি; লণ্ডন; ডিক্টর গলানজ্ লিমিটেড্; ১৯৪৪; ১৬৪ পৃঃ; ৬ শিঃ।

৩। আওয়ার সেটেল্‌মেণ্ট উইথ্ জার্ম্মানি; এইচ এন ব্রেক্‌ফোর্ড; হার্থওস্‌ওয়ার্থ, পেঙ্গুইন বুকস; ১৯৪৪; ১৭৬ পৃঃ।

৪। ডিমবিলিজেশন অব্ ওয়ারটাইম্ ইকনমিক কন্‌ট্রোল্‌স্; জন মরিস ব্লাক; নিউইয়র্ক; ম্যাকগ্র-হিল; বুক কোম্পানী; ১৯৪৪; ২১৯ পৃঃ।

৫। পাইরোনিয়ার্স ইন্ ওয়ার্ল্ড্ অর্ডার; হ্যারিয়েট ইসার ভেভিস; নিউইয়র্ক; কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটী প্রেস; ১৯৪৪; ২৭২ পৃঃ; ২·৭৫ ডলার।

৬। সিটিজ্ অব্ লাটিন আমেরিকা; ক্লার্লিস্ ভায়োনিচ্; নিউইয়র্ক; হেনহোল্ড পাবলিশিং কর্পোরেশন; ১৯৪৪; ২৪১ পৃঃ; ৩·৫০ ডলার।

কেইন্‌সের অর্থ নৈতিক পরিভাষা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কস্তুরচাঁদ লালুয়ানী, এম এ,
অধ্যাপক, কলেজ অব কমার্স, পুণা, অবৃত্তিক গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ্, কলিকাতা

এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণার মূলে যে কতখানি সুদূর-প্রসারী এবং ব্যাপক ভ্রান্তি আছে একটু অগ্রসর হলেই বোঝা যাবে। ব্যবসায় জগতের চক্রাবর্ত্ত এবং সঙ্কট—যা নিয়ে একালের অর্থশাস্ত্রীরা তুমানক রকমে মাথা ঘামাচ্ছেন—এই বিষয়ের আলোচনা কেবলে অর্থাশাস্ত্রে বড় একটা দেখাই যায় না। একথা অবিসি সত্যি যে, ১৯২৯ এর মহাসঙ্কটের আগে যেসব সঙ্কট বা চক্রাবর্ত্ত দেখা গেছে তাদের প্রভাব খুব বেশী নয়; কিন্তু এটি যে ধনতান্ত্রিক

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি অন্যতম সমস্যা একথা বোধ হয় মিচেলের চক্রাবর্তবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশের আগে বড় একটা পরিলক্ষিতই হয়নি। একথা অবিশ্যি সত্যি যে, ব্যবসায়ক্ষেত্রে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা তেজী এবং মন্দার হাত থেকে রেহাই পাননি এবং গত শতাব্দীর শেষ এবং শেষ দশকের চক্রাবর্ত নিতান্ত নগণ্য রকমের ছিল না। কিন্তু ভেবলেন ছাড়া অন্য কোন অর্থশাস্ত্রীই এই অবস্থাকে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে বর্ণনা করেননি। আমার মনে হয়, এর একমাত্র কারণই হলো এই বহুমূল ধারণা যে, সরবরাহ আপনাথেকেই তার চাহিদা সৃষ্টি করে নেয়।

কথায় কথায় অনেকদূর এসে পড়লাম। উপরে যে কয়েকটি সংজ্ঞার কথা বললাম এতেই শেষ নয়; আরও অনেকগুলো সংজ্ঞার সঙ্গে আমাদের পরিচিত হতে হবে। কিন্তু এইসব সংজ্ঞার অবতারণা করার আগে উপরের সংজ্ঞাগুলো কেইন্‌স কিভাবে ব্যবহার করেছেন সে বিষয়ে সামান্য নমুনা দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কেইন্‌সের মতে, উৎপাদনপ্রণালী, জাতীয় সম্পদ্ এবং বিভিন্ন খরচা যখন একটা নির্দিষ্ট অবস্থায় রয়েছে, তখন সেই অবস্থায় সমাজের আয়—টাকা-আয় এবং সামগ্রী-আয়—নির্ভর করবে নিয়োগের পরিমাণের উপর, অর্থাৎ 'এন্' এর উপর। সমাজের আয় এবং ঐ আয়ের কতখানি সমাজ ভোগ-ব্যবহারে ব্যয় করবে বলে আশা করা যেতে পারে, অর্থাৎ সংক্ষেপে 'ডি', এদের সম্পর্ক নির্ভর করবে সমাজের মানসিক গঠনের উপর। একে বলা হয়েছে সমাজের 'ভোগ-ব্যবহারের ইচ্ছা।' তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সমাজের ভোগব্যবহার নির্ভর করে মোট আয়ের পরিমাণের উপর, এবং কাজে-কাজেই, নিয়োগের পরিমাণের উপর। এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে এই যে, এই নিয়োগের পরিমাণ হবে কতখানি? এবং নিয়োগকারীরাই বা কি পরিমাণ শ্রম নিযুক্ত করবে? এই বিষয় নির্ভর করবে দু'টি সংঘটকের উপর। এদের প্রথমটি হলো সমাজ ভোগ-ব্যবহারের পেছনে কি পরিমাণ টাকা খরচ করবে বলে মনে হয় অর্থাৎ 'ডি', এবং দ্বিতীয়, নূতন উপকরণশিল্পের পেছনেই বা সমাজ কি পরিমাণ টাকা খরচ করবে বলে আশা করা যায়, সংক্ষেপে 'ডি$_2$'। এদের সমষ্টিগত ফলই হলো 'ডি', এবং আমরা আগেই দেখেছি, কেইন্‌স্‌এর আখ্যা দিয়েছেন 'কার্যকরী চাহিদা।' তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কার্যকরী চাহিদার দুই প্রকার উপাদান রয়েছে—ভোগ-ব্যবহারে ব্যয়িত টাকা এবং উপকরণ-শিল্পে ব্যয়িত টাকা, এ দু'য়ের যোগফলে যে পরিমাণ চাহিদা সূচিত হচ্ছে সেইটেই হলো কার্যকরী চাহিদা। এপর্যন্ত যে আলোচনা করা হলো তাতে আমরা নিম্নোক্ত সমীকরণ পাচ্ছি—

'ডি', = 'ডি' + 'ডি$_2$' = ϕ(এন্), যেখানে ϕ হলো মোট সরবরাহের নির্ভর। উপরে আমরা দেখেছি, 'ডি', নির্ভর করছে 'এন্'এর উপর। একে সংক্ষেপে লেখা যাক, 'ডি', = 'একল' (এন্)। ফলে, 'ডি', = ϕ(এন্)—'ডি$_2$' = ϕ(এন্) —'একল'(এন্), অর্থাৎ, দ্বিতি যখন বজায় রয়েছে তখন নিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করবে তিনটি বিষয়ের উপর—মোট সরবরাহের নির্ভর (ϕ), ভোগব্যবহারের ইচ্ছা (একল) এবং উপকরণশিল্পের পরিমাণ (ডি$_2$)। কেইন্‌সের নিয়োগবিষয়ক মতবাদের এইটিই হলো সংক্ষিপ্ত সার।

(ক্রমশঃ)

Registered No. C-1414.

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—মৎস্য-চাষ শিক্ষা। বাংলার তিল-শস্য। (পৃঃ ৪২)

আর্থিক ভারত ঃ—ভারতের বহির্বাণিজ্য। ভারতের শুল্ক-রাজস্ব। (পৃঃ ৪২)

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—ফরাসী মরোক্কোর তুলা। চিলি যেশে বস্ত্র আমদানি। পেরু যেশে তুলা উৎপাদন। কানাডা হইতে গোধূম রপ্তানি। (পৃঃ ৪৩)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—দি ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অব্ ইণ্টার-ন্যাশন্যাল এফেয়ার্স। ইতালিতে ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন। (পৃঃ ৪৪)

গোলটেবিল বৈঠক ঃ—বাম্বেতে বিলাতী মজুরদল। (পৃঃ ৪৪)

পত্রিকা-জগৎ

সমালোচনা

গ্রন্থপঞ্জী

প্রবন্ধ ঃ

কেইন্‌সের অর্থনৈতিক পরিভাষা

অধ্যাপক কস্তুরচাঁদ লালুভাই, এম এ

আয় ও আয়ু

অখণ্ড আয়ু লইয়া কেহ জন্মায় নাই : আয়ের ক্ষমতাও মানুষের চিরদিন থাকে না—আয়ের পরিমাণও চিরস্থায়ী নয়। কাজেই আয় ও আয়ু থাকিতেই ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। জীবনবীমা দ্বারা এই সঞ্চয় করা যেমন সুবিধাজনক তেমনি লাভজনকও বটে।

এই কর্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করিবার জন্য হিন্দুস্থানের কর্মিগণ সর্বদাই আপনার অপেক্ষায় আছেন। হেড্ অফিসে পত্র লিখিলে বা দেখা করিলে আপনার উপযোগী বীমাপত্র নির্বাচনের পরামর্শ পাইবেন।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা ১০ কোটী ১৪ লক্ষ টাকার উপর

মোট চলতি বীমা	৩২ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল	৬ কোটী ২৭ লক্ষ টাকার উপর
প্রিমিয়ামের আয়	১ কোটী ৫১ লক্ষ টাকার উপর
দাবী শোধ (১৯৪৪)	প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হেড অফিস — হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস — কলিকাতা

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আশ্বিন—১৩৪২

আর্থিক উন্নতি

২০শ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাডস্মি বিশ্বাষাডাশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

সহাক্রমের মূর্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমার জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

ARTHIK UNNATI

(Economic Progress)

Established April, 1926

EDITED BY PROF. DR. BENOY KUMAR SARKAR, *Vidya-vaibhava*

Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).

Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta.

Director

DR. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE SEPTEMBER-OCTOBER NUMBER, 1945.

Section 1. Wealth of Bengal: Apprehension of another Famine. Distribution of Quinine. p. 52.

Section 2. Economic India: Production of Paddy Tea-Industry. (pp. 52-53).

Section 3. World Economy: Inflation Piece-goods Industries in Great Britain. p. 53.

Section 4. Men, Institutions and Movements: World Trade Union Federation. All-India Railwaymen's Federation. A Demand for Formation of *Dravirsthan*. p. 54.

Section 5. Interview: Technical Schools & Schools for Social Service. (pp. 54-55).

Section 6. World of Journals: *The Economic Journal*. p. 56.

Section 7. Reviews: Russia and the Peace. (pp. 56-57).

Section 8. Bibliography: 6 books announced. p. 57.

Articles: The Categories of Keynes.
By Prof. Kastur Chand Lalwani, M.A., College of Commerce, Poona, Hony. Research Fellow, Bengal Institute of Economics. (pp. 57-59).

বাংলার সম্পদ্

দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা

মেদিনীপুর জেলার সদর মহকুমার উত্তর-পশ্চিমাংশে, ঘাটাল ও ডাড়গ্রাম মহকুমার অধিকাংশ স্থলে এবং বাঁকুড়া জেলায় বৃষ্টির অভাবে চাষ-আবাদ না হওয়ায় দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পড়িয়াছে, ধান ও চাউলের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঁকুড়ার অধিকাংশ গ্রামে উচ্চ মূল্য দিয়াও লোকে চাউল কিনিতে পাইতেছে না। শ্রমিকেরা কাজ-কর্ম না পাইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছে। কেবল ইহাই নহে, ভারত গভর্ণমেণ্টের খাদ্য-সচিব শ্রীযুক্ত শ্রীবাস্তব গত ১৩ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় খাদ্য-পরামর্শ সভায় বলিয়াছেন যে, এ বৎসর উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে, বিশেষতঃ পশ্চিম বাঙ্গালা, উত্তর বিহার ও উড়িষ্যার কয়েকটী জেলায় প্রয়োজনানুরূপ বৃষ্টি না হওয়ায় ঐ সব অঞ্চলে অন্যান্য বৎসরের অপেক্ষা খাদ্য উৎপাদন কম হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে।

বাঙালা গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ আউশ ধানের বীজ বিতরণ কার্য্য শেষ করিয়াছে। আমন ধানের বীজ বিতরণও পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে। রবি শস্যের বীজ সংগ্রহ করা হইতেছে। আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে নিম্নলিখিতরূপে বীজ এবং সার বিতরণ করা হইয়াছে, যথা—আউশ ধানের বীজ ৫৫,০৯২ মণ, আমন ধানের বীজ ১,১২,৬৮৩ মণ, ঘইল ২০,০৮৫ মণ, অস্থিচূর্ণ ১৪,৮০৪ মণ, এ্যামোনিয়াম সালফেট ৪১৬ মণ। প্রেসিডেন্সী, বর্দ্ধমান এবং রাজসাহী সার্কেলে ২৮,০০০ প্যাকেট দেশীয় শাকসব্জীর বীজ বিতরণ করা হইয়াছে। কৃষকেরা জমিতে মোট ৪,১৭,৫৫৪ মণ কম্পোষ্ট সার দিয়াছিল।

কুইনাইন বিতরণ

১৯৪৫ সনের জুন মাসে বাঙালা গভর্ণমেণ্ট বাঙালা দেশের বিভিন্ন জেলায় ৮৯০ পাউণ্ড কুইনাইন, ২২৫ পাউণ্ড সিঙ্কোনা, ১৭,১০০ কুইনাইন এ্যাম্পুল এবং ৫,৮৩০,০০০ মেপাক্রিন ট্যাবলেট পাঠাইয়াছেন। আলোচ্য সময়ে ৩৫১ পাউণ্ড কুইনাইন, ৭৪ পাউণ্ড সিঙ্কোনা, ১৫৪ কুইনাইন এ্যাম্পুল এবং ১,৫৭৪,৭৫০ মেপাক্রিন ট্যাবলেট কলিকাতার বিক্রয়ার্থ ছাড়া হইয়াছে।

আর্থিক ভারত

ভারতে ধান্য-উৎপাদন

ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ধান উৎপন্ন করার জন্য যে পরিমাণ জমি ব্যবহার করা হয় বাংলা দেশে ধান উৎপন্ন করার কাজে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ তার থেকে বেশী।

বাংলা—২ কোটী ২০ লক্ষ একর; উড়িষ্যা—৫২ লক্ষ একর; যুক্ত-প্রদেশ—৬০ লক্ষ একর; মধ্য প্রদেশ—৫০ লক্ষ একর; আসাম—৫১ লক্ষ একর।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে উৎপন্ন চাউলের হিসাব এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা কম উৎপাদনের একটা হিসাব নীচে দেওয়া হইল। ১৯৪২ সনের এপ্রিল মাসে যে খাদ্যসম্মেলন হয় তাহাতে এই হিসাবগুলি ব্যবহার করা হইয়াছিল।

প্রদেশ	উৎপন্নের পরিমাণ (হাজার টন হিঃ)	উদ্বৃত্ত+ অথবা ঘাটতি− (হাজার টন হিঃ)
বাংলা	১০,২১৭	+১,৩৫১
আসাম	১,৪৬৬	—৩২৪
পাঞ্জাব	২৯৯	—১৯
সিন্ধু	২৯২	+৬০
বিহার	২,৭৪৭	—৪২৬
উড়িষ্যা	১,৩৮০	+৩৯
যুক্তপ্রদেশ	১,৪৮১	—৬৩৫
মাদ্রাজ	৪,০৮০	—২৭৯
মধ্যপ্রদেশ	৮৭৫	—৮১৮
বোম্বাই	৭৮৯	—৭২৩

চা-শিল্প

সমগ্র ভারতে যে পরিমাণ চা উৎপন্ন হয় তার অধিকাংশই বাংলা ও আসামের চা বাগান থেকে পাওয়া যায়। সমগ্র ভারতে প্রায় ৮৩৪,০০০ একর জমিতে চায়ের চাষ চলিতেছে, তার মধ্যে আসামে ৪৩০,৮০০০ একর এবং বাংলা দেশে ২৩০,১০০ একর জমিতে চা উৎপন্ন হয়। আর তাছাড়া বাংলা ও আসামে উৎপন্ন চা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে এই চায়ের চাহিদা অত্যন্ত বেশী। ১৯২৯-৩০ সনের হিসাবে দেখা যায় যে, উক্ত বৎসর ৩৭ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল এবং তার থেকে পাওয়া গিয়াছিল ২৬ কোটি টাকা। ১৯৩৬-৩৭ সনে ভারতকে ৩০ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ডের বেশী চা রপ্তানি করিতে দেওয়া হয় নাই—এই চায়ের দাম ছিল ২০ কোটি ৪ লক্ষ টাকা। উপরের হিসাবগুলি সারা ভারতের হিসাব হইলেও বাংলা ও আসাম যখন ভারতের মোট উৎপন্ন চায়ের দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক উৎপন্ন করে তখন বাংলা ও আসামের অংশ কতখানি তাহা সহজে নির্ণয় করা যায়। আর তা ছাড়া ভাল ভাল চা-ই বিদেশে রপ্তানি হবার যোগ্য; কিন্তু বাংলা ও আসাম ছাড়া অন্যান্য স্থানে খুব অল্প পরিমাণেই ভাল চা পাওয়া যায়। সুতরাং চা রপ্তানির দ্বারা ভারত যে টাকা পায় তার অধিকাংশই বাংলা ও আসামের প্রাপ্য।

দুনিয়ার ধনদৌলত

জাপানে মুদ্রাস্ফীতি

মুদ্রাস্ফীতির ফলে জাপানে নিদারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে। ৪,২০০ কোটি ইয়েনের নোট বর্তমানে বাজারে চালু রহিয়াছে। চীন-জাপান যুদ্ধের প্রথম ভাগ হইতে এই মুদ্রার পরিমাণ ২০ গুণ। গত আট বৎসর যুদ্ধে বহু ব্যয় হইবার ফলেই মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে।

এই মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করিবার তিনটি উপায় রহিয়াছে। প্রথমতঃ, সরকারী ব্যয়-বরাদ্দ হ্রাস করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যথাসম্ভব শীঘ্রই প্রচুর পরিমাণে নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে হইবে এবং তৃতীয়তঃ, যে সকল অবেজো নোট বাজারে রহিয়াছে তাহা তুলিয়া লইবার জন্য সঞ্চয়ের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে।

শত্রুকবলমুক্ত ইয়োরোপের পাট ও চট শিল্প

ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে আবার পাট শিল্প ও চট শিল্প মাথা তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে বেলজিয়ামে ১৭০,০০০ টন মসিনার সুতা আর ২৪০ টন শণের সুতা তৈরী হইত। যুদ্ধের পূর্বে বেলজিয়ামের লিনেন ও হ্রাম্প শিল্পে ১০,০০০টি তাঁত ও ১২,০০০ মজুর নিযুক্ত ছিল। যুদ্ধের পূর্বে বেলজিয়ামের প্রস্তুত হ্রাম্প ও লিনেন সুতার ৪০% বিদেশে রপ্তানি হইত।

বেলজিয়ামের পাট-শিল্পের মাকুর সংখ্যা ছিল ১২,০০০টি, তাঁতের সংখ্যা ৩,০০০। বেলজিয়াম সকল শ্রেণীর পাটের তন্তু, ক্যানিস ও থলিয়া সরবরাহ করিত।

বিলাতের বস্ত্র শিল্প

বিলাতের বস্ত্র-শিল্পের যুদ্ধোত্তর সম্প্রসারণ পরিকল্পনা অনুসারে ৫০,০০০ শ্রমিককে ট্রেনিং দেওয়া হইতেছে। যুদ্ধের মধ্যে যে ১৮০টি কাপড়ের কল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ট্রেনিং-প্রাপ্ত ৩০ হাজার মজুর ঐগুলি পরিচালনের জন্য নিযুক্ত হইবে।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

বিশ্ব-ট্রেড ইউনিয়ন কেডারেশন

ভারতীয় শ্রমিক ফেডারেশন ও নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস দাবী জানাইয়াছে যে, বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কর্তৃক স্থাপিত বিশ্ব ট্রেড ফেডারেশনের কার্যকরী সংসদে ভারতীয়দের জন্য একটি আসন দিতে হইবে। ভারতবর্ষের ন্যায় যে সকল দেশের মজুরীর হার অত্যন্ত কম সে সকল স্থানে কি কমাইবার জন্যও প্রস্তাব করা হইয়াছে।

নিখিল ভারত রেলওয়ে মেন্‌স ফেডারেশন

নিখিল ভারত রেলওয়ে মেন্‌স ফেডারেশনের সভাপতি মিঃ ডি ডি গিরি এবং সম্পাদক মিঃ এস গুরুস্বামী সম্প্রতি রেলওয়ে চীফ কমিশনার এবং রেলওয়ে বোর্ডের সদস্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মাগগিভাতা নির্ধারণ, ১৯৩১ সনের নিম্নহারের বেতন লোপ, সর্বনিম্ন মজুরী নির্ধারণ এবং অস্থায়ী কর্মচারীদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে রেলওয়ে মেন্‌স ফেডারেশনের দাবী পেশ করেন। অতঃপর তাহারা শ্রম দপ্তরের সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনার জন্য শীঘ্রই রেলওয়ে মেন্‌স ফেডারেশনের সাধারণ-পরিষদের বৈঠক হইবে বলিয়া জানা যায়।

দ্রাবিড়স্থান গঠনের দাবী

ত্রিচিনপল্লী প্রাদেশিক দ্রাবিড় সঙ্ঘের সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে মিঃ নায়কার প্রথমেই জাষ্টিস পার্টির আনুপূর্বিক ইতিহাস বর্ণনা করেন ও গত বৎসর দ্রাবিড় কনফারেন্সে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের উল্লেখ করেন। দেশে যে একটি বিরাট গণ-জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে এবং দ্রাবিড় যুবকেরা তাহাদের গন্তব্য পথ দ্রাবিড়স্থান স্থাপনের জন্য যে দৃঢ় সঙ্কল্প ও যে কোন স্বার্থ বলিদান করিতে প্রস্তুত, এজন্য তিনি গভীর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

মোলাকাৎ

যন্ত্রপাতি ও সমাজ-সেবার বিদ্যাপীঠ

(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত শিবচন্দ্র হালদারের কথোপকথন)

প্রঃ—আপনি কি মনে করেন আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি ঠিক পথে চলছে ?

উঃ—অনেকটা ঠিক পথেই বটে। তবে ম্যাট্রিক পাশ করা, তারপর আই-এ, আই-এস-সি, তারপর বি-এ, বি-এস-সি, এবং বি-এ, বি-এস্-সির পর এম্-এ, এম্-এস্-সি পাশ করা রেওয়াজ হ'য়েছে। এই রেওয়াজ ভাঙা উচিত। এ যেন অনেকটা গড্ডলিকা প্রবাহের মত দাঁড়িয়ে গেছে। ছেলে মেয়েরা বি-এ, এম্-এ, পাশ করুক তাতে ক্ষতি নেই। বরং বাংলা দেশের লোকসংখ্যার তুলনায় এইসবের সংখ্যা আরও বাড়া উচিত। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, শিক্ষার ব্যবস্থায় আরও বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য আনা আবশ্যক। যান্ত্রিক এঞ্জিনিয়ারী, রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ারী, বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ারী ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানা প্রকার টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার সুযোগ আরও বাড়ানো চাই।

প্রঃ—শিল্প-শিক্ষার জন্য উচ্চ বিদ্যালয় বাঙ্‌লায় নাই কি ?

উঃ—এইসকল দিকে যাদবপুরের টেক্‌নিক্যাল কলেজটা বাঙালী জাতের "সংবেদন নীলনদি।" এই ধরণের কলেজ আরও কায়েম করা উচিত। যাদবপুরের কলেজে পাশ করা কোনো ছেলে ব'সে আছে ব'লে আমার জানা নেই। তার মানে আবার এই নয় যে, কোনো একটা টেক্‌নিক্যাল বিদ্যা শিখ্‌লেই আপনা-আপনি চাক্‌রি জুটে যাবে।

প্রঃ—তা'হলে আপনি নতুন-নতুন টেক্‌নিক্যাল ইস্কুল চাচ্ছেন কেন ?

উঃ—বাংলা দেশে চাই নয়া-নয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমঝদার লোক হাজার-হাজার। নতুন-নতুন মগজ আর নতুন-নতুন অভিজ্ঞতা বাঙালী সমাজে গজিয়ে উঠুক। যাদবপুর কলেজের মতন অন্ততঃ আরও চারটা কলেজ বাংলার পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে থাকা হ'লে বাঙালী জাতের ইজ্জৎ রক্ষা হয়।

প্রঃ—শুধু যন্ত্রপাতি-বিষয়ক বিদ্যাপীঠ হ'লেই চল্‌বে কি ?

উঃ—তাছাড়া ঐ ধরণের ব্যাঙ্ক-বীমা-বহির্ব্বাণিজ্যের কলেজও কয়েকটা চাই যুবক বাঙ্‌লার জন্য। কৃষি-বিজ্ঞানেরও নয়া-নয়া মগজ তৈরি হ'তে পারে।

উঃ—শিক্ষা-সম্বন্ধে আর কিছু ব'ল্‌বেন ?

উঃ—অধিকন্তু মেয়েদের জন্য চাই সমাজ-সেবা শেখাবার ইস্কুল-কলেজ। সমাজ-সেবার বিদ্যায় পাশ ক'রে মেয়েরা নানা কর্ম্মক্ষেত্রে টাকা রোজগার করতে পারবে। তার ভিতর ধাত্রী-বিদ্যাটা পড়ে। সার্ব্বজনিক স্বাস্থ্য-বিষয়ক প্রচার-বিদ্যাও আছে। এই ধরণের মেয়েদের ইস্কুল-কলেজ এখনো দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আন্দোলন চাই। আসল কথা এক-তরফা ম্যাট্রিক, এম-এ, এম-এস-সি, লাইনে চল্‌লে যুবক বাংলার ছেলে-মেয়েরা সংসারে বেশী-কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। চাই নয়া-নয়া ধরণের বিদ্যাপীঠ।

প্রঃ—সেকালে আপনি "শিক্ষাবিজ্ঞান"-বিষয়ক নানা বই লিখেছিলেন। এই ক্ষেত্রে বাঙলা দেশে আর কার-কার রচনা আছে ?

উঃ—কেন ? তুমি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম শোনো নি ? অথবা তাঁর গ্রন্থাবলী পড়োনি ? তাঁর "এডুকেশন গেজেট" সাপ্তাহিকটা ছিল নামে ইংরাজী কিন্তু মানে বাংলা। এক সঙ্গে নানাদিকে তাঁর নজর পড়্‌তো।

প্রঃ—নানা দিক্ মানে ?

উঃ—শিক্ষা-প্রচার তো ছিলই। সঙ্গে-সঙ্গে ছিল "আচার" "পরিবার", "সমাজ" ইত্যাদি সব কিছুরই আলোচনা। প্রত্যেক বিষয়ে আলাদা-আলাদা বই লিখেছিলেন। তাঁর "সামাজিক প্রবন্ধ" আজও সকলের পড়া উচিত। বেশ-কিছু গোঁড়া হিন্দুয়ানি সত্ত্বেও নাই। তবুও তার ভেতর একালের "স্বদেশী আন্দোলন", "জাতীয় শিক্ষা", "রাষ্ট্রিক স্বরাজ" ইত্যাদি সব-কিছুরই ছোঁয়াচ বা সূত্রপাত ছিল। ভূদেব "দর্শনানন্দী" দৃষ্টিভঙ্গীওয়ালা দার্শনিক।

প্রঃ—আর কার নাম কর্‌তে পারেন ?

উঃ—রবীন্দ্রনাথও শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রতিনিধি। "শিক্ষার হের ফের" প্রবন্ধ বোধ হয় বেরোয় ১৯০৩ সনে। তারপর থেকে তাঁকে শিক্ষা-ক্ষেত্রে কলম চালাতে অথবা গলাবাজি কর্‌তে হ'য়েছে অনেক। "শিক্ষা" বইয়ের (১৯০৮) প্রবন্ধগুলা প'ড়ে যেয়ো। তারপর নাম কর্‌বো গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর ইংরেজি "এ ফিউ থট্‌স্ অন এডুকেশন" (১৯০৪) আছে। আর আছে "শিক্ষা" (১৯০৭)। অধিকন্তু "জ্ঞান ও কর্ম্ম" (১৯১০) "সামাজিক প্রবন্ধ" বইয়ের পরবর্ত্তী ধাপ।

পত্রিকা-জগৎ

"দি ইকনমিক জার্ণাল"

(এপ্রিল, ১৯৪৫)

আর, এফ হ্যারড ও ই, এ, জি, রবিন্সন সম্পাদিত ; দি রয়্যাল ইকনমিক সোসাইটীর ত্রৈমাসিক মুখপত্র।

আলোচ্য সংখ্যায় যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধোত্তর আর্থিক নীতি বিশেষ-রূপে প্রণিধানের যোগ্য। মার্কিণ রাজনীতিক আর অর্থনীতিবিদ্‌রা কেবলমাত্র ব্রেটনউড্‌স্ ও ডাম্বার্টনওক্স কন্‌ফারেন্সের মত আন্তর্জাতিক অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণেই মত হন নাই। আমেরিকার যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি কোন পথে চলিবে, সে-সম্বন্ধেও উহারা যথেষ্ট মনোনিবেশ করিয়াছেন।

মার্কিণের যুদ্ধোত্তর ঘরোয়া অর্থনীতিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে মার্কিণ নর-নারীকে পুরাপুরি কাজে নিয়োগের সমস্যা। ১৯৪০ সনে মার্কিণ মুলুকে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৫৪ মিলিয়ন ; তন্মধ্যে আধ মিলিয়ন নিযুক্ত ছিল সৈন্যবাহিনীতে। ৮ মিলিয়ন ছিল বেকার এবং ৪৬ মিলিয়ন কাজে নিযুক্ত ছিল। ১৯৪৭ সনে মজুরের সংখ্যা ৬০ মিলিয়ন ; প্রেসিডেন্ট এই ৬০ মিলিয়ন লোকের সংস্থানে মনোনিবেশ করিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলা কিন্তু অবাধ প্রতি-যোগিতার ভিত্তিতে রচিত। কাজেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বড় জোর মধ্যাবস্থা অবলম্বন সম্ভব।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধোত্তর আর্থিক নীতি সম্পর্কে যে সমস্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে, সে-সমস্ত প্রস্তাবে ট্যাক্স-নীতির সংস্কার সাধনেরও রীতিমত চেষ্টা করা হইয়াছে। উহা সম্পূর্ণরূপে চালিয়া সাজার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে ; লোকজন যাহাতে সঞ্চয়ের দিকে মন না দিয়া ব্যবহারের যোগ্য জিনিষপত্র ক্রয় করিতে প্রস্তুত হয় সেই ভাবে কর প্রবর্ত্তনের জন্য সকলেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে। সম্পত্তি বা রোজগারের আয় অনুসারে ক্রম বর্দ্ধমান ট্যাক্সের পরিমাণ প্রবর্ত্তন ও রীতিমত লক্ষ্য করার দরকার। দুইজন লোকযুক্ত বিবাহিত সম্পত্তিকে ৫,০০০ ডলার নিট আয়ের জন্য ট্যাক্স যোগাইতে হইবে ১০% ; ১০,০০০ ডলার আয়ের ট্যাক্স ১৬-১৮%। আয়কর ও সার ট্যাক্স্ ১০০,০০০ ডলার আয়ের ৪৫% এবং ৫০০,০০০ আয়ের ৬০% এর অধিক হ্রাস করিবে।

মার্কিণের যুদ্ধোত্তর আর্থিক পরিকল্পনায় সামাজিক নিরাপত্তা, বৈদেশিক অর্থনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও নীতি ও কার্য্যক্রম স্থান লাভ করিয়াছে। সামাজিক নিরাপত্তার পরিকল্পনাগুলা সম্বন্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই বৃটেনের মত অগ্রগামী নয়। নতুন অনেক শ্রেণীর শ্রমিক ও সরকারী কর্ম্মচারীদের নিরাপত্তার দিকে অবশ্যই মনো-নিবেশ করা হইয়াছে ; কিন্তু এ-সম্বন্ধে আরও ব্যাপকতর কার্য্যক্রম গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সমালোচনা

"রাশিয়া অ্যাণ্ড দি পিস্"—বি, পারেস ; হাউটন্ ওয়ার্থ ; সেঞ্চুরিয়ন্ বুক্স ; ১৯৪৪ ; ২০১ পৃঃ ; ৯ পেন্স।

গ্রন্থকার বলেন, বিগত মহাযুদ্ধের পর রুশিয়া সম্বন্ধে আমরা চোখ বুজিয়া থাকিয়া নিরাপত্তা লাভের চেষ্টা করি। রুশিয়া সম্পর্কে কিরূপ নীতি গ্রহণের দরকার তাহা বুঝিতে না পারিয়াই আমরা তাহাকে একাকী আপন পথের পথিক হইতে দিই। কিন্তু এইরূপ এড়াইয়া চলাকে নিরাপত্তা বলা চলে না। আতঙ্ক যুদ্ধ জয়ের সহায়ক নয়, শান্তি-স্থাপনও এতদ্বারা অসম্ভব। রুশিয়া এখনও বিশ্ব-যুদ্ধপটের কেন্দ্রস্থলে বর্ত্তমান। স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে রুশিয়ার কষ্টিপাথরেই তাহা কষিয়া লইতে হইবে। রুশিয়া সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকই কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত। সেইজন্য গ্রন্থকার-লিখিত রুশিয়া সম্পর্কে এই তথ্যপূর্ণ বইখানা পড়িয়া দেখা আবশ্যক।

গ্রন্থকার রাজনৈতিক, সামাজিক, জাতীয়তাবাদ-বিষয়ক বহু সমস্যা সম্বন্ধে রুশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ২০ বছর আগে রুশিয়ার প্রচলিত কতকগুলা ভাবধারা লইয়াই যত আশঙ্কা ও গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে। ১৯২১ সন হইতে রুশিয়া এমন কম্যুনিষ্টদের দ্বারা শাসিত হইতেছে, যাহারা কম্যুনিজম্ বাস্তবে পরিণত করার নীতি ত্যাগ করিয়াছে। পরবর্তী ছয় বৎসরের মধ্যে আশ্বাবিতে কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের ব্যর্থতা, ১৯২৬ সনে ব্রিটেনে সাধারণ ধর্মঘটের নিষ্ফলতা এবং ১৯২৭ সনে চীনে চিয়াং কাইশেক কর্তৃক কম্যুনিজমের বিনাশসাধন রুশদের বিশ্ব-বিপ্লবের স্বপ্নসৌধ ধূলিসাৎ করিয়াছে। ১৯২৯ সনে ষ্টালিন ট্রট্‌স্কীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়া কেবল-মাত্র রুশিয়ার ভেতরেই সংগঠন-কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের মতে, ব্রিটেন ও আমেরিকা যদি রুশিয়াকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া লইয়া সহানুভূতির সহিত রুশিয়ার সহিত একযোগে কাজ করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে সমগ্র বিশ্বে স্থায়ী শান্তিস্থাপন সম্পর্কে পৃথিবীর এই সেরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তিনটির পূর্ণ সহযোগিতার পথে তেমন কোন দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি হইবে না।

গ্রন্থপঞ্জী

১। এ ক্রিটিসিজ্‌ম্ অব দি ব্রেটন উডস্ প্রপোজাল্‌স্; জে. টেলর পেজ্জী; লণ্ডন, ইকনমিক এডুকেশন ট্রাষ্ট; ১৯৪৪; ২৮ পৃঃ; ১ শিঃ।

২। রিচ্‌ম্যান্, পুওর ম্যান্; জন হিল্টন; লণ্ডন; অ্যালেন অ্যাণ্ড্ আনউইন; ১৯৪৪; ১৭৪ পৃঃ; ৭ শিঃ ৬ পেঃ।

৩। হ্যাভ্ উই বি লিভিং; ডাব্লিউ জে কে হিউগস্; কেম্‌ব্রিজ; ১৯৪৪; ৬৪ পৃঃ; ৪ শিঃ ৬ পেঃ।

৪। এ প্ল্যান ফর কোল; আর ষ্টুট; মাইনিং অ্যাসোসিয়েসনস্ ফর গ্রেট ব্রটেন; ৬৭ পৃঃ।

৫। মোবিলাইজিং ফর অ্যাবাণ্ডান্স; নিউইয়র্ক; ম্যাক্ গ্র হিল; ১৯৪৪; ২২৮ পৃঃ; ২ ডলার।

৬। ইকনমিক প্রব্লেম্‌স্ অব্ লাটিন আমেরিকা; সেমুর ই হার্‌ব্রস; নিউইয়র্ক; ম্যাক্ গ্র হিল; ১৯৪৪; ৪৬৪ পৃঃ; ৬ ডলার।

কেইন্‌সের অর্থ নৈতিক পরিভাষা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কস্তুরচাঁদ লাদুরামী, এম এ,
অধ্যাপক, কলেজ অব কমার্স, পুণা, অবৈতনিক গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ্, কলিকাতা

এইভাবে ত নিয়োগের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হলো। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে এই যে, পূর্ণনিয়োগ যা হবে কার্য্যকরী চাহিদাও তাই দিয়ে ঠিক হবে তা নয়। এদের সমতা অবস্থাবিশেষেই ঘটতে পারে, সর্ব্বাবস্থায় নয়। সর্ব্বাবস্থাতেই যদি এদের সমতা থাকতো তাহলে বাস্তবিক-পক্ষে 'সরবরাহই নিজের চাহিদা সৃষ্টি করে নেয়' সেকেলে এই মতবাদের সঙ্গে আর পার্থক্য থাকত কোথায়? কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, শুধু পূর্ণনিয়োগ বলে চেঁচিয়ে বেড়ালে ত হবে না; সেই পূর্ণনিয়োগ আনার পেছনে এমন একটি শক্তির প্রভাব চাই যার বলে পূর্ণনিয়োগে উৎপন্ন সামগ্রীর

অন্ত কার্য্যকরী চাহিদা থাকে। তবেই এই সামগ্রীর কাটতি হবে এবং পূর্ণনিয়োগ বজায় রাখা সম্ভব হবে। পূর্ণনিয়োগ বজায় রাখার পক্ষে যে পরিমাণ কার্য্যকরী চাহিদা বিদ্যমান থাকা দরকার তা যদি না থাকে তাহলেই বুঝতে হবে যে, এবিষয়ে অসঙ্গতি ঘটেছে। এবং কার্য্যকরী চাহিদা পূর্ণনিয়োগের সঙ্গে তাল দিয়ে উঠতে পারছে না। তার ফলে পূর্ণনিয়োগের উপর যে অনুকূল প্রতিক্রিয়া হবে তা নয়। বরং ঠিক উল্টো। দীর্ঘকালিন পরিস্থিতিতেও নিয়োগের পরিমাণ এই সর্ব্বোচ্চ প্রয়োজনীয় স্তরে এসে পৌছাতে পারবে না। আর এর প্রধান অন্তরায়ই হলো কার্য্যকরী চাহিদার অপ্রাচুর্য্য। বিষয়টি আর একটু বুঝিয়েই বলি। মনে করা যাক, পূর্ণনিয়োগ যদি আনতে হয় তাহলে তাতে উৎপন্ন হচ্ছে দশটি সামগ্রী। অথচ সমাজের চাহিদা যদি মোট সাতটির বেশী সামগ্রী গ্রহণ না করে তাহলে বাকি তিনটির অবস্থা কি দাঁড়াবে? নিশ্চয়ই এগুলো অবিক্রিত পড়ে থেকে বাজারকে আরও মন্দা করতে থাকবে। বাজার মন্দা হলেই লাভ আগের মত পাওয়া যাবে না। আর লাভই যদি পাওয়া না যায় তাহলে কাজ চালু রাখার সার্থকতা কি? ব্যবসায়ীদের ধারণার এই যে পরিবর্ত্তন, এইটিই হলো সবচেয়ে মারাত্মক এবং এতেই যত উত্থান-পতন, তেজি-মন্দা, লাভ-লোকসান দেখা দেয়। এর প্রতিকারের দু'টি উপায় রয়েছে —কার্য্যকরী চাহিদাকে ঠেলেঠুলে দশটী সামগ্রীর সমান করা; আর তা যদি কোন ক্রমেই সম্ভব না হয় তাহলে পূর্ণনিয়োগের আশা ত্যাগ করে সাতটি সামগ্রী উৎপাদন করতে যে পরিমাণ নিয়োগের প্রয়োজন তারই ব্যবস্থা করা। পূর্ণনিয়োগের অবস্থা কদাচিৎই দেখা দেয়; আর সত্যিকারের নিয়োগ তার প্রয়োজনের মাত্রা ঠিক করতে না পেরে পূর্ণনিয়োগের অনেক নীচের স্তরে কেবলই আচানাচি করে বেড়ায়; আর এ থেকেই যত সব উৎপাতের হয় সূত্রপাত।

বিষয়টাকে আরো একটু বিস্তৃত করে ব্যাখ্যা করেছেন রবার্টসন। নিয়োগকারীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি কার্য্যকরী চাহিদাকে দুদিক থেকে দেখছেন। কেইনস্ শুধু একথাই বলেছেন যে কার্য্যকরী চাহিদার অপ্রাচুর্য্য হলে এই চাহিদার সমান স্তরে নিয়োগের পরিমাণটিকে নেমে আসতে হবে। কিন্তু এখানে দু'টি জিনিষ বোঝাতে পারে। তৎকালিন কার্য্যকরী চাহিদা অনুসারে নির্দ্ধারিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নিয়োগ থেকে কি পরিমাণ প্রাপ্তি ঘটতে পারে একথাও যেমন কেইনসের উক্তি থেকে সূচিত হচ্ছে, ঠিক তেমনি আবার ঐ পরিমাণ নিয়োগে কি পরিমাণ প্রাপ্তি সত্যি সত্যিই হচ্ছে একথাও হতে পারে। এক্ষেত্রে কেইনস্ সুস্পষ্টভাবে বলেননি যে এ'দুটোর কোন্‌টিকে তাঁর উক্তির মর্ম্ম বলে ধরে নিতে হবে। সে যাই হোক, ক্ষতিবৃদ্ধি তাতে কিছু হয়নি; বরং রবার্টসন্ এ উক্তি থেকে ব্যবসায়ক্ষেত্রের স্থবির অবস্থাথেকে পুনরায় তেজির আবির্ভাবের কারণ বিশ্লেষণ উপাদান খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। অনুমান এবং বাস্তব এ দু'য়ের মধ্যে যে পার্থক্য, অনুপ্রেরণা তা যোগাচ্ছে তাতেই। ব্যবসায়ীদের সব সময়ই যদি বিগতকালের সংখ্যা দিয়ে সূচিত পথে কড়াক্রান্তির হিসাব করে চলতে হয়, তাহলে কাজ যে কোন দিনই এগোবে না। বাস্তবের চাইতে অনুমানের মূল্যই তাদের কাছে অনেক বেশী। বাস্তবিক পক্ষে হয়ত ক্ষতিই হচ্ছে; কিন্তু অনাগতকালের লাভের আশাতেই না তারা তাদের বুদ্ধিটিকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। অনুমানই যদি এরা না করতো, ভবিষ্যৎ লাভের আশা যদি এদের অবলম্বন হিসাবে না থাকতো, তাহলে ব্যবসায়ের মত নিরস পদার্থের মাঝে রসের যোগান হ'তো কোথা থেকে?

কল কথা হলো এই যে, নিয়োগ যখন বাড়বে, তখন সমাজ তার আয়ের যে অংশ ভোগব্যবহারে ব্যয় করছে তার পরিমাণও বাড়বে; তবে ঠিক নিয়োগের পরিমাণে নয়। আমাদের সত্যিকারের যে সমস্যা তার মূল সূত্রটি মনস্তত্ত্বের এই অতি সাধারণ নিয়মের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ নিয়োগ যতই বাড়তে থাকবে, লোকের হাতে টাকাও বাড়বে ততই; কিন্তু সব টাকা ত খরচ হবে না; উদ্বৃত্ত কিছু থাকবেই। নিয়োগ যতই বাড়তে থাকবে, ততই আশু প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটার পর

থেকে টাকা উদ্বৃত্তই থাকবে এবং এই টাকার অঙ্কও বাড়বে। এর ফল হবে এই যে, নিয়োগকারীরা উৎপাদন-সহযোগীদের পারিশ্রমিক প্রভৃতি রূপে যে টাকাটা দিয়েছে সে টাকার সবটা তারা তাদের উৎপন্ন সামগ্রীর বিনিময়ে ফিরিয়ে পাবে না; কেননা সব টাকা ত খরচ হচ্ছে না। অর্থাৎ নিয়োগের পরিমাণ যতই বাড়তে থাকবে, সেই নিয়োগ থেকে উৎপন্ন সামগ্রীর মোট সরবরাহ-মূল্য এবং যে টাকাটা নিয়োগকারীরা ভোগ ব্যবহারকারীদের খরচের মারফতে ফিরে পাবে বলে আশা করতে পারে, এদু'য়ের প্রার্থক্যও হবে ততই বেশী। একথা আমরা জানি যে, নির্দ্দিষ্ট সীমারেখার বাহিরে ভোগব্যবহারের উচ্চার পরিবর্ত্তন বড় একটা হয় না। এ অবস্থায় নিয়োগের যদি বৃদ্ধি করতে হয় তাহলে তার একমাত্র উপায় হলো নূতন উপকরণ-শিল্পের পেছনে সমাজ যে পরিমাণ টাকা ব্যয় করবে তার বৃদ্ধি করা; কেন না, তাহলেই উৎপন্ন সামগ্রীর মোট সরবরাহ-মূল্য এবং ভোগব্যবহারের পেছনে সমাজের ব্যয়, এদু'য়ের মধ্যেকার বর্দ্ধিষ্ণু পার্থক্য পূরণ হতে পারবে। এ পার্থক্য যদি পূরণ না হয় তাহলে নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি হবে না কোনদিনই। সেকেলে অর্থশাস্ত্রীরা একথা শুধু ধরেই নিয়েছেন যে, সব সময়ই কতকগুলো শক্তি কাজ করছে যার ফলে নিয়োগের বৃদ্ধি হলেই নূতন উপকরণ-শিল্পের পেছনে সমাজের ব্যয় আপনা থেকেই বাড়তে থাকবে এবং তাতে উৎপন্ন সামগ্রীর মোট সরবরাহ-মূল্য ও ভোগব্যবহারের পেছনে সমাজের ব্যয়, এদু'য়ের পার্থক্য আপনাথেকেই বুঁজে আসবে। কিন্তু এ হলো শুধু ধারণারই কথা; বাস্তবিক পক্ষে সেকেলে অর্থশাস্ত্রীরা এইসব পরিস্থিতির কোন বিশ্লেষণই করেন নি। সে যা'ই হোক, তাঁদের ধারণার কথা ছেড়ে দিয়ে, পূর্ব্বোক্ত আলোচনা থেকে এইটেই পাওয়া যাচ্ছে যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পূর্ণনিয়োগ পর্য্যন্ত না গিয়েও তার আগেই সুস্থিতিতে এসে পৌঁছাতে পারে এবং তার সেই সুস্থিতি আসবে সেই স্তরে যেখানে মোট চাহিদার নির্ভর মোট সরবরাহের নির্ভরের সঙ্গে সম্মিলিত হচ্ছে।

কেইনসের উপরিউক্ত বিশ্লেষণটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলেই আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়। কিন্তু বিষয়টিকে একটু তলিয়ে দেখলেই দ্বিতীয়টি ও বিনা সে বিষয়ে বেশ খানিকটা সন্দেহ এসে উপস্থিত হয়। কেন না, ভোগব্যবহারের যদি বৃদ্ধি না হয়, তাহলে উপকরণ-শিল্পের প্রসার কতদিনই বা সুস্থিতিকে বজায় রাখতে সমর্থ হবে? ভোগব্যবহারই যেখানে চরম লক্ষ্য, সেখানে উৎপন্ন সামগ্রীর ভোগব্যবহারে লাগা চাই। নির্দ্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে উপকরণ-শিল্পের প্রসারে ক্ষতি না হয়ে বরং সুফলই হবে। কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ত সীমারেখার গণ্ডী দিয়ে বেঁধে রাখা চলবে না; এ যে স্বভাবই সংপ্রসারণশীল। উপকরণ-শিল্পের বিস্তার অবিশ্যি চাই; কিন্তু সে সঙ্গে ভোগ-ব্যবহারের বিস্তারও নিতান্তই অপরিহার্য্য। এ যুগের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করার চেষ্টাই বোধ হয় এর প্রকৃষ্টতম প্রমাণ। একথা সবাই বুঝতে না পারলেও কেউ কেউ বুঝতে সুরু করেছেন যে, প্রগতিশীল শিল্পবহুল দেশের উন্নতি যদি বজায় রাখতে হয় তাহলে দেশের সর্ব্বসাধারণের ক্রয়শক্তির দিকেও নজর দিতে হবে। অবিশ্যি এই বোধ এখনও কতিপয় চিন্তাশীল মনীষীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। সত্যিকারের ক্ষমতা যাদের হাতে, আর যারা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর বলে কর্ত্তৃত্ব করছে তাদের চোখ আজও ফুটেছে বলে মনে হয় না। উৎপন্ন সামগ্রীর বাড়তি অংশগুলো যেখানে দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেই চলে, সেখানে তারা আজও বিদেশী বাণিজ্যের মারফতে বিদেশের রক্ত শোষণের পরিকল্পনা ছেড়ে দিতে পারে নি। কিন্তু যতই অনগ্রসর দেশগুলো প্রগতির পথে চলতে থাকবে, ততই বিদেশী বাজার সঙ্কুচিত হয়ে উঠবে। সেই অবস্থায় প্রগতিশীল দেশের পক্ষে খোলা থাকবে দু'টি পথ—প্রথম, অনগ্রসর দেশের যৎকিঞ্চিৎ প্রগতিকে দলিত মথিত করে নিজেদের নিষ্পেষণ-যন্ত্র সেখানে বহাল করা, এবং দ্বিতীয়, স্বদেশীয়দের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধির ভেতর দিয়ে উদ্বৃত্ত সামগ্রীর সুব্যবহার করা। সুবিখ্যাত মনীষী কোল্ কিছুদিন থেকে বিলেতের পক্ষে পরবর্ত্তী নীতির প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে জোর দিচ্ছেন। "সাধারণ মতবাদ" গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে যে-সরকারী কেইন্‌সও কার্য্যকরী চাহিদার বৃদ্ধির উপর একালে জোর দিয়েছিলেন। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু প্রাচ্যের সুবিস্তৃত বাজার আত্মসাৎ করার লোভ সংবরণ করতে না পারায় দ্বিতীয় নীতিটি ক্রমেই ধূলায়িত হয়ে অদৃশ্য হবার জোগাড় করেছে। আর তার জায়গা জুড়ে প্রথম নীতিটি ক্রমেই আত্মবিস্তার করছে। (ক্রমশঃ)

Registered No. C-1414.

সূচী

বাংলার সম্পদ :—দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা। কুটনাইন বিতরণ। (৫২)

আর্থিক ভারত :—ভারতে ধান্য উৎপাদন। চা-শিল্প। (৫২-৫৩)

বিদেশের ধনদৌলত :—জাপানে মুদ্রাস্ফীতি। বিলাতের বস্ত্রশিল্প। (৫৩)

সমিতি ও সঙ্ঘ :—বিষ্টেড্ ইউনিয়ন কেন্দ্রারেশন। নিখিল ভারত রেলওয়েমেন্‌স কেন্দ্রারেশন। দ্রাবিড়স্থান গঠনের দাবী। (৫৪)

মোলাকাৎ :—বন্ধুপাতি ও সমাজ-সেবার বিদ্যাপীঠ। (৫৪-৫৫)

পত্রিকা-জগৎ ৫৬

সমালোচনা (৫৮-৫৭)

গ্রন্থপঞ্জী ৫৭

প্রবন্ধ :

কেইন্‌সের অর্থনৈতিক পরিভাষা

অধ্যাপক কল্যাণচাঁদ লালুয়ানী, এম.এ (৫৭-৫৯)

আয় ও আয়ু

অথণ্ড আয়ু লইয়া কেহ জন্মায় নাই; আয়ের ক্ষমতাও মানুষের চিরদিন থাকে না—আয়ের পরিমাণও চিরস্থায়ী নয়। কাজেই আয় ও আয়ু থাকিতেই ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। জীবনবীমা দ্বারা এই সঞ্চয় করা যেমন সুবিধাজনক তেমনি লাভজনকও বটে।

এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করিবার জন্য হিন্দুস্থানের কর্ম্মিগণ সর্ব্বদাই আপনার অপেক্ষায় আছেন। হেড্ অফিসে পত্র লিখিলে বা দেখা করিলে আপনার উপযোগী বীমাপত্র নির্ব্বাচনের পরামর্শ পাইবেন।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা ১০ কোটী ১৪ লক্ষ টাকার উপর

মোট চলতি বীমা	৩২ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল	৬ কোটী ২৭ লক্ষ টাকার উপর
প্রিমিয়ামের আয়	১ কোটী ৫১ লক্ষ টাকার উপর
দাবী শোধ (১৯৪৪)	প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হেড অফিস — হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস — কলিকাতা

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

কার্ত্তিক—১৩৪২

আর্থিক উন্নতি

২০শ বর্ষ—৭ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাডস্মি বিশ্বাষাডাশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪

সর্ব্বোত্তমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমার জানে সবে ধরণীতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

ARTHIK UNNATI

(Economic Progress)

Established April, 1926

Edited by Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar, *Vidya-vaibhava*

Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).

Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta.

Director

Dr. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE OCTOBER-NOVEMBER NUMBER, 1945.

Section 1. Wealth of Bengal : Sugar-cane Cultivation in Bengal. Govt. to Weavers of Midnapur. p. 62.

Section 2. Economic India : Construction of Railway Engines in India. Cultivation of Jute. (pp. 62-63).

Section 3. World Economy: Demand for Ground-nuts in America. Resources of Indonesia. (pp. 63-64).

Section 4. Men, Institutions and Movements : United Nations, Food and Agricultural Conference. p. 64.

Section 5. Interview : Socialism vs. Communism. (Conversation between Benoy Kumar Sarkar and Subodh Krishna Ghosal). (pp. 64-65).

Section 6. World of Journals : *Wheat Studies.* (pp. 65-66).

Section 7. Reviews : The future of South-east Asia. p. 66.

Section 8. Bibliography: 7 books announced. p. 67.

Articles: The Categories of Keynes.
By Prof. Kastur Chand Lalwani, M.A., College of Commerce, Poona, Hony. Research Fellow, Bengal Institute of Economics. (pp. 67-69).

বাংলার সম্পদ্

বাঙলায় ইক্ষুচাষ

১৯৪৩-৪৪ সনে যে পাঁচ বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই পাঁচ বৎসরে ভারতবর্ষে গড়ে যে পরিমাণ জমিতে ইক্ষু চাষ হয় বাঙলা দেশে তাহার শতকরা ৭·৯ ভাগ জমিতে ইক্ষু চাষ হইয়াছিল। এ বৎসরের আবহাওয়া ইক্ষু চাষ ও ইক্ষু বাড়িবার পক্ষে অনুকূল থাকায় ফসলের বর্ত্তমান অবস্থা সন্তোষজনক বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রাথমিক ও চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ অনুযায়ী গত বৎসর যথাক্রমে ৩০৩,২০০ একর এবং ৩০৯,৭০০ একর জমিতে আখের চাষ হইয়াছিল। এ বৎসর মোট ৩১৭,৬০০ একর জমিতে আখের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। গত বৎসরের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষের তুলনায় এ বৎসর শতকরা ২·৬ ভাগ বেশী জমিতে আখের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

তমলুকের তাঁতীদের সাহায্য

তমলুকের তাঁতীদের সংখ্যা গণনা করিয়া জানা গিয়াছে যে, সেখানে মোট ১৩,২৮৯ জন কর্ম্মক্ষম বয়স্ক নরনারী সহ ২,১২৬টি তাঁতী পরিবার এবং ১৩,২৪৪টি তাঁত আছে। এইসমস্ত তাঁতী পরিবারে কর্ম্মক্ষম বয়স্ক ব্যক্তি ছাড়া ৪৪,১৬৬ জন আশ্রিত ব্যক্তি আছে।

তমলুক ও অন্যান্য স্থানের তন্তুবায় সম্প্রদায় সুতার অভাবে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট তাহাদের মধ্যে সুতা ও অন্যান্য দ্রব্য বিতরণের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর তাহাদিগকে আংশিকভাবে নির্ভর করিতে হওয়ায় সুতার ব্যাপারে চোরাবাজারী কারবার চলিতে থাকে। স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ জনসাধারণের সহযোগিতায় চোরাবাজারী কারবার বন্ধ করার এবং সুচারুরূপে সুতা বিতরণের ব্যবস্থা করেন।

সুতার যে সমস্ত ষ্টক ব্যবসায়ীদের এজেণ্টগণ বা অন্য কাহারও নিকট ছিল, তাহা আটক করা হয়। রেল ষ্টেশন ও অন্যান্য স্থানের গুদাম হইতে ১০০ গাঁইটের অধিক সুতা উদ্ধার করা হয়। এই সমস্ত সুতা এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত সুতা একত্রিত করা হয় এবং উক্ত মহকুমার ৮টি সুতা-বিতরণ কেন্দ্র খুলিয়া প্রত্যেক তাঁতী পরিবারের প্রয়োজনানুযায়ী সুতা সরবরাহ করিবার জন্য পারিবারিক রেশন কার্ড বিলি করা হয়।

এই আটটি সুতা-বিতরণ কেন্দ্র সরকারী কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। প্রত্যেক তাঁতী পরিবারের কার্য্যক্ষম ও আশ্রিত ব্যক্তির সংখ্যা, তাঁতের সংখ্যা এবং কমপক্ষে কত সুতা লাগে, তৎসম্পর্কে স্থানীয় ফুড্ কমিটির চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্যের সার্টিফিকেট দাখিল করিলে পারিবারিক রেশন কার্ড বিলি করিয়া তদনুযায়ী সুতা বিতরণ করা হয়।

আর্থিক ভারত

রেলওয়ে এঞ্জিন

সম্প্রতি কলিকাতা রোটারী ক্লাবের এক সভায় টাটা লোকমোটিভ ওয়ার্কসের চীফ এঞ্জিনিয়ার মিঃ জন ইপার বলেন যে, আগামী পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে রেলওয়ে এঞ্জিন নির্ম্মাণ বিষয়ে ভারত স্বাবলম্বী হইবে। এই সময়ে অধুনা-পরিকল্পিত তিনটি কারখানা পূর্ণোদ্যমে চলিবে।

তিনি বলেন যে, টাটানগর, কাঁচরাপাড়া এবং দক্ষিণ ভারত—এই তিন স্থানে তিনটি কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে টাটানগরের কারখানায় ইতিমধ্যে কার্য্য চলিতেছে। তিনি আশা করেন যে ভারতীয় রেলওয়েগুলির জন্য প্রতি বৎসর ২০৪টি করিয়া এঞ্জিনের প্রয়োজন হইবে।

ভারতে প্রস্তুত এঞ্জিনগুলি বিদেশী এঞ্জিন অপেক্ষা সস্তা হইবে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন।

পাট চাষ

বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও দেশীয় রাজ্য কুচবিহার এবং ত্রিপুরায় ১৯৪৫ সনের সংশোধিত পাটচাষ এলাকার পরিমাণ ১,৪০৮,২৪০ একর। ১৯৭৪ সনের চূড়ান্ত হিসাব অপেক্ষা ইহা ২০৪,২৮৫ একর বেশী।

আনুমানিক হিসাবে এই জমিতে যে ফসল হইবে তাহা হইতে ৭১,৬৫,৫৩৫ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইবে। গত বৎসরের উৎপাদনের তুলনায় ইহা ৯৬২,৩৩৪ গাঁইট বেশী। মোটামুটি হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল: বাঙলায়—১৯৪৪ সনে ১,৬২৪,৩৩৫ একর এবং ১৯৪৫ সনে ২,০১৭,৭১০ একর; কুচবিহারে—১৯৪৪ সনে ১৯,৫০০ একর এবং ১৯৪৫ সনে ২১,৩০০ একর; ত্রিপুরা—১৯৪৪ সনে ১০,০০০ একর এবং ১৯৪৫ সনেও উহাই; বিহারে—১৯৪৪ সনে ১৬২,৯০০ একর এবং ১৯৪৫ সনে ১৫৮,৯০০ একর; উড়িষ্যা—১৯৪৪ সনে ২০,৯০০ একর এবং ১৯৪৫ সনে ১৯,৯০০ একর; আসামে—১৯৪৪ সনে ১৯৩,৩০০ এবং ১৯৪৫ সনে ১৬১,১০০ একর।

উৎপন্ন পাটের পরিমাণ (গাঁইট হিসাবে—এক একটি গাঁইটের ওজন ১০০ পাউণ্ড)—বাঙলায় ১৯৪৪ সনে ৫,৪৩১,৪০০, ১৯৪৫ সনে ৬,৩০২,৫৫০; কুচবিহারে—১৯৪৪ সনে ৩৪,০৮০, এবং ১৯৪৫ সনে ৩৭,২১০; ত্রিপুরা—১৯৪৪ সনে ২০,০০০ এবং ১৯৪৫ সনে ২৫,০০০; বিহার (নেপাল সমেত)—১৯৪৪ সনে ২৪৪,৭০০ এবং ১৯৪৫ সনে ২৩৪,৫০০; উড়িষ্যা ১৯৪৪ সনে ৪১,৯৭৫ এবং ১৯৪৫ সনে ৪৩,৮৭৫; আসামে ১৯৪৪ সনে ৩২৪,০০০ এবং ১৯৪৫ সনে ৫,২০,৭০০।

প্রতি একরে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ (গাঁইট হিসাবে) বাঙলা ১৯৪৫ সনে ৩২৬ এবং ১৯৪৫ সনে ৩১২; কুচবিহারে ১৯৪৪ সনে ১৭৫ এবং ১৯৪৫ সনে ১৭৭; ত্রিপুরা ১৯৪৪ সনে ২ এবং ১৯৪৫ সনে ২৫; বিহারে ১৯৪৪ সনে ১৫ এবং ১৯৪৫ সনে ১৪৭; উড়িষ্যা ১৯৪৪ সনে ২·০৫ ১৯৪৫ সনে ২·২; আসামে ১৯৪৪ সনে ১·৬৭ এবং ১৯৪৫ সনে ২·৮৭।

দুনিয়ার ধনদৌলত

মার্কিণ মুল্লুকে চীনাবাদামের কদর

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে চীনাবাদাম উৎপাদনের বহর ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। গত তিন বৎসর যাবৎ বার্ষিক উৎপাদনের হার দাঁড়াইয়াছে ২০০,০০০,০০০ ডলার। চীনাবাদামের তেল নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। আমেরিকায় এই বস্তু হইতে পশুখাদ্যও উৎপন্ন হয় প্রচুর পরিমাণে।

যুদ্ধের মধ্যে বিদেশ হইতে চীনাবাদাম আমদানি বন্ধ হওয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে চীনাবাদামের আবাদ খুব বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৪২, ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে ৩,০০০,০০০ একর জমিতে চীনাবাদামের আবাদ হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরের গড় আবাদের ইহা প্রায় দ্বিগুণ। উক্ত দশ বৎসরের (১৯৩২-৪১) গড় আবাদের পরিমাণ ছিল ১,৬৪৮,০০০ একর। তবে এখন যুক্তরাষ্ট্রে চীনাবাদামের পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে হয়।

ইন্দোনেসিয়ার আর্থিক সম্পদ্

পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আজ রাজনৈতিক ওলট-পালট বহিয়া যাইতেছে, তাহাতে কেবলমাত্র ইন্দোনেসিয়াই ভাত মারার উপক্রম হয় নাই। বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও সমান ক্ষতিগ্রস্ত হইতে চলিয়াছে। তবে ওলন্দাজদের স্বার্থই যে এই দ্বীপমালায় সবচেয়ে বেশী নিবদ্ধ, তাহা

সহজেই অনুমেয়। ইন্দোনেশিয়া হস্তচ্যুত হইলে হল্যাণ্ডকে নিতান্ত গরীব দেশে পরিণত হইতে হইবে।

বৃটেন ও হল্যাণ্ডের আর্থিক স্বার্থ প্রায় সমান সমান। চা-বাগানগুলার বেলাতেও উভয়ে সমান হিস্যাদার। সুমাত্রা দ্বীপের রবার ও তৈল সম্পদের ৪০% ঐশ্বর্য দুইটির প্রত্যেকটি উপভোগ করে। বাকী ২০% ভোগ করিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মাণি আর জাপান। যুদ্ধের পূর্ব্বে অবস্থা এই রকম ছিল।

পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে মার্কিণের বিরাট স্বার্থ নিহিত। জাপ-অধিকারের পূর্ব্বে এই দ্বীপপুঞ্জ ছিল মার্কিণ মোটর গাড়ী, ছায়াচিত্র, রেডিয়ো ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির খোলা বাজার।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

জাতিপুঞ্জ, খাদ্য ও কৃষি-সম্মেলন

ফটল্যাণ্ডের খাদ্যতত্ত্ব-বিশারদ স্যার জনবয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি-সংগঠন বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইনি কিছুদিন পূর্ব্বে বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতিনিধি রূপে পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

ওয়াশিংটনে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অস্থায়ী হেড্ কোয়ার্টার থাকিবে।

রুশিয়া সম্প্রতি জানাইয়াছে যে, বর্ত্তমানে সে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভ্যপদ গ্রহণ করিবে না। সম্মেলনের নিকট রুশ প্রতিনিধি এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের গণতন্ত্র-সম্পর্ক বিষয়ে আরও জানা প্রয়োজন আছে। তবে দর্শক-হিসাবে রুশিয়া সম্মেলনে যোগদান করিয়া যাইবে।

বিধ্বস্ত দেশগুলির পুনর্গঠনার্থ অর্থ ধার করিবার জন্য চেষ্টা করা হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কই এই অর্থ দান করিবে। গ্রাম ও কৃষি-প্রধান অঞ্চলগুলির উন্নতিকল্পে একটি বিস্তৃত কার্য্যপদ্ধতি প্রণয়ন করা সম্পর্কেও এই সম্মেলনের নিকট একটী প্রস্তাব করা হইয়াছে। আর একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, যাহাতে কৃষিকার্য্যে রত জনগণ উৎসাহের সহিত পুনর্গঠনের কার্য্যে নানাপ্রকার সহায়তা দান করিতে পারে, তাহাদের জীবন ধারণের মান বৃদ্ধি পায় তদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের বিধ্বস্ত এলাকার নিকটস্থ অঞ্চলগুলিতে অনুরূপ সম্মেলন করিয়া যাহাতে বৈজ্ঞানিকগণ এই সকল স্থানে যুদ্ধকালীন কৃষিমূলক উন্নতি ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করিয়া উৎসাহ দিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

মোলাকাৎ

সোশ্যালিজ্‌ম্ বনাম কমিউনিজ্‌ম্

(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত শ্রীসুবোধকুমার ঘোষালের কথোপকথন)

প্রঃ—সোশ্যালিজ্‌ম্ আর কমিউনিজ্‌মে তফাৎ কি?

উঃ—পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই সোশ্যালিজ্‌ম্ মাত্রা হিসাবে দেখা যায়। কমিউনিজ্‌ম্ আছে মাত্র সোভিয়েট রুশিয়ায়। এই প্রভেদটা প্রথমে মনে রাখা ভাল। কিন্তু এতে কারাকটা বুঝা যাবে না।

প্রঃ—বুঝা যাবে কি ক'রে?

উঃ—সোশ্যালিজ্‌মের ব্যবস্থায় লোকেরা ব্যক্তিগত ভাবে জমিজমা, টাকা-কড়ি, বাড়ী-ঘর ইত্যাদি সম্পত্তির অধিকারী হ'তে পারে। কমিউনিজ্‌মের ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ধনদৌলত, সম্পত্তি, পুঁজি ইত্যাদি থাকতে পারে না। ব্যক্তিগত পুঁজি যে সমাজে নাই, সেই সমাজকে কমিউনিষ্ট বলতে হবে।

প্রঃ—কমিউনিষ্ট-সমাজে ধন-দৌলত, টাকা-কড়ি, বাড়ী-ঘর, পুঁজিপাটা ইত্যাদির মালিক কে ?

উঃ—রাষ্ট্র হ'চ্ছে সকল প্রকার ছোট-বড়-মাঝারি ধন-দৌলতের একমাত্র মালিক কমিউনিষ্ট দেশে। এ চিজ এমন কি ইংরেজ-আমেরিকার নর-নারীই বুঝে না। ভারত-সন্তান বুঝ্‌বে কোত্থেকে ? লেনিনের পাল্টিতে রুশরাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার কায়েম হ'য়েছে ধন-দৌলতের ওপর। সেই ব্যক্তিগত-পুঁজিহীন রাষ্ট্রিক-পুঁজিশীল ধন-দৌলতের ব্যবস্থা আজও রুশিয়ায় চল্‌ছে স্তালিনের জুগে।

প্রঃ—সোস্যালিজ্‌মে আর অন্যান্য মামুলি ব্যবস্থার প্রভেদ কি ?

উঃ—সোস্যালিষ্ট সমাজে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত ধন-দৌলত, টাকা-কড়ি ইত্যাদি সম্পত্তির উপর কড়া হারে কর আদায় করে। গরীবেরা কর দেয় না অথবা নেহাৎ অল্প হারে কর দেয়। বড় লোকের ট্যাঁক থেকে মোটা হারে ট্যাক্স্ আদায় করা হয়। সেই টাকা খরচ করা হয় তামাম দেশের সার্ব্বজনিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সম্পদ, সংস্কৃতি ইত্যাদি উন্নতির জন্য। ব্যস্! এই জন্য সোস্যালিষ্ট দেশে আর অন্যান্য দেশে প্রভেদ সহজে মালুম হয় না। কেননা অন্যান্য দেশেও কর আদায় করা হ'য়ে থাকে। প্রভেদ এই যে, সোস্যালিজ্‌মের ব্যবস্থায় কর-আদায়ের বহর খুব লম্বা-চৌড়া। ধনীরা রাষ্ট্রের কর-দাবী যখন-তখন আর খুব বেশী-বেশী মিটতে বাধ্য হয়।

প্রঃ—সোভিয়েট-রুশিয়ায় কবিরা স্বদেশের গান গায় না কি ? তারা জননী জন্মভূমির কবি নয় কি ?

উঃ—সোভিয়েট-রুশিয়ারও জাতীয়সঙ্গীত আছে। কমিউনিষ্ট সমাজে স্বদেশ-প্রেমিক কবি আর গায়ক র'য়েছে। কিন্তু বিলাতী-মার্কিণ-ফরাসী-জার্ম্মান-জাপানী স্বদেশী গান ও স্বদেশ-প্রেমিক সাহিত্য যে চিজ্ সোভিয়েট-রুশিয়ার স্বদেশী গান ও স্বদেশ-প্রেমিক সাহিত্য সে চিজ্ নয়। রুশিয়ার ধনী, জমিদার, বেপারী, ব্যাঙ্কার, ফ্যাক্টরি-পতি ইত্যাদি শ্রেণী লোপাট হ'য়ে গেছে। এইরূপ বিশ্বাস করে রুশিয়ার জনসাধারণ। রুশিয়ায় আজকাল জীবনধারণ করে মাত্র এক শ্রেণীর লোক। তারা সকলেই মজুর বা কেরাণী। রুশিয়া শ্রেণীহীন দেশ। কাজেই রুশ-কবিদের স্বদেশ-প্রেম শ্রেণীহীন সমাজের গৌরব-প্রচার। অন্যান্য দেশের জাতীয়তা-পন্থী সাহিত্যে আর সোভিয়েট রুশিয়ার জাতীয়তা-পন্থী সাহিত্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। কাজেই "সর্ব্বহারাদের গান"-লেখক ব'লে নজরুল বা আর কোনো বাঙালীর পক্ষে সাম্যবাদী কবির দলে ঠাঁই পাওয়া কঠিন। তবে "বিদেশী-বিদ্বেষ" হিসাবে সোভিয়েট জাতীয় সঙ্গীতে আর অন্যান্য জাতীয় সঙ্গীতে প্রভেদ থাকা অসম্ভব।

পত্রিকা-জগৎ

"হুইট ষ্টাডিজ্"

(ষ্ট্যানফোর্ড, ক্যালিফোর্ণিয়া—জুলাই, ১৯৪৪)

ডি, পি, টিমোশেঙ্কো প্রণীত "গোধূম উৎপাদনের আন্তরাঞ্চলিক সম্পর্ক" শীর্ষক প্রবন্ধটী বিশেষরূপে প্রণিধানের যোগ্য। দুনিয়ার সেরা গোধূম-উৎপাদক অঞ্চলগুলার উৎপাদনের হিসাব-নিকাশ এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নিখিলবিশ্বের গোধূম উৎপাদনের বিশেষ কোন তারতম্য ঘটে না—এই চলতি ধারণাটা যে ঠিক নয় প্রবন্ধ-লেখক তাহা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। গোধূম রপ্তানিকারক দেশগুলাতে উৎপাদনের রীতিমত তারতম্য ঘটিয়া থাকে। তবে সাধারণতঃ এক

অঞ্চলের ঘাটতি অন্য অঞ্চলের বাড়তি দ্বারা পূরণ হইয়া থাকে—গমের বেলায় এরূপ ঘটিলেও পৃথিবীর অন্যান্য ফসলের বেলায় তেমন কোন তারতম্য ঘটে না। কাজেই গোটা পৃথিবীর শস্য উৎপাদন অনেকটা একই অবস্থায় থাকে। গোটা পৃথিবীর শস্য উৎপাদনের সামান্য কিছু তারতম্য বিশ্ব-বাণিজ্যে তেমন কোন বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি না করিলেও কৃষি-প্রধান কোন বড় দেশে শস্য-হানি ঘটিলে বিশ্ববাণিজ্যে যথেষ্ট গোলযোগের সৃষ্টি না হইয়াই পারে না।

"হুইট ষ্টাডিজ" সিরিজ গত ২০ বৎসর যাবৎ নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আলোচ্যসংখ্যা এই সিরিজের শেষ সংখ্যা। অতঃপর গবেষক-মণ্ডলী অন্যান্য পণ্য দ্রব্য সম্বন্ধে গবেষণা চালাইবেন। মধ্যে মধ্যে পুস্তক ও পুস্তিকা দ্বারা গোধূমবিষয়ক নানা প্রকার তথ্য বিশ্ববাসীর নিকট পরিবেশিত হইবে। গোধূম-সম্পর্কে বার্ষিক বিবরণী প্রকাশ সম্বন্ধেও গবেষকমণ্ডলী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। গবেষকমণ্ডলী মূল্যবান গবেষণা করিয়া গোধূম-উৎপাদন-সংক্রান্ত নানাপ্রকার তথ্য প্রচার করিয়া বিশ্ববাসীর যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

সমালোচনা

দি কিউচার অব্ সাউথ-ইষ্ট এসিয়া—কে, এম, পানিক্কর; জর্জ অ্যালেন অ্যাণ্ড্ অ্যান্‌উইন্ লিমিটেড্; লণ্ডন; ১৯৪৩; ১২৪ পৃঃ; ৫ শিঃ।

ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ যে দুর্জ্জয় নয়, জাপানের-দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়া অধিকার তাহা প্রমাণ করিয়াছে। মিঃ পানিক্কর পুরাতন প্রথার শক্তি ও দৌর্ব্বল্য দুই-ই যথেষ্ট নিপুণতার সহিত বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা এই অঞ্চলে কুশাসনেরই প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শিক্ষা-দীক্ষা তথা আর্থিক অবস্থার দিক্ হইতে এই অঞ্চল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অনগ্রসরই রহিয়া গিয়াছে। এক মাত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দিক্ হইতে ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা সামান্য কিছু গৌরবের দাবী করিতে পারে। ফিলিপাইনে মার্কিণ শাসন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব দাবী করিতে সক্ষম হইলেও খৃষ্টান অধিবাসীরাই যত-কিছু সুযোগ সুবিধা ভোগ করিয়াছে। মুসলমান মরো জাতি সব সময়েই অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিয়াছে।

আর্থিক শোষণই সাম্রাজ্যবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই শোষণ বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক পৃথিবীর বড় বড় পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশ তথা ভারত ও চীনকে লইয়া একটি আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান কায়েম করার স্বপ্ন দেখিয়াছেন। ভারতকেও তিনি পুঁজিবাদী দেশরূপে দেখিতে চান। কিন্তু এই ধরণের প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়াবাসীর মনঃপূত হইতে পারে না। একমাত্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার রাষ্ট্রসঙ্ঘই এই অঞ্চলের প্রকৃত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে পারে। আর গ্রন্থকার আর্থিক উন্নতির জন্য বিদেশী পুঁজি আমদানির যে সুপারিশ করিয়াছেন, তাহাও সমর্থন করা যায় না। অর্থনীতির দিক্ হইতে যৌথ বা সমষ্টিগত অর্থনীতিই অনগ্রসর দেশগুলির পক্ষে সব চেয়ে কাম্য। সোভিয়েট রুশিয়া ইহার জলন্ত দৃষ্টান্তরূপে বর্ত্তমান।

নানাপ্রকার দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও আলোচ্য গ্রন্থখানি মোটের উপর পড়িবার মত বই। গ্রন্থকার বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহা বিশেষ নৈপুণ্যের সহিতই সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে গ্রন্থকারের সহিত আমাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়াকে স্বাধীন ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী রূপে দেখিতে চান। আমাদেরও কাম্য তাহাই। পার্থক্য কেবলমাত্র কল-কৌশলের দিক থেকে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। দি আর্থিয়ান্স্ অব্ ১৯১৮—স্যার ফ্রেডারিক মরিস; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস; ১৯৭৪; ১০০ পৃঃ; ৭ শিঃ ৬ পেঃ।

২। এডুকেশান্যাল প্রোগ্রেস ইন্ সাউথ-ইষ্ট এশিয়া—জে, এস, কার্নিঙ্যাম; ইন্‌স্টিটিউট্ অব্ প্যাসিফিক রিলেশান্স; নিউইয়র্ক; ১৯৪৩; ১৮৬ পৃঃ; ২ ডলার।

৩। ফেডারেলিজ্‌ম অ্যাণ্ড্ দি প্রব্‌লেম অব দি মল ষ্টেট; স্যার জে, এ আর মেরিয়ট; অ্যালেন অ্যাণ্ড্ আন্‌-উইন; অক্সফোর্ড; ১৯৪০; ১২৪ পৃঃ; ৫ শিঃ।

৪। লেসন্স অব্ মাই লাইফ; লর্ড ভাল্সিটার্ট; লণ্ডন; হাচিনসন; ১৯৪০; ২৩৬ পৃঃ; ৯ শিঃ ৬ পেঃ।

৫। দি কন্কোয়েষ্ট্ অব্ সাইবিরিয়া—ইউয়ী সেমিয়ন্ড্; ফটলেজ অ্যাণ্ড্ কোং; ১৯৪৪; ৩০৫ পৃঃ।

৬। মাদার আমেরিকা—কর্ণেল কার্লোস্; পি রোমুলো; গার্ডেন সিটি; নিউইয়র্ক; ১৯৪৩; ২৩৪ পৃঃ; ২·৫০ ডলার।

৭। দি কিউচার অব্ ইণ্ডিয়া—অধ্যাপক আর ছুপল্যাণ্ড; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস; ২০৮ পৃঃ; ৩।০।

কেইন্‌সের অর্থ নৈতিক পরিভাষা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কন্তুরচাঁদ লালুভানী, এম এ,
অধ্যাপক, কলেজ্ অব কমার্স, পুণা, অবৃত্তিক গবেষক, বঙ্গীয় বনবিজ্ঞান পরিষদ্, কলিকাতা

উপরে যে কয়েকটি সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করা হলো তাতে সেকেলে মতবাদীদের প্রথম ধারণাটি ভেঙে পড়েছে। একথা অবিশ্যি সত্যি যে একটা নির্দ্দিষ্ট সামগ্রী-পারিশ্রমিকে যে পরিমাণ শ্রমের সরবরাহ হচ্ছে তাতে নিয়োগের উর্দ্ধতন সীমারেখা টেনে দিচ্ছে। কিন্তু তা থেকে একথা বললে চলবে না যে, নিয়োগের পরিমাণ সামগ্রী-পারিশ্রমিকের মাপকাঠিতে ওজন করা শ্রমের প্রান্তিক অনুপকারিতা দিয়ে নির্দ্ধারিত হচ্ছে। উপরিউক্ত সীমারেখার মধ্যে নিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করছে দু'টি বিষয়ের উপরে—এদের একটি হলো ভোগব্যবহারের ইচ্ছা এবং অপরটি নূতন টাকা নিয়োগের হার। এই দুটি শক্তির প্রভাবেই নির্দ্ধারিত হবে নিয়োগের পরিমাণ। নিয়োগের পরিমাণ যদি সর্ব্বদাই নির্দ্দিষ্ট সামগ্রী-পারিশ্রমিকে শ্রমের সরবরাহ পরিমাণের সমান হোতো তাহলে ত সমস্ত গোলই চুকে যেত; কেননা, সে ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বের কোন সমস্যাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিব্রত করে তুলতে পারতো না। কিন্তু তা যখন হচ্ছে না তখন বুঝতে হবে যে, অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব রয়েই গেছে এবং নিয়োগের পরিমাণ এই উর্দ্ধতন মাত্রার বেশ খানিকটা নীচেই থাকছে। অবিশ্যি, নিয়োগের পরিমাণ যাই হোক না কেন এবং যেভাবেই নির্দ্ধারিত হোক না কেন, নির্দ্দিষ্ট সামগ্রী-পারিশ্রমিকের সঙ্গে এর বিশেষ রকমের যোগাযোগ রয়েছেই; কিন্তু তাই বলে একথা বলাটা ঠিক নয় যে, সামগ্রী-পারিশ্রমিকের উপরই নিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করছে। উপরিউক্ত যে দুটি শক্তির উপর নিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করছে এদুটি যদি এতদূরবদ্ধ হয় যে, তার ফলে কার্য্যকরী চাহিদার অপ্রাচুর্য্য রয়েছে তাহলে শ্রমের সরবরাহ যাই হোক না কেন, নিয়োগের পরিমাণ কার্য্যকরী চাহিদার সমান হবে এবং তার ফলে কিছু শ্রম অনিযুক্তই থেকে যাবে। কেইন্‌সের ভাষায়, যদি ভোগব্যবহারের ইচ্ছা এবং নূতন টাকা খাটাবার হার এদু'য়ের কোনকালিন অবস্থায় যদি

কার্য্যকরী চাহিদা কম হয় তাহলে সঞ্চিতাকারের নিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াবে তৎকালিন সামগ্রী-পারিশ্রমিকে যে পরিমাণ শ্রম সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে তার চাইতে কম, এবং স্থিতির অবস্থার নিয়োগের প্রান্তিক অনুপকারিতা যা হচ্ছে তার তুলনায় স্থিতিকালিন সামগ্রী-পারিশ্রমিক হবে অপেক্ষাকৃত বেশী।

এই যে অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব, কেইন্‌সের মতে, এটিই হলো দারিদ্র্যের মূল কারণ। যে দেশ যত দরিদ্র সে দেশে বুঝতে হবে যে অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব ততই বেশী, আর সেই দেশ পূর্ণনিয়োগ থেকে আছে অনেক-খানি পেছিয়ে। এ বিষয়ে সেকেলে অর্থশাস্ত্রীদের রচনাতে মস্ত একটা ফাঁক থেকে গেছে। কি যেন তাঁরা সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন; অথচ সন্ধান তাঁদের মিলছে না। সমাজ-দেহের এই দুষ্টক্ষত যখনই তীব্র আকার ধারণ করেছে, তখনই রাজনৈতিক একটা বিপ্লব হয়ত দেখা দিয়েছে; পরদুঃকাতর যাঁহারা তাঁরা হয়ত দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলেছেন; কিন্তুদিন যেতে না যেতেই আবার যা তাই। সেকেলে অর্থশাস্ত্রীরা হয় ও কথার জালে নয়ত গণিতের দুর্বোধ্যতার মধ্যে আত্মগোপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। মার্কস এই ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে সর্ব্বত্রই দেখতে পেলেন একটা নিপীড়ন বা তারই গোপন ষড়যন্ত্র। অন্ত্রোপচারই তাঁর বিধি, বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উচ্ছেদই তাঁর চরম লক্ষ্য। কিন্তু অন্ত্রোপচারে রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হবে কিনা, অনাগতকালের অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা দারিদ্র্যের সমস্যা সমাধান করতে পারবে কি না, এ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তাঁর কাছে আমরা পাইনি। এক নিপীড়নের অবসান ঘটবে বটে, কিন্তু তার আড়ালে আর এক মহা নিপীড়ন যে আবির্ভূত হবে না একথা কে বললো?

কেইন্‌সের বিশ্লেষণ-পদ্ধতির চমৎকারিত্বই হলো এইখানে। পূর্ণনিয়োগ যাই হোক না কেন, পূর্ণনিয়োগ যে সব সময়ে আসে না তার কারণই হোল কার্যকরী চাহিদার অপ্রাচুর্য্য। চাহিদাই যদি না থাকে তাহলে শুধু নিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়ে কি হবে? অতএব কার্যকরী চাহিদার অপ্রাচুর্য্য হলেই পূর্ণনিয়োগে পৌঁছাবার আগেই নিয়োগের বাড়তির পথে এসে দেবে মস্ত একটা অন্তরায়। আর প্রায় হয়েও থাকে তাই। বিষয়টিকে সেকেলে অর্থশাস্ত্রীদের ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় যে, নিয়োগের প্রান্তিক অনুপকারিতার চাইতে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদিকা-শক্তির মূল্য যতই বেশী থাক না কেন, কার্যকরী চাহিদার যদি অপ্রাচুর্য্য হয়ে থাকে, তাহলে তাতেই উৎপাদনের প্রসারের পথে মস্ত বাধা সৃষ্টি করে বসবে।

কার্যকরী চাহিদার অপ্রাচুর্য্যই যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মস্ত-বড় একটা সমস্যা, একথা হবসনই সর্ব্বপ্রথম আমাদের বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর আলোচনা-ভঙ্গী খুব বিজ্ঞান-সঙ্গত না হওয়ায় তিনি অর্থশাস্ত্রীদের কাছে বড় একটা আমল পাননি। কেইনসের "সাধারণ মতবাদ" গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর থেকে এ বিষয়ে যেন একটা নূতন আলো পাওয়া গেল। সেই সঙ্গে এসে যোগ দিল বাস্তবের ঘটনা-সংঘাত। তাই আজ অনেক দেশেই লোকে এ নিয়ে মাথা ঘামাতে সুরু করেছে যে, যুদ্ধোত্তর কালে বেকারত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার ফলে কার্যকরী চাহিদার যখন সঙ্কোচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে, তখন নিয়োগ বজায় রাখা সম্ভব হবে কি করে? সাম্রাজ্যের উপর যে সব দেশের নির্ভর তারা এই আশা নিয়ে বসে রয়েছে যে তাদের সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যে যে কার্যকরী চাহিদা রয়েছে তার সঙ্গে দেশের কার্যকরী চাহিদার যোগ দিতে পারলেই দেশের পূর্ণনিয়োগ বা তারই কাছাকাছি একটা অবস্থা আসতে পারবে। কিন্তু এই প্রকার ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যারা চলছে তাদের ভুল ভাঙতে বেশী সময় লাগবে না। সামান্য একটু বিস্তার করেই বলি। সাম্রাজ্যের লোকের কার্যকরী চাহিদা যে কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির উপর নির্ভর করছে সেই উন্নতি যদি অন্য দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের চাপে ভেঙ্গে পড়ে, তাহলে সাম্রাজ্যের লোকের কার্যকরী চাহিদা টিকে থেকে কতক্ষণ? ইংলণ্ড বোধ হয় এ বিষয়ে মস্ত একটা ভুল নীতির অনুসরণ করবে। ইংলণ্ড যদি এ দেশের চাহিদার স্বরূপ উপেক্ষা করে

কেবলই ভোগব্যবহার্য্য সামগ্রী পাঠাতে থাকে এবং তার ফলে এদেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যদি মন্দা দেখা দেয় তাহলে এদেশে বিলিতি মালের কাটতি মোটেই হবে না। বরং এদেশের দারিদ্র্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে উঠবে। একথা ইংলণ্ডের দু'একজন দূরদর্শী লোক বোধ হয় বুঝতে সুরু করেছেন এবং কোল, বেভারিজ প্রমুখ মনীষী চিন্তা করতে সুরু করেছেন যে, কিভাবে দেশের লোকের কার্য্যকরী চাহিদা বাড়িয়ে দেশের সামগ্রী দেশের লোকেরই জীবনযাত্রার মান উন্নততর করার কাজে লাগানো যেতে পারে। দুঃখের বিষয়, কেইন্‌স্ তাঁর ১৯৩৬ সনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সরে পড়েছেন এবং কিভাবে বিদেশী বাণিজ্যের বিস্তার হতে পারে, বিদেশ কিভাবে সাম্রাজ্যের এবং ভারতের বাজারে মার্কিণ প্রভুত্ব বৃদ্ধি না পেয়ে ইংলণ্ডের প্রভুত্বই কায়েম থাকতে পারে সেই নিয়েই বেশী ব্যস্ত।

আমাদের প্রধান আলোচনা থেকে অনেকখানি সরে পড়েছি। তাতেই আবার ফিরে যাওয়া যাক। কেইনস্ কার্যকরী চাহিদার অপ্রাচুর্য্যের কথা বলছেন। কিন্তু এই অপ্রাচুর্য্য আসছে কোথা থেকে? এ প্রশ্ন কেইন্‌স্ আলোচনা করেন নি এবং সেই জন্যে তাঁর রচনায় মস্ত ফাঁক রয়ে গেছে। দরিদ্র দেশের কথা ছেড়েই দিলাম; ধন-সম্পদ-বহুল দেশেও কার্যকরী চাহিদার অভাব থাকেই এবং তার ফলে পূর্ণনিয়োগ কোন দিনই আসতে পারে না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় হলো এই যে, দরিদ্র দেশে উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং উৎপাদন-ক্ষমতা, এদু'য়ের মধ্যে পার্থক্য ধনিক দেশের চাইতে অনেক কম। এর কারণ ধনতান্ত্রিক অর্থশাস্ত্রীদের কারোই রচনায় পাওয়া যাবে না। বিষয়টি শুনতেও যেন অদ্ভুত ঠেকায়। যে দেশ যত ধনী তার কার্যকরী চাহিদাও ততই বেশী হওয়া চাই। অথচ হয় ঠিক উল্টো। যে দেশ যত বিত্তশালী তার কার্যকরী চাহিদাও আনুপাতিক ভাবে কম। বরং দরিদ্র দেশে ধন-বিতরণ-বৈষম্য খুব বেশী না থাকায় সবার কার্যকরী চাহিদাই প্রায় অনুরূপ। বিত্তশালী দেশে দেশের সম্পদের মোটা একটা অংশ কতিপয় লোকের হাতে আবদ্ধ হয়ে থাকায় তার ব্যবহার হতে পারে না দশজনের কল্যাণে; তারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যায়। কেইন্‌স্ যখন বর্ত্তমান অবস্থার পক্ষে ওকালতি করছেন তখন যেন মনে হয় যে, এই সমস্যার কথা তাঁর চিন্তার কোন এক জায়গা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে; কিন্তু সুস্পষ্ট কোন আলোচনা তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায় না; তার জন্যে হাঁটতে হয় মার্ক্‌সের গ্রন্থের অধ্যায়গুলো। তাহ'লে মোটের উপর সমস্যাটি দাঁড়ালো এই যে, আমাদের কায্য পূর্ণনিয়োগ আনতে হলে চাই তদনুপাতে কার্যকরী চাহিদা; কার্যকরী চাহিদা যদি না থাকে তাহ'লে নিয়োগ কিছুতেই প্রসার লাভ করবে না; বরং মাঝপথেই স্তিমিতশীল হয়ে পড়বে। আর এই কার্যকরী চাহিদা থাকার পক্ষে অন্তরায় হয়ে পড়ছে ধন-বিতরণ-বৈষম্য এবং তারই কারণগুলো। প্রথমটির আলোচনা করেছেন কেইন্‌স্; পরবর্তী বিষয়ের আলোচনা করেছেন মার্ক্‌স্। সেকেলে অর্থশাস্ত্রীদের মধ্যে ম্যালথাস্ এ বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক রচনাভঙ্গীর অভাবে ও রিকারডোর তীব্র বিরোধিতার সামনে তাঁর এলোমেলো মত খড়ের কুটোর মত উড়ে গেল। কেইন্‌সের ভাষায়, হোসি ইন্‌ভুইজিসন্ একালে যেভাবে স্পেন বিজয় করেছিল, রিকারডোও ঠিক সেইভাবে ইংলণ্ড বিজয় করলেন। তাঁর মতবাদ যে শুধু সহরে সহরে, রাজনৈতিক মহলে এবং অধ্যাপনা জগতেই স্বীকৃত হয়েছিল তাই নয়; সেই সঙ্গে সমস্ত বাদ-বিসম্বাদের হলো অবসান। বিপরীত দলের মতামতগুলো যেন সম্পূর্ণভাবে উবে এবং এবিষয়ে আলোচনা পর্য্যন্ত উঠে গেল। ম্যালথাস্ কার্যকরী চাহিদার যত ধারা নিয়ে যেভাবে আন্দোলন করেছিলেন, অর্থনৈতিক সাহিত্য থেকে সেটি অন্তর্হিত হলো। ফলে মার্শল্, এজ্‌ওয়ার্থ ও অধ্যাপক পিগুর লেখার ভিতর—এবং এই সব লেখাই হলো সেকেলে মতবাদের পূর্ণতম রূপ—এক জায়গায়ও এর উল্লেখ পাওয়া যাবে না। ফল্গুধারার মত আত্মগোপন করে জীবনযাত্রা ধারণ করে একে থাকতে হয়েছে কার্ল-মার্ক্‌স্, সিস্‌মণ্ডি ও সেসেল্ বা মেজর ডগলাসের রচনার গভীরতম প্রদেশে অতি প্রচ্ছন্নভাবে। তারই পুনরুদ্ধার হলো কেইন্‌সের "সাধারণ মতবাদ" গ্রন্থে।

Registered No. C-1414.

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—বাঙলায় ইক্ষুচাষ। তমলুকের তাঁতীদের সাহায্য। (৬২)

আর্থিক ভারত ঃ—রেলওয়ে এঞ্জিন। পাট চাষ। (৬২)

দুনিয়ার খবরাখবর ঃ—মার্কিণ মুল্লুকে চীনা-বাদামের কদর। ইন্দোনেসিয়ার আর্থিক সম্পদ। (৬৩)

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—জাতিপুঞ্জ, খাদ্য ও কৃষি-সম্মেলন। (৬৪)

মোলাকাৎ ঃ—সোস্যালিষ্ট বনাম কমিউনিষ্ট। (৬৪)

পত্রিকা-জগৎ ৬৫

সমালোচনা ৬৬

গ্রন্থপঞ্জী ৬৭

প্রবন্ধ ঃ

ছেইনসের অর্থনৈতিক পরিভাষা

অধ্যাপক কস্তুরচাঁদ লালুয়ানী, এম এ (৬৭-৬৯)

আয় ও আয়ু

অর্থও আয়ু লইয়া কেহ জন্মায় নাই; আয়ের ক্ষমতাও মানুষের চিরদিন থাকে না—আয়ের পরিমাণও চিরস্থায়ী নয়। কাজেই আয় ও আয়ু থাকিতেই ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। জীবনবীমা দ্বারা এই সঞ্চয় করা যেমন সুবিধাজনক তেমনি লাভজনকও বটে।

এই কর্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করিবার জন্য হিন্দুস্থানের কর্মিগণ সর্বদাই আপনার অপেক্ষায় আছেন। হেড্ অফিসে পত্র লিখিলে বা দেখা করিলে আপনার উপযোগী বীমাপত্র নির্বাচনের পরামর্শ পাইবেন।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা ১০ কোটী ১৪ লক্ষ টাকার উপর

মোট চলতি বীমা	৩২ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল	৬ কোটী ২৭ লক্ষ টাকার উপর
প্রিমিয়ামের আয়	১ কোটী ৫১ লক্ষ টাকার উপর
দাবী শোধ (১৯৪৪)	প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হেড অফিস — হিন্দুস্থান বিল্ডিংস — কলিকাতা

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রহায়ণ—১৩৫২

আর্থিক উন্নতি

২০শ বর্ষ—৮ম সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্তি আমি,—'জ্যেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

ARTHIK UNNATI

(Economic Progress)

Established April, 1926

Edited by Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar, *Vidya-vaibhava*

Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).

Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta

Director

Dr. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE NOVEMBER-DECEMBER NUMBER, 1945.

Section 1. Wealth of Bengal : Re-excavation of Tanks in Birbhum, & Sugar-cane Cultivation in Bengal. p. 71.

Section 2. Economic India : Improvement of Indian Ports. Improvement of Cotton Industry in India. Import of Rice from Siam & Burma. p. 71.

Section 3. World Economy: Irrigation in the Province of Kansu. Soviet Motor Industry. P 73.

Section 4. Men, Institutions and Movements :
U. S. A. Bengali Institute of Economics. p. 73.

Section 5. Interview : Literary Criticism in Bengali Literature (Conversation between Benoy Kumar Sarkar and Subodh Ghosal). p. 75.

Section 6. World of Journals : *The Agricultural Situation*. p. 76.

Section 7. Reviews : From one Generation to Another. Relief and Re-habilitation. p. 77.

Section 8. Bibliography: 6 books announced. p. 77.

Articles: Trend of Economic Expansion in India. By Benoy Kumar Sarkar (pp. 78-81).

বাংলার সম্পদ্

বীরভূমে পুষ্করিণী সংস্কার

১৯৩৯ সনের বঙ্গীয় পুকুর উন্নতি আইন অনুসারে বীরভূমে পুকুরের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে ১৯৪১ সনে। প্রথম দুই বৎসর এই কাজ এখানে পরীক্ষামূলকভাবে চলিয়াছিল। এই দুই বৎসরে বীরভূমে যত পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করা হইয়াছে এবং নূতন যেসকল পুকুর কাটা হইয়াছে তাহার সংখ্যা প্রায় সহস্রাধিক। এই সহস্রাধিক সংস্কৃত ও নূতন খনিত পুকুরে কত বিঘা জমি সেচ পাইবে আজিকার দিনে ইহাই বড় প্রশ্ন। সমগ্র জেলা-ব্যাপী প্রায় দুই লক্ষাধিক বিঘা জমি এইসকল খনিত পুকুর হইতে সেচ পাইতেছে। আজিকার দিনে ইহা জেলাবাসী চাষী সমাজের পক্ষে সত্যই আনন্দের কথা। এই অভাবনীয় কার্যের মূলে যে উদ্যম ও অধ্যবসায় বর্ত্তমান তাহা সামান্যও নহে, উপেক্ষণীয়ও নহে। বীরভূমের চাষীর পক্ষে একমাত্র আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকা ছাড়া কোন উপায় ছিল না, এই চেষ্টার ফলে জেলার সেচ-সমস্যার অনেকটা লাঘব হইয়াছে। এই প্রচেষ্টার সহিত সহযোগিতাদ্বারাই বীরভূমের চাষীকে তাহার চাষের বহুকালের পুরাতন সমস্যা দূর করিতে হইবে।

(বীরভূম-বার্ত্তা)

বাংলায় আলু ও ইক্ষু উৎপাদন

আলুর উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য বাংলা সরকার আগামী মরশুমে সিমলা হইতে এক লক্ষ দশ হাজার মণ, আসাম হইতে ৬০,০০০ মণ, দার্জ্জিলিং হইতে ৩০,০০০ মণ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে ১০,০০০ মণ এবং বিহার হইতে ১০,০০০ মণ আলুর বীজ আমদানির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইসব বীজ চাষীদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে এই ব্যবস্থা অনুযায়ী আলুর বীজ সংগ্রহ ও বণ্টনের ভার "পশ্চিম বঙ্গ সীড্ পোটেটো এজেন্টস্ এসোসিয়েশনের" উপর অর্পিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-বঙ্গে বিভিন্ন এলাকা হইতে মনোনীত বণ্টনকারীদের মারফৎ আলুর বীজ বণ্টন করা হইবে। বিভিন্ন এলাকায় সাধারণের নিকট নিয়ন্ত্রিত মূল্যে এই বীজ-বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইবে। বাংলায় ইক্ষু চাষের জন্য কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট এলাকায় ইক্ষু বীজ বণ্টনের উদ্দেশ্যে বাংলা গভর্ণমেণ্ট ৮১,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

ইক্ষুবীজ জেলা কৃষি-অধিকারগণের মারফৎ চাষীদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে।

আর্থিক ভারত

ভারতে সামুদ্রিক বন্দরের সম্প্রসারণ

ভারত সরকারের ওয়ার-ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত স্পেশাল কমিটির বিভিন্ন সুপারিশের মধ্যে অবিলম্বে বর্ত্তমান সামুদ্রিক বন্দরসমূহের ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং পূর্ব্ব উপকূলে নূতন নূতন অনুরূপ বন্দর স্থাপন প্রভৃতি অন্যতম।

প্রকাশ যে, কমিটী অবিলম্বে মাদ্রাজ ভিজাগাপট্টম, কোচিন এবং চট্টগ্রামের ছোট বন্দরগুলির উন্নতি বিধানের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন।

ভারতে বস্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণ

ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় কেমিক্যাল মিশনের নেতা ডাঃ কে, এ, হামিদ কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি সরবরাহ সম্পর্কে ইংলণ্ডের উৎপাদনকারীদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেছেন। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, তিনি এতদ্‌সম্পর্কে সাফল্যের আশা পোষণ করেন।

ব্রহ্ম ও শ্যাম হইতে চাউল আমদানি

কয়েক জাহাজ ভর্ত্তি ব্রহ্মদেশীয় চাউল আগামী

ডিসেম্বরের মধ্যেই বোম্বাই, মাদ্রাজ, কোচিন বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইবে। বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বে কি পরিমাণ চাউল আমদানি হইবার সম্ভাবনা, সে সম্পর্কে কিছু জানা যায় নাই। এই সকল বিভিন্ন বন্দরে যে চাউল আসিবে তাহা সেখানকার এলাকার জন্য ব্যবহৃত হইবে।

শ্যাম হইতে বিশ হাজার টন চাউল বোম্বাই তিনখানি জাহাজ মাদ্রাজে পৌঁছিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। একখানি জাহাজের চাউল কোচিনকে এবং বাকী দুইটির চাউল মাদ্রাজ প্রদেশকে দেওয়া হইবে। জানা গিয়াছে যে, ইহাতে আগামী দুই মাসে প্রদেশের বিভিন্ন ঘাটতি এলাকায় চাউল সরবরাহের সুবিধা হইবে।

দুনিয়ার ধনদৌলত

কানসু প্রদেশের সেচ-পরিকল্পনা

কানসু প্রদেশের সেচ-পরিকল্পনা অনুযায়ী যে তিনটি বৃহৎ বাঁধ শেষ হওয়ার কথা ছিল, তাহা এক্ষণে সমাপ্তির পথে। এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করার জন্য কানসু প্রাদেশিক সরকারের ১০৮৫০ লক্ষ ডলার খরচ পড়িবে। অর্থাভাবের জন্য আরও একটি বাঁধ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সোভিয়েট মোটর-শিল্প

সোভিয়েট রাশিয়ার মোটর-শিল্প নির্ম্মাণের যে নূতন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সাধারণে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কার্য্যকরী হইলে উক্ত শিল্পালয়সমূহে যে পরিমাণ মোটর গাড়ী ও ট্রাক প্রস্তুত হইবে তাহাতে সোভিয়েট ইউনিয়ন অনায়াসে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের সহিত পৃথিবীর বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

আমেরিকায় বেকার-সমস্যা

১৯৪৬ সনে ৭০ লক্ষ মার্কিণ বেকার হইবে এবং জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি দশ লক্ষ লোক কর্ম্মচ্যুত করিবে। পরবর্ত্তী প্রমিক সমস্যা সমাধানেরত মার্কিণ জাতির নিকট এই সপ্তাহ-শেষে উপরোক্ত বিষাদজনক পরিস্থিতি উপস্থিত হইয়াছে। ৭০ লক্ষ কর্ম্মীর বেকার হওয়ার সংবাদ এতদিন গোপন করা হইয়াছিল। প্রতিনিধি পরিষদের এপ্রোপ্রিয়েশন কমিটির নিকট প্রদত্ত বাণিজ্য-বিষয়ক সেক্রেটারী মিঃ হেনরী ওয়ালেসের রিপোর্টে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নিকট পেশ করিবার পূর্ব্বে কমিটী কর্ত্তৃক উহা প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ ইহা প্রকাশিত হইবার ফলে গোলমাল হইবে। উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধ-পূর্ব্বকালের তুলনায় আগামী চার বৎসরে বিশুদ্ধ ব্যবসায় চলিবে। কিন্তু মজুরি এবং বেতনের আয় গত বৎসরের জাতীয় আয় ১৯৪,০০০,০০০,০০০ (প্রায় ৬৪১,০০০,০০০,০০০ টাকা) ডলারের তুলনায় ২৪,০০০,০০০,০০০ ডলার (প্রায় ৮৩,৩০০,০০০,০০০ টাকা) কম হইবে।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ

বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৯৪৫) বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের একটি অধিবেশন ১৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে হয়। শ্রীযুক্ত বিমল ঘোষ "লড়াইয়ের পরবর্ত্তী বিলাত ও আমেরিকা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত,—ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীযুক্ত অনিল মুখার্জি, "ইয়াঙ ম্যাগাজিন"-সম্পাদক সার্জেন্ট মার্টন পিয়ার, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ পাল, শ্রীযুক্ত

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিমল ঘোষ, শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার সেন, কুমারী ইন্দিরা সরকার, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিনয় রায়-চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু ঘোষ, শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দত্ত, শ্রীযুক্ত ভাষাষা বসু, অধ্যাপক রাধেশ্যাম দাস, শ্রীযুক্ত ভূপেন দাস, শ্রীসুধাকান্ত দে প্রভৃতি।

বক্তা কিছুদিন আগে ভারত হইতে ইন্‌ডাষ্ট্রিয়েল মিশনের সহিত ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের সুযোগ পাইয়াছেন। এই দিন তিনি সেই সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি প্রায় পাঁচ সপ্তাহ ইংলণ্ডে ও কয়েক সপ্তাহ আমেরিকায় অতিবাহিত করেন। ইংলণ্ডের তুলনায় তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে অধিকতর সম্পন্ন দেখিতে পান। ইংলণ্ডে গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তনের ফলে যে রুশিয়ার প্রতি বন্ধুভাব বৃদ্ধি পাইবে, তাহা তিনি মনে করেন না। ইংলণ্ডকে গৃহ-সমস্যা, ব্যাঙ্ক, ব্যবসা প্রভৃতির জাতীয়করণ ও অন্য বহু জটিল ও গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে, ইংরেজ তাহা ভাল করিয়া জানে। বক্তার মতে ইংলণ্ডে বর্ণবিদ্বেষ নাই।

আমেরিকানরা অধিকতর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী। রাষ্ট্র-নিরপেক্ষভাবে তাহারা অনেক বিরাট অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহারা অধিকতর স্পষ্টবাদী এবং গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন বলিয়া মনে হয়। সাধারণ আমেরিকান্‌কে বৃটিশের প্রতি পক্ষপাতিত্ব-বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। তবে আমেরিকার সরকারী মহল ও খবরের কাগজগুলি বৃটিশ ও বৃটিশ-ভাবাপন্ন লোকদের দ্বারা অধিকৃত বলিয়া তাহাদের আচরণ সাধারণ আমেরিকান্ হইতে পৃথক্, এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া আমেরিকার সম্বন্ধে ধারণা করা যায় না। এখনও বহুকাল ধরিয়া আমেরিকার সরকারী মহলে বৃটিশ প্রভাব বিদ্যমান থাকিবে, ইহাই বক্তার মত। এবার যখন শ্রমিকরা বিলাতে জয়লাভ করিল, তখন আমেরিকান্‌রা একটা ধাক্কা খাইয়াছিল, তাহারা ভাবিতে পারে নাই, ইংলণ্ডের মত দেশে এরূপ ঘটনা ঘটিবে। আমেরিকান্‌রা সহজে আন্তর্জাতিক প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামাইতে চায় না। কিন্তু তাহারা ধীরে ধীরে বুঝিতেছে যে, কারাক্ ধাকার নীতি শেষ পর্য্যন্ত লাভজনক নয়। ইহার পর বক্তা আমেরিকার ব্যবসা-নীতি যে ইংলণ্ডের নীতি হইতে পৃথক্ তৎসম্বন্ধেও নিজের অভিজ্ঞতা বিবৃত করেন।

উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের কেহ কেহ বক্তাকে প্রশ্ন করেন। মাকিন সার্জেণ্ট মার্টন শিল্প আমেরিকার শিক্ষা দীক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে নিজ অভিজ্ঞতা বলেন।

সভাপতি ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় বক্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর আমেরিকার ব্যবসা-রীতি, টেনেসেসি অথরিটির প্রকাণ্ড পরিকল্পনা, হোলিউডের কর্মপ্রণালী, আমেরিকান্ বীমা কোম্পানী, হোটেলজীবন প্রভৃতি সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলেন।

গবেষণাধ্যক্ষ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয় পরিশেষে বলেন, যুদ্ধশেষের অর্থনীতিতে বিভিন্ন দেশে বেকার সমস্যা বিপুলভাবে দেখা দিতে বাধ্য। কিন্তু ইংলণ্ড বা আমেরিকার তুলনায় যুদ্ধের ফলে আমাদের দেশের বেকার-সমস্যা অকিঞ্চিৎকর মনে হইবে। ভারতে দুর্ভিক্ষে বহু লক্ষ লোকের মৃত্যু প্রভৃতি যদিও যুদ্ধের পরোক্ষ ফল, তথাপি এই যুদ্ধে ইংরেজের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার তুলনায় ভারতের ক্ষতি নগণ্য। লড়াই সম্বন্ধে ইংলণ্ডের তুলনায় আমেরিকার খরচ আরও বিপুল। মার্কিণ খরচের দৌলতে পৃথিবীর নানাদেশে ব্যবসার জোয়ার আসিয়াছিল। যুদ্ধশেষে একদিন না একদিন আমেরিকা এই সব ব্যবসা হইতে সরিয়া যাইবে। তখন এই সব দেশে ভীষণ দুর্দ্দৈব আরম্ভ হইবে। আমেরিকাকেও যুদ্ধের অবস্থা হইতে শান্তির অবস্থায় ফিরিতে বহু লক্ষ লোককে বেকার করিতে হইবে।

মোলাকাৎ

সমালোচনা-সাহিত্য

(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত সুবোধরঞ্জন ঘোষালের কথোপকথন)।

প্রঃ—আপনার "রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী" দেখ্‌তে-দেখ্‌তে সেদিন একটা কথা মনে হচ্ছিল। কয়েকটা বিষয় আলোচনা কর্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে। আচ্ছা বলুন তো,—বাঙালী লেখকদের ভেতর সাহিত্য-সমালোচকদের ঠাঁই কিরূপ?

উঃ—সাহিত্য-সমালোচনার "বই" বাঙালীর হাতে আজকাল বেরুচ্ছে মন্দ নয়। ১৯০৫ সনের বঙ্গ-বিপ্লবের পূর্ব্বে, এমন কি ১৯০০ সনের আগেও "বই" বেশী ছিল না। তবে সাহিত্য-সমালোচনায় বাঙালী হাত চিরকালই হাত মেখিয়ে চ'লেছে। রামমোহনের যুগে যেই সংবাদপত্র সুরু হ'ল অমনি সঙ্গে-সঙ্গে কিংবা-কিছু সাহিত্য-সমালোচনারও সূত্রপাত হয়। সংবাদ-পত্রের সেই ধারা চল্‌ছে আজও। কবিরাও সমালোচক ছিলেন। সেকালের রঙ্গলাল আর একালের গিরিশ ইত্যাদি অনেক কবিই সমালোচক। তাছাড়া মাসিক পত্রিকা-গুলার ভেতর সাহিত্য-সমালোচনা সর্ব্বদাই উল্লেখ-যোগ্য আকারে দেখা গিয়েছে। এই ক্ষেত্রে বিশেষত্বশীল মাসিক সেকালের সুরেশ সমাজপতির "সাহিত্য" আর একালের সজনী দাসের "শনি-বারের চিঠি"। "বিশেষত্বশীল" মানে গালাগালি কর্‌তে ওস্তাদ। যারা গাল খায় না তাদের,—অর্থাৎ মামুলি পাঠকদের,—লাগে ভাল। গাল-খেকো লেখকও তাতে কিছু-কিছু চুরস্ত হয়। যারা গালাগালি করে তারা অনেক সময়েই হয়ত গালাগালি কর্‌তে অধিকারী নয়। যা'ক্,—সেকথা আলাদা।

প্রঃ—১৯০০ সনের আগে বাংলায় সাহিত্য-সমালোচনার "বই" ছিল না বল্‌ছেন কেন?

উঃ—"বেশী" ছিল না বল্‌ছি। আসল কথা, অন্যান্য বিভাগেও "বই"-লেখালেখির কারবার হালের জিনিষ। যতদূর মনে প'ড়্‌ছে,—সমালোচনার সংসারে সেকালে বঙ্কিম ছিলেন বাদশা আর রবি ছিলেন রাজা। তাঁদের নামডাক সর্ব্বত্র। চন্দ্রনাথ বসুর "শকুন্তলা-তত্ত্ব" সবলেই প'ড়েছে। বুড়ো অক্ষয় সরকার ছাড়া আর কারু লেখা সমালোচনার "বই" চোখে দেখিনি। দীনেশ সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" (১৮৯৬) আর যোগীন বসুর "মাইকেল"-বইকেও সমালোচনা-সাহিত্যের ভেতর ফেল্‌তে হবে। প্রভেন শীলের "নিউ এসেজ্ ইন ক্রিটি-সিজ্‌ম" ও অবশ্য সমালোচনার বই। তবে এটার নাম অনেকেই জান্‌তো না। আজও বোধ হয় মাত্র দু'চার জন লোক জানে। এই অধমের হাতে "রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী" বইয়ের আকারে বেরোয় ১৯১৪ সনে। ঘটনাচক্রে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বোধ হয় এইটাই দুনিয়ার প্রথম গ্রন্থ। তখন শশাঙ্ক সেনের রচনাবলী ("বাণী, পদ্মা:") বেরুচ্ছে মাসিকে। "সুরভি"-পত্রিকায় তাঁর কোনো-কোনো রচনা প্রকাশ ক'রেছিলাম মনে পড়্‌ছে। ব্যস। এই গেল ১৯১৪ সন পর্য্যন্ত কিরিস্তি। সত্যি কথা—তখনকার দিনে সাহিত্য-সমালোচনার "বই" এক প্রকার ছিল না বলা চলে। সেকালে ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়ও সমালোচনায় হাত দেখাতেন। তাঁর "কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব" বেরোয় ১৯১৪ সনের পরে।

প্রঃ—আজকাল সমালোচনার বই অনেক কি?

উঃ—নিশ্চয়ই অনেক। তবে আরও বেশী হওয়া উচিত। ১৯২৫ সনে দেশে ফির্‌বার পর,—নানা সার্ব্ব-জনিক সভায় অভিধি-সভাপতি বা আর-কিছু হ'তে হ'য়েছে। সভায় যাওয়া-আসা করা ঠিক যেন অনেকটা পেশা দাঁড়িয়ে গেছে। কাজটা অনেক

সময়ই আমার পছন্দসই নয়। কিন্তু মোটের উপর তাতে আমার আত্মিক বা সাংস্কৃতিক লাভ মন্দ হয় নি। দেখেছি অনেককে সাহিত্য ও শিল্পের সমালোচনা-মূলক বক্তৃতা করতে। আলোচনা-সমূহের ভেতর স্বাধীন চিন্তার পরিচয়ও পেয়েছি। এই সব বক্তারা "বইয়ের" লেখক হ'লে বাংলার সমালোচনার ঘর বেশ পুরু হ'তে পারে। ১৯৩৭ সনের পর কয়েকখানা বই বেরিয়েছে। সে-সব উল্লেখযোগ্য।

প্রঃ—কোন্ শ্রেণীর বক্তারা সমালোচনায় নাম করছেন?

উঃ—কতকগুলা বক্তা খাতির নদারৎ। এই সব ঠোঁট-কাটা বক্তা-সমালোচকদের আমি প্রাণে-প্রাণে পছন্দ করি। এরা আমার মাসতুতো ভাই। তা ছাড়া বাংলা দেশের বিভিন্ন কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক আছেন গণ্ডা-গণ্ডা। তাঁদের অনেকেই বেশ-পাকা সাহিত্য-সমালোচক। ধরণী সমজদার। রসবিশ্লেষণের শক্তি আছে। ইংরেজির অধ্যাপকদের ভেতরও কেহ-কেহ এই দিকে ওস্তাদ। ক'দিন আগে (১৮ ডিসেম্বর ১৯৪৩) অমিয় চক্রবর্ত্তীর বক্তৃতা হ'লো রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অব কালচারের তত্ত্ববিরে। স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ'র তলবে এই অধমকে সভাপতি হ'তে হ'য়েছিল। অমিয় চক্রবর্ত্তীর মন্তব্যগুলা চিন্তাশীল আর প্রায়ই সমর্থনযোগ্য।

পত্রিকা-জগৎ

"দি এগ্রিকাল্‌চারাল সিচুয়েশান"

(আগষ্ট, ১৯৪৪)

আলোচ্য পত্রিকার সমালোচনা-দীর্ঘক প্রবন্ধে দেখা যায়, ১৯৪৪ সনে ১৯৪৩ সনের তুলনায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আহার্য্য দ্রব্য উৎপাদন হ্রাস পাইবে ৪%; কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের তুলনায় চাহিদা বাড়িবে এক-তৃতীয়াংশ। কাজেই এই সনে আমেরিকাকে খাদ্য দ্রব্যের বিলি-ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে বিশেষ হুশিয়ার হইয়া।

চিনি উৎপাদন

১৯৪৩ সনের তুলনায় ১৯৪৪ সনে মার্কিণ মুল্লুকে চিনি উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ ৪ লক্ষ টন। মোট উৎপাদনের পরিমাণ এক লক্ষ টন বৃদ্ধিসত্ত্বেও মার্কিণবাসীর চিনির অভাব রীতিমত থাকিয়া যাইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ফিলিপাইন, জাভা, কিউবা ও ইউরোপ হইতে আমেরিকায় চিনি আমদানি হইত। ফিলিপাইন হইতে চিনি আসিত ১০ লক্ষ টন; জাভার মোট ১০ লক্ষ টন রপ্তানি চিনির কিছু অংশ যুক্তরাষ্ট্রেও পৌছিত। কিউবা দ্বীপে, ১৯৪৪ সনে ৫৩ লক্ষ টনের স্থলে ১৯৪৫ সনে হইয়াছে ৩৯ লক্ষ টন।

মোটের উপর, গোটা দুনিয়ার চিনি উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে যথেষ্ট পরিমাণে। উৎপাদন প্রাক্-যুদ্ধ অবস্থায় পৌছিতে এখনও বহু বিলম্ব। কাজেই এখনও কিছু সময় মার্কিণ অধিবাসীদিগকে চিনির অভাব সহ্য করিতে হইবে।

তৈল ও চর্ব্বি

১৯৪৫ সনে ১৯৪৪ সনের সমান তৈল উৎপাদনের সম্ভাবনা। ১৯৪৫ সনে মোট তৈল বীজের আবাদ হইয়াছে ৪ কোটী একর অর্থাৎ ১৯৪৩ সনের তুলনায় প্রায় ১০ লক্ষ একর কম জমিতে। কিন্তু কার্পাস আবাদের পরিমাণ ২০ লক্ষ একর হ্রাস এবং সয়াবিন ও চীনাবাদামের আবাদ কিছু হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও মসিনার আবাদ ১০ লক্ষ একর বর্দ্ধিত হওয়ায় মোট তৈল উৎপাদন ঠিক একই কোঠায় আসিবে।

১৯৪৫ সনে মোট তুলা আবাদের পরিমাণ ১৮৪ লক্ষ

একর, ১৯৪৪ সনে ২০৪ লক্ষ একর। চীনাবাদামে আবাদের পরিমাণ ৩৯ লক্ষ একর, সয়াবিন ১৩৩ লক্ষ একর। ১৯৪৭ সনে এই দুই তৈলবীজের আবাদ প্রায় একই পরিমাণ ছিল। আলোচ্য সনে মসিনা আবাদের পরিমাণ ৪১ লক্ষ একর; পূর্ব্ববর্ত্তী সনে ছিল ৩১ লক্ষ একর। কাজেই ১৯৪৮ সনে মসিনার তৈলের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৩২৭ লক্ষ বুশেল। ১৯৪৪ সনে মসিনার তৈল উৎপন্ন হইয়াছিল ২৩৪ লক্ষ বুশেল।

সমালোচনা

ক্রম ওয়ান জেনারেশন টু অ্যানাদার, ১৮৩৯-১৯৪৪; হিল্‌ডা মার্টিন ডেল; লণ্ডন; জর্জ অ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইন্; ১৯৪৪; ১০৮ পৃঃ; ১২ শিঃ ৬ পেঃ।

লেখিকার আত্মজীবনী। ইনি ১৯০০ সনে বিলাতে ফ্যাক্টরী ইন্‌স্‌পেক্টার নিযুক্ত হন এবং ১৯২৫ সনে ডেপুটী চিফ্ ইন্‌স্‌পেক্টার অব্ ফ্যাক্টরীজ্ পদে উন্নীত হইয়া উক্ত পদে আট বৎসর নিযুক্ত থাকেন। বিংশশতাব্দীর প্রথম ৩৭ বৎসরে কলকারখানার নারী ও শিশু শ্রমিকদের হালচাল সম্বন্ধে তদারকের জন্য দায়িত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে যেসমস্ত নানা প্রকার দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় আলোচ্য গ্রন্থে তাহার নিখুঁত আলেখ্য স্থান পাইয়াছে। নারী স্বাধীনতার অগ্রদূতীরা মেয়েদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য যে আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছেন তাহারও বিভিন্ন দিক্ সম্বন্ধে গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। লেখিকার মতে এই সমস্ত অগ্রদূতীদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

রিলিফ অ্যাণ্ড রিহ্যাবিলিটেশন্—নিউইয়র্ক; ইন্‌স্টিটিউট অব জুইশ্ অ্যাফেয়ার্স; ১৯৪৪; পৃঃ ২৩৩; ২ ডলার।

ইহুদী দৃষ্টিকোণ থেকে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পুনর্গঠন ও পুনর্ব্বসতির পরিকল্পনা সম্পর্কে ইহুদীদের বিশেষ সমস্যাগুলা এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থখানায় এই নবগঠিত বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের মোটামুটি পরিচয়, রিলিফ নীতিসমূহ, রিলিফের চৌহদ্দী, গৃহচ্যুত লোকদের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাহায্য ও পুনর্গঠন বিষয়ক কাউন্সিলে উপস্থাপনের জন্য কতকগুলা প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে যুদ্ধোত্তর রিলিফ সমস্যা-সমূহের পূর্ণ তালিকা স্থান লাভ করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। দি প্রবলেম অব্ ইণ্টার-আমেরিকান অর্গেনিজেশন্; এম মার্গারেট্ বল; কালিফোর্ণিয়া; ষ্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটী প্রেস; ১৯৪৪; ১১৭ পৃঃ; ২৬ ডলার।

২। সিটিজ্ অব্ ল্যাটিন আমেরিকা; ক্রান্সিস্ ভারোলিয়া; নিউইয়র্ক; রেন্‌হোল্ড পাবলিশিং কর্পোরেশন্; ১৯৪৪; ২৪১ পৃঃ; ৩·৫০ ডলার।

৩। দি ফিউচার অব্ দি ফার ইষ্ট; হ্যারি পাক্সটন হাউয়ার্ড; নিউইয়র্ক; পোষ্টওয়ার ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল; ১৯৪৪; ২৭ পৃঃ; ১০ সেণ্ট।

৪। লেবার ইন্ আমেরিকা; হারল্ড ইউ ফক্‌নার ও অ্যাকিটার; নিউইয়র্ক হার্পার অ্যাণ্ড ব্রাদার্স; ১৯৪৪; ৩০৫ পৃঃ।

৫। জন ব্রাসেল সেজ্; জন ব্রাসেল্; টোরোণ্টো, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস; ১৯৪৪; ১৩৪ পৃঃ; ৩৫ সেণ্ট।

৬। ওয়ারটাইম্-ওয়েজেস্ অ্যাণ্ড রেলরোড্ লেবার; এ এফ হুইট্‌নি; ক্ল্যাড্‌ল্যাণ্ড; ব্রাদারহুড্ অব্ রেলরোড ট্রেনমেন্; ১৯৪৪; ২২৪ পৃঃ।

আর্থিক ভারতে বাড়তির ধারা *

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

আর্থিক ভারতের হালচাল সম্বন্ধে দেশে ও বিদেশে অনেক-কিছু ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। এক শ্রেণীর ভারতীয় অর্থনীতিবিদ্ তথা রাজনীতিকরা প্রায়ই বুলি আওড়াইয়া থাকেন, দেশটা ক্রত অবনতির পথেই অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু বস্তু-নিষ্ঠ-ভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, আর্থিক ভারত উন্নতির পথেই আগাইয়া চলিয়াছে। তবে বাড়তির ধারাটা দুনিয়ার অগ্রগামী দেশগুলার মাপে নিতান্ত ছোট।

ভারতে আর্থিক বাড়তির অরিপের সময় শুধু সংখ্যার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অনেকে আর এক রকমের ভুল ধারণা সৃষ্টি করেন। শুধু অঙ্কের বহর দেখিয়া এঁরা মনে করেন, ভারত ত' রীতিমত সমৃদ্ধিশালী। কিন্তু তাঁরা ভুলিয়া যান, দেশটা আকারে যেমন বড়; অধিবাসী সংখ্যাও তেমনি বিপুল। ৩০ কোটি নর-নারীর পক্ষে এই সংখ্যাগুলা এমন কিছু হাড়ি-ফোড়া নয়। মাথা পিছু সম্পদের হিসাবে দেখা যাইবে ভারত নিতান্ত গরীব দেশ। দুনিয়ার বহরের পেছনে পড়িয়া আছে। তবুও ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, ভারতবাসীর মাথা-পিছু ধন-দৌলৎ বেশী না হইলেও অল্প পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে।

আর্থিক ভারতকে অরিপ করিতে হইলে প্রথমেই নজর দেওয়ার দরকার কয়লা, লোহা-ফলক, সিমেণ্ট প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য উৎপাদনের দিকে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ভারতবাসী যে কত পশ্চাতে তাহা নিম্নের মাপ-জোকের উপর চোখ বুলাইলেই বেশ বোঝা যাইবে :—

১৯৩৭ সনে উৎপাদনের হিসাব (মিলিয়ন টন)

দেশ	কয়লা	লোহা	ইস্পাত	সিমেণ্ট
ভারতবর্ষ	২৮	১½	১	১½
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	৩৫০½	১৯½	৩৮½	২০
সোভিয়েট রুশিয়া	১৩৩	১৫	১৮½	৪½

ভারতবর্ষ ক্রমশঃ শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত হইতেছে। এখানেও বাড়তির ধারা চলিতেছে অবিরত ও বরাবর। নিম্নের তুলনামূলক মাপজোকগুলার উপর দৃষ্টিপাত করিলেই এই কথাটা সহজে বুঝা যাইবে।

শিল্পোন্নতির গতিভঙ্গী (১৯৩২-৪১)

উৎপাদন	১৯৪০-৪১		১৯৩৮-৩৯		১৯৩১-৩৩	
কাঁচা লোহা	১,৯৫৯,০০০	টন	১,৪৭৫,০০০	টন	৮৮০,০০০	টন
ইস্পাত	১,৯৫৮,০০০	টন	৯৭৭,০০০	টন	৫৯১,০০০	টন
ইস্পাতের জিনিষ	৯২৫,০০০	টন	৭২৬,০০০	টন	৩৫৯,০০০	টন
সালফিউরিক এসিড	৭৭৮,০০০	হন্দর	৫১২,০০০	হন্দর	৪৮৪,০০০	হন্দর
সিমেণ্ট	১,১৮৩,০০০	টন	১,৫১২,০০০	টন	৫৯০,০০০	টন
চিনি	২০,১৪৯,০০০	হন্দর	১৩,০৬০,০০০	হন্দর	৬,৭৭৮,০০০	হন্দর
কাগজ	১,৮২১,০০০	হন্দর	১,১৮৪,০০০	হন্দর	৮০৪,০০০	হন্দর
পাটের জিনিষ	১,২৪৭,০০০	টন	১,২২১,০০০	টন	৯০৩,০০০	টন
কার্পাস বস্ত্র	১,১৮৪,০০০,০০০	গাঃ	৯২০,০০০,০০০	গাঃ	৬৯৫,০০০,০০০	গাঃ
„ সুতা	১,৬৮০,০০০,০০০	গাঃ	১,৩০৩,০০০,০০০	গাঃ	১,০১৬,০০০,০০০	গাঃ

* মার্কিণ কৌজের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯৪১) তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম। সার-সংগ্রাহক মন্মথনাথ সরকার, এম এ।

কলকারখানার শ্রমিকের সংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২৩ সনের তুলনায় ১৯৩৯ সনে বাড়িয়াছে ৩২%; কিন্তু ১৯৩৯ সন হইতে ১৯৪৩ সন পর্য্যন্ত বাড়তির হার ৩৮%। নিম্নে ১৯১৩ সন থেকে ১৯৪৩ সন পর্য্যন্ত দশ বৎসরের শ্রমিক সংখ্যার তুলনামূলক পরিচয় দেওয়া গেল :—

১৯২৩	১,৩২৩,০০০
১৯৩৫	১,৫২১,৮০০
১৯৩৯	১,৭৪১,০০০
১৯৪৩	২,৪০৭,০০০

লড়াইয়ের যুগে কল-কারখানার সংখ্যা, মজুর সংখ্যা, উৎপাদনের পরিমাণ, সবই অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছিল নিশ্চয়ই। তবে যুদ্ধ-কালীন অতিমাত্রার উৎপাদন ও অস্বাভাবিক সংখ্যায় লোকজনের-নিয়োগ সাময়িক ব্যাপার মাত্র। যুদ্ধের বাজনা থামার সঙ্গে সঙ্গে এই অতি-বাড়তি হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। অবস্থা আবার যুদ্ধ-পূর্ব্ব অবস্থাতেই ফিরিয়া যাইবে। তাহা সত্ত্বেও ভারতে শিল্প-প্রগতির স্বাভাবিক ধারা ব্যাহত হইবে না। তবে বাড়তির হার যে তেমন-কিছু হাতি-ঘোড়া নয় তাহা সহজেই অনুমেয়।

এখন ভারতীয় অধিবাসীদের বৃত্তি বা কাজকর্মে নিয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক তাহাদের অবস্থা কিরূপ। কৃষি ও কল-কারখানায় রোজগারশীল কতজন নিযুক্ত আছে তাহা খতাইয়া দেখিলে স্পষ্টই বোঝা যায়, যান্ত্রিক যুগে ভারতের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা কল-বলকান চক্রের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে এ-সম্বন্ধে তুলনামূলক হিসাব প্রদত্ত হইল :—

মোট অধিবাসীর তুলনায় কৃষিকাজে রোজগার শীল ব্যক্তিদের শতকরা হিস্যা (১৯৩০)

(ক)

মোট অধিবাসীর ২৫%এর বেশী

লিথুয়ানিয়া	৪৮	৬।	এস্তোনিয়া	৩৭
বুলগেরিয়া	৪৪	৭।	ফিনলাণ্ড	৩৩
লাৎভিয়া	৪২	৮।	ভারতবর্ষ	৩৩
রুমানিয়া	৪১	৯।	হাঙ্গেরী	২৭
পোলাণ্ড	৪০	১০।	ইতালি।	২৭
১১। পর্ত্তুগাল	২৬			

(খ)

১০ থেকে ২৫%এর মধ্যে

ফ্রান্স	২৩	৮।	জার্ম্মাণি	১৬
মেক্সিকো	২৩	৯।	নরওয়ে	১৫
অষ্ট্রেলিয়া	২২		ডেনমার্ক	১৫
স্পেন	২১		চীন	১৪
সুইডেন	১৮		ক্যানাডা	১৩
চেকোস্লোভাকিয়া	১৮		সুইজারল্যাণ্ড	১২
গ্রীস	১৭		মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	১০

(গ)

মোট অধিবাসীর ১০%এর নীচে

অষ্ট্রিয়া	১০	৪।	বেলজিয়াম	
হল্যাণ্ড	৯	৫।	আর্জ্জেন্টিনা	
নিউজিল্যাণ্ড	৯	৬।	বিলাত	

মোট অধিবাসীর তুলনায় কলকারখানার রোজগার-শীল ব্যক্তিদের শতকরা হিস্যা

(ক)

মোট অধিবাসীর শতকরা ১৫%ও বেশী

বিলাত	২৪	৪।	বেলজিয়াম	১৯
জার্ম্মাণি	২১	৫।	অষ্ট্রিয়া	১৮
সুইজারল্যাণ্ড	২০	৬।	ফ্রান্স	১৮
৭। হল্যাণ্ড	১৪			

(খ)

মোট অধিবাসীর ৫ হইতে ১৫%র মধ্যে

অষ্ট্রেলিয়া	১৪	৮।	পর্ত্তুগাল	১০
চেকো-স্লোভাকিয়া	১৪	৯।	আর্জ্জেন্টিনা	১০
সুইডেন	১৩	১০।	নিউজিল্যাণ্ড	১০
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	১৩	১১।	চীন	৯
ইতালি	১৩	১২।	ক্যানাডা	৯
ফিনলাণ্ড	১২	১৩।	হাঙ্গেরী	৮
নরওয়ে	১২	১৪।	ডেনমার্ক	৮
এস্তোনিয়া	৮			

(গ)

৫% ও তাহার কম

ভারতবর্ষ	৪	৫।	রুমানিয়া	৪
স্পেন	৫	৩।	বুলগেরিয়া	৪
গ্রীস	৫	৭।	মেক্সিকো	৪
পোলাণ্ড	৫	৮।	রুসিয়া	৪
৯। সিথুয়ানিয়া	৪			

ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্যেরও যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে বলিয়া আজকাল লোকের মুখে প্রায়ই বুলি শুনা যায়। এই মতটা বস্তুনিষ্ঠ নয়। ভারতে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বাড়তির হার অবশ্যই যৎ-সামান্য। একর-পিছু উৎপাদন-বৃদ্ধি তথা উন্নত ধরণের শস্য প্রবর্ত্তন দুইদিক দিয়াই বাড়তির লক্ষণ সুস্পষ্ট। নিম্নে বিভিন্ন শস্যের একর-পিছু উৎপাদন-বৃদ্ধির পরিচয় দেওয়া গেল।

(পাউণ্ডের হিসাব)

শস্য	১৯২০-২১	১৯৩৯-৪০
ধান	৭৭৩	৭৮৬
গম	৬১৯	৭৬৪
যবিনা	২১৬	২৯৬
তুলা	৭০	১০৩
পাট	১,০৪৬	১,১৫৭
চা	৪৯৪	৪৫৬
ইক্ষু	১,১৯৫	২,৭৬৭

উন্নত ধরণের শস্য আবাদ বৃদ্ধি পাইয়াছে ও ১৯২০ সনে উন্নত ধরণের শস্য আবাদের পরিমাণ ৩,০০০,০০০ একর হইতে ১৯৩৯ সনে ২৩,৮২০,০০০ একর বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯৩৯ সনে মোট শস্য আবাদের পরিমাণ ২০৯,০০০,০০০ একর। নিম্নের তালিকায় উন্নত ধরণের শস্য আবাদের বিস্তৃত পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

শস্য	১৯২০-২১	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৮-৩৯
			(মোট আবাদ)
ধান	৪,৩৬২,০০০	৬৯,০০০,০০০	
গম	৭,৮০৩,০০০	২৭,০০০,০০০	
তুলা	১,১১৬,০০০	৬,১৪৬,০০০	১৪,০০০,০০০
পাট	৪৭,০০০	১,৫০৮,০০০	৩,১১৪,০০০
ইক্ষু	১০,০০০	২,০৯৩,০০০	১৪,০০০,০০০
মোট শস্য	৩,২৯৯,০০০	২৩,৮১৯,০০০	২০৯,০০০,০০০

ভারতের কৃষি-ক্ষেত্রে জল-সেচের বহর বাড়িয়া চলিয়াছে। নীচের অঙ্কগুলার উপর চোখ বুলাইলে তাহা বেশ বোঝা যাইবে।

সেচযুক্ত জমি (একর)

	১৯২০-২১	১৯৩৯-৪০
সেচযুক্ত জমির		
পরিমাণ	৩৮,০০০,০০০	
মোট আবাদী জমির		
শতকরা হিস্যা	২৪	২৬
নিযুক্ত মোট পুঁজি	৭,২৩৫,০০০৲টাকা	১৫,৩৮৯,০০০৲টাকা

মোটের উপর ভারতবাসী ক্রমশঃ অধিকতর দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে না। তবে দেশ এখনও দরিদ্র। ভারত-বাসীর মাথা-পিছু খাদন ও ক্রয়-ক্ষমতা দুইই অত্যন্ত কম। কিন্তু পরিমাণে কম হইলেও ভারতবাসীর জীবনযাত্রা-প্রণালী যে বাড়িতেছে তাহা নীচের মাপজোক হইতে স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হইবে।

মাথাপিছু বার্ষিক খাদনের হার

বিভিন্ন দফা	১৯২০-২১	১৯৩৮-৩৯
কার্পাস বস্ত্র (গজ)	১২·৬	১৭·৬
কেরোসিন (গ্যালন)	·৫১	·৫৮
চিনি (পাউণ্ড)	৪·৬	৬·৪
চা (পাউণ্ড	·৪৪	·৫৫

ভারতীয় নরনারীর গড়পড়তা পরমায়ু বাড়িয়াছে। ১৯১১ সনে গড় পরমায়ু ছিল ২৩ বৎসর, বর্ত্তমানে উহা ২৭ বৎসর। আর্থিক ভারতের সম্যক পরিচয় লাভের পক্ষে বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যেরও পরিচয় লাভের দরকার। যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষের ব্যবসা-বাণিজ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বড় রকমের স্থান অধিকার করিবে। জাপান ও জার্ম্মানি এখন অধঃপতিত। একমাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই ভারতের বাজারে

বিলাতের সাথে পাল্লা করিতে আরম্ভ করিবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯৩৮-৩৯ সনে মোট ভারত-মার্কিণ ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২২৭ মিলিয়ন টাকা। বিলাতের পরেই (১,০২০ মিলিয়ন) প্রথম স্থান ছিল জাপানের (৩০০ মিলিয়ন টাকা), দ্বিতীয় স্থান মার্কিণের। তৃতীয় স্থান জার্ম্মাণির (২১৪ মিলিয়ন টাকা)। এই সনে ভারতের মোট বিদেশী বাণিজ্যের পরিমাণ ৩,১৫১ মিলিয়ন টাকা। নিম্নে ভারত-মার্কিণ বাণিজ্যের পূর্ণ পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

ভারত-মার্কিণ বাণিজ্য (১৯৩৮-৩৯)

	মিলিয়ন টাকা	ভারত হইতে মোট রপ্তানি (মিলিয়ন টাকা)
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	১৩৯	
বিলাত	৫৫৫	
জাপান	১৪৬	
জার্ম্মাণি	৮৬	

আমদানি	মিলিয়ন টাকা	ভারতে মোট (আমদানি মিলিয়ন টাকা)
যুক্তরাষ্ট্র	৯৮	
বিলাত	৪৬৫	
জাপান	১৫৪	
জার্ম্মাণি	১৩৯	

যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে আমদানি প্রধান প্রধান পণ্য দ্রব্য (১৯৪০-৪১)

মেশিনারি	৩০,৮৪৫,০০০৲ টাকা
রং ও ট্যানিংয়ের দ্রব্য	২৩,৮০৯,০০০
কাগজ ও পেষ্টবোর্ড	১১,৬১৬,০০০
যন্ত্রপাতি	১১,৪১৮,০০০
তুলা	৮,০৪১,০০০
তামাক	৭,৬৮৫,০০০
রবারের জিনিষ	৬,১১৮,০০০
তামা	৫,৫৩০,০০০
ঔষধপত্র	৪,৫০৯,০০০ ,,

ভারত হইতে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি প্রধান প্রধান পণ্যদ্রব্য (১৯৪০-৪১)

থলিয়া	১২৩,৩৫৮,০০০৲ টাকা
চামড়া	১৮,৫১৭,০০০৲ ,,
লাক্ষা	১৬,৫৪০,০০০৲ ,,
ফল, শাক্-সব্জী	১৩,৮৬৭,০০০৲ ,,
পাট	১৩,০৩৩,০০০৲ ,,
তুলা	১১,৩৭৬,০০০৲ ,,
চা	৬,৯১৯,০০০৲ ,,

Registered No. C-1414.

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—বীরভূমে পুষ্করিণী সংস্কার। বাংলার আলু ও ইক্ষু উৎপাদন। ৭১

আর্থিক ভারত ঃ—ভারতে সামুদ্রিক বন্দরের সম্প্রসারণ। ভারতে বস্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণ। ব্রহ্ম ও শ্যাম হইতে চাউল আমদানি। ৭১

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—কানপুর প্রদেশের সেচ পরিকল্পনা। সোভিয়েট মোটর-শিল্প। ৭৩

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—আমেরিকার বিপুল বেকার সমস্যা। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ। ৭৩

মোলাকাৎ ঃ—সমালোচনা সাহিত্য

পত্রিকা-জগৎ ঃ—দি এগ্রিকালচারাল সিচুয়েশন ৭৬

সমালোচনা

গ্রন্থপঞ্জী

প্রবন্ধাবলী ঃ—আর্থিক ভারতে বাড়তির ধারা বিনয়কুমার সরকার ৭৮

আয় ও আয়ু

অথচ আয়ু লইয়া কেহ জন্মায় নাই; আয়ের ক্ষমতাও মানুষের চিরদিন থাকে না—আয়ের পরিমাণও চিরস্থায়ী নয়। কাজেই আয় ও আয়ু থাকিতেই ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। জীবনবীমা দ্বারা এই সঞ্চয় করা যেমন সুবিধাজনক তেমনি লাভজনকও বটে।

এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করিবার জন্য হিন্দুস্থানের কর্ম্মিগণ সর্ব্বদাই আপনার অপেক্ষায় আছেন। হেড্ অফিসে পত্র লিখিলে বা দেখা করিলে আপনার উপযোগী বীমাপত্র নির্ব্বাচনের পরামর্শ পাইবেন।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা ১০ কোটী ১৪ লক্ষ টাকার উপর

মোট চলতি বীমা	৩২ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল	৬ কোটী ২৭ লক্ষ টাকার উপর
প্রিমিয়ামের আয়	১ কোটী ৫১ লক্ষ টাকার উপর
দাবী শোধ (১৯৪৪)	প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হেড অফিস — হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস — কলিকাতা

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পৌষ—১৩৫২

আর্থিক উন্নতি

২০শ বর্ষ—৯ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমার জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

CALCUTTA UNIVERSITY

ARTHIK UNNATI

(Economic Progress)

Established April, 1926

Edited by Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar, *Vidya-vaibhava*

Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).

Office: 9, Panchanan Ghosa Lane (off Amherst Street), Calcutta.

Director

DR. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE DECEMBER (1945)—JANUARY (1946) NUMBER.

Section 1. Wealth of Bengal: Cultivation of Ground-nuts in Bengal. Import of Rice in Bengal. Procuring Rice in East Bengal. p. 84.

Section 2. Economic India : Income & Expenditure of the Central Government. Insurance Business in India. Provident Societies. (pp. 84-86).

Section 3. World Economy: Scarcity of Food in Japan. Problem of Selling Egyptian Cotton. Export Trade of U. K. Anglo-Egyptian Commercial Discussions. (pp. 86-87).

Section 4. Men, Institutions and Movements : Trade Union Movement in U. K. Labourers in Assam Tea-Plantations. (pp. 87-88).

Section 5. Interview : Literary Criticism in Bengali Literature (pp. 89-90).

Section 6. World of Journals : *The Bulletin of International News.* p. 91.

Section 7. Reviews : German Communists—Spartacus. (pp. 91-93).

Section 8. Bibliography: 8 books announced. p. 93.

Articles: New Possibilities in World Trade. By Benoy Kumar Sarkar. (pp. 94-95).

বাংলার সম্পদ্

বাংলায় চিনাবাদামের চাষ

বাংলা গভর্ণমেণ্ট ৮৩,৪৮৮ টাকা ব্যয়ে বাংলায় চীনা বাদাম চাষের প্রসার সাধনের জন্য প্রথম বৎসর একটি মৈবাবিক পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। বিগত আগষ্ট মাসে ভারত সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত খাদ্য সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনের যে সুপারিশ করা হইয়াছে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ঢাকা জেলায় ৩টি কেন্দ্র এবং ময়মনসিংহ জেলায় ২টি কেন্দ্র করিয়া ঢাকা সার্কেলে প্রথমতঃ এই কাজ করা হইবে। এইসব কেন্দ্রে ভাল জাতের চীনাবাদামের বীজ বেশী করিয়া বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে বছরে প্রায় ৫০ লক্ষ টন চীনাবাদাম উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে ভারতে প্রায় ৩০ লক্ষ টন্ উৎপন্ন হয়। বাংলায় প্রায় ৩,০০০ একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ হয়। উৎপন্নের পরিমাণ নগণ্য।

বাংলায় চাউল আমদানি

১৯৪৫ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষার্দ্ধে বিদেশ হইতে ৫,৪৩,২১০ মণের অধিক চাউল, ব্রহ্মদেশ উপত্যকা হইতে ৮০,২১৫ মণ ধান, এবং আসাম উপত্যকা হইতে ৮,৩৯০ মণ চাউল ও ২৩,৬৫০ মণ ধান কলিকাতায় আসিয়াছে।

১৯ শে ডিসেম্বর তারিখে চাউলের গড়পড়তা মূল্য মণ প্রতি এক আনা কমিয়া ১১৸৵০ আনা দাঁড়াইয়াছে। ঘাটতি এবং আবলম্বী জেলাগুলিতে চাউলের দর পূর্ব্বের মতই যথাক্রমে ১২৲০ আনা ও ১১৲০ আনা মণ রহিয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র উদ্বৃত্ত জেলাগুলিতে ঐ দর মণপ্রতি এক আনা কমিয়া ১১৸০ আনা হইয়াছে।

পূর্ব্ব বঙ্গে চাউল সংগ্রহ

পূর্ব্ববঙ্গের খাদ্য-শস্য সংগ্রহ কেন্দ্র ও আমানতের স্থান পরিদর্শন করিয়া বাঙ্গলার খাদ্য এবং বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের কমিশনার এই মর্ম্মে একটী বিবৃতি দিয়াছেন যে, সম্প্রতি পূর্ব্ব বঙ্গে যে চাউল সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা খুবই উৎসাহজনক। বালকাঠি সংগ্রহ কেন্দ্রে প্রায় ৭০০০ হাজার মণ চাউল সংগ্রহ করা হইয়াছে, এবং পটুয়াখালীর কেন্দ্রে পরপর তিন দিনে যথাক্রমে ২৩০০ মণ, ১২০০ মণ, এবং ১৪০০ মণ পাওয়া গিয়াছে। একপক্ষকাল পূর্ব্বেও তথায় সামান্য পরিমাণ চাউল সংগৃহীত হয় নাই। পরিদর্শনের অব্যবহিত পূর্ব্বে বগা-বন্দরে ১০০০ মণ চাউল আশা করা গিয়াছিল এবং পূর্ব্ববর্ত্তী তিনদিনে গুদামে গড়পড়তায় ৬০০ হইতে ১০৭০ মণ সংগৃহীত হয়। এসকল সংগ্রহ কেন্দ্রে গুদাম ঘরের স্থান সন্তোষজনক। বালকাঠিতে লাহোরী কায়দায় একটি শেড্ করা হইয়াছে এবং একটি গুদাম ভাড়া করা হইয়াছে; পটুয়াখালিতে দুইটি মোড়া-নিসেন শেড্ এবং বগাবন্দরে লাহোরী কায়দায় দুইটি শেড্ তৈরী করা হইয়াছে। অপর একটি শেড্ তৈরী করার আয়োজনও চলিতেছে। খুলনার কমিশনার ৮৮টি নিসেন শেড্ সংযুক্ত একটি বিরাট চালানী ডিপো পরিদর্শন করিয়াছেন। উক্ত চাউল শেড্গুলিতে ৭০০০০ টন মাল রাখা যায়। বর্ত্তমানে খাদ্যশস্য সংগ্রহ গত দুই বৎসরের অপেক্ষা অনেক আশাপ্রদ হইয়াছে।

আর্থিক ভারত

কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব-নিকাশ

কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৪৫ সনের অক্টোবর মাসের আর্থিক হিসাব নিকাশে দেখা যায় যে, সামরিক ব্যয়ের হিসাব এবং রেলওয়ে ও পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ বিভাগের ব্যয়চলত্রাদি বাদ দিয়া, ১৯৪৫-৪৬ সনের প্রথম সাত মাসে রাজস্ব অপেক্ষা ২৪ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় বেশী

হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ে ১২২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে রাজস্বের পরিমাণ ৩১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায়; কিন্তু দেশরক্ষা বাবদ ও বেসরকারী ব্যাপারে যথাক্রমে ২৬ কোটি ও ৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হইয়াছে। দেশরক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২২৩ কোটি ৩৩ লক্ষাধিক টাকা। আলোচ্য সময়ের মধ্যে স্থায়ী ঋণ ১৭৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা বাড়িয়া গিয়াছে।

ভারতে বীমা ব্যবসায়ের প্রসার

ভারত সরকারের বীমা সুপারিন্‌টেনডেন্ট ভারতবর্ষের ভারতীয় ও অভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির ১৯৪৪ সনের কার্য্য-বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। উহার মোটামুটি বিবরণ নীচে দেওয়া হইল :—

১৯৪৫ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ১৯৩৮ সনের বীমা-আইন অনুযায়ী রেজিষ্ট্রিকৃত মোট ৩৩০ টি বীমা প্রতিষ্ঠান ছিল। উহার মধ্যে ২৩৪ টি ভারতবর্ষে এবং ৯৬ টি ভারতের বাহিরে প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ১৫১ টি কেবলমাত্র জীবন বীমার কাজ করে, ৪৭ টি জীবন বীমা ও অন্যান্য বীমার কাজ করে এবং বাকী ৩৬ টি জীবন বীমা ছাড়া কেবল অন্যান্য বীমার কাজ করে। অভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ৪ টি কেবল জীবন বীমা, ১১ টি জীবন বীমা ও অন্যান্য বীমা এবং ৮১ টি জীবন বীমা বাদে অন্যান্য বীমার কাজ করে।

১৯৪৪ সনে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতবর্ষে অনুমান ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বীমাপত্রে মোট ৯৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকার নূতন জীবন বীমা করিয়াছে। এই বীমা হইতে প্রিমিয়াম বাবদ আয় হইয়াছে ৫ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বর্ষে অনুমান ১ লক্ষ ৪৯ হাজার বেশী বীমাপত্রে ৩২ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা বেশী জীবন বীমা হইয়াছে এবং প্রিমিয়াম বাবদ আয় হইয়াছে ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা বেশী।

অভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি আলোচ্য বর্ষে অনুমান ১৯ হাজার বীমাপত্রে ১১ কোটি টাকার নূতন জীবন বীমা করিয়াছে। উহাতে প্রিমিয়াম বাবদ আয় হইয়াছে ৬২ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে অনুমান ৮ হাজার বেশী বীমাপত্রে ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা বেশী জীবন বীমা হইয়াছে এবং প্রিমিয়াম বাবদ আয় হইয়াছে ১৩ লক্ষ টাকা বেশী।

১৯৪৪ সন পর্য্যন্ত ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অনুমান ১৯ লক্ষ ৪০ হাজার বীমাপত্রে ৩৬৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার জীবন বীমা করা আছে। উহাতে প্রিমিয়াম বাবদ আয় হইয়াছে ১৮ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর-শেষের তুলনায় আলোচ্য বর্ষ-শেষে অনুমান ৩ লক্ষ ১২ হাজার বেশী বীমাপত্রে ৭২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা বেশী জীবন বীমা হইয়াছে এবং প্রিমিয়াম বাবদ আয় হইয়াছে ৩ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা বেশী। আলোচ্য বর্ষ-শেষে অভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এ পর্য্যন্ত অনুমান ১ লক্ষ ৮৭ হাজার বীমাপত্রে ৭৬ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকার জীবন বীমা করা আছে এবং প্রিমিয়াম বাবদ আয় হইয়াছে ৪ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা।

আলোচ্য বর্ষে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশে অনুমান ৯ হাজার ২ শত বীমাপত্রে ৩ কোটি ৯ লক্ষ টাকার জীবন বীমা করিয়াছে এবং আলোচ্য বর্ষ-শেষ পর্য্যন্ত বিদেশে উক্ত বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির অনুমান ৬১ হাজার বীমাপত্রে ১৮ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার জীবন বীমা করা আছে।

আলোচ্য বর্ষে ভারতীয় এবং অভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির ভারতবর্ষে জীবন বীমার কাজে যথাক্রমে ২২ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা ও ৬ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। উহা হইতে বীমার দাবী পরিশোধ, মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে বীমার টাকা প্রত্যর্পণ প্রভৃতি বাবদ ভারতীয় ও অভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির যথাক্রমে ১৩ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ও ৪ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে এবং বাকী ৯ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা ও ১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা যথাক্রমে ভারতীয় ও অভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির জীবন বীমা তহবিলে জমা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির জীবন বীমা ছাড়া অন্যান্য বীমার দরুণ প্রিমিয়াম বাবদ ৩ কোটি ২২ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। উহার মধ্যে অগ্নিবীমার ১ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা, জাহাজী বীমার ৭৭ লক্ষ টাকা এবং অপরাপর বীমার ৬৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্যবর্ষে অগ্নিবীমায় ১৩ লক্ষ টাকা, জাহাজী বীমায় ৪ লক্ষ টাকা এবং অপরাপর বীমায় ১৬ লক্ষ টাকা বেশী প্রিমিয়াম আয় হইয়াছে। অভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির আলোচ্য বর্ষে অগ্নি বীমায় ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা, জাহাজী বীমায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা এবং অপরাপর বীমায় ৮১ লক্ষ টাকা প্রিমিয়াম আয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির এই সব বীমার দরুণ মোট ৫৯ লক্ষ টাকা বেশী প্রিমিয়াম আয় হইয়াছিল।

প্রভিডেন্ট সোসাইটি

১৯৪৪ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ১৩৭টি রেজিষ্ট্রীকৃত প্রভিডেন্ট সোসাইটি ছিল। এই প্রভিডেন্ট সোসাইটিগুলি ১৯৪৪ সনে অনুমান ১৮ হাজার ৭ শত বীমাপত্রে ৮৩ লক্ষ ৮১ হাজার টাকার নূতন জীবন বীমার কাজ করিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে অনুমান ৪ হাজার ৬ শত বেশী বীমাপত্রে ২৬ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকার কাজ বেশী হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষ-শেষে এ পর্য্যন্ত প্রভিডেন্ট সোসাইটিগুলিতে অনুমান ৭২ হাজার ৫ শত বীমাপত্রে ২ কোটি ২৫ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকার বীমা করা আছে। পূর্ব্ব বৎসর-শেষের তুলনায় অনুমান ৯ হাজার বেশী বীমাপত্রে ৪৭ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকার বেশী কাজ হইয়াছে।

যে সমস্ত প্রভিডেন্ট সোসাইটি গত ১০ বৎসর যাবৎ কারবার চালাইয়াও এ পর্য্যন্ত এক হাজার জীবন বীমা করিতে পারে নাই উহাদিগকে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সহিত মিলিত হইয়া কাজ করিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। কারণ উহাতে বীমাকারী এবং বীমা-প্রতিষ্ঠান উভয়ের স্বার্থই সংরক্ষিত হইবে।

দুনিয়ার ধনদৌলত

জাপানে খাদ্যাভাবের আশঙ্কা

শীতকালে জাপানে অন্নাভাব এবং সম্ভবতঃ অনাহার দেখা দিতে পারে, কিন্তু খাদ্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া বুঝা যায়, এপ্রিলের প্রথমে জাপানে প্রকৃত খাদ্য-সঙ্কট সুরু হইবে এবং মে ও জুন মাস পর্য্যন্ত উহা স্থায়ী হইতে পারে।

রসদ ব্যবস্থার ত্রুটির জন্যই জাপানে খাদ্য সংকট দেখা দিবে। ১৯৪৫ সনের জন্য জাপানে খাদ্য-সরবরাহ নিঃসন্দেহে জাপান সরকার ও দখলকারী সরকারের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইবে।

ইঙ্গ-মিসর অর্থ নৈতিক আলোচনা

ইঙ্গ-মার্কিন ঋণ চুক্তির ফলে, আশা করা যায়, মিসর তাহার শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সত্বরই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত আলাপ-আলোচনা সুরু করিবে।

জানা গিয়াছে যে, সম্প্রতি একটী মার্কিণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান মিসরে একটী কাপড়ের কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে মিসর গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছে। তাহাদের উদ্দেশ্য ঐ কারখানার যন্ত্রাদি যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রেরণ করা। প্রকাশ, আমেরিকানরা মিসরীয়গণকে শতকরা ৬০টী শেয়ার দিতে সম্মত হইয়াছে। একটী বৃটিশ ফার্মও মিসর গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন।

মিসরে তুলা বিক্রয়ের সমস্যা

মিসরের জনৈক বিশিষ্ট তুলা-ব্যবসায়ী বলেন মিসরের গত বৎসরের অবশিষ্ট তুলা হস্তান্তরের একমাত্র উপায় অন্য মিনিষপত্রের সহিত উহা বিনিময় করা।

মিসর সরকার নূতন তুলা ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় উক্ত তুলা সম্পর্কে একরূপ নিশ্চিন্ত হওয়া গিয়াছে ; কিন্তু পুরাতন তুলার পরিস্থিতি সত্যই শোচনীয়।

বর্তমানে একমাত্র বৃটেনই ক্রেতা হওয়ায় পুরাতন তুলার মূল্য যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। কার্পাসের ন্যায় দীর্ঘ আঁশবিশিষ্ট তুলার দাম সবচেয়ে বেশী কমিয়া গিয়াছে, তৎসত্ত্বেও তুলা-চাষিগণ ক্রেতা পাইতেছে না।

বহু রাষ্ট্র আনন্দের সহিত তাহাদের জিনিষপত্র মিসরীয় তুলার সহিত বিনিময় করিতে সম্মত হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, রুমানিয়া কাঠ এবং ইতালী কাপড় বিনিময় করিতে রাজী হইবে। এইরূপ ব্যবস্থায় মিসরের বিশেষ উপকার হইবে ; কারণ ইহার ফলে একদিকে মিসরের তুলার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে, অন্যদিকে বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রও তাহার করায়ত্ত হইবে। ফলে জীবনযাত্রা নির্বাহের খরচও কমিয়া যাইবে।

তুলা রপ্তানি ও বিনিময়-ব্যবস্থা সম্পর্কে সমস্ত বিধি-নিষেধ উঠাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত মিসর সরকারের একটি চুক্তি সম্পাদন করা উচিত। যদি এরূপ কোন চুক্তি না হয়, তবে ভবিষ্যতে মিসর সরকার আরও তুলা ক্রয় করিতে বাধ্য হইবেন ; ফলে মিসরে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিবে।

বিলাতের রপ্তানিবাণিজ্য হ্রাস

বিশ্ববাজার পুনরায় হস্তগত করার উদ্দেশ্যে বৃটেন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও, বৃটিশ বাণিজ্য দপ্তর হইতে প্রকাশিত ১৯৩৫ সনের জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর, এই তিন মাসের হিসাবে দেখা যায়, বৃটেনের রপ্তানিবাণিজ্য হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য তিন মাসে, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া বিলাতের অন্যান্য পণ্যদ্রব্য রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৯,০০০,০০০ পাঃ। ১৯৩৪ সনের প্রথম তিন মাসে এই সমস্ত পণ্য রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১০২,০০০,০০০ পাউণ্ড।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

বৃটেনে ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন

১৯০৯ সন হইতে ১৯৪৪ সনের শেষ পর্যন্ত, যুদ্ধের এই কয় বৎসরে, বৃটেনের সমস্ত শ্রমিকসঙ্ঘগুলির (ট্রেড ইউনিয়ন) সভ্যসংখ্যা বাড়িয়াছে প্রায় ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর, ১৯২০ সনে—শ্রমিকসঙ্ঘের মোট সভ্যসংখ্যা ছিল ৮৩ লক্ষ ৪৮ হাজার। এবারকার যুদ্ধের পর (১৯৪৪ সনের শেষে) সভ্যসংখ্যা তাহা অপেক্ষা কিছু কম আছে। সর্বসমেত ৯৪৬টি শ্রমিকসঙ্ঘের মোট সদস্য-সংখ্যা ১৯৪৪ এর শেষভাগে ছিল ৮০ লক্ষ ২৪ হাজার। পূর্ব বৎসরের (১৯৪৩) তুলনায় সভ্যসংখ্যা ৭৯ হাজার কম হইয়াছে এবং সঙ্ঘের সংখ্যাও ২৪টি কম দেখা যায়।

এই সংখ্যা-হ্রাসের প্রধান কারণ নারী-শ্রমিকদের কর্মত্যাগ ও অবসর গ্রহণ। যুদ্ধের সময় সাময়িকভাবে বহু নারীশ্রমিক নিয়োগ করা হইয়াছিল, তাহারা এখন বিদায় লইয়াছে। বৃটিশ শ্রমিকসঙ্ঘ আন্দোলনের একটা বিশেষত্ব হইল, মাত্র কয়েকটি সঙ্ঘে দেশের সমগ্র শ্রমিক-শক্তি কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে। এইজন্যই শ্রমিকসঙ্ঘ-গুলি এত বেশী শক্তিশালী।

বৃটেনে সর্বসমেত প্রায় হাজার শ্রমিকসঙ্ঘ রহিয়াছে। কিন্তু এগুলির অধিকাংশই (শতকরা প্রায় ৬০টি) ১৬টি বৃহত্তর সঙ্ঘের অংশ মাত্র। এই ১৬টি সঙ্ঘের প্রত্যেকটির সভ্যসংখ্যা ১ লক্ষের উপর। দুই একটিতে সভ্য রহিয়াছে ১০ লক্ষের উপর। তেমনি মোট সঙ্ঘের মধ্যে ২৬৮টির প্রত্যেকটির সভ্যসংখ্যা এক শতের কম এবং মোট সভ্যসংখ্যা ১২ হাজারের কম। আরও ২৬৩টি সঙ্ঘ রহিয়াছে, সেগুলির প্রত্যেকটিতে সভ্যসংখ্যা ৫ শতেরও কম এবং আরও ১০৩টি সঙ্ঘ

রহিয়াছে, সেগুলির প্রত্যেকটিতে সভ্যসংখ্যা ১ হাজার হইতে ২৪ হাজারের মধ্যে।

যুদ্ধের সময় এইসকল সঙ্ঘে নারীশ্রমিক সঙ্ঘের সংখ্যা বাড়িয়া প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছিল। ১৩৩৯ সনের শেষে নারীশ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ ৭০ হাজার; ১৩৪৩ সনে তাহা বাড়িয়া ১৮ লক্ষ দাঁড়ায়। যুদ্ধের অনেক নারী-শ্রমিক কাজ ছাড়িয়া দেওয়ায় সভ্যসংখ্যা গত বৎসর প্রায় ৭০ হাজার কম হয়। কিন্তু ১৩৩৯ সন হইতে পুরুষ সভ্যের সংখ্যা বাড়িয়া ৫১ লক্ষ ২৪ হাজার হইতে ১৩৪৭ সনে ৬২ লক্ষ ১৯ হাজার দাঁড়ায়।

আসামের চা-বাগানের কুলি

আসামের চা বাগানগুলিতে বাহির হইতে আমদানি কুলিদের সম্পর্কে ১৩৪৩-৪৪ সনের বিবরণী সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে বাহির হইতে ৪২,১১২ জন কুলি আমদানি করা হইয়াছিল; পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে হইয়াছিল ৩০,৫৬১ জন। ঐ বৎসর চা-বাগানগুলিতে ৫,৮৪,১৭৭ জন পূর্ণবয়স্ক এবং ৫,৬৬,০৯২ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক, একুনে মোট ১১,৫০,৮৬৯ জন কুলি কাজ করিয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে আসাম উপত্যকার চা-বাগানগুলির পুরুষ, নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক কুলিদের মাসিক নগদ আয় যথাক্রমে ১৮/৩ পাই, ৭৸/১ ও ৫৸৵১০ পাই ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ছিল যথাক্রমে ৮৸/৪ পাই, ৬৸৵৪ পাই ও ৫।২ পাই। ঐ বৎসরে সুরমা উপত্যকার চা বাগানগুলির পুরুষ, নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক কুলিদের মাসিক নগদ আয়ের হার যথাক্রমে ৭৸/৭ পাই, ৫৸৵৬ পাই ও ৩৸১০ পাই ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ছিল যথাক্রমে ৭।৩ পাই, ৫।৵২ পাই ও ৩।৬ পাই। আলোচ্য বৎসরে আসাম উপত্যকার চা-বাগানগুলির পুরুষ, নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক অনিয়মিত কুলিরা মাসিক যথাক্রমে ৭।৭ পাই, ৬।৩ পাই ও ৪৵৩ পাই করিয়া নগদ পাইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে পাইয়াছিল যথাক্রমে ৬৸৵৫ পাই, ৫৸৵৭ পাই ও ৩৸৵৫ পাই। উক্ত বৎসরে সুরমা উপত্যকার চা-বাগানের পুরুষ, নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক অনিয়মিত কুলিগণ মাসিক যথাক্রমে ৭৸৵৪ পাই, ৫।৵৫ পাই ও ৩৵১১ পাই নগদ রোজগার করিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে রোজগার করিয়াছিল যথাক্রমে ৫৸০, ৪/১ পাই ও ২৸৵৯ পাই।

নগদ মজুরী ছাড়া কুলিদিগকে সস্তা দরে খাদ্যবস্তু ও কাপড়-চোপড় দেওয়া হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এসব কুলিদের রোজগারের টাকাপ্রতি ৬৸৯ পাই দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে কুলিদের জন্য বিনা ভাড়ায় বাড়ী, পর্য্যাপ্তপরিমাণে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা, ম্যালেরিয়া নিবারণ এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। কিন্তু কুইনাইনের অভাবে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা পূর্ব্বের তুলনায় বাড়িয়া গিয়াছে।

যুদ্ধের জন্য উক্ত বৎসর চা বাগানগুলিতে স্কুলের সংখ্যা কমিয়া মোট ৩৯২টি হয়; পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে সংখ্যা ছিল মোট ৪৫৭টি।

আলোচ্য বৎসরে চা বাগানগুলিতে জন্ম ও মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে যথাক্রমে ২৫·২৪ ও ২৮·২৭ ছিল; পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ছিল যথাক্রমে ৩০·৬৪ ও ২৫·৪২।

আলোচ্য বৎসরে ১০,০৫৬ জন কুলি তাহাদের পরিবারস্থ আরও ৭,২৯৫ জনকে লইয়া চা-বাগান ছাড়িয়া গিয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে আসাম সীমান্ত রক্ষার কাজে চা-বাগানের ৮০,০০০ কুলি মজুত ছিল।

মোলাকাৎ

বাঙ্গালা সমালোচনা-সাহিত্য

(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত সুবোধকুমার ঘোষালের কথোপকথন)

প্রঃ—একালে সমালোচনার বই লিখেছেন এমন কয়েকজনের নাম করবেন ?

উঃ—দশাঙ্কমোহন সেনের অন্যতম বই "বঙ্গবাণী" (১৯১৫)। সুপরিচিত বই "বাণী-মন্দির" (১৯২৮)। মোহিতলাল মজুমদারকে বলবো দশাঙ্ক সেনের পরবর্তী ধাপ। এই হাতে অনেকগুলো সমালোচনার বই বেরিয়েছে। সবই তারিফযোগ্য সাহিত্য। মোহিতলাল সমালোচক মাত্র নন। কবি হিসাবেও বেশ ক্ষমতাশালী লেখক। গাম্ভীর্য আছে। ছন্দের উপর দখল আছে। তবে ইনি লোকপ্রিয় সমালোচক বা কবি কিনা জানি না। আজকাল এসব জিনিষ দলে চলে। মোহিত মজুমদারকে আমি নির্দ্দল ভাবে,—মজরুলের মতন, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতন,—সত্যেন দত্ত'র পরবর্ত্তী যুগের কবি বলতে পারি। দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতি-সভায় মজুমদারের একটা প্রবন্ধ শুনেছি—আশুতোষ কলেজে। ভাল লেগেছিল। অবশ্য এটার ঠাঁই সমালোচনা-সাহিত্যে।

প্রঃ—মোহিত মজুমদার সুপরিচিত কি ?

উঃ—যারা লেখা-পড়া করে তাদের নিকট সুপরিচিত নিশ্চয়ই।

এঁর "আধুনিক বাংলা সাহিত্য" (১৯৩৬) আগা গোড়া প'ড়ে দেখা উচিত সকলেরই। "বিচিত্র কথা" (১৯৪১) ও দেখা ভাল। তা ছাড়া আছে "বিবিধ কথা" (১৯৪১)। এর প্রধান আলোচ্য বিষয় হ'চ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জাত। বইটা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক।

প্রঃ—এক কথায় এই সমালোচকের সুরটা বুঝিয়ে দিতে পারেন ?

উঃ—মোহিত মজুমদার স্বাদেশিকতার গুণগ্রাহী ও প্রচারক।

১৯০৫-১৪ সনের যুগে আমাদের যে-সুর ছিল ইনি প্রধানতঃ সেই সুরের গায়ক। বাঙালী জাত, ভারতবর্ষ, হিন্দুত্ব, বঙ্গীয় বিশেষত্ব ইত্যাদি জাতীয়তার পরিপোষক শব্দ তাঁর আর্টপৌরে চিত্ত। এই অধমের "রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী" (১৯১৩-১৪) বইয়ের মেজাজ মোহিতের রচনাবলীর ভেতর দেখতে পাওয়া যায়। আজকাল অবশ্য এই সুর কোনো-কোনো মহলে পছন্দসই নয়।

প্রঃ—সেইসকল মহলে কোন্ সুর পছন্দসই ?

উঃ—সোশ্যালিজ্‌ম্ বা সমাজতন্ত্রের শ্রেণী-বোধ ও শ্রেণী-লড়াই।

তার অতিরিক্ত কমিউনিজ্‌মের সাম্য-ধর্ম্ম। জাতীয় বিশেষত্ব, স্বাদেশিকতা ইত্যাদি বুর্‌জি এই মহলে সেকেলে মাল।

প্রঃ—আপনি তো মার্ক্‌স্-সাহিত্যের তর্জ্জমাকারী। তা হ'লে মোহিতের রচনাবলী পছন্দ করছেন কি ক'রে ?

উঃ—তাই তো ! এই অধম যে সর্ব্বভুক্ রে। কোনো-কিছুতে বাদ-বিচার নাই। যা পাই তাই খাই। অতিমাত্রায় সুবোধ বালক। কাজেই তথাকথিত "ভারতের বাণী"কে মার্ক্‌স্-সাহিত্য দিয়ে গুণ করতে আটকায় না। তাতে যে মত তৈরী হয় সেটা হ'চ্ছে বিংশ শতাব্দীর দরকার-মাফিক মনু-স্মৃতি।

প্রঃ—মোহিতের বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিছু বলবেন ?

উঃ—মোহিতকে আমি "সাহিত্য-ঘোর" বিবেচনা করি। হপ্তায় একদিন যারা পাঁঠা খায় তাদের পাঁঠা-খাওয়াটা বর্ণ্ডব্যের মধ্যে নয়।

প্রঃ—কাদের পাঁঠা খাওয়া উল্লেখযোগ্য ?

উঃ—যারা রোজই পাঠা খায় তাদেরকে বলি পাঠা-খোর।

প্রঃ—সাহিত্য-খোর বলতে বলতে পাঠা-খোর বললেন কেন?

উঃ—অন্যান্য সাহিত্য-সমালোচকের জীবনে হাজার কাজ-কর্মের অন্যতম কাজ হ'চ্ছে সাহিত্যালোচনা। কিন্তু মোহিতের পেশায় সাহিত্য-সমালোচনা ছাড়া আর কিছু নাই। তার কাব্য-সৃষ্টির কথা বাদ দিয়ে যাচ্ছি। মোহিত সাহিত্য নিয়েই আছে। সকাল-বিকাল, সকল কালই তাঁর হাতে বেরিয়েছে সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ। এই জন্য "প্রাবন্ধিক" মোহিতকে বলছি সাহিত্য-খোর। "সাহিত্য-কথা" (১৯৩৮) নামক বইটা প'ড়ে দেখা ভাল। তার ভেতর ব্যক্তি, সমাজ, নীতি, শ্লীল-অশ্লীল, টাইল ইত্যাদি সাহিত্য-সংক্রান্ত মোহিত-দর্শন পাকড়াও করতে পারবি সহজে। মোহিত বাস্তবিকই শশাঙ্ক'র পরবর্তী ধাপ।

প্রঃ—সাহিত্য-সমালোচকদের ভেতর আর কার নাম করবেন?

উঃ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ায় প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস যারা লিখ্‌ছেন তাঁরা সকলেই অল্পবিস্তর সমালোচক সন্দেহ নাই। সুকুমার সেনের নাম শুনেছিস্ বোধ হয়? দিনেশ সেনের "বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য"-বইয়ে যে-ধরণের মাল নাই তার অনেক-কিছু সুকুমার সেনের রচনাবলীর ভেতর পাবি। বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্ববিষয়ে বইয়ের সংখ্যা আস্তে-আস্তে বেড়ে চ'লেছে। ১৯২৬ সনের গোড়ায় নেহাৎ শৈশবাবস্থায় যাদের দেখেছি। আজ বাংলা-বিভাগের লেখালেখি অনেকটা উল্লেখ-যোগ্য।

প্রঃ—অন্যান্য সমালোচনা-বইয়ের কিছু খবর দেবেন?

উঃ—তুই কি ভেবেছিস্ আমি কোনো লাইব্রেরিতে চাকরি করি? সব-কটা বইয়ের আমি সন্ধান রাখি? আচ্ছা বলছি—আব্দুল ওদুদের "সাহিত্য ও সমাজ", হেমেন দাশগুপ্ত'র "গিরিশ-প্রতিভা", প্রমথ বিশীর "রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহ", সুনীতি চ্যাটার্জির "জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য" হুমায়ুন কবীরের "বাঙলার কাব্য", নীহার রায়ের "রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা", প্রমথ পালের "নবং-সাহিত্যে নারী" আর নন্দলাল সেনগুপ্তের "সভ্যতা ও সাহিত্য"। আবু সয়ীদ আইয়ুব আর হীরেন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত "আধুনিক বাংলা কবিতা" বইয়ে (১৯৪০) দু-জনের দুটা ভূমিকা আছে। দুটাই সমালোচনার অন্তর্গত। এই সবের সঙ্গে ছোয়া-ছুঁয়ি চালাচ্ছি। সব বই হালের বছর আট-দশেকের মাল। ক'দিন হ'লো হাতে এসে পৌঁছেছে বিমলচন্দ্র সিংহ-প্রণীত "সমাজ ও সাহিত্য" (১৯৩১) বিলকুল তাজা। এই যাঃ।

প্রঃ—এই সকল বইয়ের মন্তব্যগুলা আপনার কেমন লাগে?

উঃ—সমালোচনা-সাহিত্যকে আমি দর্শন-সাহিত্যের অন্তর্গত মনে করি। প্রত্যেক প্রাবন্ধিকের বা সমালোচকের দৃষ্টি-ভঙ্গী স্বতন্ত্র। সব-কটা দৃষ্টি-ভঙ্গীই আমার ভাল লাগে। আমার দৃষ্টি-ভঙ্গী, বিচার-প্রণালী ও মন্তব্য হয়ত আলাদা। কিন্তু তাতে যায় আসে না। এই অযথের পেটে সবই হজম হয়। কপালের জোর,—পেটের অসুখের জন্য কখনো ডাক্তার ডাকতে হয় নি। সেকালের "রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী", "উদীয়মান বঙ্গ-সাহিত্য" (১৯১৪), "লাভ ইন হিন্দু লিটরেচার" (১৯১৬), "হিন্দু আর্ট ইটস্ হিউম্যানিজম্ আণ্ড মডার্নিজম্" (১৯২০) আর "এস্থেটিক্স্ অব ইয়র ইণ্ডিয়া" (১৯২২) হ'তে আজ পর্যন্ত নানা রসের কারবার চালাচ্ছি। অনেকেই এসব কিছু-কিছু চেখে দেখেছে। মাঝে-মাঝে খবর পাই পাঠকদের কাছ থেকে।

পত্রিকা-জগৎ

"দি বুলেটিন্ অব্ ইন্টারন্যাশ্‌নাল নিউজ"

(১৭ই মার্চ, ১৯৪৪)

আলোচ্য সংখ্যায় "যুদ্ধোত্তর অষ্ট্রেলিয়ার হালচাল" শীর্ষক একটা তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখকের মতে, যুদ্ধের ফলে অষ্ট্রেলিয়ায় দ্রুত শিল্প-প্রসার ঘটিয়াছে। সবচেয়ে বেশী বাড়তি ঘটিয়াছে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের। গবর্ণমেণ্টের মতে, দেশের এই নতুন উৎপাদন-ক্ষমতাকে, ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত শিল্পদ্রব্য আমদানি করা হইত, সেইগুলার স্থান দখলের জন্য যে কোন শিল্পে প্রয়োগ না করিয়া, নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি শিল্পে নিয়োগ বাঞ্ছনীয়। অষ্ট্রেলিয়ার যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের জন্য একজন নতুন সচিব ও দপ্তরের সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই দপ্তরের অধীন মাধ্যমিক শিল্প-পরিকল্পনা কমিশনের হাতে সরকারী যুদ্ধোত্তর শিল্পপরিকল্পনার ভার দেওয়া হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখকের মতে যুদ্ধোত্তর অষ্ট্রেলিয়ায় কৃষিকার্য্যের যন্ত্রপাতি, বয়নশিল্প, ও বিমান পোত নির্ম্মাণ শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করিতেছে। যুদ্ধের যন্ত্রপাতিগুলা অনায়াসে কৃষিকার্য্যের যন্ত্রপাতিতে রূপান্তরিত করা চলিবে আর বিমান-শিল্পও দ্রুত উন্নতি লাভ করিবে এই জন্য সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ায় বড় বড় বক্সাইটের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

যুদ্ধের ফলে কুইন্সল্যাণ্ড ও উত্তরাঞ্চলে আর্থিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইয়াছে নতুন নতুন সড়ক ও যান-বাহনগুলিই এ জন্য দায়ী। যুদ্ধের প্রয়োজন বশতঃ এই সমস্ত ব্যবস্থা বাস্তবে পরিণতি লাভ করিয়াছে লোকালয় হইতে দূরবর্ত্তী অঞ্চল গুলিতেও এখন কৃষি ও শিল্প প্রবর্ত্তিত হইবে।

উপসংহারে লেখক বলেন, "অষ্ট্রেলিয়ায় যুদ্ধোত্তর যুগে বাহির হইতে আগত ঔপনিবেশিকরা যে পূর্ব্বের তুলনায় অধিকতর পরিমাণে ও বর্দ্ধিত হারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবে, সে সম্বন্ধে অতি কম সন্দেহেরই অবকাশ আছে।"

সমালোচনা

কার্ল মার্ক্স কমিউনিষ্টস্—স্পার্টাকুস্; এ কাইট্ অব্ ক্রিটিক্স পাব্‌লিকেশন; হাচিন্সন; লণ্ডন; মূল্য ১৲ টাকা।

কার্ল মার্ক্স বলিয়াছেন, "শ্রমিক শ্রেণীর কোন দেশ নাই।" প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আমলে, লেনিন যেন এই মতবাদ অনুসারেই ইউরোপীয় শ্রমিক শ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়া "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহ-যুদ্ধে রূপান্তরিত করিবার জন্য" অনুরোধ করেন। যেসমস্ত আকস্মিক ঘটনাবলীর সমাবেশে রুশ বিপ্লব বাস্তবে পরিণতি লাভের অবকাশ পায়, সেইগুলো রীতিমত ভাবে জানা না থাকিলে, বিপ্লব যে লেনিনের শ্লোগানের জন্যই সম্ভব হইয়াছে এইরূপ ভুল ধারণার সৃষ্টি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। লেনিনের পর বহুর যশের ধরিয়া কমিউনিষ্টরা আন্তর্জ্জাতিক বিশ্ববিপ্লবের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে সকলের মনে এইরূপ বিশ্বাসই জন্মে। এই সময়ের মধ্যে কমিউনিষ্ট আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘ নিম্নরূপ বাণীই প্রচার করে:—আমাদের সমসাময়িক যুগে প্রত্যেকটী যুদ্ধই সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রাম। সাম্রাজ্যবাদের চরম শত্রু হিসাবে, শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোন্‌টা আক্রমণ করিতেছে আর কোন্‌টাই বা আক্রান্ত হইতেছে, তাহা লইয়া মাথা ঘামান নিষ্প্রয়োজন। জাতির আত্মরক্ষার অধিকারকে শ্রমিকশ্রেণী কোনদিনই স্বীকার করে নাই। পিতৃভূমি বা মাতৃভূমি রক্ষার ধুয়া সাম্রাজ্যবাদীদেরই শ্লোগান বা রণ-ধ্বনি। যে কোন যুদ্ধে, সংগ্রামরত দেশগুলার শ্রমিকদিগকে "বিপ্লবাত্মক পরাজিতের মনোভাব" দ্বারাই পরিচালিত হইতে হইবে। পরাজয়ের মধ্যেই রুশিয়ার বিপ্লব সাধিত হয়। অন্যান্য দেশেও এই রকমই ঘটিবে।

কমিউনিষ্ট রাজনৈতিক কর্মযোগের এই মূল মতবাদটার প্রবর্ত্তক ঠিক লেনিন নহেন। রোজা লাক্সেমবুর্গই এর প্রধান যাজিকা বা হোতা। ১৯১৬ সনে ইনি জার্ম্মাণিতে "স্পার্টাকুস লীগ" স্থাপন করেন। ১৯১৮ সনের শেষভাগে স্পার্টাকুস লীগ কমিউনিষ্ট পার্টিতে পরিণত হয়। এই হতে নাম হইতেই স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মূলাবান তথ্যসমূহে পরিপূর্ণ এই গ্রন্থের রচয়িতা জার্ম্মাণির কমিউনিষ্ট পার্টির একজন বড় দরের নেতা। কাজেই এই করুণ কাহিনী লিখিবার যোগ্যতা ও অধিকার তাঁহার নিশ্চয়ই আছে। গ্রন্থের বিষয়-বস্তুর সহিত যাহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তাহাদের পক্ষে নামহীন গ্রন্থকারকে চিনিতে পারা কষ্টকর হইবে না মোটেই। ইনি আদর্শভ্রষ্ট বা নীতিহীন নহেন। খাঁটি মার্কস-পন্থীর মত কাজ করার সৎসাহস এঁর আছে প্রচুর। অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা গ্রহণ মার্কসপন্থীর সব চেয়ে বড় লক্ষণ।

যুদ্ধের প্রথম ভাগে, রুশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন দেশের (আমাদের দেশের) কম্যুনিষ্টপার্টিগুলা বিশেষ কোন কৃতিত্বের পরিচয় প্রদানে অক্ষম হ'লেও লালফৌজের চমকপ্রদ জয়লাভের প্রতিফলিত আলোকে তারাও দীপ্ত হইয়া উঠে। কিন্তু সময়ের জন্য সত্যসত্য যেন মনে হয় ভবিষ্যৎ কম্যুনিষ্টদের মুঠার মধ্যে। যুদ্ধোত্তর জগতের গতি অবশ্যই বামদিকে, তবে ইহা কমিউনিজমের পতাকার তলে পরিচালিত হইতেছে না। একমাত্র ফ্রান্স ছাড়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র কমিউনিষ্ট পার্টি অবনত ও হীনপ্রভ। কমিনিজমের এই অবনতির কারণ নানা জনে নানা ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এখানে কমিউনিজমের প্রতি আস্থা-সম্পন্ন একজনেরই ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করা গেল। "স্পার্টাকুসের" মতে, কমিউনিষ্ট আন্তর্জ্জাতিকের জানকাণ্ডের যে সংক্ষিপ্ত-পরিচয় দেওয়া গেল তাহা বিপথগামী ও বিভ্রান্ত। এই ভ্রান্ত জ্ঞানযোগের ফলে কমিউনিজম আপনার মৌলিকরূপ হারাইয়া ফেলিয়া জাতীয়তাবাদের পঙ্কিল পথে পরিচালিত। জাতীয়তাবাদের পিচ্ছিল পথে চালিত হইয়া কমিউনিজম মাঠে মারা যায়। গ্রন্থকার দৃষ্টান্তস্বরূপ জার্ম্মাণ কমিউনিষ্ট পার্টির কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

১৯১৪ সনে পলেসেপ নামক লাক্সেমবুর্গ দলের একজন প্যাট্রনামা সদস্য জার্ম্মাণ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির চরমপন্থী জাতীয় সমাজতন্ত্রী দলে যোগদান করিয়া লাক্সেমবুর্গের নামে নিম্নরূপ বাণী প্রচার করেন "বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জার্ম্মাণি বস্তুতঃপক্ষে বিপ্লবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। কাজেই জার্ম্মাণিকে বিশ্ব-বিপ্লবের অগ্রদূত বলা চলে।" জার্ম্মাণির পরাজয়ের পর জার্ম্মাণ কম্যুনিষ্ট পার্টি রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রভাবাধীনে এই বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করিয়া 'পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক'—এই বুলি আওড়াইয়া নিয়মিতভাবে বৃটিশ বিরোধী নীতি গ্রহণ করে। ফলে কম্যুনিষ্টরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক হইয়া পড়ে। জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যবাদ তখন শক্তি সঞ্চয় করিয়া প্রতিশোধমূলক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

১৯৪১ সনে রুশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ কম্যুনিষ্ট পার্টি তথা সমগ্র আন্তর্জ্জাতিকের বাস্তব রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের কথা উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার এই মতবাদ প্রমাণ করিয়াছেন। এজন্য তিনি কম্যুনিষ্ট নেতাদের বক্তৃতাও লেখা থেকে উদ্ধৃত করিতেও কসুর করেন নাই। কমিউনিষ্টদের প্রচারই যে হিটলারের জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদের পটভূমি গড়িয়া তোলে তাহা তিনি বিশেষ সাফল্যের সাথেই প্রমাণ করিয়াছেন।

কম্যুনিষ্টদের জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান গঠনের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :

"জার্ম্মাণ শ্রমিককুলের অধিকাংশ মানুষ যে জাতীয়তাবাদের প্রভাবাধীন, তাহা, জার্ম্মাণ কম্যুনিষ্টদের চেয়ে অধিকতর সুস্পষ্টভাবে কম্যুনিষ্ট আন্তর্জ্জাতিকের নেতৃবর্গের চোখে প্রতিভাত হয়। কাজেই জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে জোর সংগ্রাম পরিচালনের প্রয়োজনটা উপলব্ধি না করিয়া তাঁহারা ঠিক তার বিপরীত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়া জাতীয়তাবাদের ঘরে পতিত হন। জাতীয়তাবাদের শক্তিশালী স্রোতের বিরুদ্ধে না দাঁড়াইয়া তাঁহারা স্রোতে গা ভাসাইয়া চলেন। কম্যুনিষ্ট আন্তর্জ্জাতিকের

নেতৃবর্গের মনে ধারণা জন্মে যে, জার্মাণ শ্রমিকদের জাতীয়তাবাদ-মূলক সহজাত প্রবৃত্তিগুলির মধ্যেই তাহাদিগকে পাকড়াও করা সম্ভব হইবে। তাঁহারা হিসাব করেন যে, জার্মাণ শ্রমিকরা এমন নেতার অনুসরণ করিবেন যিনি, জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী নেতার তুলনায় তাহাদের জাতীয়তাবাদ থেকে অনেক কিছু সুফল ফলাইতে সমর্থ হইবেন…জার্মাণ কম্যুনিষ্টদের জাতীয়তাবাদী প্রচার জার্মাণ শ্রমিকদের জাতীয়তাবাদের ভিত্তিই সুদৃঢ়তর করিয়া তোলে। জার্মাণ জাতীয়তাবাদ ক্রমে কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী ভাব-ধারা সমূহের চেয়ে বলবত্তর শক্তিতে পরিণত হয়। শেষপর্য্যন্ত, "জার্মাণ কম্যুনিষ্ট পার্টি বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী পার্টির পরিবর্ত্তে নির্জ্জলা জাতীয়তাবাদী জার্মাণ পার্টিতে পরিণত হয়।"

গ্রন্থকার অতঃপর বলেন :

"কেবলমাত্র নাৎসী ডিক্টেটারীই জার্মাণ কম্যুনিষ্ট পার্টিকে ভাঙিয়া ফেলে নাই ; এই পার্টি পতাস্থ হইয়াছে, প্রধানতঃ নিজের দোষে। হিটলারের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেও কম্যুনিষ্টদের কার্য্যনীতি ও প্রচার অসার পদার্থে পরিণত হয়। কম্যুনিষ্ট ও নাৎসীদের মধ্যে সংগ্রাম বিভিন্ন দুইটি মতবাদের মধ্যে জীবন-মরণের সংগ্রাম না হইয়া কেবলমাত্র প্রতিযোগিতায় পর্য্যবসিত হয়। উভয় পার্টির মুখেই সমাজতন্ত্রবাদের বুলি। কেবলমাত্র জাতীয়তাবাদ গ্রহণ সম্পর্কে একে অপরকে পরাভূত করে।"

কম্যুনিজমের অবনতির এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ভারতের বেলাতেও রীতিমত প্রযুজ্য। ভারতীয় কম্যুনিষ্টরা বিশেষতঃ যুদ্ধের মধ্যে জাতীয়তাবাদের চরমপন্থী বাহুরূপে খ্যাতি অর্জ্জনের বিশেষ চেষ্টা করে। জাতীয়তাবাদীরা এখন ইহাদিগকে বিশ্বাস-ঘাতক আখ্যা প্রদান করিয়াছে। বয়সে ছোট হইলেও, ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের কাহিনীও জার্মাণ কম্যুনিষ্টদের কাহিনীর মতই মর্ম্মন্তুদ।

গ্রন্থপঞ্জী

১। ইণ্টারন্যাশনাল কারেন্সী এক্সপিরিয়ান্স ; প্রিন্সটন ; লীগ অব্ নেশান্স্ (লণ্ডন, অ্যালেন অ্যাণ্ড্ আন্‌উইন), ১৯৪৪ ; ২৪৯ পৃঃ ; ১২ শিঃ ৬ পেঃ।

২। দি কমন্ ইন্টারেষ্ট ইন্ ইণ্টারন্যাশন্যাল ইকনমিক অর্গানিজেশনস ; জে বি মণ্ডলিক্ ও এ ডিভেন্স ; ইণ্টারন্যাশনাল সেবার অফিস লণ্ডন ; ১৯৪৪ ; ১০৫ পৃঃ ; ৬ শিঃ।

৩। দি কণ্ট্রোল অব্ জার্মাণি অ্যাণ্ড্ জাপান ; এইচ বি মোণ্টন্ ও এল মার্সো ; ওয়াশিংটন, ডি-সি ব্রুকিংস্ ইন্‌ষ্টিটিউসন ; ১৯৪৪ ; ১১৬ পৃঃ ; ২ ডলার।

৪। চিলি—অ্যান্ ইকনমি ইন্ ট্রান্সিসন ; পি টি এলস্‌ওয়ার্থ ; নিউইয়র্ক ; ম্যাক্‌মিলান কোম্পানী ; ১৯৪৫ ; ১৮৩ পৃঃ ; ৩ ডলার।

৫। থিয়োরী অব্ মেনস্ অ্যাণ্ড ইকনমিক বিহেভিয়ার ; জে ফন্ নিউম্যান্ ও মর্গেন্‌ষ্টীন্ ; প্রিন্সটন ; প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটী প্রেস ; ১৯৪৪ ; ৩২৫ পৃঃ ; ৬৬ শিঃ ৬ পেঃ।

৬। রিবিল্ডিং বৃটেন—এ টোয়েন্টি-ইয়ার প্ল্যান্ ; স্যার আর্থার সাইমন্ ; লণ্ডন ; ভিক্টর গোলন্সিস্ ; ১৯৪৫ ২৫৬ পৃঃ ; ৬ শিঃ।

৭। সেবার ইন্ নিউজিল্যাণ্ড ; এ ই সি হেয়ার ; ওয়েলিংটন ; ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটী কলেজ ; ১৯৪৪ ; ৪৪ পৃঃ ; ২ শিঃ ৬ পেঃ।

৮। ওয়ার্লড্ এয়ার কণ্ট্রোল বোর্ড ; এ প্ল্যান ; স্যার হ্যারল্ড ক্লার্ক ; মেলবোর্ণ ; রবার্টসন অ্যাণ্ড মুলেন্স ; ১৯৪৪ ; ৩৭ পৃঃ।

বিশ্ব-বাণিজ্যের নতুন হাল-চাল

অধ্যাপক. বিনয়কুমার সরকার

নানাধরণের কৃত্রিম তন্তু

বর্ত্তমান যুগে শিল্প দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এমন সব নতুন নতুন আবিষ্কিয়া সাধিত হইয়াছে, যাহার ফলে বিশ্ববাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে নতুন পথে যাত্রা সুরু করিতে বাধ্য হইবে।

এ সম্বন্ধে প্রথমেই নজর ফেলার দরকার বয়নশিল্পের উপর। আজকাল নতুন নতুন সিন্থেটিক কৃত্রিম তন্তু বা সুতা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাপ-জোকের অভাববশতঃ মোটা দুনিয়ার কৃত্রিম তন্তুর উৎপাদনের অবস্থাটা বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বিলাতের অবস্থা দেখিয়া বয়নশিল্পের গতি যে কোন্ দিকে তাহা আমরা অনেকটা ঠাহর করিতে পারি।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে নকল রেশম উৎপাদনের বার্ষিক হার ৩১২ মিলিয়ন পাউণ্ড হইতে ১৯৪৩ সনে ৬৬৩ মিলিয়ন পাউণ্ডে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর আগে কেবলমাত্র কার্পাস তুলা থেকেই টায়ার কর্ডের সুতা তৈরী হইত। এজন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মোট তুলার ৮% প্রয়োজন করা হইত। এখন এই সুতার ১৫% নকল রেশমজাত। যে-সমস্ত শিল্পে তুলাজাত দ্রব্যের প্রয়োজন সেই সমস্ত শিল্পে নকল রেশম এখন প্রবল প্রতিযোগিরূপে বর্ত্তমান। বিলাতে নকল রেশম উৎপাদনের কোন হিসাব পাওয়া যায় না। কিন্তু এখানেও গুরুত্বপূর্ণ টায়ারকর্ড উৎপাদন শিল্পে নকল রেশম ব্যবহৃত হইতেছে। নকল রেশমের কাপড়চোপড় তুলাজাত বস্ত্রের স্থান অধিকার করিতেছে। সিলক, আর্ডিল, প্রভৃতি আরও কয়েক প্রকার নতুন তন্তুর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। শান্তির সময়ে এই সমস্ত তন্তুর আরও বেশী বাড়তি আশা করা যাইতে পারে।

এখন জিজ্ঞাস্য, কাঁচা তুলা সরবরাহ হইতে বঞ্চিত জার্ম্মাণিতে কি ঘটিয়াছে? জার্ম্মাণি নিশ্চয়ই নিশ্চেষ্ট হইয়া বৃথা কালহরণ করে নাই। এই সমস্ত কৃত্রিম তন্তুর আরও অনেক কিছু বাড়তির সম্ভাবনা আছে। পক্ষান্তরে কার্পাসের তুলা কার্পাসের তুলাই থাকিয়া যাইবে। কাজেই বয়ন শিল্পের পক্ষে কাঁচা তুলা আমদানির উপর নির্ভর করার প্রয়োজন ক্রমশঃ কমিয়া আসিবে। পশমের অবস্থাও তুলার মতই শোচনীয়। কাজেই প্রত্যেক দেশেই ক্রমশঃ আর্থিক স্বরাজের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হইবে। বয়নের উপযোগী তন্তুসকল যে সমস্ত দেশে উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত দেশেই বয়নশিল্প গড়িয়া উঠিবে। তুলা ও পশম উৎপাদক দেশগুলিকে ছাড়া শিল্পপ্রধান দেশগুলার কাঁচা তুলা আর পশম রপ্তানির কথাটা ভোগ করিতে হইবে না।

রবারের ছুড়িদার

রবার-শিল্পেরও বহুরকমের অগ্রগতি ঘটিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে কাঁচা রবার বাবদের দৌড় ছিল বেশ মিলিয়ন টনেরও কম। তন্মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিত স্বাভাবিক বৎসরে ৮০০,০০০ হইতে ১০০,০০ টন আর দুর্ব্বৎসরে ৭০০,০০০ টন। ব্যবহৃত রবারের মধ্যে ৭৫% প্রযুক্ত হইত মোটর শিল্পে। সামরিক লরীগুলাকে বন্ধুর ভূমি অতিক্রম করিতে হয়। এজন্য মজবুত টায়ার উদ্ভাবনের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। এই গবেষণা এতদূর সফল হইয়াছে যে শেষ পর্য্যন্ত মোটর যানে নিউম্যাটিক টায়ার ব্যবহারের রেওয়াজ হয়ত পরিত্যক্ত হইবে; ফলে মোটর শিল্পে রবারের প্রয়োজনও দূর হইবে। রবার কিন্তু বর্ত্তমানে মোটর শিল্পেই সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়।

আমেরিকায় বর্ত্তমানে সিন্থেটিক কৃত্রিম রবার-শিল্প দ্রুত গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমানে প্রত্যেক বৎসরে এই চিজ উৎপন্ন হইতেছে ৮০০,০০০ টন, অদূর ভবিষ্যতে উৎপাদনের পরিমাণ ১,২০০,০০০ টন দাঁড়াইবে। ফলে আগামী থেকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি হ্রাস পাইবে, আর ষ্টার্লিং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের ধনদৌলতের মূল্যও হ্রাস পাইবে। জার্ম্মাণির কৃত্রিম রবারও নিশ্চয়ই পয়লা নম্বরের চিজ; অন্যথা তাহার পক্ষে কখনই যুদ্ধ করা

সম্ভব হইত না। কাজেই যে সমস্ত দেশে রবার জন্মায় না, সেই সমস্ত দেশ অন্ততঃপক্ষে রবার উৎপাদক দেশগুলার উপর অনেকটা কম নির্ভর করিবে। রবারকে আংশিকভাবে নতুন নতুন কাজে লাগাইবার কৌশল উদ্ভাবন করিতে হইবে। তাহা না হইলে, এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কৃষি-শিল্পটী নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হইবে; অর্থাৎ ইহার সর্বনাশ উপস্থিত হইবে। এই অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়কে এড়াইতে হইলে রীতিমত গবেষণার প্রয়োজন। যে গবেষণার বলে নতুন বস্তু পয়দা করিয়া মানুষ রবারের নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীর সৃষ্টি করিয়াছে রবারকে নতুন নতুন কাজে লাগাইবার জন্য মানুষকে সেই অনুসন্ধান-গবেষণারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

প্ল্যাষ্টিক

এইবার আমাদিগকে নজর ফেলিতে হইবে প্ল্যাষ্টিকের উপর। এই শিল্প সম্বন্ধে খুব বেশী আলোচনার সৃষ্টি হইয়াছে। আর প্ল্যাষ্টিক শব্দটার অপপ্রয়োগও হইয়াছে যৎপরোনাস্তি। ধাতুর ফলাভিরিক্ত বস্তুমাত্রেরই নাম দেওয়া হইয়াছে প্ল্যাষ্টিক। যথার্থ ভাবে বলিতে হইলে, ছাঁচে ঢালিয়া যেসমস্ত জিনিষ তৈরী করা হয়, সেই-গুলাকেই প্ল্যাষ্টিক নামে অভিহিত করা বাঞ্ছনীয়। প্ল্যাষ্টিক দ্রব্যের প্রদর্শনীতে যে-কেহই উপস্থিত হউক না কেন, প্ল্যাষ্টিকের বহুরূপী ব্যবহার, বিশেষতঃ ধাতুর ফলাভিরিক্তরূপে এই বস্তুর প্রয়োগ দেখিয়া নিশ্চয়ই তাহার চমক লাগিয়া যাইবে। প্ল্যাষ্টিক দ্বারা নানাপ্রকার পাত্র, ল্যাম্প, নল ইত্যাদি হাজারো রকমের জিনিষ প্রস্তুত হয়। এই সমস্ত জিনিষ যেমনি শুভ্র তেমনি হাল্কা। প্ল্যাষ্টিক-নির্মিত দ্রব্যে মরচে ধরে না, ইহা এসিডে নষ্ট হয় না, ক্ষয়ও হয় না। ধাতু প্রভৃতি অনেক জিনিষকে প্ল্যাষ্টিক শেষ পর্যন্ত স্থানচ্যুত করিবে।

সিন্থেটিক তেল

জার্মাণিতে সিন্থেটিক তেল উৎপাদন এত বেশী সাফল্য লাভ করে যে, সিন্থেটিক তেলের কারখানাগুলা বৃটিশ ও মার্কিণ বোমারুগুলার প্রধান লক্ষ্য-বস্তুতে পরিণত হয়। মোটের উপর কৃত্রিম তেলের ভবিষ্যৎ অতিশয় উজ্জ্বল। প্রকৃতিরাণী যে-সমস্ত দেশকে পেট্রল বা তৈল-সম্পদে বঞ্চিত করিয়াছেন, এই চিজের দিকে সেই সমস্ত দেশের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

আর্থিক স্বরাজ

মোটের উপর, এই সমস্ত নতুন শিল্প প্রত্যেক দেশকে স্বাবলম্বী করিয়া আর্থিক স্বরাজেরই ভিত্তি রচনা করিবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যদি রবার না হইলেও চলে, জার্মাণি যদি রবার ও খনিজাত তেলকে উপেক্ষা করিতে পারে, আর বিলাতও কার্পাস তুলাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক পণ্য লেনদেনের কারবারকে একেবারে চালিয়া সাজিতে হইবে।

Registered No. C-1414.

সূচী

বাংলার সম্পদ :—বাংলায় চীনাবাদামের চাষ। বাংলার চাউল আমদানি। পূর্ব্ববঙ্গে চাউল সংগ্রহ। পৃঃ ৮৪

আর্থিক ভারত :—কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক হিসাব-নিকাশ। ভারতে বীমা ব্যবসায়ের প্রসার। প্রভিডেণ্ট সোসাইটি। পৃঃ ৮৫-৮৬

চনিয়ার ধনদৌলত :—জাপানে খাদ্যাভাবের আশঙ্কা। ইঁদুরদের অর্থনৈতিক আলোচনা। মিশরের তুলা বিক্রয়ের সমস্যা। বিলাতের রপ্তানিবাণিজ্য হ্রাস। পৃঃ ৮৬-৮৭

শ্রমিক ও সঙ্ঘ :—বৃটেনে ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন। আসামে চা-শ্রমিকের কুলি। পৃঃ ৮৭-৮৮

সাময়িকপত্রে বাংলার সমালোচনা-সাহিত্য পৃঃ ৮৯-৯০

পত্রিকা-প্রসঙ্গ ৯১

সমালোচনা ৯১

গ্রন্থপঞ্জী ৯৩

প্রবন্ধ :—বিশ্ববাণিজ্যের নতুন হাল-চাল বিনয়কুমার সরকার পৃঃ ৯৪-৯৫

আয় ও আয়ু

অর্থও আয়ু লইয়া কেহ জন্মায় নাই; আয়ের ক্ষমতাও মানুষের চিরদিন থাকে না—আয়ের পরিমাণও চিরস্থায়ী নয়। কাজেই আয় ও আয়ু থাকিতেই ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। জীবনবীমা দ্বারা এই সঞ্চয় করা যেমন সুবিধাজনক তেমনি লাভজনকও বটে।

এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করিবার জন্য হিন্দুস্থানের কর্ম্মিগণ সর্ব্বদাই আপনার অপেক্ষায় আছেন। হেড্ অফিসে পত্র লিখিলে বা দেখা করিলে আপনার উপযোগী বীমাপত্র নির্ব্বাচনের পরামর্শ পাইবেন।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা ১০ কোটী ১৪ লক্ষ টাকার উপর

মোট চলতি বীমা	৩২ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল	৬ কোটী ২৭ লক্ষ টাকার উপর
প্রিমিয়ামের আয়	১ কোটী ৫১ লক্ষ টাকার উপর
দাবী শোধ (১৯৪৪)	প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হেড অফিস — হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস — কলিকাতা

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

CENTRAL
UNIVERSITY

আর্থিক উন্নতি

মাঘ—১৩৫২ ২০শ বর্ষ—১০ম সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমার জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

ARTHIK UNNATI
(Economic Progress)
Established April 1926
Edited by Prof. Dr. Benoy Kumar Sarkar. *Vidya-vaibhava*
Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).
Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta
Director
Dr. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE JANUARY—FEBRUARY NUMBER, 1946

Section 1. Wealth of Bengal : Import of Rice in Calcutta. Health Services of the Government. Re-employing the Unemployed. The Medical Planning Officer. p. 98.

Section 2. Economic India : Jute Cultivation in India. Indian Customs Revenues. Central Post-war Planning. p. 99.

Section 3. World Economy: Nationalization of British Coal Industry. Transportation of Oil from Irac. Production of Gunny Bags in Iran. Cultivation of Cotton in Egypt. p. 100.

Section 4. Men, Institutions and Movements : The Bengal Institute of Economics discusses Electric Supply Undertakings. (pp. 100-102).

Section 5. Interview : Literary Criticism in Bengali Literature. (pp. 102-104).

Section 6. World of Journals : *The Far Eastern Survey. Industry.* p. 104.

Section 7. Reviews : Guide to United Nations and Allied Agencies. p. 105.

Section 8. Bibliography: 8 books announced. (pp. 105-106).

Articles : (1) The Industry and Trade of the Post-War World.
By Manmatha Nath Sarkar, M.A. (pp.106-108).

(2) The Categories of Keynes..
By Prof. Kastur Chand Lalwani, M.A., Poona, Research Fellow, Bengal Institute of Economics, Calcutta. p. 109.

বাংলার সম্পদ্

কলিকাতায় চাউল আমদানি

১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয়ার্ধে বিদেশ হইতে ৫৪৬,২১০ মণ চাউল, ব্রহ্মদেশ উপত্যকা হইতে ৮০,৯১৫ মণ ধান এবং আসাম উপত্যকা হইতে ৮,৩২০ মণ চাউল ও ২৩,৬৫০ মণ ধান কলিকাতায় পৌঁছে। বাঙলা দেশে চাউলের গড়পড়তা মূল্য মণপ্রতি এক আনা করিয়া কমিয়া বিগত ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে ১১৮/০ দাঁড়ায়।

চিকিৎসা কার্য্যে সরকারী উদ্যম

১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে ২৩৪টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক দল বাঙলা দেশের বিভিন্ন স্থানের ২২৮,৭২০ জন রোগীর চিকিৎসা করে। ঐ সময়ে বাঙলার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ১,০৫৫টি শাখা চিকিৎসা-কেন্দ্রে ১৭৩,৮০০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। পীড়িত ব্যক্তিগণ প্রধানতঃ ম্যালেরিয়া, অন্ত্রান্ত জ্বর, শ্বাস রোগ, চর্মরোগ ও পুষ্টির অভাবে ভুগিতেছিল।

ঐ সময়ে ৩২৯,৩১১ জনকে কলেরার টিকা এবং ৩৫৯,২১৫ জনের অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে বসন্তের টিকা দেওয়া হয়। ১৯৪৪ সালের প্রথম হইতে অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত বাঙলা দেশের মোট ৬,৫৪৯,৩২৯ জন অধিবাসীকে কলেরার টিকা এবং ২০,৪৭৮,৮১৫ জনকে বসন্তের টিকা দেওয়া হয়।

ম্যালেরিয়া নিবারণের উদ্দেশ্যে আলোচ্য মাসে ৫,৪৪৩ পাউণ্ড কুইনাইন, ২,২০৭ পাউণ্ড সিঙ্কোনা, ১৫,১২৮ এম্পুল ও ২১,৪১১,৫০ মেপাক্রিন বড়ি বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ করা হয় এবং কলিকাতা নগরীতে বিক্রয়ের জন্ত ২৮৩ পাউণ্ড কুইনাইন, ৪৫০ পাউণ্ড সিঙ্কোনা, ১,১০৪ এম্পুল ও ৩,৪১৭,৫০০ মেপাক্রিন বড়ি সরবরাহ করা হয়।

বেকারদের কর্ম্ম সংস্থান

বিগত নভেম্বর মাসে, কলিকাতা শিল্প অঞ্চলের বিমান আক্রমণের পর সংবাদ দেওয়ার সার্ভিস-এরিয়া অফিসসমূহে এবং বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প বিভাগের নিয়োগ সংক্রান্ত উপদেষ্টার অফিসে যে সমস্ত বেকার নাম রেজিষ্টারী করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ৯১৫ জন চাকুরী পাইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। চাকুরীপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এ-আর-পি বিভাগের ১৮৫ জন আছেন। যাঁহারা কাজ যোগাড় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা আরও বেশী হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। আলোচ্য মাসে ২,৩৩০ জন বেকার নাম রেজিষ্টারী করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেরাণীগিরী কার্য্যে উপযুক্ত ৫২৮ জন, শিল্পকার্য্যে সুনিপুণ ৪৮৩ জন দৈহিক পরিশ্রমে অক্ষম ও শিল্পকার্য্যে অনিপুণ ৩৮৮ জন এবং দৈহিক পরিশ্রমে সক্ষম ও শিল্পকার্য্যে অপটু ৮৩১ জন আছেন। নভেম্বর পর্য্যন্ত এই চারি শ্রেণীর যথাক্রমে ১৭,২১৪, ১৪,৭০৪, ২২,৮৪৫ এবং ১৪,৭২৫ জন লোক এবং এ-আর-পি বিভাগের কর্ম্মবিমুক্ত ২৪,৮৭৭ জন লোক নাম রেজিষ্টারী করিয়াছেন।

মেডিক্যাল প্ল্যানিং অফিসার

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের চিকিৎসা বিভাগে যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্ত প্ল্যানিং অফিসারের একটি পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। ঐ পদের জন্ত লেঃ-কর্ণেল ডি, এম, এলবুকার্ক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং তিনি উক্ত পদে যোগদান করিয়াছেন। প্রাদেশিক সরকার ভারত সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের জন্ত সেনাবাহিনীর চারিজন মেডিকেল অফিসারকে জনস্বাস্থ্য বিভাগের স্পেশাল এসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টরের পদে নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আপাততঃ নয় মাসের জন্ত এই চারিটি পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই দুইটি বিভাগে কোন গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে, ইহারা জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

আর্থিক ভারত

ভারতবর্ষে পাটচাষের হালচাল

১৯৪৩-৪৪ সনের পর থেকে বাংলার পাট আবাদের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। নিখিল ভারত পাট-চাষের গতিও একই দিকে। নিম্নের অঙ্কগুলার উপর চোখ বুলাইলেই অবস্থাটা বেশ বুঝা যাইবে :

নিখিল ভারত পাট-আবাদ

বৎসর	আবাদের পরিমাণ (লক্ষ একর)	উৎপাদন লক্ষ গাঁট	একর পিছু উৎপাদন গাঁট
১৯৪২-৪৩	৩৩·৩	৯০·৬	২·৭২
১৯৪৩-৪৪	২৬·৪	৭০·০	২·৬৫
১৯৪৪-৪৫	২১·০	৬২·০	২·৯৫

১৯৪৪-৪৫ সনে পূর্ব্ব সনের উদ্বৃত্ত মৌজুদ ৪৯ লক্ষ গাঁট সহ মোট সাবেক পাটের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৫·৫ লক্ষ গাঁট, অর্থাৎ পূর্ব্ব সনের তুলনায় ৮·৫ লক্ষ গাঁট কম।

ভারতের শুল্কবিভাগের আয়

১৯৪৫ সনের আগষ্ট মাসে লবণ করছাড়া সমুদ্রপথ ও স্থলপথের শুল্ক বাবদ ভারত সরকারের মোট ১০ কোটী ৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। গত জুলাই মাসে এই বাবদ আয় হইয়াছিল ১১ কোটী ৪৮ লক্ষ টাকা, ১৯৪৪ সনের আগষ্ট মাসে ৬ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা। মোটর স্পিরিট, কেরোসিন, চিনি, দেশলাই ইত্যাদি বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের আবগারী আয় দাঁড়ায় ১৯৪৫ সনের আগষ্ট মাসে ২ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা, জুলাই মাসে ৩ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৪ সনের আগষ্ট মাসে ২ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা।

কেন্দ্রীয় যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা

কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক দফতরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার আর্চিবল্ড রোলাণ্ড্‌সের বিভিন্ন প্রবেশ পরিদর্শনের ফলে কেন্দ্রে ও প্রদেশে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য শুরু করা সম্পর্কে এক নয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্বে ১৯৪৭ সালে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্যারম্ভের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে স্থির হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকটী বাছাই করা পরিকল্পনা অনুসারে অবিলম্বে কার্য্য আরম্ভ করিবেন।

অবিলম্বে কার্য্যকরী করার জন্য যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সমূহের নির্ব্বাচন কালে, যে সমস্ত পরিকল্পনায় একই সময়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক নিযুক্ত হইতে পারিবে, ঐগুলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, প্রাদেশিক সরকারগুলিকে এই ব্যাপারে উৎসাহিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে জলসেচন, হাইড্রো ইলেকট্রিসিটী প্রভৃতি যে সমস্ত প্রচেষ্টা পরিশেষে নিজ দায়িত্ব বহন করিতে সমর্থ হইবে কেবলমাত্র ঐগুলির জন্যই ঋণ হিসাবে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য দান করিতে রাজী হইয়াছেন তাহা নহে পরন্তু কৃষি-উন্নয়ন, ছোটখাট জলসেচন ব্যবস্থা, যাতায়াত, বন, মাটীতে সার প্রদান প্রভৃতি অন্যান্য যে সমস্ত অনুমোদিত পরিকল্পনা রহিয়াছে, প্রয়োজন হইলে তজ্জন্যও কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৫-৪৬ ও ১৯৪৬-৪৭ সালের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত। এই সমস্ত প্রদত্ত অর্থ পুনরায় ফেরত লওয়া হইবে না। এইগুলি প্রাদেশিক সরকারগুলির পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ-সাহায্যরূপে গণ্য হইবে।

দুনিয়ার ধনদৌলত

বৃটেনের করলা শিল্প জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত

কমন্স সভার অধিবেশনে বৃটেনের সমগ্র করলা-শিল্প জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সরকার পক্ষের এই প্রস্তাবের বিরোধিতার জন্য রক্ষণশীলদল যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। প্রস্তাব বাতিলের জন্য রক্ষণশীলদল যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা ৩৫১—১৮২ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। বিলের দ্বিতীয় ধফার আলোচনার তুমুল বিতণ্ডার পর বিনা ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে।

ইরাক হইতে তৈল আহরণ

ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানি ইতিপূর্ব্বে স্থাপিত ১২ ইঞ্চি লাইনের সমান্তরাল ভাবে কির্কুক (ইরাক) হইতে ত্রিপোলী (লেবানন) পর্য্যন্ত নূতন ১৮ ইঞ্চি পাইপ লাইন নির্ম্মাণ করিবে। কির্কুক হইতে হাইফা (প্যালেষ্টাইন) পর্য্যন্ত নূতন পাইপ লাইন নির্ম্মাণ শেষ হইলেই এই পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইবে।

আশা করা যাইতেছে যে, ৪৩০ মাইল দীর্ঘ কির্কুক-ত্রিপোলী লাইনের কাজ ১৯৪৬ সনে আরম্ভ হইবে এবং ১৯৪৯ সনে শেষ হইবে। কি বৎসর এই লাইনের দ্বারা ৪০,০০০,০০০ টন তৈল আনয়ন সম্ভব হইবে।

কানাডায় পশম আমদানি

১৯৪৪ সালের প্রথম তিন মাসের তুলনায় ১৯৪৫ সনের প্রথম তিন মাসে কানাডায় অনেক কম পশম আমদানি হইয়াছে। ১৯৪৫ সনের প্রথম তিন মাসে ১,২৫৮,০০০ ডলার মূল্যের মাত্র ৪,৬৫৬, ৬০১ পাউণ্ড পশম আমদানি হইয়াছে। ১৯৪৪ সনের প্রথম তিন মাসে পশম আমদানি হইয়াছিল ৩,৫৩১,২৮২ ডলার মূল্যের ১,৩৪৪,৮৪৫ পাউণ্ড।

পারস্যে খলিয়া উৎপাদন

পারস্যে খলিয়া উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। দুইটি কলে খলিয়া উৎপন্ন হইতেছে। তন্মধ্যে রেশ্‌ত সহরের কলে বৎসরে ৪ লক্ষ গজ খলিয়া ও ২০০ টন সুতা তৈরী হইতেছে। দ্বিতীয় কলটী অবস্থিত শাহী সহরে। ইহা রাষ্ট্রের সম্পত্তি।

আফ্রিকায় তুলা চাষ

কেনিয়া ১৯৪২-৪৩ সনে ৫,৪৫৩ গাঁটের স্থলে ১৯৪৩-৪৪ সনে ৬,৩৩০ গাঁট (এক গাঁট=৪০০ পাউণ্ড) অর্থাৎ ১৩% বেশী তুলা উৎপন্ন হইয়াছে।

পোকামাকড়ের উপদ্রবে ১৯৪৩-৪৪ সনে টাঙ্গানিয়াকার খুব কম তুলা জন্মিয়াছে। উগাণ্ডাতেও তুলা চাষের অবস্থা এই সনে শোচনীয়।

সুদানে ১৯৪২-৪৩ সনের ৩১৪,১০২ গাঁটের স্থলে ১৯৪৩-৪৪ সনে ২২০,৯৬২ গাঁট তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। মিসরীয় তুলা উৎপাদন ৪০% কম হইলেও বাকিণ তুলা উৎপাদন সমানই দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪৪-৪৫ সনে তুলা চাষের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ছিল।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

ধনবিজ্ঞান পরিষৎ

গত ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৪৪, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের ২৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ ভবনে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের এক অধিবেশন হয়। ইণ্ডোসুইস ট্রেডিং কোম্পানীর ডিরেক্টর বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন গুহ এম, এ (কমার্স) বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিচালনা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভায় শ্রীযুক্ত গীরেন্দ্র মিত্র, সতীন দাশগুপ্ত, যতীন শেঠ, জ্যোতিষ ঘোষ, তরুণকুমার বসু, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, ডক্টর বিনয়কুমার সরকার ও

শ্রীসুধাকান্ত দে প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সুধীন গুহ ও তরুণ বসু পরিষদের নূতন গবেষক।

গবেষণাধ্যক্ষ ডক্টর বিনয়কুমার সরকার মহাশয় উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন যে, ডক্টর সাহার বিদ্যোৎসাহিতার ফলে বিভিন্ন পরিষদ্‌গুলির পক্ষে নীরবে অনেক কাজ করা সম্ভব হইয়াছে।

বক্তা মহাশয় ভারতের সহর ও গ্রামগুলির বিদ্যুৎ সম্পদ্ সম্পর্কে সংখ্যা ও তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার পর কোন্ কোন্ দিকে উন্নতিসাধন হইতে পারে নির্দ্দেশ করেন।

ধীরেন্দ্র মিত্র মহাশয় এক-একটি প্রদেশ ধরিয়া বিশেষ আলোচনার পর দেখান বিদ্যুতের ব্যাপারে বাংলা দেশ সকলের পশ্চাতে রহিয়াছে। মাদ্রাজ এবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর। একটা নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসরণ না করাতেই বাংলা দেশ এত অনগ্রসর। তিনি "গ্রিড্ সিষ্টেম" এবং উহা সমগ্র ভারতে প্রযোজ্য হইতে পারে কি না তাহাও বিচার করেন।

শ্রীযুক্ত সতীন দাশগুপ্ত বলেন ভারতবাসীকে আরও বেশী বিদ্যুৎ ব্যবহার-পরায়ণ করিয়া তুলিতে হইবে এবং প্রত্যেকের জন্য সস্তা বিদ্যুৎ চাই। শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে সস্তা বিদ্যুৎ ও সমগ্র ভারতে এক গ্রিড্ প্রথা চলে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার কথা বলেন।

ডক্টর নরেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয় বলেন যে, তিনি যেবার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সার্ভে কমিটির সভ্য (১৯৪২-৪৩) ছিলেন। উহা ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ব্যবসায় এবাংশে বিদ্যুতের শিল্পসংক্রান্ত ব্যবহার সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দাখিল করে, তদনুসারে কোন কাজ এ পর্য্যন্ত হয় নাই। যতদিন গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি অবলম্বিত না হইবে ততদিন সস্তা বিদ্যুৎ আশা করিতে পারা যায় না। এমন কি প্রথম প্রথম লোকসান দিয়াও গবর্ণমেণ্টকে এবিষয়ে উদ্যোগী হইতে হইবে। বেহার সরকারের সহিত এ বিষয়ে কথাবার্ত্তাও চলিয়াছিল। কিন্তু ফল কিছু হয় নাই। ডক্টর সাহা বোম্বাই বণিক্ সমিতির গৃহে এক বই দেখিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার ধারণা জন্মে, বিদ্যুৎ কত সস্তায় পাওয়া সম্ভব। এবং ঐরূপ সস্তায় বিদ্যুৎ পাইলেই কষ্টিক সোডা প্রভৃতি তৈরী শিল্পের পৃথিবীব্যাপী প্রতিযোগিতায় সফলতা হইতে পারে। আমরা এক্ষণে বিদ্যুতের জন্য অনেক বেশী দাম দেই। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে বড় রেলওয়ে কোম্পানিগুলি কিনিয়া লওয়া সম্ভব হইল, আর বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানিগুলি কি কিনিয়া লওয়া যায় না? গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইলে আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যার সমাধান সহজে হয়।

সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় বলেন, যে, ডাল-ভাতের মত বিদ্যুৎও আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিষ। সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে না পারিলে আমাদের মত দেশের পক্ষে শিল্প-বাণিজ্যে তাড়াতাড়ি উন্নতি করা সম্ভব নয়। বীরেন বাবু যখন রাশিয়ায় যান, তখন দেখেন লেনিনের ঘরে এক মস্ত বড় রাশিয়ার ম্যাপ টানান রহিয়াছে। লেনিনের পক্ষে প্রথম বিবেচ্য বিষয় ছিল, কোথায় বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যায়, তাহা জানা ও তারপর তাকে কাজে খাটান। এইরূপে রাশিয়াকে ১২টি অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশের বৈদ্যুতিক শক্তির অনুসন্ধান ও ব্যবহারের ব্যবস্থা হয়। অতি-শক্তি গৃহ (সুপার-পাওয়ার হাউস্) তৈরী হয়। সমস্ত শিল্প ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন ভাবে গঠিত হইল। রাশিয়া যন্ত্র বিষয়ে দুর্ব্বল ছিল। কিন্তু বিদেশ হইতে যন্ত্র আনাইয়া রাশিয়ার পক্ষে বিদ্যুৎ শক্তিতে শক্তিশালী হওয়া কঠিন হইল না। এই শক্তির পরিচয় এইবার জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধে সে অনেক দিয়াছে। কলিকাতার ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন যখন ব্যবসা আরম্ভ করে তখন পুঁজি ছিল ৭ লক্ষ টাকা। আজ তার দাম ১৪ কোটি টাকা। লভ্যাংশের হারও কত উঁচু। একচেটিয়া ব্যবসার ফলে লাভ যেমন বেশী, বিদ্যুতের দামও তেমনি চড়া রহিয়াছে। উৎপাদন ও সরবরাহের প্রশ্ন আজ যত কঠিন মনে হইতেছে, তাহা তত কঠিন নয়। আর এই ব্যবসাতে লাভ হইতে বাধ্য। কারণ ক্রমে বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়িতেছে। বৎসরে এই বৃদ্ধি ১০%। গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিলে বিদ্যুতের যুগ আরও তাড়াতাড়ি আসিতে পারে।

সর্ব্বশেষে অধ্যাপক সরকার মহাশয় বক্তাদের কাহারও কাহারও আর্থিক তত্ত্বের দিক্ হইতে যে ভ্রম ছিল তাহা প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, বিলাত প্রভৃতি অগ্রসর দেশের সহিত আমাদের বিদ্যুৎ-সম্পদ্ তুলনা করিয়া নিরাশ হইলে চলিবে না। ৫০।৬০।৭০ বৎসর আগে ঐ সব পাশ্চাত্য দেশের অবস্থা কি ছিল, তাহা বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে, আমাদের সমস্যাগুলি অন্যান্য দেশেও দেখা দিয়াছিল, এবং সেগুলিকে বহু চেষ্টার পর অতিক্রম করা হইয়াছে বা হইতেছে। আর আমাদের পশ্চাৎ-পদতার জন্য বিগত লড়াইকে দায়ী করিলেও চলিবে না। আমাদের গলদগুলি যন্ত্র-শিল্প আর যুক্তিযোগ নীতিও অন্যান্য প্রকারে দূর হইয়া যাইবে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস।

মোলাকাৎ

বাঙ্গালা সমালোচনা-সাহিত্য

মার্ক্স্-পন্থী সমালোচনা

[অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত শ্রীসুবোধচন্দ্র ঘোষালের কথোপকথন]

প্রঃ—এই সকল সমালোচনা-বইয়ের কোনো নতুন বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছেন ?

উঃ—হাঁ। নতুনের ভেতর দেখ্‌তে পাচ্ছি সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ব্যাখ্যা। কোনো-কোনো ব্যাখ্যা পুরাপুরি মার্ক্সিষ্ট,—কোনো-কোনোটা আধা-মার্ক্সিষ্ট। এই চেষ্টাটা আমার পছন্দ-সই। সেকালে-একালে এই ধরণের মাল নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি করেছিও। তবে লেখকদের সিদ্ধান্তগুলার সঙ্গে আমরা মিল হ'ক্‌বা অনেক সময়েই কঠিন। গোপাল হালদারের "সংস্কৃতির রূপান্তর" (১৯৪১) পড়েছিস্ বোধ হয় ? তার ভেতর পাবি এই অধমের "ধনদৌলতের রূপান্তর"-বইয়ের সুর। বিমল সিংহ'র রচনা খানিকটা এই সুরে গাঁথা। বিমলের নজর রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিকাশ বেলাটার উপর বেশী। "সমাজ ও সাহিত্য" ইত্যাদি বই প্রাবন্ধিক মোহিত মজুমদারের রচনাবলীর পরবর্ত্তী বাপ।

প্রঃ—এই সকল রচনায় সাহিত্যই বা কতখানি আর সমাজই বা কতখানি ?

উঃ—ভাল প্রশ্ন। বস্তুতঃ এই সমালোচনা-প্রণালীতে সাহিত্য ও শিল্প অনেক সময় চাপা প'ড়ে যায়। সকল সমালোচকই ষোল আনা শ্রেণী-সংগ্রাম-পন্থী মার্ক্সিষ্ট নয়। তবে দেশের আর্থিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক ভাঙা-গড়ার কথা বেশী থাকে এই সকল সমালোচনায়। ১৯১৫-১৬ সনে বিশ্ব-সাহিত্য সমালোচনা উপলক্ষে এসব কথা বলেছি। "ইয়াঙ্কিস্থান বা অক্তি-রঞ্জিত ইয়োরোপ" বই ("বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীর চতুর্থ খণ্ড, ১৯২২) দেখতে পারিস্। যাহ'ক গোপাল হালদার, বিনয় ঘোষ, হুমায়ুন কবির, বিমল সিংহ ইত্যাদি লেখকদের রচনাগুলা মূল্যবান্। এই সবের দৌলতে বাঙালীর মাথা পরিষ্কার হ'তে বাধ্য। সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের উপর নয়া-নয়া আলো এসে জুট্‌ছে। ১৯১৪ সনে বিলাত-প্রবাসের সময় ডস্টয়েভ্‌স্কি আর তুর্গেনেভ সম্বন্ধে "গৃহস্থ"-মাসিকে আলোচনার ব্যবস্থা করি। তাতে সাহিত্যে সমাজের ঠাই-বিশ্লেষণ ছিল।

প্রঃ—বিনয় ঘোষ-প্রণীত কোন্ বইয়ের কথা বল্‌ছেন ?

উঃ—"শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ"। এই বইটা দুই-খণ্ডে বেরিয়েছে (১৯৪০)। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম "নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা"। গোপাল হালদারের বইয়ের চেয়ে এই বই দু'টায় সাহিত্যের মাল বেশী পাবি। মোটের উপর এই রচনা হচ্ছে

বিদেশী মালের তর্জমা বা চুম্বক। ঘটনাচক্রে এই ধরণের তর্জমা ও সার-সংগ্রহ খুবই পছন্দ করি। এই বইয়ে মার্কস্-লেনিন-পন্থী ইংরেজি ব্যাখ্যাগুলা বাঙালীর পাতে পরিবেশন করা হ'য়েছে। পরকীয় মতের উপর স্বাধীন মগজ বেশী ক্ষমতা দেখাতে পারেনি। তবে চেষ্টা আছে, সাধনা আছে। এই সাধনা তারিফ-যোগ্য। কিন্তু রচনার ভেতর ইংরেজি বাক্যের ছড়াছড়ি বড্ড বেশী। বই দু'টার অন্যতম প্রধান দোষ এইখানে। বাংলা বইয়ে আমি ইংরেজি পছন্দ করি না। সেকালের বইয়ে যাবে-মাঝে ইংরেজি বুখনি থাকতো। সেসব একালে বর্জন ক'রেছি।

প্রঃ—তর্জমা বা পরকীয় মতের চুম্বক-প্রচারকেও আপনি প্রশংসা করেন? তার ভেতরও সাধনা দেখ্‌ছেন?

উঃ—নিশ্চয়। তর্জমা-সাহিত্যের জন্য আমি অন্নাবধি প্রচার চালাচ্ছি। এই উদ্দেশ্যে সেকালে সাহিত্য-পরিষদের হাতে একটা ধনভাণ্ডারও কায়েম করতে ছাড়িনি (১৯১৩)। সেই ধন-ভাণ্ডারের তত্ত্বিরে একটা তর্জমা-বই বেরিয়েছে। রিপন কলেজের প্রিন্সিপাল, আমাদের তন সোসাইটির গুরুভাই, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষকে মনে পড়ে? সেদিন মারা গেছেন (৬ ডিসেম্বর।)। তাঁর "ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস"-বইটা সাহিত্য-পরিষদের সেই বই। এটা ফরাসী রাষ্ট্রবীর গীজো-প্রণীত বইয়ের ইংরেজি তর্জমার বাংলা তর্জমা।

প্রঃ—আপনি নিজে কখনো তর্জমা-সাহিত্য সৃষ্টি ক'রেছেন?

উঃ—অনেকগুলা তর্জমা এই অধমের হাতে বেরিয়েছে। প্রথম হচ্ছে মার্কিন বুকার ওয়াশিংটনের বই। নাম দিয়েছি "নিগ্রোজাতির কর্মবীর"। দ্বিতীয় জার্মান খ্রীষ্টফিল্ড নিট্‌শে-প্রণীত বই। এটাকেও খাড়া করিয়েছি "স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ নীতি" নামে। তৃতীয় বই হ'চ্ছে কমিউনিস্টদের বাইবেল-কোরাণ-গীতা। জার্মান মার্কস্-এঙ্গেল্‌সের লেখা বই। "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র"রূপে সেটা বাংলায় দেখা দিয়েছে এই কলমেরই আমায়। আর একখানা কমিউনিস্ট গীতার নাম দিয়েছি "ধন-দৌলতের রূপান্তর"। ফরাসী সাম্যবাদী লাফার্গের বই। তাও এই অধমের তর্জমা। তা ছাড়া আছে রুশ-রাষ্ট্রবীর বোল্‌শেভিক নেতা ট্রট্‌স্‌কির জার্মান বই। তাও বেরিয়েছে এই হাতে "নবীন-রুশিয়ার-জীবন-প্রভাত" নামে। অধিকন্তু আছে সংস্কৃত শুক্রনীতির ইংরেজি তর্জমা।

:—আপনি গোপাল হালদার ইত্যাদি লেখকদের মার্কস্-লেনিন-পন্থী সাহিত্য-সমালোচনা, শিল্প-সমালোচনা ও সংস্কৃতি-সমালোচনা পছন্দ করেন?

উঃ—কেন করবো না? আগেই বলেছি। মার্কস্-প্রচারিত দু'খানা গীতা-কোরাণ-বাইবেল এই অধমের হাতে বাংলায় আত্মপ্রকাশ করেছে। সে ১৯২৩-২৬ সনের কথা। ১৯২৫ সন পর্যন্ত আমি বিদেশে। বই দুটা বাজারে চলেছেও বেশ। যুবক বাঙলা তাজা-তাজা নয়া চিন্তা গিল্‌বার জন্য ওৎ পেতে ব'সে ছিল। এই অধমের লেখাগুলা মাসিকে বা সাপ্তাহিকে বেরুতো। ১৯২৩-৩০ সনের "প্রগতি-পন্থী"রা সেই সবে ছোঁ মারতো অতি সন্তোষে। দোকানদারেরা এই সব খবর দিয়েছে। আজকাল মার্কস্-লেনিন-পন্থী সমালোচনা-সাহিত্যের বাংলা বইগুলা বেরুচ্ছে বোধ হয় ১৯৩৬ সনের পরবর্তিকালে। সে-সবের সঙ্গে আমার হামদর্দি ষোল আনা। লেনিনকে আমি বিংশ শতাব্দীর যুগাবতার বলছি ১৯১৭-১৮ সন থেকে। তখন আমি আমেরিকায়। ("বাংলার সোস্যালিজম্-নিষ্ঠা', ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪২)।

প্রঃ—কেন? হামদর্দির কারণ কী?

উঃ—যদি কান্ট-হেগেলের প্রচার চলতে পারে তাহ'লে মার্কস্-লেনিনের প্রচার চল্‌বে না কেন? ভারতের সমালোচক-মহলে অথবা ইস্কুলের আবহাওয়ায় এতদিন ছিল ম্যাথিউ আর্নল্ড্, ডাউডেন আর

সেইন্টস্‌বেরি এই তিন ইংরেজ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের একচেটিয়া পশার। কাজেই মার্ক্‌স্‌-লেনিনকে কিছুদিন দুধ-কলা দিতে আপত্তি হওয়া উচিত নয়। অধিকন্তু ফরাসী তেইন ও সেয়ারের তর্জ্জমা-চুম্বক কিছু-কিছু চল্‌তো ভারতীয় পত্রিকার বাজারে-বাজারে। চলুক না মার্ক্‌স্‌-লেনিনের তর্জ্জমা-চুম্বক এক-আধ যুগ। ক্ষতি কী? ভরত-বিশ্বনাথের রস-বিশ্লেষণে যাদের মগজ বা হৃদয় তৃপ্তি হয় না তারা মার্ক্‌স্‌-লেনিনের রস-বিশ্লেষণে ব্যতিব্যস্ত হবে কেন? আর আরিস্তভলের "কাব্যাদিস্‌"-ছোলাপেও দেখ্‌ছি একালের বাঙালী রসজ্ঞ ও রসিকদের মেজাজ বেশ শরীফই থাকে। তা হ'লে কড়্‌ওয়েলের ছোঁয়া থেকেই কড্‌লিভার তেল গিল্‌লে তাদের পেট গরম হওয়ার কথা নয়।

পত্রিকা-জগৎ

"ফার ইষ্টার্ণ সার্ভে"

(১৪ই মার্চ্চ, ১৯৪৫)

আলোচ্য পত্রিকায় অষ্ট্রেলিয়ান অর্থশাস্ত্রী জেমস্‌ সি বেলস্‌ "বিদেশে অষ্ট্রেলিয়ান পণ্য দ্রব্যের বাজার" শীর্ষক একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধ-লেখক অষ্ট্রেলিয়ান পণ্য দ্রব্যের বিদেশী বাজার সম্বন্ধে অনেক কিছু পরিবর্ত্তনের আভাস প্রদান করিয়াছেন। এমন কি এই বাজার সঙ্কোচ প্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। বিলাতের ক্রয় হ্রাসই ইহার মুখ্য কারণ হইবে; কারণ বিলাতের পক্ষে পাগ্‌লা যুদ্ধ বৎসরগুলার মত জিনিষপত্র আমদানি সম্ভব হইবে না। বর্ত্তমানে বিলাত অষ্ট্রেলিয়ার মোট রপ্তানির অর্দ্ধেক গ্রহণ করে। পশমই অষ্ট্রেলিয়ার রপ্তানি বাণিজ্যে সবচেয়ে বড় অংশ দখল করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কৃত্রিম তন্তুর ক্রমিক বাড়তির ফলে অষ্ট্রেলিয়ার পশম অনেকখানি স্থানচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার রপ্তানি বাণিজ্য খুব বেশী পরিমাণ হ্রাস পাইবে কিনা তাহা নির্ভর করিতেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উপর। জাতিপুঞ্জ যদি বিশ্ব শান্তি রক্ষায় ও আক্রমণোদ্যত রাষ্ট্রগুলাকে সংযত রাখিতে ও দুনিয়ার সর্ব্বত্র লোকজনের কাজের সন্ধানে সমর্থ হয়, তাহা হইলে অষ্ট্রেলিয়াকে হয়ত' এই দুর্ভোগ আর সইতে হবে না।

লেখকের মতে বিলাতের পরিবর্ত্তে এসিয়ার দেশ-গুলা অষ্ট্রেলিয়ান পণ্যদ্রব্যের বাজারে পরিণত হইতে পারে; এই সমস্ত দেশবাসীকে যদি আহার্য্যদ্রব্যের খাদন বাড়াইতে হয়, তাহা হইলে, ইহাদের গড় আয় অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত করার প্রয়োজন।

"ইণ্ডাষ্ট্রী"

(নভেম্বর, ১৯৪৫)

আলোচ্য সংখ্যায় যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্বন্ধে অনেকিছু বলা হইয়াছে। যুদ্ধের মধ্যে কতকগুলি শিল্প মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেগুলা যাহাতে অব্যাহত থাকে, সেজন্য লেখক ওকালতি করিয়াছেন। কাচ শিল্প যুদ্ধের মধ্যে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কাগজ শিল্পও এ-সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য। জাহাজ শিল্পেরও ডেরেকাটা ভাঁজা আরম্ভ হইয়াছে। জলশক্তি হইতে বিদ্যুৎ আহরণের যে বিরাট সম্ভাবনা আছে তৎপ্রতিও সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। এই সমস্ত শিল্প প্রচেষ্টা দ্বারা যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যার অনেকখানি সমাধা হইতে পারে।

আলোচ্য-সংখ্যায় ত্রিপল নির্ম্মাণ, উত্তরবঙ্গের কাঠশিল্প, কাঁকড়া মাছ সংরক্ষণ, ইত্যাদি শিল্প-সম্বন্ধে কতকগুলা সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমালোচনা

"গাইড্ টু ইউনাইটেড্ নেশন্স্ অ্যাণ্ড্ অ্যালায়েড এজেন্সীজ্," ইউনাইটেড্ নেশন্স্ ইন্ফরমেশন্ অফিস, নিউইয়র্ক সিটি, ১৯৪৫ ; ৫০ সেণ্ট।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ৫৯টী জাতি ও সংস্থাই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ বিবরণী এই গ্রন্থে স্থানলাভ করিয়াছে। প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে নিয়ন্ত্রণ-কমিশন ও বিবিধ প্ল্যানিং এজেন্সীগুলা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত পাতাগুলা অসংলগ্ন অবস্থায় আছে। পরে যে সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হইবে, তাহা জুড়িয়া দেওয়া হইবে।

এ প্রাইস্ ফর পিস্, দি নিউ ইউরোপ অ্যাণ্ড্ ওয়ার্ল্ড মার্কেটস—অ্যাণ্টনিন্ বাস্থ্ ; কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটী প্রেস্ ; ম্যাকমিলান, নিউইয়র্ক সিটি ; ১৯৪৫ ; ২০৯ পৃঃ ; মূল্য ২·৫০ ডলার।

আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার ইউরোপের আর্থিক পুনর্বসতি সম্বন্ধে মোট সমস্যাটী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। আর্থিক ইউরোপের অতীত ও ভবিষ্যৎ দুইদিক লইয়া আলোচনা পরিচালিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের উপর ইউরোপের নির্ভর। তার উপর বিশেষ জোর দিয়া গ্রন্থকার বলেন যে, এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইবে নানামুখী, অন্যথা শিল্পপ্রধান দেশগুলার লোক-জনের কাজের সন্ধান অসম্ভব হইবে। ইউরোপের অগ্রগামী অংশগুলার সমস্ত লোকজনের পুরাপুরি কাজের সন্ধান ছাড়া কৃষিপ্রধান অংশগুলার অধোগতি অনিবার্য্য।

গ্রন্থকারের মতে দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী সময়ের তুলনায় ইউরোপের বর্ত্তমান আর্থিক পুনর্গঠন অপেক্ষাকৃত বেশী কষ্টসাধ্য হইবে। এই পুনর্গঠন নির্ভর করিবে মোটা পৃথিবীর উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিশ্ববাণিজ্য বাড়তির উপর। ইউরোপকে এ-জন্য রপ্তানির জন্য বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ ধরণের শিল্প কায়েম করিতে হইবে। কাজেই ইউরোপের কয়েকটী দেশের কল-কারখানাগুলাকে ঢালিয়া সাজাইতে হইবে। আর এজন্য রীতিমত নিখিল ইউরোপ পরিকল্পনা পর্য্যন্ত স্থির করিতে হইবে।

বাধা-বিঘ্ন-সঙ্কুল যুদ্ধোত্তর যুগে দুনিয়ার ধন-দৌলতের রাজ্যে যে দুর্যোগ উপস্থিত হইবে তাহা দূর করা এখন মার্কিণের পক্ষে সম্ভব না হইলেও পৃথিবীর অন্তত পক্ষে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার অবসরস্থানের মত আর্থিক ক্ষমতা মার্কিণের অবশ্যই আছে। মার্কিণের সাহায্য পুষ্ট পৃথিবী অতি সহজেই আর্থিক দক্ষতা স্থাপনে সক্ষম হইবে। বিশ্ববাণিজ্যের বাড়তি ছাড়া এই সমতা বা ভার-সাম্য স্থাপন অসম্ভব। বিশ্ববাণিজ্য বাড়তির ফলে ইউরোপ গ্রেটব্রুটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সকলেরই রপ্তানি বাড়িয়া যাইবে। মোটের উপর সমস্ত দেশের একযোগে কাজ করার সময় উপস্থিত হইয়াছে ; অন্যথা পৃথিবীকে নূতন মহাদুর্যোগের সম্মুখীন হইতে হইবে। আমেরিকাকে ব্যবসাদারী মনোবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ঋণ ও ইজারা নীতির উদারতা অব্যাহত রাখিয়া বিশ্ববাণিজ্যে সাহায্য করিতে হইবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সকলরকমের বাধা বিঘ্ন দূর করা তথা ব্যবসা-বাণিজ্যে সকলের সমান অধিকার নীতি প্রবর্ত্তনেরও প্রয়োজন।

গ্রন্থপঞ্জী

১। পোলিটিক্যাল হ্যাণ্ডবুক্ অব্ দি ওয়ার্ল্ড, ১৯৪৫ ; ওয়াল্টার এইচ ম্যালরী ; হার্পার অ্যাণ্ড ব্রাদার্স ; নিউইয়র্ক ; ১৯৪৫ ; ১৯৭ পৃঃ ; ২৭৫ উলার।

২। দি ইকনমিক্স অব্ পিস্ ; কেনেথ ই বোল্ডিং ; প্রেন্টিস্ হল ; নিউইয়র্ক সিটি ; ১৯৪৫ ; ২৭৮ পৃঃ ; ৩·৭৫ ডলার।

৩। প্র্যাক্টিং ফর দি ফিউচার; হুড্‌উইন্ ফেন্ডিস; দি ইস্টার ন্যাস্‌নাল প্রেস; নিউইয়র্ক; ১৯৪৫; ৫৬ পৃঃ; ১ ডলার।

৪। ফেন অ্যাট্ ওয়ার্ক; ষ্টুয়ার্ট চেজ্; হারকোর্ট ব্রেস্ অ্যাণ্ড কোং; নিউইয়র্ক; ১৯৪৫; ১৪৬ পৃঃ; ২ ডলার।

৫। দি রিকন্‌ষ্ট্রাকসন্ অব্ ওয়ার্ল্ড এগ্রিকাল্‌চার; কার্ল ব্রাণ্ট্; নর্টন কোং; নিউইয়র্ক; ১৯৪৫; ৪১৬ পৃঃ; ৪ ডলার।

৬। পাবলিক্ হেল্‌থ্ কেয়ার, প্রিন্সিপলস্ অ্যাণ্ড প্রবলেমস্; ক্রান্‌ৎস গোল্ডম্যান্ এম-ডি; কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটী প্রেস; নিউইয়র্ক; ১৯৪৫; ২২৬ পৃঃ; ১·৬০ ডলার।

৭। রাইজিং উইণ্ড; ওয়াল্টার মোয়াইট; ডাবলডে ডোরান্ অ্যাণ্ড কোং; নিউইয়র্ক; ১৯৪৫; ১৫৪ পৃঃ; ২ ডলার।

৮। ফুড ফর দি ওয়ার্ল্ড; ফিয়োডোর ডাব্লিউ ভল্‌ফ; ইউনিভার্সিটী অব্ শিকাগো; শিকাগো; ১৯৪৫, ৩৫৩ পৃঃ; ৩·৭৫ ডলার।

যুদ্ধোত্তর দুনিয়ার ধন-দৌলৎ*

শ্রীমন্মথনাথ সরকার, এম, এ

ব্রাজিল

যুদ্ধোত্তর দুনিয়ার ধন-দৌলতের উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। নয়া শিল্প-প্রধান দেশগুলায়, বিশেষতঃ ব্রাজিল ও ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশী পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা। ব্রাজিল কাফির দেশ রূপে পরিচিত। কিন্তু এই দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে এই দেশের লোক সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪ মিলিয়ন। কিন্তু বর্ত্তমানে লোক সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২০ মিলিয়ন। আমেরিকার তুলার দর চড়াইয়া যাওয়ায় ব্রাজিল দেশে তুলা উৎপন্ন হইতেছে এবং ব্রাজিলের নিজস্ব বস্ত্রশিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় জাপান যেমন অনেকগুলা বাজার থেকে বিলাতী বস্ত্রকে স্থানচ্যুত করে; এবারকার যুদ্ধের মধ্যে ব্রাজিলে প্রস্তুত বস্ত্র সেইভাবে দুনিয়ার বাজারে বিলাতী বস্ত্রের স্থান দখল করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যুদ্ধের কল্যাণে ব্রাজিলে এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বের তুলনায় দেশটার অনেক বেশী ধন-দৌলতও বাড়িয়াছে। মোটের উপর, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-ক্ষেত্রে, ক্রেতা ও বিক্রেতা রূপে দেশটার কিয়ৎ অনবরত বাড়িয়াই চলিবে।

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষও বাড়তির পথে, আর বাড়তি-হারার গতি-বেগটাও বেশ-কিছু বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতের বিরাট বাজারে বাজারে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প এখন একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিতেছে। মিল-মালিকরা লাভ করিতেছে প্রচুর পরিমাণে। সুযোগ মিলিলেই এই সমস্ত অর্থ নতুন নতুন কারখানা-পত্তনে প্রযুক্ত হইবে। পার্শ্ববর্ত্তী দেশগুলার অভাবও অনেকাংশে এখন ভারতবর্ষই পূরণ করিতেছে। উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষ সাধনের দিকে ভারতের রীতিমত লক্ষ্য দেখা যাইতেছে। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ রপ্তানিকারক দেশেই পরিণত হইবে। যুদ্ধের মধ্যে ভারতের ভাবী-শিল্পগুলারই সুবিধা হইয়াছে সবচেয়ে বেশী। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়া বাহিনীর কল্যাণে ভারতীয় ইস্পাতের উপর নির্ভরশীল বিরাট এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। অধিকন্তু যুদ্ধের ফলে ভারতবাসী নানাপ্রকার নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। এই নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইতে পারিলে ভারতের উল্লেখযোগ্য আর্থিক উন্নতি ঘটিবে। বছর দুয়েক পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ছিল অধমর্ণ দেশ। যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরেই

* 'ন্যাশনালিষ্ট' পত্রিকায় অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ।

পৃথিবীর সেরা উন্নয়ন দেশের ইজ্জৎ লাভ করিয়াছে। ভারতের হাতিং পাওনার বহরও অত্যন্ত বেশী। এই পাওনায় যৎকিঞ্চিৎ সুফল ফলিবে।

সমৃদ্ধিশালী হইলে ভারত বিশ্ব বাণিজ্য-ক্ষেত্রে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিবে; কিন্তু এই ধরণের আর্থিক পদ্ধতি ও ক্রয়-ক্ষমতাযুক্ত ভারতবর্ষ যদি যন্ত্রপাতি লাভে সমর্থ হয়, তাহা হইলে গোটা দুনিয়ার শিল্পগত-ধরণ-ধারণ একেবারে বদলাইয়া যাইবে। তাহা অবশ্য ইয়োরামেরিকান "বাবা-বাবা" দেশগুলার চোখে বিষস্বরূপ।

চীন

পৃথিবীর আরও দুইটি অঞ্চল বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। দুইটি অঞ্চলের অবস্থাই অনিশ্চিত। তাহা সত্ত্বেও দুনিয়ার ধন-দৌলতের উপর অঞ্চল দুইটির গুরুত্ব একশত বার স্বীকার্য। কারখানা-জাত শিল্পদ্রব্যের বাধক দেশ হিসাবে চীনের বিরাট সম্ভাবনা ইয়োরামেরিকার সর্বত্র কারখানা-মালিকদের কল্পনার রাজ্যে ঘোরতর আলোড়নের সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। এই স্বপ্ন কিন্তু এখনও বাস্তবে পরিণতি লাভ করে নাই। এ-সম্বন্ধে একটা বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নজর দেওয়ার দরকার। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নির্দিষ্টরূপে চীনের উপর অনেকখানি আশা-ভরসা স্থাপন করিয়াছে। শুনা যায়, চীনের সড়ক, জলপথ ও বৈদ্যুতিক শক্তি বিস্তারের জন্য মার্কিণ বিরাট পরিকল্পনা পর্যন্ত স্থির করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সমৃদ্ধিশালী চীনের সাম্রাজ্য বাজারও সুবিশাল। এই বাজার এত প্রশস্ত যে, তাহা মার্কিণের বাধা-বাধা কল-কারখানার উৎপন্ন পণ্য-সম্ভার বেশ হজম করিতে পারিবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি চীনকে পদানত করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে সকলেরই সুবিধা হইবে। মার্কিণের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে তাহার রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষ বাধা-প্রাপ্ত হইবে, ফলে, অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট বাজারগুলায় মার্কিণের প্রতিযোগিতা আরও বেশী ঘোরালো হইয়া উঠিবে। ইংরেজের পক্ষে মার্কিণের বাণিজ্য-বিস্তার যারপরনাই উদ্বেগের বস্তু সন্দেহ নাই।

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ

অতঃপর উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ। ইউরোপীয় মহাদেশের এই বিরাট অংশটায় অতি কমই শিল্পোন্নতি ঘটিয়াছে। ইউরোপের অন্যান্য অংশের তুলনায় এই অংশে নিয়মিত বর্ধিত হারে লোকসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, অথচ লোকজনের জীবনযাত্রার মাত্রা একেবারে নীচের কোঠায় রহিয়াছে। এই অঞ্চলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, দেশগুলার যৎসামান্য আর্থিক সঙ্গতি যুদ্ধোপকরণ ক্রয় হইতে রেহাই পাইবে, ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত হইবে। প্রতিযোগী দেশগুলার সাথে সামরিক টক্কর দেওয়ার দিকে মন না দিয়া গবর্নমেন্টগুলা যদি আর্থিক উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করে, তাহা হইলে এই সমস্ত দেশে বিদেশী পুঁজি-পাট্টা আমদানি হইবে, ফলে উত্তরোত্তর কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইবে, উত্তরোত্তর যান-বাহন চলাচলের ব্যবস্থা আর উত্তরোত্তর বিদ্যি-বাটোয়ারাও সম্ভব হইবে। আর ইহাতে জনসাধারণের জীবনযাত্রা-প্রণালীরও উন্নতি ঘটিবে, ফলে ইউরোপের এই অঞ্চলের সাথে শিল্প-প্রধান অঞ্চলগুলার উল্লেখযোগ্য মাল-বিনিময়ও ঘটিবে আর গোটা মহাদেশের আর্থিক জীবনের উপরেই ইহা সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিবে।

বৃটিশ উপনিবেশসমূহ

শিল্প-প্রধান ও কৃত্রিম দ্রব্যসমূহ নির্মাণ যত বেশীই বর্ধিত হউক না কেন এবং তজ্জন্য যত কিছু নাটকীয় পরিবর্তন সাধিত হউক না কেন, পৃথিবীর একটা বিরাট অংশ এখনও বহুদিন ভূমিজাত উৎপন্ন দ্রব্যের উপরেই নির্ভর করিয়া চলিবে। ছয় কোটি লোকের বাসভূমি বিরাট বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য এই অংশের অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত উপনিবেশবাসীরা আপন আপন উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য পাইলে তাহাদের জীবনযাত্রা প্রণালীর উন্নতি সাধিত হইবে। তাহাদের ক্রয়-ক্ষমতাও বাড়িয়া যাইবে। ফলে, বিলাতে উৎপন্ন সাধারণ শিল্প দ্রব্যগুলা এখানে উত্তম বাজার লাভ করিবে। অভিজ্ঞতার

ফলে দেখা গিয়াছে যে, পৃথিবীর চাষীরা যখন ছ'পয়সার মুখ দেখিয়াছে, তখন শিল্পেরও প্রসার ঘটিয়াছে। শস্য বেচিয়া আফ্রিকার নিগ্রোদের হাতে দু'পয়সা জমিলেই তাহারা বিলাতী জিনিষ ক্রয় করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। এই সমস্ত বাজারে কেবলমাত্র পক্ষপাত মূলক নীতি আর কোটা (হিস্যা) ব্যবস্থাদ্বারা বৃটেন আপন পণ্য-দ্রব্যের সুরাহা করিতে পারিবে না। এই সমস্ত উপনিবেশের অধিবাসীরা যদি গরীব হইয়া পড়ে, আর বৃটিশ কর্তৃপক্ষ উপনিবেশিকগুলার সস্তা মাল আমদানির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে, তাহা হইলে তাহারা কখনই বৃটেনের এই নীতি বরদাস্ত করিবে না। কিন্তু বৃটেনের চেষ্টায় যদি ইহাদের আর্থিক উন্নতি ঘটে, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই বিলাতী জিনিষের ভক্ত হইয়া উঠিবে। এই সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের শিক্ষা স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান সম্বন্ধে অনেক কিছু বাৎচিৎই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সকলের মূলাধার আর্থিক অভাব-অভিযোগ-গুলা দূর করার প্রয়োজন যে সকলের আগে, সে-সম্বন্ধে তেমন কিছুই শুনা যায় না। অন্যান্য দেশগুলা ইতিমধ্যে আপন আপন প্রয়োজনীয় শিল্প দ্রব্য উৎপাদনের দিকে যথেষ্ট পরিমাণে মনোনিবেশ করিয়াছে। কাজেই বৃটেনের কাছে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বাজার এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় এই সাম্রাজ্যকে এখন বৃটেনের পক্ষে সদ্ব্যবহার করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। বৃটেন আপন আর্থিক কাঠামো এইভাবেই চালিয়া সাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়া

কতকগুলা অবনত দেশের শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে ইতি-পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে দুনিয়ার ধন-দৌলত যে শেষ পর্য্যন্ত বাড়তি লাভ করিবে তাহাও বেশ বুঝা যায়। কিন্তু অল্প লোকসংখ্যা বিশিষ্ট দেশগুলার অতি-মাত্রায় শিল্প বাড়তি যে কল্যাণ-জনক নয়, তাহাও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। রীতিমতভাবে লাভের মুখ দেখিতে হইলে কল-কারখানা-গুলা যত বড় করার দরকার সেই ধরণের কল কারখানা-সমূহের উৎপন্ন মাল এই দুই দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে যে কিভাবে কাটিতে পারে, তাহা চিন্তার বিষয়, সন্দেহ নাই। এই আশঙ্কা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অতিমাত্রায় শুল্ক বসাইয়া বা আমদানি নিয়ন্ত্রণ করিয়া ক্ষতিকর শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলাকে টিকাইয়া রাখার অপচেষ্টা ঘটিবে নিশ্চয়ই। সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানার বাড়তি মাল অন্যত্র কাটাইবার জন্য চেষ্টা-চরিত্রও চলিবে। ফলে দেখা দিবে রপ্তানি বাণিজ্যে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা ; আর ইহার ফলভোগ করিবে দেশীয় খাদকগণ, যাহাদিগকে ইতিপূর্ব্বেই অথবা সংরক্ষণ-ব্যবস্থার নিপীড়ন বা শোষণ ভোগ করিতে হইয়াছে। অবস্থা যদি এইরকমই দাঁড়ায়, তাহা হইলে, বিশ্বের শিল্প-বাণিজ্যকে দৃঢ় অর্থনৈতিক বুনিয়াদের উপর দাঁড় করাইবার সমস্ত শুভ প্রচেষ্টাই পণ্ড হইয়া যাইবে আর ইহার অশুভ পরিণতি যে কত দিকে আর কত কার্য্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিবে বর্ত্তমানে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব বলিলেই চলে। এই সকল দিকে বিলাতী বেপারীদের মাথা বেশ-কিছু খাটিতেছে।

কেইন্‌সের অর্থ নৈতিক পরিভাষা

(পূর্বানুবৃত্তি)

কস্তুরচাঁদ লালুভাই, এম এ,
অধ্যাপক, কলেজ অব কমার্স, পুণা, অবৈতনিক গবেষক, বঙ্গীয় অর্থবিজ্ঞান পরিষদ্, কলিকাতা

কেইন্‌স্ সেকেলে মতবাদের আর একটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। স এবং রিকার্ডোর সময় থেকে অর্থশাস্ত্রীরা এই ধারণাই বহন করে আসছেন যে, সরবরাহ তার নিজের চাহিদা নিজেই সৃষ্টি করে নেয়। অর্থাৎ এঁরা মনে করেছেন যে, টাকাটি যখন ভোগব্যবহার থেকে বিরত থাকছে তখনও টাকার ব্যবহার হচ্ছেই। মার্শ্যালের ভাষায়, "মানুষ তার আয়ের যে অংশ সঞ্চয় করে সেটিও, ঠিক তার আয়ের ব্যয়িত অংশেরই মত, শ্রম এবং সামগ্রীর ক্রয়েই ব্যয়িত হয়। সে ব্যয় করছে একথা বলা হয় যখন সে ক্রীত সেবা এবং সামগ্রী থেকে উপভোগটুকু বর্তমানেই আহরণ করবার প্রয়াস পায়। সে সঞ্চয় করছে একথা তখনই বলা হয় যখন সে যে শ্রম ও সামগ্রী কিনছে সেগুলিকে খাটিয়ে সে উৎপাদন করছে সম্পদ—যে সম্পদকে ভবিষ্যৎ উপভোগের উপকরণ বলে সে আশা করে।" এবিষয়ে কেইন্‌সের বক্তব্য হলো এই যে, সেকেলে অর্থশাস্ত্রীরা এবং তাঁদের একালিন চেলারা ভ্রান্তভাবে মনে-করে নিচ্ছেন যে, এমন কোন একটি যোগসূত্র বিদ্যমান রয়েছে যাতে বর্তমান ভোগব্যবহার থেকে বিরতি বিষয়ক সিদ্ধান্তকে ভবিষ্যৎ ভোগব্যবহারের ব্যবস্থার সিদ্ধান্তের সঙ্গে যোগকরে দিচ্ছে। কেইন্‌সের সমালোচনার বিষয়-বস্তু হলো এই যে, ভোগব্যবহার থেকে বিরতি-বিষয়ক সিদ্ধান্ত হলো এক, এবং এভাবে সঞ্চয়ের টাকা উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হলো সম্পূর্ণ আলাদা। উৎপাদন ক্ষেত্রে পুঁজিনিয়োগের অনুপ্রেরণা এত সহজ-সরল নয়; বাস্তব ক্ষেত্রে এর নির্ধারণের মধ্যে অনেক প্রকার জটিলতার আবির্ভাব হয়। সেকেলে অর্থশাস্ত্রীরা এইসব জটিলতার কথা উপেক্ষা করেছেন। অধ্যাপক পিগু তাঁর "নিয়োগ ও স্থিতি" গ্রন্থে সুদের হার বিষয়ক সেকেলে মতবাদের আলোচনা করতে গিয়ে কেইন্‌সের এই সমালোচনার জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু তিনি এভাবে চেষ্টা করলেও, বাস্তব ক্ষেত্রে পুঁজিনিয়োগ ব্যাপারে যে সব জটিলতা রয়েছে তাদের কথা সেকেলে অর্থশাস্ত্রীদের রচনার কোনখানেই যে পাওয়া যাবে না সে কথা প্রমাণ করতে পারেন নি।

Registered No. C-1414.

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—কলিকাতায় চাউল আমদানি। চিকিৎসা-কার্য্যে সরকারী উদ্যম। বেকারদের কর্ম্ম সংস্থান। মেডিক্যাল প্র্যানিং অফিসার। পৃঃ ৯৮

আর্থিক ভারত ঃ—ভারতবর্ষে পাটচাষের হালচাল। নিখিল ভারত পাট-কংগ্রেস। ভারতের শুল্ক-বিভাগের আয়। কেন্দ্রীয় যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা। পৃঃ ৯৯

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—ব্রটেনের ঋণভার শিল্প জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত। ইরাক হইতে তৈল আহরণ। কানাডায় পশম আমদানি। পারস্যে খনিজ উৎপাদন। আফ্রিকায় তুলা চাষ। পৃঃ ১০০

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—বনবিজ্ঞান পরিষৎ। পৃঃ ১০০-১০২

মোলাকাৎ ঃ—বাঙ্গালা সমালোচনা-সাহিত্য পৃঃ ১০২-১০৪

পত্রিকা-জগৎ ১০৪

সমালোচনা ১০৫

গ্রন্থপঞ্জী ১০৫-১০৬

প্রবন্ধ ঃ—

(১) যুদ্ধোত্তর দুনিয়ার ধনদৌলত
যদুনাথ সরকার, এম-এ পৃঃ ১০৬-১০৮

(২) কেইন্‌সের অর্থনৈতিক পরিভাষা
অধ্যাপক কল্পতরু সাহানী এম-এ পৃঃ ১০৯

আয় ও আয়ু

অর্থও আয়ু লইয়া কেহ জন্মায় নাই; আয়ের ক্ষমতাও মানুষের চিরদিন থাকে না—আয়ের পরিমাণও চিরস্থায়ী নয়। কাজেই আয় ও আয়ু থাকিতেই ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। জীবনবীমা দ্বারা এই সঞ্চয় করা যেমন সুবিধাজনক তেমনি লাভজনকও বটে।

এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে সহায়তা করিবার জন্য হিন্দুস্থানের কর্ম্মিগণ সর্ব্বদাই আপনার অপেক্ষায় আছেন। হেড্ অফিসে পত্র লিখিলে বা দেখা করিলে আপনার উপযোগী বীমাপত্র নির্ব্বাচনের পরামর্শ পাইবেন।

১৯৪৪ সালে নূতন বীমা ১০ কোটী ১৪ লক্ষ টাকার উপর

মোট চলতি বীমা	৩২ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল	৬ কোটী ২৭ লক্ষ টাকার উপর
প্রিমিয়ামের আয়	১ কোটী ৫১ লক্ষ টাকার উপর
দাবী শোধ (১৯৪৪)	প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হেড অফিস — হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস — কলিকাতা

২, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ফাল্গুন—১৩৫২

আর্থিক উন্নতি

২০শ বর্ষ—১১শ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি।

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

পরাক্রমের মূর্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমার জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

ARTHIK UNNATI

(Economic Progress)

Established April, 1926

EDITED BY PROF. DR. BENOY KUMAR SARKAR, *Vidya-vaibhava*

Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).

Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta.

Director

DR. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE FEBRUARY—MARCH NUMBER, 1946.

Section 1. Wealth of Bengal : Export of Rice from Chittagong. A Scheme for Supply of Fish. A Fishery Exhibition and Training Centre. The Impending Famine. p. 112.

Section 2. Economic India : American Wheat for India, for India. Disposal of Excess Rice in Sindh. Railway Budget, Burma. (pp. 113-114).

Section 3. World Economy: Hoarded Gold in Texas, as Loan from Canada. Jute Industry in Ireland. p. 114.

Section 4. Men, Institutions and Movements : U. N. R. R. A. Hindusthan Co-operative Insurance Co. Ltd. A Meeting of the Bengali Institute of Sociology. (pp 115-116).

Section 5. Interview: Propagada Literature vs. Literature as an Art. (pp 116-118).

Section 6. World of Journals : *Foreign Policy Reports.* p. 118.

Section 7. Reviews : Governing of Men. One America. p. 119.

Section 8. Bibliography: 6 books announced. (p 119-120)

Articles : Saving and Investment.

By Prof. Kastur Chand Lalwani, M.A., Poona, Research Fellow, Bengali Institute of Economics, Calcutta. (pp. 120-123).

বাংলার সম্পদ্

চট্টগ্রাম হইতে চাউল রপ্তানি

চট্টগ্রাম হইতে শীঘ্রই ১০ টন চাউল মাদ্রাজে প্রেরণ করা হইবে। ভারত গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশক্রমে এই চাউল মাত্র মাদ্রাজে চালান দেওয়ার জন্য আসাম হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। উপরি উক্ত পরিমাণ চাউলের মধ্যে বাঙ্গালা সরকারের কোন ধান নাই।

কলিকাতায় মৎস্য সরবরাহের পরিকল্পনা

নদীর মোহানা ও সমুদ্রোপকূল অঞ্চল হইতে মৎস্য আনয়ন এবং উহা কলিকাতার বিভিন্ন বাজারে সরবরাহের এক পরিকল্পনা যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থা হিসাবে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এই সমস্ত অঞ্চলে মৎস্যজীবিগণ যে মাছ ধরে, চালান দিবার অসুবিধার দরুণ তাহা নষ্ট হইয়া যায়। এই পরিকল্পনানুযায়ী মাছ ধরার এলাকায় মৎস্যজীবিগণের নিকট হইতে মাছ ক্রয় করা হইবে এবং শীতল রক্ষণাগার-যুক্ত এক বিশেষ ধরণের লঞ্চ মারফৎ মৎস্য-সংরক্ষণ-কেন্দ্রে আনয়ন করা হইবে। তথা হইতে উহা কলিকাতায় প্রেরণ করা হইবে। কলিকাতায় মাছের দরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গভর্ণমেণ্ট ঐ মাছের দর ধার্য্য করিবেন। লাইসেন্সধারী এজেণ্টগণ উহা কলিকাতার বিভিন্ন বাজারে বিক্রয় করিবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে উক্ত অঞ্চল হইতে বৎসরের আট মাস প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ছয় হইতে দশ টন মাছ কলিকাতায় আমদানি করা যাইবে আশা করা যায়।

মৎস্য সংরক্ষণের প্রদর্শনী-কেন্দ্র

কাঁথি মহকুমার সমুদ্রোপকূল অঞ্চলে মৎস্য সংরক্ষণ প্রদর্শনী কেন্দ্রের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে এইরূপ কেন্দ্র ইতিপূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মাছের অপচয় নিবারণের উদ্দেশ্যে এখানে ধীবরগণকে মৎস্য সংরক্ষণের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হইবে। যে সমস্ত অঞ্চলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়, অথচ চালান দিবার সুবিধা নাই, সে সমস্ত অঞ্চলেও অনুরূপ কেন্দ্র স্থাপিত হইবে আশা করা যায়। মাছে লবণ দিবার পূর্ব্বে উহার ভিতর হইতে যে ফুলকো, আঁতড়ী ইত্যাদি বাহির করিয়া ফেলা হয় তাহা এবং লবণ দিবার পর উহা হইতে যে জল নির্গত হয় তাহা উৎকৃষ্ট সাররূপে কৃষিকার্য্যে ব্যবহার করা যায়।

(নীহার)

আসন্ন দুর্ভিক্ষ

আসন্ন দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে দিন দিনই আশঙ্কাজনক খবর পাওয়া যাইতেছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত না হইলে সেবারের বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষের ছয় গুণ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে। কলিকাতায় খাদ্য দ্রব্যের বরাদ্দ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ঢাকায়ও শীঘ্রই অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইতেছে তাহাতে সকলকেই খাদ্যসম্পর্কে কঠোর সংযম অভ্যাস করিতে হইবে এবং চাউল, ময়দা প্রভৃতি খাদ্য যথাসম্ভব কম আহার করিতে হইবে এবং তৎপরিবর্ত্তে তরকারী, নিম্ন আলু প্রভৃতি অধিক পরিমাণে আহার করিতে হইবে। শ্রাদ্ধ, বিবাহাদি ব্যাপারে ভোজ প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এতৎসত্ত্বেও যদি অমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া, কেনাডা প্রভৃতি দেশসমূহ যানবত্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ না করে তবে বহু ভারতবাসী দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হইবে।

(পঞ্চায়েৎ)

আর্থিক ভারত

ভারতে মার্কিণ গম

ওয়াশিংটনের যুক্ত খাদ্য বোর্ড ১৯৪৬ সালের প্রথম ছয় মাসে ভারতের জন্য ৪ লক্ষ টন গম মঞ্জুর করিয়াছে। চাউলের কোন পরিমাণ মঞ্জুর করা হয় নাই। অবশ্য যুক্ত খাদ্য বোর্ডের কমোডিটি কমিটি এ সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। ভারতীয় খাদ্যপ্রতিনিধিদল উপস্থিত হইলে এবং বোর্ডের নিকট ভারতের বিষয় উত্থাপিত হইলে সম্ভবতঃ এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। অল্প চাউল শুধু অল্পের প্রয়োজনটুকু মিটাইবার মতই উৎপন্ন হইবে বলিয়া মনে করা হইতেছে। শ্যাম সম্পর্কে ক্ষীণ আশা বর্ত্তমান। রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ঐ স্থানের প্রায় ১৫ লক্ষ টন চাউল রপ্তানির জন্য পাওয়া যাইবে। শ্যামের চাউলের সম্পর্কে সর্ব্বশেষ ভাগ-বাটোয়ারা অবশ্য ওয়াশিংটনের খাদ্য বোর্ড করিবে।

ভারতে অষ্ট্রেলিয়ান গম

মার্চ্চ মাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই ভারতে প্রেরণের জন্য দেড়শত হাজার টন গম অষ্ট্রেলিয়ার বন্দরের জাহাজে বোঝাই করা হইবে। ১৬।১৭টি জাহাজে করিয়া এই গম চালান যাইবে। মার্চ্চ মাসে ১৫০ হাজার টন গম পাঠাইবার পর মাসে মাসে কি পরিমাণ গম ভারতে প্রেরণ করা হইবে তাহা এখনও পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। তবে উপরুক্ত পরিমাণেই পাঠান হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

সিন্ধুর বাড়তি খাদ্যশস্য

সিন্ধু গভর্ণমেণ্টের এক ঘোষণায় প্রকাশ যে বর্ত্তমান বৎসরে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার টন সিন্ধুর জন্য রাখিয়া বাকী দুই লক্ষ টন ঘাটতি অঞ্চলে প্রেরণ করা হইবে। বর্ত্তমান বৎসরে, এক লক্ষ টন গমও বাড়তি বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহাও ঘাটতি অঞ্চলে প্রেরিত হইবে।

রেলওয়ে বাজেট

১৯৪৫-৪৬ সালে রেলওয়ে হইতে মোট ২২৪ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। পূর্ব্ব বৎসরে ইহা অপেক্ষা ৮·৬২ কোটি টাকা কম আয় হইয়াছিল এবং প্রাথমিক হিসাবের সময় ইহা অপেক্ষা ৫ কোটি টাকা কম ধরা হইয়াছিল। সমস্ত আয়-ব্যয় ধরিয়া মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১৬১·৩০ কোটি টাকা; পূর্ব্ব বৎসর ইহা অপেক্ষা ২৭·০২ কোটি টাকা কম ব্যয় হইয়াছিল এবং বাজেটে ইহা অপেক্ষা ৯·৪০ কোটি টাকা কম ধরা হইয়াছিল। সামরিক প্রয়োজন ও পার্শ্বেনাদির সংখ্যা কম হইবে এই ধারণায় আগামী বৎসরে বর্ত্তমান বৎসরের সংশোধিত বাজেট অপেক্ষা ৬৮ কোটি টাকা কম করিয়া ১১৭ কোটি টাকা আয়, ৪৩·৫৭ কোটি টাকা কম করিয়া ১২৫·৭৩ কোটি টাকা ব্যয় হইতে পারে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। উদ্বৃত্ত টাকা হইতে বর্ত্তমান বৎসরে ৩২ কোটি টাকা এবং আগামী বৎসরে ৭·৩৭ কোটি টাকা রাজস্ব তহবিলে যাইবে এবং আগামী বৎসরে ৩ কোটি টাকা সাধারণ উন্নতির তহবিলে যাইবে।

রেলযাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী রকম বাড়িয়া চলিয়াছে। গড়ে প্রত্যেক মাসে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ যাত্রী রেলে ভ্রমণ করিতেছে। সামরিক প্রয়োজন কমিলেও সামরিক কাজের জন্য এখনও ৮৩৬ মাইলের ১৩৬৬ খানি এবং ছোট লাইনের ৭১৬ খানি বগী গাড়ী নিযুক্ত রহিয়াছে।

ইঞ্জিন ও মালগাড়ীর ব্যবস্থা ও সংখ্যা যাত্রিবাহী বগীগাড়ীর তুলনায় সন্তোষজনক। এখন বড়লাইনের ৭৩৩খানি ইঞ্জিন চলিতেছে এবং ৬১ খানি শীঘ্রই ভারতে আসিয়া পৌঁছিবে। ভারতে তৈয়ারী ৩০ হাজার ৪৩১ খানি মালগাড়ী এই বৎসর (১৯৪৬) দেওয়া হইয়াছে, এবং কানাডা হইতে ৬ হাজার ও স্কটেন হইতে ৩ হাজার ৮ শত মালগাড়ী ভারতে আসিয়া পৌঁছিবে। মোটের

উপর ৮ হাজার ৪৪১ খানি ইঞ্জিন ও ২ লক্ষ ৩৯ হাজার মালগাড়ীর কামরা রেলপথে চালু করা সম্ভব।

ব্রহ্মের ধান্য

ব্রহ্মের ১৯৪৫-৪৬ সনের ধান্যোৎপাদন সম্পর্কে চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষে বলা হইয়াছে যে, এই বৎসর ব্রহ্ম মাত্র ২৭০১০০০ টন ধান্য উৎপাদন করিতে পারিবে। কিন্তু এই পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হইলে রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত ধান পাওয়া যাইবে না। গত বৎসরের মজুত শস্যের পরিমাণের উপরেই ভবিষ্যৎ রপ্তানি নির্ভর করে।

দুনিয়ার ধনদৌলত

মজুত স্বর্ণ

টেজারে নক্স দুর্গে দুনিয়ে মজুত স্বর্ণের মূল্য ১৯৪১ সালে ছিল ২ হাজার ২ শত ৭৩ কোটী ৭০ লক্ষ ডলার। এখন উহার মূল্য কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ২ হাজার ৪৫ কোটী ২০ লক্ষ ডলার। অথচ ১৯৪০ সালের পর প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়াছে ৩ গুণ।

বৃটেনের ঋণ গ্রহণ

কানাডা বৃটেনকে ৩,৭৪,৭০,০০০ টাকা ঋণ দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। বহির্জগৎ হইতে আর করিয়া যুদ্ধের ক্ষয় ক্ষতিপূরণ না করা পর্য্যন্ত বৃটেনকে যে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা হইতে ত্রাণ পাইবার জন্যই এই ঋণ দেওয়া হইতেছে।

এই ঋণ-চুক্তির সর্ত্ত মার্কিন ঋণের ন্যায়। ১৯৫১ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৫ বৎসরের মধ্যে এই ঋণ শোধ করিতে হইবে। সুদ শতকরা ২৲ টাকা। সুনির্দ্দিষ্ট অবস্থায় সুদ মাফের সর্ত্তও চুক্তির মধ্যে আছে।

১৯৪১ সনে বৃটেনকে যে ঋণ দেওয়া হইয়াছিল তাহার মিয়াদ ১৯৫১ সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত; কিন্তু ঐ সময়ে বৃটেন যদি ঋণ পুরাপুরি শোধ না করিতে পারে, তবে সেই বাকী ঋণ কিভাবে শোধ করা যাইতে পারে ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনার জন্য তৎপূর্ব্বেই বৃটেন এবং কানাডার মধ্যে বৈঠক বসিবে। নূতন চুক্তির আর একটি সর্ত্ত অনুসারে, কমনওয়েলথের বিমানপোত বিষয়ক শিক্ষা-পরিকল্পনার জন্য বৃটেনের ১২১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার যে ঋণ ছিল, তাহা মকুব করা হইল। তাহাছাড়া এই উভয় দেশের সরকারই, আমদানি এবং রপ্তানি বিষয়ে অন্য অন্য দেশকে যে সুযোগ-সুবিধা দিবেন, পরস্পরকেও সেই সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখিবেন না।

দুইটি দেশই যুদ্ধলিপ্ত ছিল বলিয়া তাহারা পরস্পরের নিকট যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে যাহা ধারে সেই সম্পর্কেও একটি অতিরিক্ত চুক্তি হইয়া গিয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে বৃটেন কানাডাকে ৪৫ কোটি টাকা দিবে এবং কানাডা বৃটেনের নিকট ১৯৪৬ সনের ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্য্যন্ত যাহা ধারিত বৃটেন সেই ঋণ মাফ করিবে। প্রতিদানে কানাডাও খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য পাঠানোর ব্যাপারে বৃটেনের নিকট তাহার যাহা পাওনা ছিল তাহা মকুব করিবে।

আয়ার্ল্যাণ্ডের পাট-শিল্প

পূর্ব্ববর্ত্তী সনের তুলনায় ১৯৪৪ সনে আয়ার্ল্যাণ্ডে (আয়ার) চট উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪৩ সনে আয়ারে চট উৎপন্ন হইয়াছিল ৮৯০,৩০০ বর্গগজ; ১৯৪৪ সনে উৎপাদন দাঁড়ায় ৭৭৫,৮০০ বর্গগজ। থলিয়া বা ব্যাগ উৎপাদন কিন্তু ৩১,৩০০ ওজন হইতে ৯৪,০০০ ওজনে বর্দ্ধিত হইয়াছে। বস্তা ও ব্যাগ মেরামতের মূল্য দাঁড়ায় ১৯৪৩ সনে ২৭০,০০০ পাঃ, পরবর্ত্তী সনে ২৮৩,০০০ পাঃ। রশি ইত্যাদির উৎপাদন বর্দ্ধিত হয় ২,২০৬ টন থেকে ৩,০৯৯ টন।

১৯৪০ সনে ব্যবহৃত কাঁচা পাটের মূল্য দাঁড়ায় ৯০৪, ১২২ পাঃ; ১৯৪৪ সনে ছিল ১,১০৩,৮০১ পাঃ। ১৯৪৪ সনে কাঁচা পাটের প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ:—কাঁচা পাট ও শণ ২৩৪,৭৪২ পাঃ; মেরামত ও পুনরায় বিক্রয়ের জন্য বস্তা ও ব্যাগ বাবদ ২১৫,২৩৫ পাঃ।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

রিলিফ ও পুনর্ব্বসতি

৩০টী দেশের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত এক বিরাট আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান আলবেনিয়া গ্রীক, যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পোলাণ্ড, ইতালি ও চীনের রিলিফ ও পুনর্ব্বসতির ভার গ্রহণ করিয়াছে। আধাধি হইতে বিভিন্ন জাতীয় লোকজন স্থানান্তরিত করার ভারও এই প্রতিষ্ঠানের হাতে ন্যস্ত হইয়াছে। রুশিয়া এই প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ১০০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে।

সদরস্থানীয় দেশগুলা ২৪শে জুলাই পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালন খরচ বাবদ ১,৮৪৪,৬৮১,৩৪৮ ডলার যোগাইয়াছে। তন্মধ্যে মার্কিণের সাহায্য ১,৩৪০,০০০,০০০ ডলার; তাহার ডলার ইতিপূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। গত জুন মাসে প্রতিষ্ঠানটী ১,৩০৯,২২৮ টন জিনিষপত্র সরবরাহ করিয়াছে, তন্মধ্যে পশ্চিম গোলার্দ্ধ হইতে আসিয়াছে ১,০৬৯,৬৩৯ টন। সরবরাহ দ্রব্যের অধিকাংশ মদদা ও খাদ্য-শস্য। গ্রীসই সাহায্য ভোগ করিয়াছে সব চেয়ে বেশী; তাহারপর যুগোস্লাভিয়া, পোলাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, ইতালি ও চীনের স্থান।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটী

বাংলার এই দেশী বীমা প্রতিষ্ঠানটী কিরূপ দ্রুত উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে তাহা নিম্নের আঁক-জোকগুলার উপর দৃষ্টিপাত করিলেই বেশ বুঝা যাইবে। কোম্পানির ১৯৪৪ সনের উদ্বৃত্তপত্র বাজারে বাহির হইয়াছে। এই সনে কোম্পানীর নূতন কাজ হইয়াছে ১০ কোটী ১০ লক্ষ টাকার; পূর্ব্ববর্ত্তী সনে নূতন কার-বারের পরিমাণ ছিল ৪ কোটী ৩১ লক্ষ টাকার উপর। কাজেই আলোচ্য সনে পূর্ব্ব সনের তুলনায় নূতন কাজ বাড়িয়াছে ৯০% এরও বেশী।

আলোচ্য সনে কোম্পানির মোট প্রিমিয়াম আয় দাঁড়াইয়াছে ১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী সনের চেয়ে ৩৮ লক্ষ টাকা বেশী। পুঞ্জিলব্ধির আয় সহ মোট আয়ের পরিমাণ ১ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকা।

জীবনবীমা খাতে আয়ের পরিমাণ ৬ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা, বৃদ্ধি ৩৫ লক্ষ টাকারও বেশী। এছাড়া বিবিধ রিজার্ভ ফাণ্ডে ১২ লক্ষ টাকা মজুদ আছে।

বোনাসসহ মেয়াদী দাবী পূরণের পরিমাণ ১৮,৮৯,২৩৪ টাকা; বোনাসসহ মৃত্যুঘটিত দাবীপূরণ ১৯,১১,০৪৫৲ টাকা।

বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ

বিগত ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৪৬) তারিখে ১৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ভবনে বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষদের এক অধিবেশন হইয়াছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে উন্নতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ সম্পর্কে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত কালিদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতা দিবার কথা ছিল। কিন্তু সভাপতি ও বক্তা উভয়ে অনুপস্থিত থাকায় গবেষণাধ্যক্ষ ডক্টর বিনয়কুমার সরকার মহাশয় 'সমাজতন্ত্রের তর্কপ্রণালী' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন: বিনয়কুমার সরকার, বেলা দত্তগুপ্ত, উমাপদ বা, পি ভাটিয়া, প্রমথনাথ পাল, তরুণকুমার বসু, হুমায়ুন কবির, অমলেন্দু দত্ত মজুমদার, সরোজকুমার ঘর, অনিলকুমার সরকার, কিতীন্দ্রকুমার নাগ, অতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, নৃপেন্দ্রকুমার বসু, এস পি নিয়োগী, সুধাকান্ত দে প্রভৃতি।

অধ্যাপক ডক্টর সরকার বহু উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে প্রয়াস পান, সমাজতন্ত্রের তর্কপ্রণালী (মেথডো-লজি) বলিতে কি বুঝায়। তিনি বিশেষভাবে ভারতীয় ও ইয়াঙ্কির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিয়া বিষয়টিকে বিশদ করিয়া দেন। ভারতে, ইয়োরোপে ও তাহার নিজ দেশ আমেরিকাতে ইয়াঙ্কি ভারতীয়ের প্রতি কিরূপ আচরণ করে তাহা যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কি না, বস্তুনিষ্ঠ ভাবে তাহার আলোচনা করেন।

আমেরিকাতে ভারতীয়ের সহিত ইয়াঙ্কির মেলামেশা বিশেষত এক বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক হইলে, খুব সহজে হয়; কিন্তু ভারতবর্ষে সেই আমেরিকান্ ও ভারতীয়তে কোন রকম সম্বন্ধ ছিল না। এমন কি, কলিকাতায় যে সব মেলামেশার ক্লাব ছিল, তাহাতে আমেরিকান্‌রা প্রায় কখনই উপস্থিত থাকিত না। ১৯৪০এর শেষের দিকে এই ভাবের পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ করে, এবং তারপর আমেরিকান্ পুরুষ ও নারীদের সহিত ভারতেও মেলা-মেশির সূত্রপাত হয়।

অধ্যাপক সরকার আরও বলেন, মানুষকে তার মস্তিষ্ক দিয়া বিচার করিতে হইবে, কিন্তু সেই মস্তিষ্ক তার জন্ম, বা ঐশ্বর্য্য বা বিদ্যাবত্তা দ্বারা স্থির করা যায় না। জন্ম, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্যনিরপেক্ষভাবে প্রত্যেক মানুষের চরিত্র এ সংসারে যাচাই হয়।

বক্তৃতার পর আলোচনা হয়। প্রায় সকলেই আলোচনাতে যোগদান করেন। কেহ কেহ নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলেন। শ্রীযুক্ত ভাটিয়া বলেন, কোন কোন আমেরিকান্ বন্ধু তাঁহাকে তাঁহাদের সৈনিক ষ্টোর হইতে ডাউন্টেন পেন ইত্যাদি উপহার দিতেন। এইরূপ আরও কেহ কেহ উদাহরণ দিয়া বলেন, আমেরিকানের নীতিজ্ঞান উচ্চ ধরণের নয়। ডক্টর নিয়োগী (ইনি আমেরিকায় অনেকদিন ছিলেন এবং আমেরিকান্ মহিলা বিবাহ করিয়াছেন) চুরি ইত্যাদির প্রতিবাদ করিয়া বলেন সাধারণ আমেরিকান্ অন্ত পাঁচটা দেশের সাধারণ লোকের মত—তার চরিত্রবিচারে অন্ত মাপকাঠি নিয়োগ করিলে চলিবে না। আমেরিকান্‌রা খুব স্পষ্টবাদী। তাদের সম্বন্ধে যথাযথ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে সময়ের দরকার। জাতি হিসাবে তারা বেশী অতিথিপরায়ণ। কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে তারা উদাসীন।

শ্রীসুধাকান্ত দে বলেন, আমেরিকানদের সম্বন্ধে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নাই, কিন্তু এমন অনেক লোকের সহিত তাঁর পরিচয় আছে যাদের অভিজ্ঞতা আছে। তাহা হইতে মোটামুটি তাদের ধরণ-ধারণ ও মেলামেশা এবং আফিস চালান সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবণতা দেখা যায়। আমেরিকান্‌রা এদেশে আসিয়া যেরূপ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন, ক্রমে যেন তাহা কমিয়া গিয়াছে। তাদের কাছে চাকরীর প্রণালী ইংরেজের কাছে চাকরীর প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তিনি ফায়ারিং বা বিদায় দিবার বিভাগ সম্বন্ধে বলেন। এটি ইংরেজ মহলে একেবারে অপরিচিত। ইংরেজরা নোটিশ দিয়া চাকরী হইতে লোক বিদায় করেন, কিন্তু আমেরিকান্‌রা তখন তখনই কোন কারণ না দেখাইয়া লোক বিদায় করিতে অভ্যস্ত। যাকে জবাব দেওয়া দরকার তাকে সে বিষয় আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কিছু জানান হয় না। আমেরিকান্‌রা যে যন্ত্রপাতির ব্যবহারে সুদক্ষ তাহাও তিনি বলেন।

উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিগণও আলোচনা করেন।

মোলাকাৎ

প্রচার-সাহিত্য বনাম সাহিত্য-শিল্প

(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত সুবোধকুমার ঘোষালের কথোপকথন)

প্রঃ—অনেক দিন হ'লো আপনার সঙ্গে আলোচনা ক'রে "সমাজ-চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্র", "মেসেজ্‌স্ অব হাফে" আর "হার্ডস্", "ডক্‌ট্রিন অব দি ভ্যাল্‌গার মোল" লিখেছিলাম। মনে আছে বোধ হয়? আজ আর একবার কিছু সাহিত্যচর্চ্চা করতে চাই। যেখানে-সেখানে আজকাল অনেক মহলেই শুনতে পাই যে, আধুনিক সাহিত্য প্রচার-সাহিত্য ছাড়া আর কিছু নয়। আপনার এ বিষয়ে কী মত?

উঃ—প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে;—আধুনিক সাহিত্য বলতে কোন্ বছর থেকে কোন্ বছরের ভেতর

তৈরী সাহিত্য বুঝায়। দ্বিতীয়তঃ দেখ্‌তে হবে,—যেটা আধুনিক যুগ নয়, সে সময়কার তৈরী সাহিত্যই বা কতখানি প্রচার-সাহিত্য বা আদৌ প্রচার-সাহিত্য কিনা।

প্রঃ—আপনি কোনো সিদ্ধান্তে এসেছেন?

উঃ—এরূপ বিশ্লেষণ চালালে দেখা যাবে যে, হিন্দু বাল্মীকি আর গ্রীক ইলিয়স্ থেকে আনাতল ফ্রাঁস, গল্‌সোয়ার্দি আর শরৎ চাটার্জি, বুদ্ধদেব বসু ও তারাশঙ্কর ব্যানার্জি পর্য্যন্ত সকলের সৃষ্টি সাহিত্যই প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়। জীবনের নানা মুহূর্ত্তে আমাদের নানা ধরণের কর্ত্তব্য আসে। সাহিত্য আমাদের সেই সকল কর্ত্তব্য-পালনে সচেতন করে বা সাহায্য করে। সাহিত্য-মাত্রই লোকশিক্ষক। নীতিহীন কাব্য, গল্প বা নাটক থাকতেই পারে না।

:—প্রত্যেক কবি, নাট্যকার ও গল্পলেখকের রচনাই কি নীতিকথায় ভরা?

উঃ—হাঁ। সকলেই কোনো-না কোনো নীতির প্রচারক। তবে যে প্রচারটা মেহাৎ গুরুমশাইয়ের বুক্‌নিতে ভরা, সেই প্রচারটাকে পাঠকেরা বা শ্রোতারা বড় পুছে না। তাকে কলা দেখানোই দস্তুর। ফলতঃ সেটা সাহিত্য-কলা নয়। সেটা "হিতোপদেশ" মাত্র। সাহিত্য-শিল্পে আর হিতোপদেশে কারাক বিস্তর।

:—আপনি কি মনে করেন যে, একালের বাঙালী কবিরা নীতি-প্রচারক?

উঃ—পাক্ক-প্রচারক প্রেমেন মিত্রও নীতি-নিষ্ঠ। আর নীতি-প্রচারের "পদাতিক" সুভাষ মুখোপাধ্যায় তো পেছ-পাও নয়ই। সেকালের রাবিন্দ্রিক "নৈবেদ্য" ও "বলাকা" হিতোপদেশে ভরপুর ছিল। আর এ কালের "রোগ-শয্যায়" ও "জন্মদিনে" নয়া-নয়া বৈদিক নীতিই প্রচারিত হ'য়েছে। নীতি-প্রচার বঙ্গ-কাব্যে কেনো দিনই বাদ পড়েনি।

প্রঃ—অনেকে একালের বঙ্গ-কাব্যকে নীতিহীন বিবেচনা করে না কি?

উঃ—"অনেকের" অর্থ হ'চ্ছে কোনো-কোনো পাঠক। সেই সব পাঠকের সুনীতি-কুনীতি হয়ত কতগুলা নির্দ্দিষ্ট পথে চলে। এইজন্য বোধ হয়, তারা নয়া-নয়া সুনীতি-কুনীতি পাকড়াও করতে অসমর্থ। পাঠকেরা বিষ্ণুদের "ঘাটশে জুন" আর বুদ্ধদেব বসুর "বন্দীর বন্দনা" পাঠে আরম্ভ করুন। তাহ'লে তাদের চোখ-কান-হৃদয়-বুদ্ধি নতুন-নতুন নৈতিক আবহাওয়ার বেশ-কিছু তৈরের হ'তে থাকবে। সেকালে রাবীন্দ্রিক নীতি নিয়েও পাঠক-মহলে বহুবার বহু গণ্ডগোল বেধেছিল। জানিস্ তো? বঙ্কিমের নীতিও অনেকেই হজম করতে পারতো না। জানা তো আছেই!

প্রঃ—সাহিত্য-শিল্প আর হিতোপদেশে পার্থক্য সম্বন্ধে আরও দু-একটা দৃষ্টান্ত দেবেন?

উঃ—যে-কোনো নামজাদা লেখকের রচনাকে সাক্ষী ডাকা যেতে পারে। একালের ইংরেজ সাহিত্যবীর হাক্সলি "ডাইনাস্টস্" (বংশনিষ্ঠ, বংশপ্রিয় বা বংশালু) লিখেছেন। বইটা আধা নাটক, আধা-মহাকাব্য। সেকালের মিল্টন "প্যারাডাইস লস্ট" লিখেছেন। আমি "ডাইনাস্টস্"কে বিংশ-শতাব্দীর "প্যারাডাইস লস্ট" সমষ্টিতে অভাণ্ড।

:—এই দুইয়ের হিতোপদেশ কোথায়? আর শিল্পই বা কোথায়?

উঃ—দুই-ই নীতিকথায় ভরা। মিল্টনের নীতি অবশ্য হাক্সলির নীতি নয়। হাক্সলি কলম ধ'রেছেন নেপোলিয়ানের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, আর ফরাসী-জাতের অতিবৃদ্ধির বিরুদ্ধে। প্রপাগাণ্ডা অবশ্যই। বৃটিশ-সাম্রাজ্যের গৌরব-প্রচারক হাক্সলি ঠিক যেন ধর্ম্মপ্রচারক মিল্টনকেও কানা ক'রে ছেড়েছেন। তা সত্ত্বেও এই দুইয়ের কেহই মামুলি ইস্কুলমাষ্টার নন। উভয়েই পয়লা-নম্বরের সাহিত্য-শিল্পী।

প্রঃ—তা বুঝ্‌বো কী ক'রে?

উঃ—প্রত্যেকেই সৃষ্টি করেছেন গল্প। অবশ্য গল্পের রসদ বা মাল-মশলা সবই চুরি-করা জিনিষ। এ সব

এসেছে মিল্টনের বেলায় বাইবেল ইত্যাদি সাহিত্য হ'তে আর হাডির বেলায় খবরের কাগজ ও পার্লামেন্টের কার্য্য-বিবরণী হ'তে। দ্বিতীয়তঃ, দুই কাব্যেই খাড়া হ'য়েছে কতকগুলা চরিত্র। সবই জল্-জল্ কর্‌ছে। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক গল্পেই ঘটনা-সমাবেশের ভেতর দেখ্‌তে পাই নতুন-নতুন অবস্থা-সৃষ্টি। এই যোগাযোগ-সৃষ্টিগুলা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-ক্ষমতার চিহ্নোৎ।

প্রঃ—"হিতোপদেশ" লেখকদের লক্ষণ কী কী?

উঃ—হিতোপদেশ-প্রচারক বল্‌লে বুঝতে হবে, প্রবন্ধ-লেখক, সাহিত্য-সমালোচক, পত্রিকা-সম্পাদক, রাজনিক বা দর্শন-লেখক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি শ্রেণীর সাহিত্যসেবী। তারা গল্পও খাড়া করে না, চরিত্রও খাড়া করে না, অবস্থা বা যোগাযোগও খাড়া করে না। তারা মতব্য জাহির। এক, দুই, তিন ক'রে যুক্তি সাজিয়ে চলা তাদের ধরণ। তারা সোজা-সুজি পাঁতি, বাণী, বয়ৎ বা বুখ্‌নির সারি গাঁথ্‌তে অভ্যস্ত। নীতি-ধর্ম্ম হয়ত দুই শ্রেণীর লেখকদেরই একরূপ। কিন্তু প্রকাশভঙ্গী দুই শ্রেণীর লেখকদের দুই রকমের। অবশ্য নীতি-ধর্ম্মের সু-কু বিলকুল আলাদা কথা। কোন্ নীতি বা ধর্ম্ম মানুষের পক্ষে মঙ্গলজনক, আর কেন্‌টা নয়, তা আলোচনা কর্‌ছি না।

পত্রিকা-জগৎ

"ফরেন পলিসী রিপোর্টস্"

(১৫ই জুন, ১৯৪৪)

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত এই পত্রিকায় "শত্রু কবল-মুক্ত ইউরোপের আর্থিক হাল-চাল" শীর্ষক একটী গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক মিঃ ব্রুনো ফাওরের মতে ইউরোপের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন একরূপ অসম্ভব বলিলেই চলিত; কারণ প্রাক্তন আর্থিক ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। লেখক বলেন যে, ইউরোপে ব্যাপক রেশনিং প্রবর্ত্তন এবং নানা-প্রকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন হইবে। মোটের উপর ইউরোপের সর্ব্বত্র খোলা-বাজারে বেচা-কেনা আরম্ভ হইতে এখনও বহু বৎসর লাগিবে। মুদ্রা ও পণ্য-মূল্যের স্থিতি ঘটা সম্পর্কেও বহু সময় অতিবাহিত হইবে। রপ্তানির কড়াকড়ি অবশ্য প্রথমেই হ্রাস করিতে হইবে। তাহা সত্ত্বেও এখনও পাঁচ হইতে দশ বৎসর যাবৎ রপ্তানির তুলনায় আমদানি বাড়িবে অনেক বেশী। প্রবন্ধকার বলেন, কিভাবে যে এই ঘাটতি পূরণ করিতে হইবে তাহাই হইল ইউরোপের সব চেয়ে বড় সমস্যা।

ক্রম-বর্দ্ধমান বিশ্ব-বাণিজ্যে অংশীদার হিসাবে ইউ-রোপকে সামলাইয়া তোলার বেলায় মার্কিণের কার্য্যনীতি-গুলাই সব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করিবে। এজন্য তিনি ইউরোপ সম্পর্কে ঐক্য-সংবদ্ধ মার্কিণ আর্থিক নীতির উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। গোটা ইউরোপের ধন-দৌলতের উপর নজর রাখিয়া প্রত্যেকটী দেশের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এই মার্কিণ নীতির মন্তরে পরিণত হইবে।

প্রবন্ধলেখক এক প্রোগ্রাম বা কার্য্যক্রমও স্থির করিয়াছেন। এই কার্য্যক্রম অনুসারে মার্কিণ কংগ্রেস তিন থেকে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দের ব্যবস্থা করিবে। এই সাহায্য তহবিল হইতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হইবে: (১) দুর্গতদেশগুলাকে প্রত্যক্ষ সাহায্যদান; নামমাত্র সুদে দীর্ঘ মেয়াদী কর্জ্জদান; ও (৩) পুনর্ব্বসতি ও পুনর্গঠন প্রতিষ্ঠানগুলায় মার্কিণেরও যোগদান।

মার্কিণ গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিগণ অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের সাথে একযোগে এই তহবিল নিয়ন্ত্রণ করিবে। অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্য সরবরাহ-কেন্দ্রে সমবেত বোর্ডগুলা যেভাবে কাজ করে এইসমস্ত সাহায্য-মূলক কাজও সেইভাবে চলিবে।

সমালোচনা

দি গভর্নিং অব্ মেন ; আলেকজাণ্ডার এইচ, লিফ্‌টন ; প্রিন্স্‌টন ইউনিভার্সিটি প্রেস ; প্রিন্স্‌টন ; নিউজার্সী ; ১৯৪৫ ; ৩৯৭ পৃঃ ; ৩·৭৫ ডলার।

আরিজোনা প্রদেশে ফোর্টন নগরের জাপ বন্দী-শিবিরের অভিজ্ঞতা-প্রসূত সমাজবিজ্ঞান-বিষয়ক মূল্যবান পুস্তক। গ্রন্থকার এক বৎসর ধরিয়া গবেষণার পর গ্রন্থখানা প্রণয়ন করিয়াছেন। জাপ বন্দীদের সহিত কর্তৃপক্ষের প্রায়ই বিরোধ ঘটিত। শেষ পর্যন্ত বন্দীরা ধর্মঘট করে এবং শেষ পর্যন্ত উভয়পক্ষের মধ্যে প্রীতি-মধুর সহযোগিতা স্থাপিত হয়। শত্রু এলাকা নিয়ন্ত্রণ, আন্তর্জাতিক রিলিফ ; সংখ্যা-লঘু-সমস্যা ইত্যাদি লইয়া যাহাদের কারবার, বইখানা তাহাদের কাজে লাগিবে।

ওয়ান আমেরিকা ; ৩৩ জন গ্রন্থকার কর্তৃক রচিত ; প্রেন্টিস্‌হল ; ১৫ত্তম অ্যাভেনিউ, নিউইয়র্ক ; ১৯৪৫ ; ৭০০ পৃঃ ; ৪ ডলার।

মার্কিণ সমাজের ৪৫টী পৃথক্ জাতি ও সংখ্যা-লঘু দলের তথা পূর্ণ পৃথক পৃথক কাহিনী। ইণ্ডিয়ান, নিগ্রো, ইহুদী, ল্যাটিন আমেরিকান জাতিসমূহ, তথা ইউরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেকটি দেশের অধিবাসীকে লইয়া মার্কিণ সমাজ সংগঠিত। এই সমস্ত সংখ্যালঘু দল কোথায় কিভাবে অবস্থান করিতেছে এবং গোটা জাতির বাড়তিতে ইহারা কতখানি সাহায্য করিয়াছে গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রবন্ধগুলায় তাহা বিবৃত হইয়াছে।

গ্রন্থখানার দ্বিতীয় খণ্ডে ২৪টি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। প্রবন্ধগুলা নানা বিষয়ে লেখা ; যথা :—বিদেশী ভাষা ও নিগ্রো সংবাদপত্র। আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে জাতীয় সংখ্যালঘু দলগুলার স্থান, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক আমদানি ও নাগরিক অধিকার দানের নীতি, ইত্যাদি।

বইখানায় রহিয়াছে ৩৬ পাতা তালিকা। সংখ্যালঘু সমস্যা সম্বন্ধে গ্রন্থ-তালিকা, সূচীপত্র, গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদি।

বাংলা বর্ণলিপি ; সম্পাদক শ্রীশিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী, বি-এ ; সংস্কৃতি বৈঠক ; বালিগঞ্জ কলিকাতা ; ২০০ পৃঃ ; মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

১৩৫২ সনের 'বাংলা বর্ণলিপি' সমালোচনার জন্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় 'ইয়ারবুক' বা বর্ণলিপি নাই বলিলেই চলে। বইখানা বাঙালী পাঠকদের একটা বড় রকমের অভাব দূর করিয়াছে। বইখানা যে কোন ইংরাজী 'ইয়ার বুকের' সমকক্ষ। ইহা শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। তবে কোন কোন বিষয়ে অতি-আধুনিক পরিণতি সম্পর্কে দুই এক জায়গায় কিছু ত্রুটি আছে। পরিশিষ্টে 'বর্তমানের বিশিষ্ট বাঙালী' শীর্ষক অধ্যায় সম্বন্ধেও কিছু বলিবার আছে। নাম-তালিকায় গণ্য-মান্য আরও অনেক বাঙালী বাদ পড়িয়া গিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও বইখানা যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

গ্রন্থপঞ্জী

১। দি ইকনমিক সেনস অব্ দি নাইন্‌টিন থার্টিস ; এইচ্ ডাব্লিউ আর্কট্ ; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৪৪ ; ৩১৪ পৃঃ ; ১২শিঃ ৬ পেঃ।

২। বিল্ডিং সিস্ আউট্ অব্ ওয়ার ; লণ্ডন ; পি, ই, পি, ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটী প্রেস ; ১৯৪৪ ; ১৯২ পৃঃ ; ১০ শিঃ ৬ পেঃ।

৩। ইন্‌ট্রোডাক্‌শন টু ইকনমিকস্ ; এ, কোয়ার্ক্‌স্ ; লণ্ডন ; ম্যাচারওয়ার্থ ; ১৯৪৪ ; ৪৩০ পৃঃ ; ১২ শিঃ ৬ পেঃ।

৪। ট্যাক্সানিয়াকা টেরিটরী ; সি. লাবুশ্‌চের ; লণ্ডন ; ইউনিভার্সিটী প্রেস ; ১৯৪৪ ; ২১৭ পৃঃ ; ১৮ শিঃ।

৫। বিজনেস্ লীডারশিপ্ ইন্ দি লার্জ কর্পোরেশন ; আর, এ, গর্ডন ; ওয়াশিংটন ; ডি-সি, ব্রুকিংস ইন্‌ষ্টিটিউসন্ ; ১৯৪৫ ; পৃ: ৩৬৯ ; ৩ ডলার।

৬। সিভিল অ্যাভিয়েসন অ্যাণ্ড্ পিপ্ ; ডে পারকার ; ওয়াশিংটন ; ব্রুকিংস ইন্‌ষ্টিটিউসন ; ১৯৪৪ ; ১৫৭ পৃঃ ; ১ ডলার।

সঞ্চয় ও পুঁজিনিয়োগ

অধ্যাপক শ্রীকস্তুরচাঁদ লালুধানী, এম এ

সঞ্চয় ও পুঁজিনিয়োগ বিষয়ক আলোচনা একেলে অর্থশাস্ত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। সেকেলে অর্থশাস্ত্রীরা আলোচনা করতেন দীর্ঘকালীন একটা পরিস্থিতির কথা ; ক্ষণকালীন পরিস্থিতিতে কি হচ্ছে না হচ্ছে এ নিয়ে তাঁদের বড় একটা মাথা ঘামাতে দেখা যায় নি। তা ছাড়া আমরা আগেই দেখেছি যে, পূর্ণ-নিয়োগ তাঁরা ধরেই নিচ্ছেন—অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব বলে যে কিছু থাকতে পারে তা তাঁরা স্বীকার করেন না। এ অবস্থায় সঞ্চয় ও পুঁজিনিয়োগ এঁদের রচনায় একেবারে অবহেলিত না হলেও একটা গৌণ স্থানই অধিকার করে-ছিল। একালে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের সাথে সাথে এই বিষয় দু'টিই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়লো ; কেন না, নিয়োগের সঙ্গে এদের যে সরাসরি একটা সম্পর্ক রয়ে গেছে। এই-বারে আমরা এদের সম্বন্ধে কেইনসের বক্তব্য বিষয়ের আলোচনা করবো।

সঞ্চয়ের অর্থ বিষয়ে মতভেদ নেই বললেই চলে। আয়ের সংজ্ঞা নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। প্রত্যেকেই তার আয়ের একটা অংশ ভোগ ব্যবহারে লাগায় এবং বাকীটুকু সঞ্চয় করে। অর্থাৎ ব্যক্তির ভোগ ব্যবহারাতিরিক্ত আয়ই হলো সঞ্চয়। ব্যক্তির সঞ্চয় পরিমাণ যদি আমরা এভাবে বের করতে পারি, তাহলে মোট সমাজের সঞ্চয় পরিমাণ বের করা শক্ত নয় ; কেন না, মোট সঞ্চয় হলো ব্যক্তি-সমষ্টির ভোগ ব্যবহারাতিরিক্ত আয়ের সমান। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। আয় কি তা আমরা জানি এবং আয় থেকে ভোগ ব্যবহারে ব্যবহৃত টাকার পরিমাণ বাদ দিলে যা থাকলো তা সঞ্চয়, এ কথাও না হয় আমরা বুঝলাম। কিন্তু ভোগ ব্যবহারে ব্যবহৃত টাকার পরিমাণ কিভাবে নির্দ্ধারিত হবে? সমস্যাটি জটিলই বটে ; কেন না কোন একটা সামগ্রী যে ঠিক কোন্ কাজে লাগাবার জন্যে কেনা হচ্ছে তা আগে থেকে বোঝা যায় না ; এবং বোঝা গেলেও এত খুঁটিনাটি হিসাব রাখা কঠিন। মোটর গাড়ী যে ঠিক ভোগ-বিলাসের জন্যেই কেনা হলো, কি ডাক্তারের রোগীবাড়ী যাবার সুবিধার জন্যে কেনা হলো এর হিসাব রাখা যাবে কি করে? এ অবস্থায় কোন একটা সামগ্রী যে ঠিক ভোগ-ব্যবহারের জন্যেই কেনা হচ্ছে, না উৎপাদন ব্যবস্থায় খাটাবার জন্যে কেনা হচ্ছে, এ বিষয় নির্দ্দেশ করবে কে? বস্তুত সামগ্রীর এই দুই প্রকার ব্যবহারের মধ্যে সীমা নির্দ্দেশ করা বেশ শক্ত ব্যাপার। কেইনস এই সমস্যাটিকে বেশ খানিকটা সরল করে নিয়েছেন। এক উৎপাদনকারী অন্য উৎপাদনকারীর কাছ থেকে যখনই কিছু কিনছে তখন সেই কেনার উদ্দেশ্য স্পষ্টই সামগ্রীটিকে উৎপাদন উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা। এই প্রকার ক্রয় বিক্রয় বাদ দিয়ে যা থাকলো তাই ভোগ ব্যবহার বিষয়ক ক্রয়বিক্রয়। অর্থাৎ সমাজের মোট ক্রয় বিক্রয় ব্যাপার থেকে উৎপাদকদের পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বাদ দিয়ে যা থাকলো তাই ভোগ-ব্যবহার বিষয়ক ক্রয়বিক্রয়।

সঞ্চয় যে কি তা এবারে বুঝলাম। কিন্তু পুঁজি-নিয়োগ কাকে বলব এবং সঞ্চয়ের সঙ্গে এর সম্পর্কই বা কি? আয়ের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা থেকেই পুঁজিনিয়োগের সংজ্ঞা পাওয়া যায়। কেন না, আয়ের যে অংশ ভোগব্যবহারে লাগলো না সেইটাই কেইনসের মতে পুঁজিনিয়োগের পরিমাণ। এই সংজ্ঞা অনুসারে

পুঁজিনিয়োগের একটা বিশেষ অর্থ দেওয়া হয়েছে। কেন না, এখানে শুধু সেই পরিমাণ পুঁজিনিয়োগকেই পুঁজি-নিয়োগ বলা হচ্ছে যা কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ের উৎপাদনমূলক কার্যকর্মের ফলে উৎপাদন উপকরণের সঙ্গে যোগ করা হচ্ছে। কোন নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদন উপকরণের এই যে বৃদ্ধি এটি অপরিবর্তনশীল, পরিবর্তনশীল এবং স্থির সব প্রকার মূলধনের বেলাতেই সম্ভব। অন্যান্য অর্থশাস্ত্রীরা এবং এঁদের মধ্যে হট্টে উল্লেখযোগ্য—পুঁজি-নিয়োগকে অন্য অর্থে ব্যবহার ক'রে এর বাস্তবতাকে অনেকখানি নষ্ট করে ফেলেছেন। কেইনসের সঙ্গে অন্যান্য অর্থশাস্ত্রীদের সংজ্ঞার প্রধান তফাৎ হলো এই যে, তিনি পুঁজির পুনর্নিয়োগকে তাঁর নিয়োগের সংজ্ঞাভুক্ত করছেন না। অর্থাৎ দশ বছর আগে আমরা যদি ১০৲ টাকা পাটের ব্যবসায়ে খাটিয়ে থাকি তাকে যদি আজ তুলে নিয়ে তিনির ব্যবসায়ে খাটানো যায়, তাহলে মোট পুঁজিনিয়োগের তরফ থেকে যেমন কোন পরিবর্তন হয় না, বর্তমান সময়ের পুঁজিনিয়োগেও এতে কোন নূতন পুঁজি আসে না। বর্তমান সময়ের পুঁজিনিয়োগ শুধু তাকেই বলবো যা নাকি বর্তমান সময়ের আয় থেকে লাগানো হয়েছে, অতীতের আয় থেকে নয়। তেমনি অতীতে লাগানো পুঁজি যদি বর্তমানে তুলে নেওয়া হয় তা হলে মোট পুঁজিনিয়োগের তরফ থেকে একে বাদ দেওয়ার সার্থকতা থাকলেও একালে পুঁজি নিয়োগের পরিমাণ থেকে একে বাদ দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। কেইনস্ পুঁজিনিয়োগ বলতে বোঝেন কোন নির্দিষ্ট সময়ের আয়ের যে অংশ ভোগব্যবহারে লাগিয়ে উৎপাদন-ব্যবস্থায় খাটানো হয়েছে সেই অংশকে—অতীতের পুঁজিনিয়োগের ব্যবসায়ান্তর বা ব্যবসায় থেকে তুলে নেওয়ার সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগ নেই। তাই যদি হয়, কোন নির্দিষ্ট সময়ের আয়ের সঙ্গে সেই সময়ের পুঁজিনিয়োগ যদি সরাসরিভাবে যুক্ত থাকে, তাহলে একথা বলা চলে যে, ভোগব্যবহারাতিরিক্ত যে আয় সেইটিই হলো পুঁজিনিয়োগের সমান। আয়ের যে অংশটুকু ভোগ-ব্যবহারে ব্যয়িত হচ্ছে না সে অংশই হলো পুঞ্জি-নিয়োগের সমান। অন্য কথায় ভোগব্যবহারাতিরিক্ত যে আয়কে সঞ্চয় আখ্যা দেওয়া হচ্ছে সেইটেই হলো পুঁজি নিয়োগের সমান। লোকে যা জমাচ্ছে তাই ব্যবসায়ে খাটাচ্ছে।

এখানে একটা কথা উঠতে পারে। ভোগ ব্যবহারা-তিরিক্ত আয় যে সব সময়ই ব্যবসায়ে খাটে তা নয়। আমি সে টাকা মোটেই না খাটিয়ে ফেলেও রাখতে পারি। তাহলে সঞ্চয় এবং পুঁজিনিয়োগ সমান হবে কি করে? সঞ্চয়ের সেই অংশই পুঁজিনিয়োগের সমান হবে যা বাস্তবিকপক্ষে ব্যবসায়ে খাটানো হচ্ছে। তবে প্রগতিশীল দেশগুলোতে সঞ্চয়ের এত সুযোগ সুবিধা হয়েছে যে কেউই বড় একটা টাকা ঘরে রাখতে চায় না। সরাসরি ভাবে ব্যবসায়ে খাটাক বা না খাটাক টাকাটি ব্যাঙ্কে রেখে দেওয়াই প্রায় অভ্যাসের মত দাঁড়িয়ে গেছে এই সব দেশে। আমরা অবিশ্যি অনেক পিছিয়ে আছি এ বিষয়ে, তাই ঠিক অনুমান করতে পারিনা যে সঞ্চয় কি করে পুঁজিনিয়োগের সমান হতে পারে। কিন্তু যে সব দেশে সঞ্চয়ের সুব্যবস্থা হয়েছে তারা একথা সহজেই বুঝবে যে, সঞ্চিত টাকা প্রায়ই ব্যবসার ক্ষেত্রে দেখা দেয়।

তাহলে আমরা কেইনসের সঞ্চয় ও পুঁজি নিয়োগ বিষয়ক মতবাদ বুঝতে পারলাম। সাধারণ মতবাদ গ্রহণে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করেছেন তাতে দুটি সমান হবে, কেননা দুটিই ভোগ ব্যবহারাতিরিক্ত আয়ের সমান। আবার ভোগব্যবহার ও সঞ্চয় একই সিদ্ধান্তের ফল। আমরা যদি এই সিদ্ধান্ত করি যে, আয়ের নয়-দশমাংশ ভোগ-ব্যবহারে লাগাবো তাহলে অপর সিদ্ধান্ত—আয়ের এক-দশমাংশ সঞ্চয় করবো বা ব্যবসায়ে খাটাবো তা আপনা থেকেই এসে যায়। এর জন্যে পৃথক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয় না। কেইনসের ভাষায়, "মোট আয় এবং মোট সঞ্চয় ব্যক্তিবিশেষের ভোগব্যবহারে এবং পুঁজিনিয়োগ করা না করা বিষয়ে স্বাধীন সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করলেও এদের কোনটিই স্বাধীন মূল্যের দাবী করতে পারে না, যে স্বাধীন মূল্য ভোগ ব্যবহার এবং পুঁজিনিয়োগ-বিষয়ক সিদ্ধান্ত না করেই পাওয়া যেতে পারে।

এইবারে সঞ্চয় এবং পুঁজিনিয়োগ এদু'য়ের সম্পর্ক বিষয়ে প্রচলিত মতবাদ সম্বন্ধে দু'এক কথা বলেই বর্ত্তমান প্রবন্ধ সমাপ্ত করবো। টাকা বিষয়ক গ্রন্থে কেইনস যে ভাবে আয়ের সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে কেবলমাত্র স্থিতির অবস্থাতেই সঞ্চয় এবং পুঁজিনিয়োগের সাম্য সম্ভব। তাঁর "যৌলিক সমীকরণও" এই মতবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। সামগ্রী মূল্যের যখন স্থিতি হয়েছে, অর্থাৎ নড়চড় যখন হচ্ছে না, তখন সঞ্চয় এবং পুঁজিনিয়োগ সমান হয়ে পড়ায় সামগ্রী মূল্য নির্ভর করছে জাতীয় আয় এবং উৎপন্ন সামগ্রীর পরিমাণের উপর। সুদের হারের হ্রাস-বৃদ্ধি হলেই সেই ভাবে সঞ্চয় ও পুঁজিনিয়োগে বৈষম্য ঘটছে এবং সেই অনুপাতে সামগ্রী-মূল্যেরও হ্রাসবৃদ্ধি হচ্ছে। টাকা বিষয়ক গ্রন্থে আয়ের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাতে নিয়োগ কারীদের আয় বলতে তাদের সত্যিকারের আয়কে বা লাভকে ধরা হচ্ছেনা, সেই ব্যবসায়ে যে লাভ হওয়া উচিত —বা স্বাভাবিক লাভ—সেই লাভকে ধরা হয়েছে। এই লাভ যদি স্বাভাবিক হয়, তাহলে উৎপাদনক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম হবেনা, নিয়োগকারীর সঞ্চয়টুকু উৎপাদনে খাটতে থাকবে। কিন্তু লাভ যদি স্বাভাবিক লাভের চাইতে কম হয়ে পড়ে তাহলে উৎপাদক তার পুঁজি খাটাতে চাইবে না। কম লাভে অথবা টাকা খাটিয়ে বেশী বেশী সামগ্রী উৎপাদন করার কি ফল এই ভেবে সে সঞ্চিত পুঁজি ফেলে রাখবে; অর্থাৎ খাটানো টাকার চাইতে তার পুঁজি হয়ে পড়বে বেশী। কম লাভে সে যে পরিমাণ পুঁজি লাগিয়েছে তাছাড়াও তার হাতে আরও উদ্বৃত্ত পুঁজি থেকে যায়। এ অবস্থায় কেইনস্ যখন বলছেন যে, পুঁজিনিয়োগের চাইতে সঞ্চয় বেশী তখন তার অর্থ হচ্ছে এই যে, উৎপাদন ব্যবস্থা এমন একটা অবস্থায় রয়েছে যেখানে উপকরণের মালিকানা থেকে নিয়োগ-কারীরা স্বাভাবিক লাভের চাইতে কম আয় পাচ্ছে। এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর কারণ হচ্ছে এই যে, নিয়োগক্ষেত্রে আশা বা অনুমান এবং বাস্তব এদুটির পার্থক্য ঠিক মত বলতে না পারায় এই প্রকার মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। টাকা বিষয়ক গ্রন্থে সঞ্চয় এবং পুঁজিনিয়োগের পার্থক্যকেই উৎপাদনের পরিমাণ বিষয়ে পরিবর্ত্তন নির্দ্ধারণের মূল উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে। যখনি এদু'য়ের বৈষম্য ঘটেছে তখনি মনে করতে হবে যে, উৎপাদন ব্যবস্থা তবে আগেকার স্থিতিতে আর নেই—হয় বাড়তির দিকে গেছে, নয় ত কমতির দিকে। সাধারণ মতবাদ গ্রন্থে বিষয়টিকে আরও একটু বৈজ্ঞানিক ভাবে বলা হয়েছে। নিয়োগের সঙ্গে সঞ্চয় ও পুঁজিনিয়োগের সম্পর্ককে আরও সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে নিয়োগ এবং সঞ্চয় ও পুঁজি নিয়োগের মধ্যে আর একটি সংঘটক আনা হয়েছে, সেটি হলো মোট চাহিদা-নির্ভর। এই চাহিদা-নির্ভর অনুসারে স্থির হবে ভোগব্যবহার ও পুঁজিনিয়োগের পরিমাণ। বিভিন্ন লোক অথবা সমাজের সমষ্টিগত লোক তাদের আয়ের কি পরিমাণ ভোগব্যবহারে লাগাবে এবং কি পরিমাণ পুঁজিনিয়োগ করবে এবিষয়ে উৎপাদক তার অনুমান অনুসারে চাহিদা-নির্ভরের উপর লক্ষ করে সেই পরিমাণ নিয়োগের ব্যবস্থা করবে যাতে তার চরম লাভ হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, টাকা বিষয়ক গ্রন্থে যে মতবাদ অঙ্কুরের আকার ধারণ করেছিল, সাধারণ মতবাদ গ্রন্থে তার পূর্ণ বিকাশ হলো—মতবাদ বৈজ্ঞানিকরূপ পরিগ্রহ করলো। সাধারণ ভাষায় উৎপাদক দেখবে, লোকে কি পরিমাণ টাকা ভোগব্যবহারে লাগাচ্ছে এবং কি পরিমাণ টাকা সঞ্চয় করছে ভবিষ্যতে আরও আয় করবার জন্য। এ থেকে উৎপাদক বুঝতে পারবে যে, তার সামগ্রীর জন্যে সমাজের এই পরিমাণ চাহিদা রয়েছে। সেই অনুসারে সে এমন ভাবে সামগ্রী উৎপাদনের আয়োজন করবে যাতে তার লাভ উচ্চতম হয়। মোটের উপর তাহলে দেখা যাচ্ছে যে নিয়োগের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়—নিয়োগকারীদের অনুমিত কার্য্যকরী চাহিদা দিয়ে।

যে অর্থে কেইনস সঞ্চয় এবং পুঁজিনিয়োগ, এই শব্দ-গুলি ব্যবহার করেছেন তার পরে আমরা পরিচিত হলাম। আয়ের বিশেষ সংজ্ঞা দেওয়ার ফলেই সঞ্চয় এবং পুঁজিনিয়োগ এক সমান হয়ে পড়ছে। এই সব সংজ্ঞার সঙ্গে সবাই যে একমত হবে না তা জানি। কেন না, উৎপাদকের আয়ই ত মোট সমাজের একমাত্র আয় নয়।

খুচরো এবং পাইকারী ব্যবসায়ী রয়েছে, যারা নিজেরা কিছু তৈরী করেনা বটে, কিন্তু উৎপন্ন সামগ্রী দেশের এবং বিদেশের আনাচে-কানাচে পৌঁছে দিয়ে ভোগ-ব্যবহারের সুবিধা করে। এদের এইসব কারবারেও লক্ষ লক্ষ টাকা খাটছে। শেয়ার বাজারেও ঠিক তেমনি —এতেও আয় হচ্ছে, লাভ লোকসান হচ্ছে। কেইনস্ হয়ত বলবেন, এতে ত কোন নূতন পুঁজি বাড়ছেনা। এক জনের আয় অন্যের লোকসান—একহাত থেকে বেরিয়ে টাকা আর এক হাতে যাচ্ছে। সমাজের মোট আয়ে তাতে কিছু তারতম্য হচ্ছে না। তার পুঁজি বাড়ছেই—দেশীয় এবং বহির্বাণিজ্যের ভিতর দিয়ে। অথচ উৎপাদন ব্যবস্থায় এরা কোন সরাসরি অংশ গ্রহণ করছেনা। যাই হোক, আলোচনার খাতিরে ধরে নিলাম যে, কেইনসের সংজ্ঞাই ঠিক। কিন্তু এখানে আর একটি বিষয়ে গোলযোগ উঠছে। কেইনস বলছেন, একথা ধরে নেওয়া হয়েছে যে, আমদানকারী এবং তার ব্যাঙ্ক নিজেদের মধ্যে এমন একটা গোপন ব্যবস্থা করে ফেলতে পারে যার ফলে সঞ্চয়টি পুঁজিনিয়োগ ব্যাপারে ব্যবহৃত না হয়ে, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার মধ্যেই অন্তর্হিত হতে পারে; আর, ঠিক বিপরীত ভাবে, কোন সঞ্চয় না থাকলেও ব্যাঙ্কব্যবস্থা পুঁজিনিয়োগের ব্যবস্থা করে দিতে পারে এধরা ধরে নেওয়া হয়েছে। ...সত্যিকারের সঞ্চয় না থাকলেও ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ দিয়েই পুঁজিনিয়োগ চলতে পারে এই যে ধারণা, এই ধারণা ব্যাঙ্কের এই বর্দ্ধিত ঋণের অন্যান্য ফলাফলের কথা বিবেচনা না করে, শুধু একটিমাত্র প্রতিক্রিয়ার উপর লক্ষ্য করবার ফল। কেননা, কেইনসের মতে, আগেই যে পরিমাণ ঋণ দেওয়া হয়েছে তার উপর ব্যাঙ্ক যদি কোন উৎপাদককে আরও ঋণ দেয়, এবং তার ফলে তৎকালিন পুঁজিনিয়োগের যদি বৃদ্ধি হয়, তাহলে আয়ও বাড়বে এবং এই বাড়তির চাপ সাধারণত পুঁজিনিয়োগের বৃদ্ধির হারের চাইতে হবে বেশী। এখানে দুটি কথা বলা দরকার। প্রথম, আয় বাড়ছে বটে; কিন্তু ঋণ বৃদ্ধি ত তার আগেই হচ্ছে। অর্থাৎ ঋণ বৃদ্ধি হবার ফলেই পুঁজিনিয়োগ বাড়ছে এবং তার ফলে আয় বাড়ছে। দ্বিতীয়, কেইনস্ যে অবস্থার কথা ভাবছেন সে হলো স্বাভাবিক অবস্থা। অস্বাভাবিক অবস্থায় ব্যবসায়-ক্ষেত্রের উত্থানপতন অনেকাংশে ঋণের হ্রাসবৃদ্ধির উপরই নির্ভর করে। সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, লাভের আশা যখন অনেক খানি, উৎপাদক তখন বেশী ঋণের জন্যে ব্যাঙ্কের কাছে আসবে এবং ব্যাঙ্ক এ অবস্থায় না বলতে পারে না তার পুরানো মক্কেলদের। ঋণ বাড়তে থাকে; অথচ এর পেছনে সত্যিকারের সঞ্চয় কিছু নেই। সত্যিকারের সঞ্চয়ই যদি থাকতো, সঞ্চয় এবং পুঁজিনিয়োগ, এ দুয়ের বৈষম্য যদি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে চিরতরে তিরোহিত হবার পথ থাকতো, তাহলে ব্যবসায় চক্রাবর্ত্তের ঋণ হ্রাসবৃদ্ধি-জনিত কারণ আর থাকতো না এবং চক্রাবর্ত্তের প্রভাবও অনেকখানি কমে যেত। চক্রাবর্ত্তের আবির্ভাবের কারণই হলো এই যে, যখন সত্যিকারের পুঁজিনিয়োগের প্রয়োজন নেই, তখন যদি পুঁজিনিয়োগ চলতে থাকে, এবং ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা যদি ঋণ বৃদ্ধি করে ইন্ধন যোগাতে থাকে, তাহলে এই যে কৃত্রিম উন্নতি বা তেজি ব্যবসায় ক্ষেত্রে দেখা দেয় তা ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। কেননা এই ভাবে যে নিয়োগের সৃষ্টি হলো এবং যেসব সামগ্রী বাজারে এসে পড়লো তার জন্যে যে সত্যিকারের চাহিদা নেই—সে যে ফাঁপা নিয়োগ। কেইনস বলবেন, পূর্ণনিয়োগে পৌঁছাবার কাল পর্য্যন্ত এ হতে পারে না; আমরা কিন্তু তা স্বীকার করি না। এর সব চেয়ে বড়সাক্ষ্য হলো বিগত কয়েক বছরের এদেশের আর্থিক ইতিহাস। পূর্ণনিয়োগ থেকে আমরা অনেক পেছিয়ে রয়েছি। যুদ্ধের সুযোগে নিয়োগের যে বৃদ্ধি হলো সে কেবল ফাঁপা-নিয়োগ। সেই সঙ্গে দেখা দিল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অতিমুদ্রানীতি এবং এর পেছনে ভারত সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থন। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা এতে তরল হয়ে উঠলো। অথচ এই মোট ক্রিয়া-কলাপই অস্থায়ী একটা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আংশিক পূর্ণনিয়োগ—ক্ষণস্থায়ী একটা ব্যাপারমাত্র। এই পূর্ণনিয়োগ সম্ভব হয়েছে দেশের আয় এবং সঞ্চয় দিয়ে নয়—অতিমুদ্রানীতির ফলে। এতে সমাজের আয় বাড়লো সত্যি; কিন্তু তাও ক্ষণস্থায়ী। সরকার এখন যে মুদ্রাহ্রাসের নীতি অবলম্বন করছেন তাই তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কেইনসের যুক্তিসহ অবস্থাতেই সত্যি নয়—অর্থনৈতিক জগতে অস্বাভাবিক অবস্থা যখন চলেছে তখন ত নয়ই। এই যুক্তি শুধু নিষ্ক্রিয় অবস্থাতে এবং আয়ের বিশেষ সংজ্ঞা অনুসারেই সত্যি। তবে কেইনসের নিয়োগ-বিষয়ক মতবাদ বুঝতে হলে আমাদের এই যুক্তিকে স্বীকার করে অগ্রসর হতে হবে।

Registered No. C-1414.

সূচী

বাংলার সম্পদ ঃ—চট্টগ্রাম হইতে চাউল রপ্তানি। বন্যা সরবরাহের পরিকল্পনা। মৎস্য সংরক্ষণের প্রদর্শনী-কেন্দ্র। আসন্ন দুর্ভিক্ষ। [redacted] ১১২

আর্থিক ভারত ঃ—ভারতে মার্কিণ পশম। ভারতে অষ্ট্রেলিয়ান পশম। সিন্ধুর বাড়তি খাদ্যশস্য। রেলওয়ে বাজেট। ব্রহ্মের ধান্য। ১১৩

দুনিয়ার ধনদৌলত ঃ—মজুত স্বর্ণ। বৃটেনের ঋণ গ্রহণ। আয়রলণ্ডের পাট-শিল্প। ১১৪

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ ঃ—রিলিফ ও পুনর্বসতি। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটী। বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষৎ। ১১৫

গোলাকাৎ ঃ—প্রচার-সাহিত্য বনাম সাহিত্য-শিল্প। ১১৬

পত্রিকা-জগৎ

সমালোচনা

গ্রন্থপঞ্জী

প্রবন্ধ ঃ—সঞ্চয় ও পুঁজিনিয়োগ

শ্রীকরুণাচাঁদ লালুয়ানী, এম এ

জয় যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবন বীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটি গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৪৫ সালে ইহার প্রভূত সাফল্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সংস্থানের সারবত্তা, বীমাপত্রের নিরাপত্তা, পরিচালন-পদ্ধতির নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহানুভূতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের প্রধান পাথেয়।

সাফল্যের পরিচয়

১৯৪৫ সালের নূতন বীমা ১২ কোটি টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্

হেড অফিস ঃ—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্—কলিকাতা

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

চৈত্র—১৩৪২ আর্থিক উন্নতি ২০শ বর্ষ—২২শ সংখ্যা

অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাসহি॥

অথর্ববেদ ১২।১।৫৪

UNIVERSITY

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—'শ্রেষ্ঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে;
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জয় আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

ARTHIK UNNATI

(Economic Progress)

Established April, 1926

EDITED BY PROF. DR. BENOY KUMAR SARKAR. *Vidya-vaibhava*

Annual subscription Rs. 3/- (excluding postage).

Office: 9, Panchanan Ghose Lane (off Amherst Street), Calcutta.

Director

DR. NARENDRA NATH LAW

CONTENTS OF THE MARCH-APRIL NUMBER, 1946.

Section 1. Wealth of Bengal : Supply of Seedlings at a cheap price. Strikes. Rice in Bankura. p. 126.

Section 2. Economic India : Post-war Scheme of the Central Government. Export of Cotton. Financial Condition of the Central Government. (pp 126-28).

Section 3. World Economy: Export of Cotton from U.S.A. World-wide Scarcity of Food. (pp 128-29).

Section 4. Men, Institutions and Movements : Bengali Institute of Sociology. Demands of the Indian Seamen. (pp 129-33).

Section 5. Interview: Galsworthy and Bernard Shaw. (p. 133-34).

Section 6. World of Journals : *The English Speaking World.* (pp 134-35).

Section 7. Reviews : Asia between two World Wars. Great Britain, France and the German Problem. (135-36).

Section 8. Bibliography: 6 books announced. p. 136.

Articles : Economic Problems.

* By Prof. Kastur Chand Lalwani, M.A., Poona, Research Fellow, Bengali Institute of Economics, Calcutta. (pp. 137-139).

বাংলার সম্পদ্

সস্তায় চাষা সরবরাহ

বাঙলার ন্যায় ঘনবসতিপূর্ণ দেশে সত্যিকার অসুবিধা না থাকিলে কোন জমি অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে পারে না। জরিপ করিয়া জানা গিয়াছে যে, বাঙলা দেশে প্রায় ৪২,০০,০০০ একর আবাদযোগ্য পতিত জমি আছে। প্রচুর জল ব্যতীত এই পতিত জমির সমস্ত অংশ চাষ করা সম্ভব নহে। কৃষির সর্ব্বাঙীণ উন্নয়ন সংক্রান্ত বৃহৎ পরিকল্পনার অংশহিসাবে বিষয়টীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। বসতবাটির উঠানে, বাগানে, পিছনে এবং অন্যান্য খালি জায়গায় অধিক পরিমাণে তরিতরকারী উৎপন্ন করার জন্য শীঘ্রই আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে। প্রদেশের সর্ব্বত্র অল্প মূল্যে চাষা সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কলিকাতায় লাটভবনের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের অধিকাংশ জায়গায় শাকসব্জী ও ফল উৎপন্ন করা হইয়াছে। কলিকাতার যেসকল অধিবাসী নিজেদের বাটীর প্রাঙ্গণে ফসল উৎপন্ন করিতে চাহেন, গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে দৈনিক ৩৲ টাকা হারে কৃষি মজুর, লাঙ্গল ও বলদ যোগাই-বার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মিল ধর্ম্মঘট

নারায়ণগঞ্জের তিনটী প্রধান মিলে ধর্ম্মঘট চলিতেছে। বস্ত্রের এই দুষ্প্রাপ্যতার দিনে এরূপ ধর্ম্মঘটের ফলে যে দেশের বস্ত্র-সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। ঢাকেশ্বরী মিলের গুলির ব্যাপারেও সমগ্র শ্রমিক-সমাজ ও জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ। এরূপ অবস্থায় অতি সত্বর যাহাতে ধর্ম্মঘটের মীমাংসা হয় এবং মিলের মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, তদ্বিষয়ে সরকার ও জননেতৃগণের কার্য্যকারিভাবে সচেষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক। বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যের দিনে শ্রমিক ও অল্পবেতনভোগী কেরাণীদের অবস্থা উত্তরোত্তর শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে, উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে অনেকেরই জীবনী-শক্তি হ্রাস পাইতেছে। সুতরাং এই শ্রেণীর লোকের যাহাতে স্বচ্ছন্দে ভরণপোষণ চলিতে পারে প্রাথমিক বেতন তদনুরূপ নির্দ্ধারণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বাঁকুড়ার চাউল

বাঁকুড়া জেলায় মানুষের খাদ্যোপযোগী চাউল প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হইতেছে বলিয়া সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। এসম্বন্ধে কথা এই যে, বাঁকুড়ার সরকারী গুদামে যে ৫৫০মণ অব্যবহার্য্য চাউল আছে তাহা মানুষের আহার্য্যের জন্য বিক্রয় করা হইবে না। এতদ্ব্যতীত উক্ত গুদামে মানুষের খাদ্যোপযোগী কোন চাউল নাই। ১,২০ ০০০ মণ পুরাতন চাউল গুদামে আছে। চাউলের অবস্থা তত ভাল না হইলেও বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের টেক্‌নিক্যাল ব্রাঞ্চের অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষা কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ সংপ্রতি উক্ত চাউল পরীক্ষা করিয়া আহারের উপযুক্ত বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন। একটি বেসরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠান এক্ষণে ঐ চাউল গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারাও ঐ চাউল পরীক্ষা করিয়াছেন। রিলিফের কাজ চালাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা সস্তা খাদ্যশস্যের দোকান হইতে উক্ত চাউল বিতরণ করিবেন। (পক্ষান্তরে)

আর্থিক ভারত

কেন্দ্রীয় সরকারের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা

কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সদস্য স্যার এ রামাস্বামী মুদালিয়র সদস্যপদে থাকাকালীন ভারতের যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনার যে খড়্গা তৈয়ারী করিয়াছিলেন তাহা সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহাতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দুই প্রকার পরিকল্পনা ও

সহযোগিতার উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় দিল্লী প্রদেশের উন্নতির জন্য ৫ কোটি টাকা; রেলওয়ের সম্প্রসারণের জন্য (আগামী ৭ বৎসরে) ৩১৯ কোটি টাকা; বেসামরিক বিমান চলাচলের উন্নতির জন্য ৬ কোটি টাকা; নূতন রাস্তা তৈয়ারীর জন্য (আগামী ১০ হইতে ১৫ বৎসরে) ৭০ কোটি টাকা; ডাক ও তার বিভাগের সম্প্রসারণে ১২ কোটি টাকা এবং প্রচার ও বেতার বিভাগের জন্য ৭০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, কৃষি ও পশুপালন শিক্ষার কলেজ, বন-বিদ্যাশিক্ষার কলেজ এবং মৎস্যশিল্প, জমির ক্ষয় নিবারণ, ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা এবং অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষার বন্দোবস্ত এই পরিকল্পনায় করা হইয়াছে।

প্রাদেশিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ৯০০ কোটি টাকা খরচ করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বাংলা দেশের জন্য ১৬০ কোটি টাকা খরচ করা হইবে।

বিবরণীতে বলা হইয়াছে, ভারতে শিল্প-সম্প্রসারণ সম্পর্কে বৃটেন ও আমেরিকা সহযোগিতার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। সেজন্য ঐ দুই দেশের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য বৃটেন ও আমেরিকায় দুইটি ভারতীয় সরবরাহ প্রতিষ্ঠান করা হইয়াছে।

বিবরণীতে আরও বলা হইয়াছে যে, বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি এদেশে আসিতে এখনও দুই তিন বৎসর সময় লাগিতে পারে। সেজন্য অবিলম্বে ভারতকে শিল্পসমৃদ্ধ করার চেষ্টায় সামরিক উৎপাদনের কারখানাগুলিকে দরকারী বেসামরিক মাল তৈয়ারীর কাজে নিযুক্ত করাই সমধিক প্রয়োজনীয়। কয়েকটি অস্ত্র কারখানায় ইতিমধ্যেই এইরূপ মাল তৈয়ারী সুরু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ভারত হইতে তূলা রপ্তানি (১৯৪৪-৪৫)

রপ্তানির পরিমাণ (হাজার টন)

	কাঁচা পাট	পাটজাত দ্রব্য	মোট
এপ্রিল	২৩·৩	৪২·৭	৬৬·০
মে	১৫·৬	৫৮·৪	৭৪·০
জুন	২২·৩	৬১·৯	৮৪·২
জুন-জুলাই	১৮৭·৬	৬৮২·৭	৮৭০·৩

মোট মূল্য (লক্ষ টাকা)

জুন	১০৪·৬	৫২৪·১	৬২৯·৭
জুলাই	১২৩·৭	৪৮৪·৯	৬০৯·৬
আগষ্ট	৮৯·৪	৪৯৯·১	৫৮৮·৭
জুলাই-আগষ্ট	২১৩·৩	৯৮৫·০	১১৯৮·৩

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা

১৯৪৫-৪৬ সনের পরিবর্ত্তিত আনুমানিক আয়-ব্যয় নিম্নলিখিতরূপ ধরা হইয়াছে :—

খরচ	৫০৫·৬১ কোটি টাকা
রাজস্ব বাবদ আয়	৩৬০·৬৬
রাজস্বের ঘাটতির পরিমাণ	১৪৪·৯৪ কোটি টাকা

১৯৪৬-৪৭ সালে (উদ্বৃত্তসহ) রাজস্ব বাবদ আনুমানিক আয় মোট ৩০৭ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে রাজস্ব বাবদ মোট আয়ের পরিমাণ হইয়াছে ৩৬২·৩৪ কোটি টাকা। আগামী বৎসরের জন্য রাজস্ব বাবদ আনুমানিক আয় ধরা হইয়াছে—শুল্ক বিভাগের ৬৫ কোটি টাকা, কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগের ৪৭·২০ কোটি টাকা; অতিরিক্ত আয়কর বাবদ ৭৪ কোটি টাকা, সুদ করপোরেশন এবং আয়কর হইতে মোট ১৪৮ কোটি টাকা এবং রেলওয়ে বিভাগ হইতে ৭·৩৬ কোটি টাকা। ডাক ও তার বিভাগে যে ১০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে তাহার মাত্র তিন-চতুর্থাংশ এবার রাজস্ব হিসাবে পাওয়া যাইবে।

১৯৪৪-৪৫ সালে দেশরক্ষা বাবদ বৃটেনের নিকট ভারতবর্ষের পাওনা ছিল ৪৮৯ কোটি টাকা; ১৯৪৬-৪৭ সালে এই পাওনা অর্থের পরিমাণ হইবে মাত্র ৪২ কোটি টাকা। ১৯৪৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট যথিপূর্ব্ব এশিয়া সামরিক বন্দরকে অস্ত্র কয়েকটি জিনিষ ছাড়া আর কোন মাল সরবরাহ করিবেন না।

আগামী বৎসরের সামরিক ও বে-সামরিক খরচা এবং রাজস্ব বাবদ মোট আয় বিচার করিলে সংক্ষেপে সমস্ত বাজেটের আয়-ব্যয় এইরূপ দাঁড়ায় :—

বেসামরিক খরচা বাবদ—	১১১·২৪ কোটি টাকা
সামরিক খরচা বাবদ—	২৪৩·৭৭
রাজস্ব হইতে মোট খরচ—	৩৫৫·৭১
রাজস্ব বাবদ মোট আয় (বর্ত্তমান কর অনুসারে)	৩০৭·০০
রাজস্ব আনুমানিক ঘাটতি—	৪৮·৭১ ,, ,,

চলতি বৎসরের সামরিক খাতের সংশোধিত বাজেটের ব্যয় ৩৭৩·৪২ কোটি টাকা হইয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী বাজেটে তাহা ৩২৪·২০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছিল। ১৯৪৬-৪৭ সনের সামরিক খাতের আনুমানিক ব্যয় ২৪৩·৭৭ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে।

১৯৪৪-৪৬ সনে আনুমানিক রাজস্বের আয় হইতে প্রকৃত আয় ১·৬৮ কোটি টাকা কম হইবে অর্থাৎ প্রকৃত আয়ের পরিমাণ ৩৬০-৬৬ কোটি টাকা হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

আলোচ্য বৎসরে শুল্ক বিভাগের আয়, বরাদ্দ অপেক্ষা ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বেশী হইবে এরূপ আশা করা যায়; কিন্তু কেন্দ্রীয় আবগারি বিভাগে ২ কোটি টাকা কম আয় হইবে।

অতিরিক্ত আয়কর সমেত আয়কর খাতের আনুমানিক আয় ধরা হইয়াছিল ১২০·৫ কোটি টাকা। এই খাতে বর্ত্তমানে আয়ের পরিমাণ ১৮১ কোটি টাকা হইয়াছে; অর্থাৎ ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা (সাধারণ আয়কর হইতে) কম হইয়াছে)।

বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগৃহীত আয়করের পরিমাণ ৫৫·১৪ কোটি টাকা হইবে আশা করা যায়। পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ৬·২৮ কোটি টাকা সমেত ২৮·৭৫ কোটি টাকা প্রদেশসমূহ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

সামরিক খাতের আনুমানিক ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল ৩১৪,২০ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে তাহা ৩৭৩·৪২ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে বেসরকারী খাতে ব্যয়ের পরিমাণ, সংশোধিত বাজেটে ১২৯,১৯ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বাজেট হইতে ৫ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। যুদ্ধ সম্পর্কে বেসামরিক খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ৭ কোটি টাকা কম হইলেও বাংলাদেশকে অতিরিক্ত ৮ কোটি টাকা সাহায্য দান করিতে হইয়াছে।

দুনিয়ার ধনদৌলত

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে তূলা রপ্তানি

গত মৌসুমের (আগষ্ট ১৯৪৪—জুলাই ১৯৪৫) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে মোট ২ মিলিয়ন গাঁট তূলা রপ্তানি হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী চারটী মৌসুমে রপ্তানির পরিমাণ ১·১ হইতে ১·৫ মিলিয়ন গাঁট এবং ১৯৩৪-৩৮ সনগুলির গড় রপ্তানি ৫ মিলিয়ন গাঁট।

গত মৌসুমের মোট তূলা রপ্তানির মধ্যে বিলাতে গিয়াছে ৬৪৩,০০০ গাঁট অর্থাৎ মোট রপ্তানির এক-তৃতীয়াংশ। অন্যান্য যেসমস্ত দেশে বেশী পরিমাণে মার্কিণ তূলা রপ্তানি হইয়াছে, সেগুলির পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :—ফ্রান্স ৫০৩,০০০ গাঁট; কানাডা ৩৬৪,০০০ গাঁট; স্পেন ২৫৮,০০০ গাঁট এবং বেলজিয়াম, ১৩,০০০ গাঁট। ইতালির অধিকাংশ স্থান শত্রু-কবলমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ঐ দেশে গত মৌসুমে এক ছটাক মার্কিণ তূলা রপ্তানি হয় না। অথচ যুদ্ধের পূর্ব্বে ইউরোপ মহাদেশে মার্কিণ তূলার খরিদদার দেশ হিসাবে ইতালি চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরের মধ্যে কোন কোন বৎসরে ইতালি এক মিলিয়ন

গাঁট পর্য্যন্ত মার্কিণ তুলা ক্রয় করিয়াছিল। ১৯৩২ সনে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে অর্থাৎ ৮৫০,০০০ গাঁট মার্কিণ তুলা ইতালিতে রপ্তানি হইয়াছিল। ১৯৩৪-৩৮ সন পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে ইতালির গড় রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০০,০০০ গাঁট।

অক্টোবরের হিসাবে প্রকাশ, বর্ত্তমান মৌসুমে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৫০০ পাউণ্ড ওজনের ১,৭৭১,০০০ গাঁট তুলা উৎপন্ন হইবে; ১৯৪৪ সনে উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২,২৩০,০০০ গাঁট। ১৯৪৫ সনে একরপিছু উৎপাদনের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ২৬০·৭ পাউণ্ড, মোট আবাদের পরিমাণ ১৮,০০০,০০০ একর; অর্থাৎ ১৯৪৪ সনের তুলনায় আবাদ হ্রাস ১২%, একর-পিছু ফলন হ্রাস ১১% এবং মোট উৎপাদন হ্রাস ২০%। আগষ্ট মাসে খাদনের পরিমাণ ৭৪০,০০০ গাঁট; অর্থাৎ বার্ষিক খাদনের পরিমাণ প্রায় ৮½ মিলিয়ন গাঁট।

জুলাইয়ের খাদনের হিসাব অনুসারে বার্ষিক খাদনের হার বেশী হইলেও গত মৌসুমের খাদনের চেয়ে ইহা কম নিশ্চয়ই। গত মৌসুমের খাদনের পরিমাণ ১·৬ মিলিয়ন গাঁট।

বিশ্বব্যাপী খাদ্যসঙ্কট

অনেকের ধারণা, বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী খাদ্যসঙ্কটের প্রতীকার ব্যবস্থা সম্ভব নয়। এ বৎসর সমগ্র পৃথিবীতে ৪০ লক্ষ টন গমের ঘাটতি হইবে এবং এতটা ঘাটতি পূরণ করা অসম্ভব।

পৃথিবীর সমুদয় রাষ্ট্রে যদি সবাদি পশুকে গম প্রভৃতি খাদ্যশস্য খাওয়ানো বন্ধ করিয়া দেওয়া যায় তবে মানুষের না খাইয়া মরিবার আশঙ্কা বিশেষ থাকে না।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে যুদ্ধের আগে যে পরিমাণ গমের প্রয়োজন হইত এখন তাহার পরিমাণ বাড়িবার কোনও কারণ ঘটে নাই। এই সব দেশ হইতে বিদেশে গম চালান গিয়া থাকে। অথচ যুদ্ধের পরে এই সব দেশে যে পরিমাণ গম প্রয়োজন হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে তাহা যুদ্ধ-পূর্ব্ব কালের তুলনায় প্রায় ৭০ লক্ষ টন বেশী। এই বাড়তি পরিমাণের অধিকাংশই খাওয়ানো হইবে সবাদি পশুকে। সুতরাং মানুষকে বাঁচাইবার জন্য তাহা অন্য দেশে চালান দেওয়া যাইতে পারে।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ

বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদ্

বিষয়—মেয়েদের শিক্ষা

বিগত ৩রা মার্চ্চ, ১৯৪৬, তারিখে ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের ৯৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ভবনে বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের একটি অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ শেঠ এ. বি (হার্ভার্ড) মহাশয় 'মেয়েদের শিক্ষা' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

উপস্থিত—কর্ণেল জে কে কৃপালনি, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত অরুণেন্দু দত্ত-মজুমদার, শ্রীযুক্ত আবদুল রহমন, শ্রীযুক্ত হরিপদ ভৌমিক, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ শেঠ, শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত আবুল হোসেন, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র শেঠ, শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ পাল, শ্রীযুক্ত উমাপদ কা, শ্রীযুক্ত অতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ শীল, শ্রীযুক্ত নবদুর্গ আচার্য্য, শ্রীযুক্ত দিলীপ সেন, শ্রীযুক্ত বিনয় রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত তরুণকুমার বসু, শ্রীযুক্ত পবিত্র দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বসু, শ্রীযুক্ত হিমোচন দাশ, শ্রীযুক্ত অমলেন্দু দাসগুপ্ত, শ্রীসুধাকান্ত দে। ইহাদের অনেকেই বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ ও বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান-পরিষদের অনুষ্ঠিত গবেষক।

বক্তা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থার এক নূতন পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন, তাঁহার এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল, উৎকৃষ্টতর কন্যা ও বধূ তৈরী করা। সমগ্র অধ্যয়ন কালকে তিনি পাঁচ বৎসর করিয়া এক একটি ভাগে বিভক্ত করেন এবং তাহার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করেন। তাঁহার মতে প্রীক আদর্শে শরীর ও মন উভয়ের প্রতি মনোযোগ দিয়া উভয়ের উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান্ হইতে হইবে। প্রতিদিন দুপুর বেলা কাজ আরম্ভ হইবার কথা, যাহাতে ঘরের কাজ করিবার অবকাশ থাকে, এবং ঘরের কাজও পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়। প্রথমে মিলিত কণ্ঠে সংগীত সমীত গীত হইবার পর স্কুলের কাজ আরম্ভ করিবার কথা। মেয়েদের স্বাস্থ্যের পরিপোষক ড্রিল ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকিবে। শনিবার বিন সকাল ৭টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত স্কুল বসিবে। এই দিন মেয়েরা স্বাধীনভাবে গৃহস্থালির কাজ পরিচালনা করিবে, বয়স অনুসারে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া। বারটা থেকে চারটা পর্য্যন্ত বিশ্রাম। আশেপাশের ভদ্র মহিলাদের ডাকিয়া আনিয়া রান্না প্রভৃতির সমালোচনা করা হইবে। এইরূপে বাড়ীর আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া মেয়েদের স্বাভাবিকভাবে গঠিত হইবার সুযোগ দেওয়া চলিবে।

মেয়েদের আর্থিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সকল মেয়েকে সমভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করাই বক্তার অভিপ্রেত। মানুষ সামাজিক জীব। এইজন্য সমাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট করা দরকার। স্ত্রীলোকের প্রধান কাজ জাতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখা। বিবাহ অবশ্য-প্রয়োজনীয় অঙ্গেজ বন্ধন। স্ত্রীলোক বিবাহ করিয়া সংসার রক্ষা করিবে এবং সেবা দ্বারা পরিবারের কল্যাণ করিবে, ইহাই সমীচীন। ভাল মা হইতে হইলে ভাল কন্যা ও ভাল বধূ হওয়া দরকার। শেঠ মহাশয় মনে করেন তিনি যে পাঠ্য-ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

ইহার পর উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে আলোচনা হয়। কবি আবুল হোসেন বলেন, তিনি ছেলে ও মেয়ের বিভিন্ন শিক্ষা-ব্যবস্থার পক্ষপাতী নন। পর্দা-প্রথা মুসলমান ও মাড়োয়ারীদের মধ্যে আগে দূর হওয়া দরকার। শেঠ মহাশয় যে পাঠ্য-তালিকা রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে যৌন কর্ত্তব্য, সামাজিক স্বাস্থ্য ও অপরাধ-তত্ত্বের স্থান থাকা উচিত।

চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, এ দেশে শেঠ মহাশয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্ভব নয়। আর্ট, আলপনা শিল্প, গান প্রভৃতি শিক্ষা দিলে ভাল হয়।

ত্রিলোচন দাস,—বক্তার শিক্ষা ব্যবস্থা সহরে চলিতে পারে কিন্তু পল্লীগ্রামে নয়। শুধু ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধেও শিক্ষা লাভ দরকার। ছেলেদের সহিত মেয়েদের শিক্ষা সমীচীন।

নবযুগ আচার্য্য—প্রত্যেককে ইচ্ছানুসারে বাড়িবার সুযোগ দেওয়াই শ্রেয়ঃ।

বিনয় রায় চৌধুরী—টেক্‌নিক্যাল শিক্ষাও মেয়েদের দেওয়া উচিত।

দিলীপ সেন—বৈজ্ঞানিক সমস্যা সম্বন্ধে জ্ঞানদানের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

শুকদেকুমার বসু—বক্তা ইহা ধরিয়া লইয়াছেন যে প্রত্যেক বালিকা বিবাহ করিবে, এবং সেই অনুসারে পাঠ্য-তালিকা নির্ব্বাচন করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। মেয়েরা যাতে স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র (শনিবারের বৈঠক")—ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা ইত্যাদি যে সব প্রচেষ্টা হইয়াছে সেগুলিকে কতদূর কাজে খাটান যায়, আগে তাহা দেখিতে হইবে।

সুধাকান্ত দে—বক্তা যে পাঠ্য-তালিকার কথা বলিয়াছেন, তাহা ছোট নয়, এবং ইহার সমস্তটা বালিকাদের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব হইবে কিনা, সন্দেহ প্রকাশ করা চলে। বর্ত্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা করিলে মনে হয় বালক-বালিকাদের সহশিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। সময়ে উহা আপনি আসিবে।

অরুণেন্দু দত্ত-মজুমদার,—পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাপ্রণালীর প্রয়োজন আছে কি না সন্দেহ।

কর্ণেল কৃপালনি—ছেলেমেয়েদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষার দরকার নাই। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ফলে বিপুল মনুষ্য-শক্তির অপচয় হইতেছে। ইহা নিবারণ-যোগ্য।

ভূপেন্দ্রনাথ দাস—সহশিক্ষা সমর্থনীয়। আর্থিক অবস্থার উপর জোর দিবার প্রয়োজন নাই। গ্রামদেশে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সাহায্য করিতেছে, ইহা অহরহ দেখা যায়।

অম্বিকাচন্দ্র শেঠ—মেয়েদেরকে আত্মরক্ষা করিবার এবং উপার্জ্জনক্ষম হইবার মত শিক্ষা দেওয়া দরকার। যখন স্বামীর আয় অল্প, তখন স্বামী স্ত্রী উভয়ের আয়ে সংসারে সচ্ছলতা আসিতে পারে।

আবদুল রহমন (ধর্ম্মতলার উল-হাউস, মস্জিদ জোং)—বক্তার বক্তৃতাটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত। হিন্দু ও মুসলমান বালিকাদিগকে একই বিদ্যালয়ে পড়ান দরকার।

উমাপদ বা—যে পাঠ্যব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বালিকাদের কথা মনে রাখিয়া করা হইয়াছে। অন্য শ্রেণীর বালিকাদের কথা ভাবা হয় নাই।

বিমলেন্দু ঘোষ—মধ্যম শ্রেণীতে মেয়েদেরকে সেলাসহ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া উচিত।

সুশীলচন্দ্র রায়—পরিকল্পনাটি বিপ্লবাত্মক।

রণেন্দ্রনাথ সিংহ—পুরুষদের পুনঃশিক্ষার ব্যবস্থা করা আগে দরকার।

সভাপতি ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় বলেন যে, স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষা কতদূর পর্য্যন্ত এক প্রকার হইতে পারে। কিন্তু সকল দিক্ বিবেচনা করিলে, সমস্ত শিক্ষা একপ্রকার হওয়া ঠিক হইবে না। পুরুষ ও স্ত্রীলোককে প্রকৃতি শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক্ হইতেই আলাদা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং উভয়ের পক্ষে এক প্রকার শিক্ষা অভিপ্রেত হইতে পারে না। পুরুষের উপযোগী শিক্ষা পাইলে মেয়েদের নারীত্ব এবং কমনীয়তা কমিয়া যায়। সাধারণতঃ মেয়েদের দেহ ও মনের পক্ষে স্বাভাবিক শিক্ষা দেওয়াই সমীচীন। বক্তা এ বিষয়ে যে সুচিন্তিত মতাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধান-যোগ্য। এমন কি ভোকেশনাল (পেশা-বিষয়ক) শিক্ষাস্তেও স্ত্রীপুরুষের বিভাগ আলাদা হওয়া উচিত। জাপানে কুটির শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মেয়েদের সেই সব কাজে শিক্ষা দেওয়া যায় যাহা তাহাদের উপযোগী। অবশ্য যুদ্ধ প্রভৃতি বিশেষ কারণে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে।

পবিত্র দত্ত (রাসায়নিক ও সওদাগর ভারতীয় হাই-কমিশনারের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাসচিব)—আমার মনে হইতেছে, আমি যেন এক বিবাহ সভায় আসিয়া দেখিতেছি, বরটিকে পাওয়া যাইতেছে না। পুরুষ মানুষের পক্ষ হইতে শোনা গেল, স্ত্রীলোকের কি চাই। কিন্তু স্ত্রীলোকের কি চাই, সে বিষয়ে স্ত্রীলোকের মুখ হইতে শুনিতে পাইলে ভাল হইত। কারণ আমি মনে করি না স্ত্রীলোকের শিক্ষা-ব্যবস্থা স্থির করিবার অধিকার পুরুষদের আছে। [অধ্যাপক দরকার—বক্তা এই পাঠ্য-তালিকাটি তাঁর স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়াই উপস্থিত করিয়াছেন। এমন কি, বলা যাইতে পারে যে, এটির উদ্ভাবিকা বক্তার স্ত্রী, বক্তা শুধু ইহা উপস্থাপিত করিতেছেন।] আধুনিক শিক্ষা বলিতে যা বুঝায় তা মাত্র এক শতাব্দীর বস্তু। কিন্তু ইহা পুরুষ-শাসিত। স্ত্রীলোকের শিক্ষার ক্ষেত্রে মাত্র পুরুষ-মানুষকে নকল করা হয়। তারা যা চায় তা পায় না। বিলাতে নীড্স হইল প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে সহশিক্ষা প্রচলিত হয়। অতঃপর বক্তা ঐরূপ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকরূপে নিজের অভিজ্ঞতা এবং নিজের ছেলেকেও ঐভাবে শিক্ষা দেওয়ার ফল বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ঐরূপ শিক্ষার সুফল ও কুফল দুইই আছে।

অমলেন্দু রায়গুপ্ত সহশিক্ষার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন, এবং সহশিক্ষা ও একাকী শিক্ষার মাঝামাঝি কিছু অবলম্বনীয় বলেন।

শ্রীযুক্ত হরিপদ ভৌমিক (ভারত সরকারের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার)—সকলকে এক ছাঁচে

শিক্ষাদান সমর্থনীয় নয়। কিন্তু বালক-বালিকাদের আলাদা আলাদা শিক্ষা দিবার দরকার নাই। ছেলেদের সহিত শিক্ষালাভ করিলেই মেয়েরা কমনীয়তা ইত্যাদি হারাইবে না। সহ-শিক্ষার কুফল কিছু কিছু থাকিতে পারে। কিন্তু তার ভয়ে তাহা ত্যাগ করা উচিত নয়। সেই কুফলের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে ও নিবারণ করিতে হইবে।

কর্ণেল কুপাল্যনি বলেন যে, তাঁহার অভিজ্ঞতার ফলে তিনি জানেন, বাংলার স্ত্রীলোকেরা মরিতে বসিয়াছে। সকলের আগে মেয়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে, কারণ বহু প্রতিভাবান্ ব্যক্তির জন্মস্থান বাংলা এ বিষয়ে বড় পশ্চাৎপদ। স্ত্রীলোকের অকালমৃত্যু নিবারণ করিতে না পারিলে এ জাতিকে টেকান দায় হইবে। মেয়েদের শারীরিক স্বাস্থ্যের বিকাশের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার। এটি আনবিক যুগ। নূতন নরনারীকে এ যুগে জন্মলাভ করিতে হইবে। এবং সভ্যতার পুনর্গঠনে স্ত্রীলোককে অনেক বেশী অংশ গ্রহণ করিতে হইবে, যেমন গত যুদ্ধের সময় হইয়াছিল। জাতিকে রক্ষা করা মেয়েদের কর্তব্য। এবং সেই কর্তব্য পালনের উপযোগী করিয়া মেয়েদের তৈরী হইতে হইবে।

অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার—শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বহুদিন যাবৎ যে-সব কথা আলোচনা করিয়াছেন, 'শিক্ষা-বিজ্ঞান' গ্রন্থাবলী তাহার সাক্ষী। হস্তীন সেঠ আজ যাহা বলিলেন তাহা "শিক্ষা-বিজ্ঞান" গ্রন্থাবলীর এক বিশিষ্ট অংশ। অধ্যাপক সরকার কিছুকাল ধরিয়া ছেলেদের "মিস্ত্রী-করণ" ("মিস্ত্রীফিকেশন") আর মেয়েদের "ধাত্রী-করণ" ("নার্সিফিকেশন") এই দুই বুলি জোরের সহিত প্রচার করিতেছেন। তিনি বাংলার ছয় কোটি লোকের, এমন কি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কথাও ভাবিতেছেন না। বাংলা দেশে প্রতি বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া যত ছেলে ও মেয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য যায়, তার অর্দ্ধেক ছেলে "মিস্ত্রী" এবং অর্দ্ধেক মেয়ে "নার্স" হইবে, ইহাই তিনি চান। মিস্ত্রী মানে হাতে কলমে কলকব্জার ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষালাভ। আর নার্সগিরি মানে সমাজ-সেবার বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষা লাভ। অধ্যাপক সরকার চান যে, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশে এইরূপ "মিস্ত্রী" ও "নার্সের" সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যাক। বাংলার প্রত্যেক কলেজ এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশের চেহারা যে বদ্‌লাইয়া যাইবে, তার কোন সন্দেহ নাই।

আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতীয় নাবিকদের দাবী

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারী মিঃ এস, আর, আয়ান কোপেনহেগেনে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া ঐ সম্মেলন ও ভারতীয় নাবিকদের অবস্থা সম্পর্কে দিল্লীর বেতার কেন্দ্রের এক বক্তৃতায় সংপ্রতি বলিয়াছেন, ভারতের শিল্প-বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাণিজ্য পোতবহর ক্রমে বাড়িবে। তখন তাহাতে নিযুক্ত নাবিকদের বেতনাদি সম্পর্কে বিধি-বিধান করা অত্যাবশ্যক হইবেই। মিঃ আয়ান উক্ত সম্মেলনে শ্রমিকদের বেতন, কার্য্যকাল ও জাহাজ-চালনা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের উদ্যোগেই "সমান কাজ সমান মাহিনা" এই প্রস্তাব সম্মেলনে ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। এই সম্পর্কে মিঃ আয়ান বলেন যে, আন্তর্জাতিকভাবে নাবিকদের নিম্নতম বেতনের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, ভারতীয় ও ইউরোপীয় নাবিকদের সংখ্যা গণনা করিয়া সেই অনুপাতে এশিয়ার নাবিকদের নিম্নতম বেতন স্থির করা উচিত। অর্থাৎ একজন ভারতীয় নাবিক এক জন ইউরোপীয় নাবিকের অর্দ্ধেক কাজ করিলে সে আন্তর্জাতিক নিম্নতম মানের অর্দ্ধেক বেতন পাইবে। মিঃ আয়ান বলেন যে, নাবিকের নিম্নতম বেতন মাসিক ১৮ পাউণ্ড হওয়া উচিত। এই প্রস্তাব মাত্র এক ভোটাধিক্যে গৃহীত

হইয়াছে। অধিকাংশ গভর্ণমেণ্ট এ প্রস্তাবে ভোট দেন নাই। অনেক আলোচনার পর নাবিকদের জন্য প্রত্যহ গড়ে ৮ ঘণ্টা কাজের প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছে। ১৪ দিন কিংবা ৭ দিনের উপর গড় হিসাব করা হইবে অথবা কোন্ ক্ষেত্রে এবং কিভাবে অতিরিক্ত কাজের জন্য বেতন দেওয়া হইবে ইত্যাদি সম্পর্কে কোন সর্ব্ব-সম্মত সিদ্ধান্ত হয় নাই।

নাবিকদের পেনসন ও রোগ-দুর্ঘটনা-বার্দ্ধক্যাদি সম্পর্কিত বীমা সম্বন্ধে একটা খসড়া সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে। ভারতীয় নাবিকদের বীমা-পরিকল্পনার বিষয় ভারত গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে, মিঃ আমান এই কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, সম্মেলনে ভারতীয় নাবিকদের জন্য আহারে থাওয়া থাকা ইত্যাদি সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। নাবিকদের জন্য বৎসরে গড়ে মাসে একদিন বেতনসহ ছুটির প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। চাকুরীতে প্রবেশ, পদোন্নতি ও শিক্ষার ব্যাপারে নাবিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজন হইবে এবং ১৪ বৎসরের অনধিক-বয়স্ক কেহ নাবিক হইতে পারিবে না।

তাহা ছাড়া, জাহাজের মালিক ও নাবিকদের আপন আপন অধিকারের মধ্যে যে কোন প্রতিষ্ঠান গঠনের দাবী সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া সভায় স্বীকৃত হয়।

মোলাকাৎ

গল্‌সোআর্দি ও বার্নার্ড্‌শ

(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত সুবোধরঞ্জন মোশায়ের কথোপকথন)

প্রঃ—হার্ডি ছাড়া আর দু-একজন আধুনিক সাহিত্যবীরের রচনা উল্লেখ করবেন ?

উঃ—গল্‌সোআর্দির "সিল্‌ভার বক্স্" (রূপার বাক্স), "সয়াল্‌টিজ্" (রকমারি ভক্তি), "জাষ্টিস্" (ন্যায়), 'স্ট্রাইফ' (দ্বন্দ্ব) ইত্যাদি নাটকগুলা সমাজ-সংস্কার, আইন-সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ক নীতিকথায় ভরা। কিন্তু কোথাও প্রবন্ধ রচনার কাঠামো দেখা যায় না। "ফর্সাইট সাগা" নামে তাঁর মোটা-ছয়েক বড়-বড় গল্প বা উপন্যাস আছে। তার ভেতর পাবি ফর্সাইট নামক ধনি-পরিবারের কিচ্ছা। পয়সাওয়ালা ইংরেজ-নরনারীর নিত্য-নৈমিত্তিক সু-কু এই কাহিনীগুলার ভেতর পাকড়াও করতে পারবি। কিন্তু কোথাও পাবি না "আচার-প্রবন্ধ", "পারিবারিক প্রবন্ধ" বা "সামাজিক প্রবন্ধ"।

প্রঃ—আর কার কথা বলবেন ?

উঃ—বার্নার্ড্‌শ-প্রণীত নাটকগুলা-সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। তবে শ-সৃষ্ট চরিত্রগুলার গল্‌সোআর্দি-সৃষ্ট চরিত্রসমূহের রোমন্থনায় পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব অনেক সময় দেখা যায় না। চরিত্রগুলা অনেকটা এক-দেশে, ঠিক যেন কোনো নির্দ্দিষ্ট মতের মূর্ত্তি। শ'র রচনাবলীর ভিতর প্রচারের হিস্যা আপেক্ষিক হিসাবে খানিকটা স্পষ্ট। কিন্তু তবুও এসব দার্শনিক প্রবন্ধ নয়। শ' সত্যিকার সাহিত্যশিল্পী। অধিকন্তু হাসির হর্‌রা সৃষ্টি করতে সে না ১।

প্রঃ—শ'কে সাধারণতঃ সোস্যালিস্ট্ বলা হয় ?

উঃ—এইজন্যই প্রচারের ঝাঁকে শ-সাহিত্য বেশ কিছু ভেজি। গল্‌সোআর্দিকে দরিদ্র-সেবক, নির্য্যাতিতের সুহৃৎ বলা চলে। কিন্তু বাজারে নাম-লেখানো সোস্যালিস্ট্ তাঁকে ঘাঁটাবে না। শ' বাজারী সোস্যালিস্ট্‌দের অন্যতম।

উঃ—ইয়োরোপের অন্য কোনো সাহিত্য হতে দু'এক-জনের নাম করতে পারেন ?

উঃ—বস্, একালের ফরাসী আনাতল ফ্রাঁস্ আর রমাঁ রঁলা। এই দুই জনই পাক্কা-প্রচারক। এঁদের প্রত্যেক লাইন নীতিকথায় ভরপুর। ফ্রান্সকে আর দুনিয়াকে চব্বিশ ঘণ্টা জুতোনো হ'চ্ছে এই দুই সাহিত্যবীরের একমাত্র কাজ। ফরাসী-

বিপ্লবের বিরুদ্ধে, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে, লড়াইয়ের বিরুদ্ধে, স্বাদেশিকতার বিরুদ্ধে, স্বজাতি-নিষ্ঠার বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো ছাড়া এঁরা আর কিছু জানেন না। এক কথায় ফ্রাঁস আর রলাঁ সোশ্যালিজ্‌ম্‌, কমিউনিজ্‌ম্‌, বিশ্বশান্তি ইত্যাদি সম্পর্কিত ধর্ম্মের বা নীতির উপদেষ্টা বা প্রচারক। অথচ এঁদের কোনো লেখায় ইস্কুল-মাষ্টারী বা গুরুমশাইয়ের ধরণ-ধারণ চুঁড়ে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় গল্প, চরিত্র, আর যোগা-যোগ-সৃষ্টি।

:—প্রচারক হওয়া সত্ত্বেও এঁরা আপনার বিচারে সাহিত্য-শিল্পী?

উ:—তাইত ব'লে চ'লেছি। বিশ্বশান্তি, ধনসাম্য, গণতন্ত্র, জাতিমাত্রের স্বাধীনতা, প্রত্যেক দেশের স্বরাজ ইত্যাদি বিষয়ক ধর্ম্ম বা নীতির স্বপক্ষে-বিপক্ষে লেখে অনেকে। পার্ল্যামেণ্টের সভ্যেরা লেখে, মজুর-সমিতির কর্ম্ম-কর্ত্তারা লেখে, অন্যান্য রাষ্ট্রিক দলপতিরা লেখে। অধ্যাপকেরা লেখে, সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা লেখে। কিন্তু তাদের লেখালেখিতে সাহিত্যশিল্প বেরোয় না,—বেরোয় শুধু বক্তৃতা, যুক্তি, বাণী, মন্তব্য, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য—এককথায় হিতোপদেশ। এরা সাহিত্য-শিল্পী নয়।

:—আপনি ফ্রাঁস্‌ আর রলাঁর ধর্ম্ম নীতি পছন্দ করেন?

উ:—ফ্রাঁস্‌ আর রলাঁর ধর্ম্ম বা নীতি আমি পছন্দ করি কিনা, সেই প্রশ্ন বর্ত্তমান আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক। বস্তুতঃ বক্তব্য বা বাণীগুলার যুক্তি বিচার্য্য নয়। বিশ্বশান্তি, সমাজতন্ত্র, সাম্রাজ্য-বিরোধ, সার্ব্বজনিক ভ্রাতৃত্ব, আন্তর্জ্জাতিকতা ইত্যাদি নীতি-সম্বন্ধে রকমারি মতামত থাকা খুবই সম্ভব। কিন্তু এঁদের সাহিত্যশিল্পটা অতি উচুদরের জিনিষ,—এই হ'চ্ছে আমার আসল কথা। এই ধরণের সাহিত্যকীর্ত্তির দুনিয়ায় বিরল।

প্র:—কোন্‌ কোন্‌ বইয়ের কথা বল্‌ছেন?

উ:—এঁদের যে কোনো বইয়ের কথা বল্‌ছি। ফ্রাঁসের "পেঙ্‌ইন দ্বীপ" ফরাসী দেশের বৃত্তান্ত। "তৃষিত দেবতা" বইয়ে আছে ফরাসী বিপ্লবের গল্প। রলাঁর রচনাবলীর ভেতর নাম করছি "আনেৎ ও সিলভী", 'গ্রীষ্ম' আর "মাতা পুত্র"। এই তিনটা বইয়ের নাম "লাম জাঁশাঁতে" (সম্মোহিত চিত্ত)। এই সবের ভেতর সুনীতি-দুর্নীতি যা'হ'ক কিছু আছেই আছে। তার জোরে সাহিত্যকীর্ত্তি হওয়া যায় না। গল্প, চরিত্র ও অবস্থাগুলা সবই অদ্ভুত সৃষ্টি। প'ড়ে দেখ্‌বি। বুঝ্‌বি পয়লা-নম্বরের সাহিত্যশিল্প কাকে বলে। ফরাসী নামের ইংরেজি তর্জ্জমা দিয়ে দেলাম। বইয়ের তর্জ্জমাগুলা সরল। ফরাসী ভাষা না জান্‌লেও ক্ষতি নাই।

পত্রিকা-জগৎ

দি ইংলিস স্পিকিং ওয়ার্ল্ড

(ডিসেম্বর-জানুয়ারী, ১৯৪৫-৪৬)

লণ্ডন হইতে ইংলিস্‌ স্পিকিং ইউনিয়ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা। আলোচ্য সংখ্যায় জোসেফিনব্যাম্‌ কর্ত্তৃক লিখিত 'ডেভালাপমেণ্ট অ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ইন দি ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ' শীর্ষক একটী তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমস্যাগুলা নিয়ে মাথা ঘামাইতে অভ্যস্ত। 'আফ্রিকান চালেঞ্জ' নামে একখানা বইও লিখিয়াছেন।

সম্প্রতি প্রকাশিত দুইখানা রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া আলোচ্য প্রবন্ধটী রচিত হইয়াছে। প্রথম রিপোর্টটা ১৯৩৮-৩৯ সালের রয়াল কমিশন কর্ত্তৃক লিখিত। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইক্ষু অন্যান্য

প্রচুর পরিমাণে। চিনি শিল্পের উপর এই দ্বীপপুঞ্জের আর্থিক জীবন কেন্দ্রীভূত। বিদেশে চিনির চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় ওলন্দাজ, ফরাসী, মার্কিণ ও বৃটিশ অধিকৃত সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের চরম আর্থিক দুর্দ্দশা ঘটে।

দ্বিতীয় রিপোর্টে ১৯৩৩-৩৪ সনের বিবরণী স্থান লাভ করিয়াছে। অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তাহা এই রিপোর্টে স্থান লাভ করিয়াছে। আবশ্যক পুঁজিসাপেক্ষ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা সমবায় প্রথায় নিজেরাই সংগ্রহ করিতেছে এবং বৃটেনও পূর্ব্বেকার তুলনায় অধিকতর পরিমাণে অর্থ যোগাইতেছে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে আবাদার তুলনায় লোক অনেক বেশী। লোক-সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। কাজেই উহাদের জীবন-যাত্রা-প্রণালী অব্যাহত রাখার জন্য সর্ব্বতোমুখী আর্থিক উন্নতি সাধনের প্রয়োজন। শিল্প প্রসার দ্বারা আংশিক প্রতিকার সম্ভব। দেবদারু ত্রিনিদাদ দ্বীপ এ সম্বন্ধে আত্মনির্ভরতার দাবী করিতে পারে। এই দ্বীপের তৈল-সম্পদ্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় কৃষিজাত দ্রব্যদ্বারা নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া সমস্যার অনেকখানি সমাধান সম্ভব হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ জ্যামেকা, ত্রিনিদাদ, বার্বাডোস্ ও বৃটিশ গায়েনার নারিকেল শাঁস হইতে তেল নিষ্কাশনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজবাসীকে কিন্তু কৃষিকার্য্যের উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইবে। রপ্তানির যোগ্য চিনি উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। রপ্তানির মাল কোকো, কলা ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও চেষ্টা-চরিত্র চলিতেছে।

খাদ্য শস্য, দুধ ও মাংসের উৎপাদন বাড়াইয়া ওয়েষ্ট ইণ্ডিজবাসীর দৈহিক পুষ্টি সাধনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইতেছে। সমুদ্র থেকে মাছ ধরার নানা প্রকার কলকব্জা বাহির করিয়া দেশবাসীর আহার্য্য তালিকা নির্ভুল করার আয়োজনও চলিতেছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সমস্ত বিষয়েই অর্থ দান করিতেছে। অধিবাসীদের স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনের দিকেও বৃটিশ ঔপনিবেশিক দপ্তরের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে। স্বাস্থ্যের জন্য প্রচার ও উপদেশ দানেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সর্ব্বত্র স্থানীয় ডিস্পেন্সরীগুলি স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। আবশ্যকীয় লোকজনের অভাব পূরণের জন্য বৃটেনে বৃটিশ অর্থে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজবাসী কয়েকজন ডাক্তার ও বহু নার্স ট্রেনিং গ্রহণ করিতেছে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বৃটেন বেশ আগ্রহশীল। বৃটেন এজন্য প্রত্যেক বৎসর ১,৩০০,০০০ পাঃ অর্থ সাহায্য, পাঠ্যপুস্তক, নানাপ্রকার উপকরণ যোগাইতেছে। মোটের উপর, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধনের জন্য ১৯৩৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসের শেষতক ১০,১৩৫,৮২১ পাঃ ব্যয় হইয়াছে।

সমালোচনা

এসিয়া বিটুইন্ টু ওয়ার্ল্ড্ ওয়ার্স; কে, এম, পণ্ণানো; নিউইয়র্ক; ইয়ানিয়ান ইন্‌স্টিটিউট্ অ্যাণ্ড থুল অব্ এসিয়াটিক ষ্টাডিজ; ১৯৪৪; ৮৯ পৃঃ; ২ ডলার।

নিউইয়র্কের ইয়ানিয়ান ইন্‌স্টিটিউট্ অ্যাণ্ড থুল অব্ এসিয়াটিক ষ্টাডিজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এসিয়ার অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সংক্রান্ত বিশেষ্ট সমূহের প্রথম খণ্ডরূপে আলোচ্য গ্রন্থখানাকে গণ্য করা যাইতে পারে। গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, এই ছোট বইখানায় বাস্তব ঘটনাবলী সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয় নাই। ইহা কোনরূপ মৌলিকতারও দাবী করিতে পারে না। চল্‌তি বইগুলার উদ্ধৃতাংশ দিয়া বইখানার কলেবর পূরণ করা হইয়াছে। তবে দৃষ্টান্তগুলার খুব ছাঁদিয়ার ভাবেই অবতারণা করা হইয়াছে। মূল প্রাচ্যের উপরেই গ্রন্থকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ; মাত্র তিন পাতার মধ্যে পারস্য, আফগানিস্তান

ও ভূরক্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এসিয়ার নতুন আর্থিক আকার-প্রকারগুলার মধ্যে গ্রন্থকার পুঁজিতান্ত্রিক ও পুঁজিবিরোধী হালচালের মধ্যে পার্থক্যটা উপলব্ধি করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর আর্থিক গড়নগুলার উপর প্রাচীন গ্রাম-ধনতান্ত্রিক ভাবধারা এবং প্রাচীন সভ্যতাগুলা বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট রুশিয়া এমন কি নাৎসী ফ্যাসিবাদের কিছু কিছু প্রভাব পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট। জাপানের আর্থিক কাঠামোর উপর শেষোক্ত প্রভাবের ছাপ বেশ চোখে পড়ে। গ্রন্থকার জাপানের আর্থিক জীবনের আনুপূর্ব্বিক বিবরণী প্রদান করিয়াছেন।

গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স অ্যাণ্ড দি জার্ম্মাণ প্রবলেম; ১৯১৮-১৯৩৯; ডাব্লিউ এম জর্ডান; লণ্ডন; ইউনিভার্সিটী প্রেস; ১৯৪০; ২৩৪ পৃঃ; ১৫ শিঃ।

অধ্যাপক ওয়েব্‌ষ্টার আলোচ্য গ্রন্থখানার ভূমিকা লিখিয়াছেন। বৃটিশ ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অসাফল্য ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে তীব্র কষাঘাত করিয়াছেন অধ্যাপক ওয়েবষ্টার তাঁহার ভূমিকায় কোনরূপ বাড়াবাড়ি না করিয়া তাহা পুরাপুরি সমর্থন করিয়াছেন। করাসী ইতিহাসের ব্যর্থতা আরও বেশী লাঞ্ছাত্মক। এই ব্যর্থতা জার্ম্মাণির শাসকবৃন্দকে (কাইজার-শাসিত জার্ম্মাণি ও তৃতীয় রাইখের আমলেও) সবচেয়ে বেশী প্রভুত্ব করার ফলে জার্ম্মাণিতে যহা বিপর্য্যয় ঘটে। নিজের নিরাপত্তার জন্য জার্ম্মাণি সম্পর্কে সন্দিহান হওয়া ফ্রান্সের পক্ষে স্বাভাবিক। এই বাস্তব সত্যটা উপলব্ধি করা সম্পর্কে বৃটেনের অক্ষমতার কাহিনী পুরাপুরি ভাবে প্রকাশ করা এখনও সম্ভব না হইলে, তাঃ জর্ডান এ সম্বন্ধে যতটা সফলকাম হইয়াছেন, তাহা এখন পর্য্যন্ত অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় নাই। গ্রন্থকার মোটের উপর বইখানার সর্ব্বত্র সমতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। চ্যাথাম হাউস হইতে প্রকাশিত পুস্তক হিসাবে বইখানার প্রচার নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। গ্রন্থকার সেইদিকে নজর রাখিয়াই লেখনী চালনা করিয়াছেন। কাজেই নানাস্থানে বাস্তব ঘটনাবলীর বিকৃতি ঘটিয়াছে বা বিকৃতার্থ করা হইয়াছে। আবার জটিল বিষয়গুলাকেও সাদাসিধে ভাবে প্রচার করার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও বইখানা সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় পুস্তক নিশ্চয়ই। ইহা স্থায়ী সাহিত্যের ইজ্জৎ লাভ করিবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। এক্সিস রুল ইন ইউরোপ; রাফেল লেমকিন্; ওয়াশিংটন ডি-সি; কার্ণেগী এন্ডাওমেণ্ট্ ফর্ ইণ্টার-ন্যাশনাল পিস্; ১৯৪৪; ৮৭৩ পৃঃ; ৭·৫০ ডলার।

২। লেবার্স পোইণ্টার ওয়ার্লড; পল মার্টিন; টোরোণ্টো; ক্যানাডিয়ান্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ ইণ্টারন্যাশন্যাল অ্যাফেয়ার্স; ১৯৪৫; ৪০ পৃঃ; ১০ সেণ্ট।

৩। পার্লামেণ্টারি ডিপ্লোমেসি—রেয়ার আপ্রিকেশন ইন্ ডেমোক্রেসী; জে, ই, ওয়াণ্টার; নিউইয়র্ক; রোনাল্ড প্রেস-কোম্পানী; ১৯৪৪; ৪৪৭ পৃঃ; ৪·৫০ ডলার।

৪। বিজনেস্ লীডারশিপ ইন্ দি লার্জ কর্পো-রেশন; আর, এ, গর্ডন; ওয়াশিংটন; ব্রুকিংস্ ইন্‌ষ্টিটিউশন; ১৯৪৫; ৩৬৯ পৃঃ; ৩ ডলার।

৫। সোস্যাল সিকিউরিটী। ইটস্ প্রেজেণ্ট অ্যাণ্ড্ ফিউচার ফিস্কাল আস্পাক্টস্; ট্যাক্স ফাউণ্ডেশন; নিউইয়র্ক; ১৯৪৪; ১২৬ পৃঃ।

৬। দি ফার্ষ্ট রাউণ্ড। দি ষ্টোরী অব্ দি সি আই ও পোলিটিক্যাল্ অ্যাকশন কমিটী; জোসেফ গেয়ার; নিউইয়র্ক; ডুয়েল, স্লোয়ান্ অ্যাণ্ড্ পিয়ার্স; ১৯৪৪; ৪৭৮ পৃঃ; ২·৫০ ডলার।

অর্থনৈতিক সমস্যা

অধ্যাপক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র লালুখানী, এম এ

মোটের উপর অর্থনৈতিক সমস্যা হলো দু'টি। প্রথম, পূর্ণনিয়োগ আনা যায় কি করে এবং দ্বিতীয়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে ব্যবসার চক্রাবর্তকে কি করে সরিয়ে রাখা যায়। পূর্ণনিয়োগের সমস্যার পেছনে দেশের বেকার সমস্যার জটিল প্রশ্নও রয়ে গেছে। সেকেলে অর্থশাস্ত্রীরা মনে করতেন যে, অবাধ প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে যেটুকু হলো তাই যথেষ্ট। ধনীকে ধনীকে, শ্রমিকে শ্রমিকে, ধনীকে শ্রমিকে, পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ফলে যেটুকু নিয়োগের ব্যবস্থা হলো সেইটুকুই তাঁদের মতে কাম্য, কেন না সেইটুকুই স্বাভাবিক। কোন হস্তক্ষেপ, কোন নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই যুক্তিতে গলদ এইখানে যে, যাকে আমরা অবাধ প্রতিযোগিতা বলছি, সেটি যদি অবাধ না হয়—সে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যারই দুর্বলতার জন্যে হোক না কেন—তাহলে আমরা যে ফল পাব তা স্বাভাবিকও নয়, কাম্যও নয়। সেকেলে অর্থশাস্ত্রীরা এদিক্ থেকে বিষয়টির বিচার করতে চেষ্টা করেননি। সু-স্থিতি এবং অবাধ প্রতিযোগিতার ধারণার উপর যে মতবাদ গড়ে উঠল তাতে নিয়োগ-সমস্যার সমাধান হ'ল না। একদল লোক বেকারই থেকে গেল। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই বেকার-সমস্যা কতকটা গোটা গড়ে বসলো প্রত্যেক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিতর। কল-কব্জার বর্তমান ব্যবহারে এ সমস্যা বাড়লো বৈ কমলো না। সমাজতান্ত্রিক লেখকেরা এই দুর্বলতার সুযোগ নিলেন। মার্ক্সের বাড়তি লোক-সংখ্যা বিষয়ক মতবাদ ধনতান্ত্রিক অর্থশাস্ত্রীদের দুর্বলতারই উপর প্রতিষ্ঠিত।

তাহ'লে আমরা দেখলাম, নিয়োগ-সমস্যার পেছনে বেকার-সমস্যা রয়ে গেছে। সেকেলে অর্থশাস্ত্রীরা এ সমস্যা নিয়ে মাথাই ঘামাননি। কিছুদিন আগে অধ্যাপক পিগু তাঁর 'বেকারত্ব বিষয়ক মতবাদ' গ্রন্থে সেকেলে অর্থশাস্ত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের সামনে হাজির করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই গ্রন্থে পিগুর মধ্যে যে সেকেলে অর্থশাস্ত্রীদের গোত্রামি রয়েই গেছে তা বেশ বোঝা যায় তাঁর ধারণাগুলো থেকে। তাই টাকা পরিমাণ ব্যবহার করতে তিনি নারাজ। ফলত, টাকা পরিমাণ নিয়ে আলোচনা গৌণ স্থানই অধিকার করেছে। নিয়োগের পরিমাণকে অধ্যাপক পিগু দু'টি মৌলিক নির্ধারকের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বর্ণনা করেছেন—পারিশ্রমিকের সামগ্রী-হার (টাকা হার নয়), যা শ্রমিকেরা পাবে বলে ধরে রেখেছে এবং শ্রমের জন্যে সত্যিকারের চাহিদা-নির্ভরের চেহারা। এই দু'টি নির্ধারক বিষয়ে দু' এক কথা বলা যাক। পারিশ্রমিকের সামগ্রী-হার—অধ্যাপক পিগুর প্রথম ধারণা—শ্রমিকের পক্ষে যতটা প্রয়োজনীয় নয়, তার চাইতে বেশী প্রয়োজনীয় হ'ল পারিশ্রমিকের টাকা-হার। এর অর্থ এই নয় যে, টাকার মূল্যের যে কোন পরিবর্তনই শ্রমিকেরা নীরবে স্বীকার করবে। আসল কথা হচ্ছে এই যে, সামগ্রী মূল্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে টাকার ক্রয়শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি দৈনিকই কিছু কিছু হচ্ছে; শ্রমিক কিন্তু তাতে বড় একটা বিচলিত হয় না। কিন্তু ধনের টাকা বেতনকে কমিয়ে যদি তের টাকায় আনা হয়—তাহলেই ধর্মঘটের হিড়িক পড়বে। অবশ্য সামগ্রী-মূল্যের ভয়ানক রকম পরিবর্তনে যদি শ্রমিকদের টাকা পারিশ্রমিক অপরিবর্তিত থাকায় তাদের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখা সম্ভব না হয় তাহলে তারা দাবী তুলবে টাকা পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করার অথবা অন্য যে কোন উপায়ে তাদের জীবনযাত্রার মান রক্ষার রাখার জন্যে। কিন্তু যৎসামান্য পরিবর্তনে ধনের টাকার ক্রয়শক্তি যদি তের টাকা হয়ে পড়ে তাহলে শ্রমিক তার জন্যে কোন চরম পন্থা অবলম্বন করবে না। এই হ'ল আমাদের উপরিউক্ত বক্তব্যের তাৎপর্য। অধ্যাপক পিগু টাকা পারিশ্রমিকের দিকটা অবহেলা করেন নি; তবে একে মূল্য অংশও দেননি। কারণ তিনি শুধু একথা মনে করে নিয়েছেন

যে, পারিশ্রমিকের টাকা-হারকে শ্রমিক-ব্যবহার্য সামগ্রী-মূল্য দিয়ে ভাগ করলেই পারিশ্রমিকের যে সামগ্রীহার তারা চাইবে সে'টি পাওয়া যাবে।

অধ্যাপক পিগুর দ্বিতীয় নির্দ্ধারকটি জটিল রকমের। এইটি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার। নিয়োগক্ষেত্রে কি পরিমাণ শ্রমিকের জন্যে চাহিদা রয়েছে এইটিই তাঁর বিচার্য। এক্ষেত্রে তিনি শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন যাদের কেইন্‌স্ সংকেতে শ্রমিক-ব্যবহার্য সামগ্রী-উৎপাদন-শিল্প ও শ্রমিক-অব্যবহার্য সামগ্রী-উৎপাদন-শিল্প আখ্যা দিয়েছেন। পূর্ব্বোক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে ক সংখ্যক লোক এবং পরবর্ত্তী শিল্পে খ সংখ্যক লোক নিযুক্ত রয়েছে। ক সংখ্যক লোকের নিয়োগে, শ্রমিক-ব্যবহার্য-সামগ্রীর মূল্যে, যে পরিমাণ সামগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে, তাকে বলা চলে গ×ক, যেখানে গ হ'ল প্রত্যেকটি শ্রমিক দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রী। আরও তিনি ধরে নিচ্ছেন যে, শ্রমিক-ব্যবহার্য সামগ্রী উৎপাদন শিল্পে নিযুক্ত লোক-সংখ্যা মোট নিয়োগের উপর নির্ভর করছে। এ অবস্থায় শ্রমের জন্যে সত্যিকারের চাহিদা-নির্ণয় নির্দ্ধারিত হচ্ছে শিল্পের নিজস্ব ও কল-কব্জার অবস্থা এবং আংশিকভাবে শ্রমিক-ব্যবহার্য সামগ্রীর জন্যে ভোগ ব্যবহারের ইচ্ছা দিয়ে। সহজ সরল ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় যে, দেশে সেই পরিমাণ শ্রমিকের জন্যে চাহিদা রয়েছে যা বর্ত্তমান শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে লাগতে পারে এবং যাদের শ্রমে উৎপন্ন সামগ্রীর জন্য চাহিদা রয়েছে। তাই যদি হয়, তাহলে কেইন্‌সের সঙ্গে এঁর খুব বেশী পার্থক্য হচ্ছে না। কিন্তু এঁর গলদ হচ্ছে এই যে, পূর্ণনিয়োগের অবস্থা ইনি ধরেই নিচ্ছেন এবং সেইভাবে নিয়োগের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করছেন। কেইন্‌স্ পূর্ণনিয়োগকে ধরে নেননি; কি করে পূর্ণনিয়োগে পৌঁছান যায় এইটিই তাঁর বক্তব্য এবং গবেষণার বিষয়। একজন দেখছেন পূর্ণনিয়োগের উপর বসে; আর একজন চান সেই পূর্ণনিয়োগে পৌঁছাতে। একজন অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বকে অস্বীকার বা অবহেলা করে যাচ্ছেন; আর একজন বাস্তবের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বকে স্বীকার করে নিয়ে এই কথা বলবার প্রয়াস করছেন যে, এই অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব কি ভাবে দূর হতে পারে, কি ভাবে এর সমাধান করে আমরা দেশের আর্থিক পরিস্থিতিতে একটা পূর্ণ-নিয়োগের অবস্থা আনতে পারি। পূর্ণনিয়োগে পৌঁছাবার পর এই দুই অর্থশাস্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য বড় একটা থাকবে না; কিন্তু যতদিন পূর্ণনিয়োগে না পৌঁছান যাচ্ছে, যতদিন দেশের একটা অংশ বেকার হয়ে বসে রয়েছে, ততদিন পূর্ণনিয়োগের অবস্থাকে মানসপটে এঁকে নিলেই চলবে না। এতে যে বাস্তবের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটবে। কেইন্‌সের ভাষায়—'বেকারত্ব বিষয়ক মতবাদ' গ্রন্থের এই নামকরণ কতকটা ভ্রমাত্মকই হয়েছে। আসলে এ বিষয়টি তাঁর (অধ্যাপক পিগুর) গ্রন্থের আলোচ্যই নয়। তাঁর আলোচ্য হচ্ছে এই যে, যখন পূর্ণনিয়োগের সমস্ত অবস্থাই বজায় আছে, সেই অবস্থায় নির্দ্দিষ্ট শ্রমসরবরাহে নিয়োগের পরিমাণ কতখানি হবে। সমষ্টিগতভাবে শ্রমের সত্যিকারের চাহিদার সঙ্কোচন-প্রসারণ বিষয়ক মতবাদের উদ্দেশ্য হলো এই যে, শ্রমের সরবরাহের নির্দ্দিষ্ট উত্থান-পতনে পূর্ণনিয়োগের কতখানি উত্থান পতন হবে এই বিষয় বের করা। অথবা—অন্যভাবে, এবং এইটিই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত হবে,—আমরা তাঁর গ্রন্থটিকে ধরে নিতে পারি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নিয়োগে সামগ্রী পারিশ্রমিকের হার কত হবে এই দু'টির পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে কার্য্যকারণ বিহীন বিশ্লেষণ। কিন্তু সত্যিকারের নিয়োগের হার কিভাবে নির্দ্ধারিত হচ্ছে এবিষয়ে নির্দ্দেশ দিতে এ গ্রন্থ অক্ষম, এবং অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ববিষয়ক সমস্যার সমাধানের এর প্রত্যক্ষভাবে কোন যোগ নেই।

এই হলো সংক্ষেপে অর্থশাস্ত্রীদের অবস্থা। কিন্তু একথা সকলেরই জানা আছে যে, বর্ত্তমান উৎপাদন ব্যবস্থায় পূর্ণনিয়োগ হয় না। লোকসংখ্যার একটা অংশ থেকে যায় বেকারই। এর ফলে শুধু যে বেকারসমস্যাই আসে তা নয়; সেই সঙ্গে ক্রয়শক্তির অভাবে লোকের কার্য্যকরী চাহিদাও অনেক কম থাকে এবং তার ফলে উৎপাদন-পরিমাণ ও ভোগসামগ্রীর জন্য চাহিদা এদু'টি পৃথক হয়ে পড়ে। এরই জন্যে দেখা দেয় ব্যবসায় সঙ্কট।

যে পরিমাণ সামগ্রী প্রস্তুত হলো তা বিক্রি হতে পারে না। সরবরাহ বাড়তে থাকে এবং এর ফলে সামগ্রী মূল্যের আকস্মিক হ্রাস হয়ে দেশ-জোড়া উৎপাদন ব্যবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়। ১৯২৯ সনের বিশ্বব্যাপী মহাসঙ্কট এর সব চেয়ে বড় প্রমাণ। ইতিপূর্ব্বে যে উৎপাদনক্ষেত্রে সঙ্কট দেখা দেয়নি তা নয়। কিন্তু তাদের গুরুত্ব এতটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেনি। এমনকি, এটি যে একটি গুরুতর সমস্যা এ বোধ পর্য্যন্ত সেকেলে অর্থশাস্ত্রীদের মধ্যে দেখা দেয়নি। মিচেলের ব্যবসায় চক্রাবর্ত্ত বিষয়ক গ্রন্থই বোধ হয় এ বিষয়ে ধনতান্ত্রিক অর্থশাস্ত্রীদের পথপ্রদর্শক জেভন্‌স্ অবিশ্যি চক্রাবর্ত্তের কালব্যবধান ও স্থায়িত্ব বিষয়ে কিছু কিছু গবেষণা করেছেন; কিন্তু তিনি যে একে একটি সমস্যা হিসাবে দেখছেন একথা মনে হয় না। কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক রচনায়, বিশেষ করে মার্ক্‌সের ক্যাপিটাল গ্রন্থে, এর বেশ একটা আলোচনা পাওয়া যায় আগা-গোড়াই। মার্ক্‌সের বিশ্লেষণ-ভঙ্গীর সঙ্গে একেলে অর্থ-শাস্ত্রীদের যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, তাঁর বক্তব্যের সার বিষয়টি যে সত্য তা হব্‌সন্ ও কেইন্‌সের রচনার মধ্যেই বেশ বোঝা যায়।

কেইন্‌সের সঙ্গে মার্ক্‌সের দু'টি বিষয়ে তফাৎ আছে। মার্ক্‌স্ চান ধন-তান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার উচ্ছেদ; অতএব সেদিক্ থেকেই তাঁর আলোচনা। চক্রাবর্ত্তের সমাধান বিষয়ে এই জন্যই তাঁর রচনায় কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যাবে না। পরোক্ষ ভাবে অবিশ্যি আমরা ধরে নিতে পারি যে, উৎপাদন পরিমাণ ও ভোগব্যবহারের স্থিতিই তাঁর মতে এই সমস্যার চরম সমাধান। কেননা, মার্ক্‌সের মতে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধর্ম্মই হলো উৎপাদন পরিমাণ ও ভোগবিলাসের অস্থিতি। এই ব্যবস্থায় সামগ্রীর চাহিদা অনুসারে পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয় না; বিসে উৎপাদন ব্যবস্থার চরম উৎকর্ষ হবে এইটিই হলো নির্দ্ধারক। যদি ঐ সংখ্যক সামগ্রী উৎপাদন করলে ব্যয় সঙ্কোচ প্রভৃতির দিক্ থেকে সুবিধা হয়ে লভ্যাংশের পরিমাণ উর্দ্ধতন হয়, তাহলে সেই পরিমাণ সামগ্রীর জন্য চাহিদা থাক বা না থাক, তাদের তৈরী করতে হবে উৎপাদনব্যবস্থার স্বার্থে। এইভাবে ভোগব্যবহার ও উৎপাদন পরিমাণ, এদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটলো—এদের মধ্যে এসে পড়লো একটা অস্থিতি। আর যতই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎকর্ষ হচ্ছে, এদের বিচ্ছেদও ততই গভীরতর হচ্ছে—এইটিই যেন ধনতান্ত্রিক প্রগতির মাপকাঠি। এঙ্গেল্‌স্ বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে বলেছেন তাঁর 'সাম্যবাদের মূলনীতি' গ্রন্থে। তাঁর ভাষায় ধনতন্ত্রের কাছথেকে আমরা যে উৎপাদন ক্ষমতার প্রচুর উৎকর্ষ লাভ করেছি সেইটিই আবার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ও ভোগবিলাসের স্থিতিকে বিপর্য্যস্ত করার পূর্ণ এবং আপাতদৃষ্টিতে অপ্রতিবিধেয় কারণ। উৎপাদনক্ষমতার উৎকর্ষ যদি করতে হয়, তাহলে ভোক্তাদের বা উৎপাদনব্যবস্থার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার দিকে লক্ষ্য করলে চলবে না; অথচ এথেকেই সঙ্কট হয়ে ওঠে অনিবার্য্য। বাজার থাক বা না থাক, বিরাট বিরাট কলকব্জার অবধা অপচয় নিবারণের জন্যেই উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখতে হবে। এ অবস্থায় নিশ্চিত কাল ব্যবধানে পুনরুপস্থিতিশীল দুর্য্যোগ ঘটবেই ঘটবে।" লেনিনের মধ্যেও ঠিক একই সুর বাজছে। তাই তিনি "সংগৃহীত রচনাবলীতে" বলছেন—ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা চলে লাফিয়ে লাফিয়ে; তাই দু'পাঁচ এগুলেই প্রতিক্রিয়ার ফলে আবার এক ধাপ পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হয়, কখনো কখনো বা দু'ধাপই পিছিয়ে আসে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো সামগ্রীটিকে বিক্রি করা। এখানে এক একজন বণিক স্ব স্ব উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়েই ব্যস্ত। তার ফলে, মোট উৎপাদনব্যবস্থার কথা ধরলে সহজেই বোঝা যায় যে, এতে একটা বিশৃঙ্খলা এসে পড়ে। ফলে, বাজার-চাহিদার পরিমাণ উৎপন্ন সামগ্রীর সমান না হওয়াই বেশী স্বাভাবিক। এইভাবে নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারের ফলে বাজারের যতই প্রসার হয়, ততই আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলায় এর গোড়া শিথিল হয়ে পড়ে। এইভাবে সমস্ত সমাজের উৎপাদনব্যবস্থা মুষ্টিমেয় ধনিকের পদানত হয় এবং এদের লাভের আশায় তীব্র উদ্যমতায় ব্যবসার ক্ষেত্রে সঙ্কট অনিবার্য্য হয়ে ওঠে।

(ক্রমশঃ)

Registered No. C-1414.

সূচী

বাংলার সম্পদ :—বন্যায় চাষা ও তাঁতবয়ন। মিল ধর্মঘট। বাঁকুড়ার চাউল। ১২৬

আর্থিক ভারতী—কেন্দ্রীয় সরকারের বৃত্তোত্তর পরিকল্পনা। ভারত হইতে তূলা রপ্তানি। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অবস্থা। (১২৮-২৮)

দুনিয়ার ধনদৌলত :—মার্কিণ দেশ হইতে তূলা রপ্তানি। বিশ্বব্যাপী খাদ্য-সঙ্কট।

ব্যক্তি ও সঙ্ঘ :—বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতীয় নারিকের যোগদান। (১২৯-৩৩)

সোলাকাৎ :—গলসোয়ার্দি ও বার্ণার্ড শ ১৩৩

পত্রিকা-জগৎ

সমালোচনা

গ্রন্থপঞ্জী

প্রবন্ধ :—অর্থনৈতিক সমস্যা

নিরঞ্জনচাঁদ লালুয়ানী, এম এ

জয় যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবন বীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটি গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৪৫ সালে ইহার প্রভূত সাফল্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সংস্থানের সারবত্তা, বীমাপত্রের নিরাপত্তা, পরিচালন-পদ্ধতির নৈপুণ্য এবং সর্ব্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহানুভূতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের প্রধান পাথেয়।

সাফল্যের পরিচয়

১৯৪৫ সালের নূতন বীমা ১২ কোটি টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্

হেড অফিস :—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্—কলিকাতা

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।